কীভাবে আল্লাহর প্রিয় হবো ?

শাইখ খালিদ আল হুসাইনান রহ.

কীভাবে আল্লাহর প্রিয় হবো?

শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান ﷺ

রুহামা পাবলিকেশন

বই	কীভাবে আল্লাহর প্রিয় হবো?
মূল	শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান ﷺ
অনুবাদ ও সম্পাদনা	হাসান মাসরুর
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

মুমিনমাত্রই আমরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। সেসব আমল করতে চাই, যেসব আমলের মাধ্যমে সহজে তাঁর ভালোবাসা লাভ করা যায়। দয়াময় মহান প্রতিপালক তাঁর পছন্দনীয় বহু আমল এবং আমলকারীদের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তিনি সবরকারীদের ভালোবাসেন, তিনি ইহসানকারীদের ভালোবাসেন, তিনি মুকাতিলদের ভালোবাসেন। তিনি ভালোবাসেন মুজাহিদদের, তাওবাকারীদের, পবিত্রতা অর্জনকারীদের...। হাদিস শরিফেও রাসুলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় অনেক আমলের কথা আমাদের জানিয়েছেন। আল্লাহর প্রিয় হতে চাইলে এসব আমল করার প্রতি অবশ্যই আমাদের যত্নবান হতে হবে।

প্রিয় পাঠক, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে—যা শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান ؒ রচিত 'কাইফা নারতাকি ফি মানাজিলিস সায়িরিনা ইলাল্লাহ' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ—পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে আহৃত এমনই অনেক আমল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বিবৃত হয়েছে পুণ্যবানদের বহু অমূল্য বাণী—যা আমাদের হৃদয়কে আল্লাহর স্মরণে বিগলিত করবে। আমাদের অভিমুখী করবে দয়াময়ের দিকে। এর থেকে আমরা জানতে পারব, আখিরাতে উঁচু মর্যাদা লাভের বেশকিছু উপায় সম্পর্কে।

বলে রাখা ভালো, মূল গ্রন্থে যেসব আয়াত ও হাদিসের আলোচনা এসেছে, অনুবাদ গ্রন্থে তা আমরা রেফারেন্সসহ উল্লেখ করেছি। আর সালাফ ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের বাণীসমূহ উল্লেখ করেছি মূল গ্রন্থের অনুরূপ উৎসের নাম ব্যতিরেকে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রয়াসটুকু কবুল করে নিন। এর দ্বারা পাঠকদের উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন এবং গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম আজর দান করুন (আমিন)।

- হাসান মাসরুর

৩ জুমাদাল উখরা, ১৪৪০ হিজরি।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

মানুষ নামক প্রাণীটি কঠোর পরিশ্রম করে, হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে, এমনকি সামর্থ্যের সবটুকু বিলীন করে দিয়ে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে সাফল্য ও অগ্রগতির শিখরে আরোহণ করার প্রয়াস পায়। অথচ তুচ্ছ এই পৃথিবীর ভিতই গড়ে উঠেছে নানা বাধা-বিপত্তি, রোগ-শোক ও বালা-মুসিবতের ওপর। মানবজাতির আয়ুষ্কাল কত অল্প! ষাট কি সত্তর বছরের ছোট্ট একটি জীবন। সময়ের এই স্বল্প পুঁজিতে চিরসুখের জান্নাতে মর্যাদার শিখরে আরোহণের জন্য তার বলতে গেলে কিছুই করা হয়ে ওঠে না। অথচ আখিরাতের জীবন অনন্ত অসীম; যার কোনো সমাপ্তি নেই।

- বক্ষ্যমাণ রচনাটি হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত কিছু ভাবনা, ইঙ্গিত ও শব্দমালার যোগফল, যা আমি বিচিত্র সব উৎস থেকে সঞ্চয় করেছি। আর যা আল্লাহ্ আমার অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন, তাও এতে সংযোজন করে দিয়েছি। যাঁরা আল্লাহর পথের পথিকদের সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হতে চায়, এই সংকলনে তাদের জন্য রয়েছে অমূল্য পাথেয়।

- আমি দাবি করব না যে, আলোচ্য বিষয়ের খুঁটিনাটি সবকিছুই এখানে এসে গেছে। বরং বাস্তব কথা হলো, যা সংকলিত হয়েছে, তার তুলনায় অসংকলিত বিষয়াদির পরিমাণই বেশি। আপাতত যেটুকুর ওপরই নিবিষ্ট হয়েছে আমার দৃষ্টি আর যা রেখাপাত করেছে আমার অন্তরে; এটুকুই আমি সাজানোর চেষ্টা করেছি কলমের তুলিতে। পুণ্যের শক্তি আর পাপ থেকে মুক্তি—দুটোই আল্লাহর তরফ থেকে। তিনিই সাহায্যকারী, ভরসা কেবল তাঁর ওপরই।

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'মানুষ দুধরনের, উন্নত শ্রেণি ও ইতর শ্রেণি। যে আল্লাহকে পাওয়ার সঠিক পদ্ধতি ও পন্থার সাথে পরিচিত হয়ে গন্তব্যে পৌঁছার পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করে, সে উন্নত শ্রেণির—আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত। আর যে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা তো দূরের কথা, আল্লাহকে পাওয়ার পন্থার সাথে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনটুকুও অনুভব করে না, সে ইতর শ্রেণির—নিন্দিত ও ঘৃণিত। এই শ্রেণির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾

"আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না।"'[১]

- খালিদ আল-হুসাইনান

১. সুরা আল-হজ : ১৮

মুমিনের জীবনে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনার গুরুত্ব

আল্লাহর মদদ ও তাওফিক ব্যতীত মুমিন আখিরাতে মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে না। মুসল্লিগণ প্রতিদিন সালাতে প্রার্থনা করেন :

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

> 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই।'[২]

তবে অধিকাংশ লোকই 'আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার' সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ তা মুমিনের জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, মুমিন আল্লাহর মদদ ও তাওফিক ব্যতীত পার্থিব-অপার্থিব কোনো ধরনের কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে না। আল্লাহই তাঁর কর্মকে সহজ ও সরল করে দেন।

পয়েন্টগুলো ভাবুন :

আল্লাহ তাআলা (আমাদের দুআ শিক্ষা দিয়ে) বলেন :

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

> 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই।'

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখ সাদি ﵀ বলেন, 'অর্থাৎ, ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারটি আমরা কেবল আপনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখি। যেন সে বলছে, আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি; অন্য কারও নয়। আপনার কাছেই সাহায্য চাই; অন্য কারও কাছে নয়।

- ইবাদত হলো ওই সব কথা ও কাজ, যা আল্লাহ ভালোবাসেন—তা বাহ্যিক হোক কিংবা আত্মিক।

---

২. সুরা আল-ফাতিহা : ৫

- ইসতিআনাত হলো কল্যাণপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট থেকে মুক্তির ব্যাপারে আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা।

- চিরস্থায়ী সাফল্য অর্জন এবং যাবতীয় অনিষ্ট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো এই 'ইবাদত' ও 'ইসতিআনাত'। এ ছাড়া নাজাতের ভিন্ন কোনো পথ নেই।

প্রকৃত ইবাদত কীভাবে হবে?

ইবাদত কেবল তখনই প্রকৃত অর্থে ইবাদত বলে গণ্য হবে, যখন তা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে গৃহীত হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হবে। এ দুইয়ের উপস্থিতিতেই কেবল ইবাদত তার আসল রূপ পরিগ্রহ করবে।

- ইসতিআনাত বা সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, ইবাদতকারী তার সকল ইবাদতে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। আল্লাহর সাহায্য না পেলে বান্দার পক্ষে তাঁর হুকুম পালন করা ও হারাম বর্জন করা কখনো সম্ভব হবে না।' (ঈষৎ পরিমার্জিত)

- হাফিজ ইবনে রজব হাম্বলি ﵀ বলেন :

- সৃষ্টিজগৎ ছেড়ে কেবল স্রষ্টার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করার রহস্য হলো, বান্দা নিজের কল্যাণসাধন ও অনিষ্ট দূরীকরণে স্বনির্ভর নয়। দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অর্জনে আল্লাহ ছাড়া তার কোনো সাহায্যকারী নেই।

- অতএব, আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন, সে-ই প্রকৃত সাহায্যপ্রাপ্ত এবং যাকে লাঞ্ছিত করেন, সে-ই অপদস্থ। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ বাক্যটির আসল অর্থ এটিই। কেননা, এর প্রকৃত মর্ম হলো, বান্দার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না, ঘটানোর সক্ষমতাও তার নেই—একমাত্র আল্লাহ তাআলা-ই তা করতে পারেন। এটি অমূল্য এক বাক্য এবং জান্নাতের অন্যতম ধনভাণ্ডার।

– বান্দা তিনটি বিষয়ে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তা হলো :

ক. নির্দেশিত কর্মগুলো সম্পাদন খ. নিষিদ্ধ কাজগুলো বর্জন ও গ. পার্থিব জীবনে তাকদিরের ওপর সবর করা এবং মৃত্যু, কবরজগৎ ও কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ—এসব ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত কেউ বান্দাকে সাহায্য করতে পারে না। আর যে সঠিকভাবে 'ইসতিআনাত' বা সাহায্য প্রার্থনা করবে, কেবল সে-ই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

– রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ

'এমন বস্তুর প্রতি উদ্বুদ্ধ হও, যা তোমার কল্যাণ বয়ে আনে। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। কখনো অক্ষম হয়ে যেও না।'[৩]

– যে আল্লাহর 'ইসতিআনাত' ছেড়ে দেবে এবং গাইরুল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী হবে, আল্লাহ তাকে যার কাছে সে সাহায্য প্রার্থনা করবে, তার হাতে সোপর্দ করবেন। ফলে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

– হাসান বসরি ؒ উমর বিন আব্দুল আজিজকে পত্রযোগে নসিহত করেন, 'গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কোরো না; অন্যথায় তুমি তার হাতে সমর্পিত হবে।'

– জনৈক সালাফ বলতেন, 'হে আমার রব, আমি অবাক হই সে ব্যক্তিকে দেখে, যে তোমার পরিচয় পেয়েও গাইরুল্লাহর আশা রাখে; তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।'

'ইবাদত' ও 'ইসতিআনাত'-এর বিচারে মানুষের প্রকারভেদ

ইবনুল কাইয়িম ؒ বলেন, 'ইবাদত' ও 'ইসতিআনাত'-এর বিচারে মানুষ চার প্রকার :

৩. সহিহু মুসলিম : ২৬৬৪

ক. যে আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে। এ ধরনের লোকদের চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহর ইবাদত করা; আল্লাহর কাছে এ জন্য সাহায্য ও তাওফিক তলব করা।

খ. যে ইবাদত ও ইসতিআনাত কোনোটিই করে না। যদি সে কখনো আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়ও, তবে তা চায় নিজের স্বার্থপূরণ কিংবা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়। আল্লাহর হক আদায় কিংবা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নয়।

গ. যে ব্যক্তি ইসতিআনাতবিহীন ইবাদত করে, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ও ইসতিআনাত না থাকার কারণে তার ইবাদত অপরিপূর্ণ থেকে যায়। তাওয়াক্কুল ও ইসতিআনাতের ঘাটতি অনুপাতে সে ব্যর্থতা, অক্ষমতা ও দুর্বলতার শিকার হয়।

ঘ. যে ইসতিআনাত তো করে, কিন্তু ইবাদত করে না। সে আল্লাহকে লাভ-ক্ষতির একমাত্র মালিক তো মনে করে; কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলে না। সে মূলত আপন স্বার্থ ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় আল্লাহর ওপর ভরসা করে এবং তাঁর কাছে সাহায্য চায়। কখনো সে কামনা করে সম্পদ, কখনো চায় ক্ষমতা। এরূপ লোকদের পরিণাম শুভ হয় না।

ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী করার উপায়

আল্লাহর প্রিয় হতে আগ্রহী ব্যক্তি যে জিনিসটির প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী, তা হলো ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা; যেন উত্তীর্ণ ব্যক্তি মাত্রই সাবলীলভাবে উক্ত সোপানগুলোতে চলতে পারে এবং কোনো জায়গায় দুর্বলতা হেতু থেমে যাওয়া বা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾

‘হে ইয়াহইয়া, তুমি কিতাবকে খুব শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো।’[৪]

---

৪. সুরা মারইয়াম : ১২

• ইবনে কাসির ﷺ এর ব্যাখ্যায় বলেন :

'পরিশ্রম, উৎসাহ ও কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আঁকড়ে ধরো।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ

'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিন অপেক্ষা উত্তম ও অধিক প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে।'[৫]

ইমাম নববি ﷺ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এখানে মূলত শক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অন্তরের দৃঢ়তা ও পরকালের বিষয়াবলিতে বিচক্ষণতা ইত্যাদি। সুতরাং এ গুণের অধিকারীমাত্রই অবধারিতভাবে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে।

১. এরূপ ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে অধিক অগ্রগামী হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে বের হওয়া ও তাদের অন্বেষণে ধাবমান হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক দ্রুতগামী হবে।

২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে সে হবে খুবই দৃঢ়সংকল্প।

৩. তার মধ্যে থাকবে সব ধরনের দুঃখ, কষ্ট ও নির্যাতনের ওপর সংযম ও ধৈর্যধারণের ক্ষমতা এবং আল্লাহর জন্য অধিক কষ্টক্লেশ কাঁধে তুলে নেওয়ার সক্ষমতা।

৪. সর্বোপরি নামাজ, রোজা, আজকার ও অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে সে হবে অধিক আগ্রহী ও সবার অগ্রগামী। এগুলোর খোঁজে সে থাকবে অধিক তৎপর এবং যেকোনো ইবাদাত-সম্পাদনে অধিক যত্নবান।

৫. রাসুল ﷺ-এর বাণী, (وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ) এর মর্মার্থ হচ্ছে 'দুর্বল ও সবল প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ইমানের ক্ষেত্রে দুজনেই

---

৫. সহিহু মুসলিম : ২৬৬৪

মুমিন হওয়ার কারণে। অধিকন্তু দুর্বল ব্যক্তি কিছু ইবাদত কম হলেও তো করেছে, সে হিসেবে শুধু সবলের মধ্যেই কল্যাণ সীমাবদ্ধ নয় বরং দুর্বলের মধ্যেও কল্যাণ নিহিত রয়েছে।'

ইবাদতই শক্তির মূল উৎস

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾

'আর হে আমার কওম, তোমাদের পালনকর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করো; তিনি আসমান থেকে তোমাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির ওপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মতো বিমুখ হয়ো না।'[৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﵀ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব করে, তার শক্তি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যে অলসতা করে, তার দুর্বলতা ও অবসন্নতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।' সারি আস-সাকাতি ﵀ বলেন, 'শক্তির মধ্যে অধিক সুদৃঢ় ও প্রভাব বিস্তারকারী হচ্ছে, যা তোমার অন্তরকে পরাস্ত করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আপন নফসকে দীক্ষাদানে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, সে অন্যের আত্মা পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে অধিক অক্ষম হবে।'

ইরাদা বা সংকল্প সঠিক হওয়ার চিহ্নসমূহ

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়ার কয়েকটি লক্ষণ হলো :

১. সংকল্পকারীর অভিপ্রায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই হওয়া।

২. তাঁর সাক্ষাতের জন্য সদা উদগ্রীব থাকা ও মুলাকাতের প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত থাকা।

---

৬. সুরা হুদ : ৫২

৩. এমন সময়ের ওপর ব্যথিত হওয়া ও আক্ষেপ করা, যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজে অতিবাহিত হয়েছে।

৪. ওই নোংরা কর্মের সাথে নিবিষ্টতার জন্য আফসোস করা।

৫. উল্লিখিত সবকিছুর সমষ্টিগত চিহ্ন হলো, সকাল হোক বা সন্ধ্যা তার স্বপ্ন, উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা সবকিছু যেন মহান প্রতিপালককে ঘিরেই হয়।

ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ও মনোবল বাড়ানোর উপায়

১. আল্লাহ, তাঁর গুণাবলি, তাকদির ইত্যাদির ওপর ইমান বাড়ানোর উপাদানগুলো শক্তিশালী করা এবং তাঁর ওপর সঠিক ভরসা ও ভালো ধারণা পোষণের উপকরণকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করা।

২. নফসের কুপ্রবৃত্তি ও তার নোংরা কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

৩. বিভিন্ন ধরনের ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। যেমন, সঠিক নিয়মানুবর্তিতা ও যত্নের সাথে নামাজ পড়া। কেননা, আল্লাহর ভয়, বিনয় ও একাগ্রতার সহিত নামাজ সম্পাদন মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে নফসের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে অনেক শক্তিশালী করে তোলে। তেমনিভাবে রোজাকে অধিক গুরুত্ব ও যত্নসহকারে এবং আল্লাহর কাছ থেকে পুণ্য ও প্রতিদান লাভের আশায় পালন করা। একইভাবে অন্য সকল ইবাদত স্বীয় ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়করণের অন্যতম মাধ্যম।

৪. আবশ্যিকভাবে আল্লাহর সমস্ত আদেশের আনুগত্য করা এবং তাঁর নিষেধাবলি থেকে বিরত থাকা। বাধা-বিপত্তি আসার পূর্বে কল্যাণের কাজগুলোর দিকে দ্রুত অগ্রগামী হওয়া। এসব কাজে নিয়তকে পরিশুদ্ধ ও দৃঢ় করা।

৫. মুমিন বিভিন্ন উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে নিজের ইচ্ছাশক্তি ও নিয়তের পরিশুদ্ধতাকে শক্তিশালী করতে পারে। যেমন, অধিক হারে আল্লাহর জিকির, কুরআন তিলাওয়াত, বেশি বেশি ইসতিগফার, দুআ ইত্যাদি।

৬. সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভকেই কাজের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানানো। কল্যাণের কাজে ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্পকে দৃঢ় করা। তেমনিভাবে আল্লাহর

মহাপুরস্কার জান্নাত লাভ এবং মুত্তাকিদের জন্য তিনি যেসব নিয়ামত বরাদ্দ করে রেখেছেন, সেগুলোর যথাযথ উপলব্ধিও সংকল্পকে বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীও সদা অন্তরে স্মরণ ও জাগরূক রাখার মাধ্যমে সংকল্পের ভিত মজবুত করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. ﴾

'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।'[৭]

৭. কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় অবলম্বন, নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করা, কাজের সুষম বণ্টন ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; সর্বোপরি নৈরাজ্য, অস্থিরতা ও অরাজকতা থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিরত রাখা।

৮. ইচ্ছাশক্তি তথা সংকল্পের দৃঢ়তা বৃদ্ধিকারী বিষয়াদির মধ্য থেকে সৌভাগ্যসূচক 'ফাল' নেওয়াও অন্যতম এবং অশুভ লক্ষণ গ্রহণ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখা। তবে শর্ত হলো, সব সময় আল্লাহর ব্যাপারে পূর্ণ সুধারণা পোষণ করা।

৯. ক্রোধের সময় নিজেকে ধরে রাখা, ভারসাম্য রক্ষা করা, অন্য কারও সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে নফসের রুদ্রমূর্তি ধারণের সময় নিজের একঘেয়েমি ও জিদকে দমন করা এবং তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

১০. কোনো অঘটন ও বালা-মুসিবতকে সংযমের সাথে হাসিমুখে বরণ করা। হারানো কোনো বিষয়ের জন্য খুব বেশি হতাশাগ্রস্ত না হওয়া এবং এ থেকে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত থাকা। দুঃসাধ্য ও নাগালের বাইরের বিষয়াবলি অর্জন করার পেছনে না পড়া। তেমনই যা কিছু বাস্তবায়ন অসম্ভব, এরূপ কাজের জন্য অযথা সময় নষ্ট করে তার পেছনে বারবার না দৌড়ানো। (সূত্র : আল-আখলাকুল ইসলামিয়্যাহ)

---

৭. সুরা আন-নাজিআত : ৪০-৪১

উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য আত্মার খোরাক

আল্লাহর পথের পথিক সেই সব সোনালি মনীষীদের মর্যাদায় আরোহণের জন্য কতিপয় শক্তিবর্ধক রুহানি আহার্য ও স্বতঃস্ফূর্ত পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। যা তার জ্ঞানের প্রবৃদ্ধি ও আখিরাতে আল্লাহর নিকট মহান মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে সহায়করূপে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে।

১. আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা, বিনয়, নম্রতা, সার্বক্ষণিক তাঁর মুখাপেক্ষিতা। সাথে সাথে তাঁর স্মরণ, কৃতজ্ঞতা ও তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদতের জন্য সর্বদা তাঁর কাছে সহায়তার নিবেদন প্রভৃতি মূলত সফলতার চালিকাশক্তি। তাই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাজের পর নিম্নোক্ত দুআপাঠে আমাদের উৎসাহিত করেছেন :

اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

'হে আল্লাহ, আপনার জিকির, কৃতজ্ঞতা ও উত্তম ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন।'[৮]

- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ؒ এ জন্যই সর্বদা এই দুআর মাধ্যমে সিজদায় প্রার্থনা করতেন এবং বারবার তা আবৃত্তি করতেন।

২. এই দুআগুলো পাঠে অধিক মনোযোগী হওয়া অর্থাৎ নামাজের ভেতরে কিংবা বাইরে, আপনার ওঠাবসা, গমনাগমন এমনকি আপনি যখন ট্রাফিক সিগন্যালের কারণে দাঁড়িয়ে যান, সর্বত্রই এই দুআগুলোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। তেমনিভাবে প্রতীক্ষার বিরক্তিকর মুহূর্তে, আরামদায়ক বিছানায়, কর্মব্যস্ততার ফাঁকে। তাহলে অচিরেই সফলতা আপনার পদচুম্বন করবে। নিম্নে এরূপ কিছু দুআর নমুনা দেওয়া হলো :

﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

---

৮. সুনানু আবি দাউদ : ১৫২২

'হে আমাদের প্রতিপালক, দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন। আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।'[৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে বেশি এই দুআ করতেন। এতে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য।

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

'হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী, আপনার রহমতের অসিলায় আমি আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দিন এবং আমাকে আমার নফসের সমীপে চোখের পলকের জন্যও সোপর্দ করবেন না।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কন্যা ফাতিমা ؓ-কে সকাল-সন্ধ্যা এ দুআটি পড়ার জন্য নসিহত করেছিলেন।[১০]

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

'আল্লাহর সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও ইবাদত করার কোনো শক্তি নেই।'

এই দুআটি জান্নাতের ধনভান্ডারের অন্যতম।[১১] কেননা, এতে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সব বিষয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনার উত্তম হাতিয়ার।

﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

'আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্গত।'[১২]

---

৯. সুরা আল-বাকারা : ২০১
১০. মুস্তাদরাকুল হাকিম : ২০০০
১১. সহিহুল বুখারি : ৬৩৮৪
১২. সুরা আল-আম্বিয়া : ৮৭

এই দুআর বরকতে আল্লাহ ইউনুস ﷺ কে মাছের পেট থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এই পবিত্র বাক্যে এমন নিগূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে, যা এটি পাঠে অভ্যস্ত ও এর স্বাদ আস্বাদনকারী ব্যতীত কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।

৩. অধিক হারে ইসতিগফার করা। কেননা, ইসতিগফারকারীকে আল্লাহ দুশ্চিন্তা ও সংকট থেকে মুক্তি দেন। এমনভাবে তার রিজিকের ব্যবস্থা করেন, যা সে কখনো কল্পনাও করেনি। তার হায়াতে বরকত দেন। সর্বোপরি এটিই সাফল্য, প্রবৃদ্ধি ও উন্নতির অন্যতম মাধ্যম; যেমনটি কুরআনে এসেছে। সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ইসতিগফারকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা অনুচিত। বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ইসতিগফার যেন আপনার সাথি হয়। সালাফের বাণীতে আছে, আপনার সকাল যেন হয় তাওবারত অবস্থায় আর বিকেলও যেন হয় তাওবারত অবস্থায়।

৪. তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। তাকওয়া মানে আল্লাহর হুকুম পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা। সুতরাং যে চায় ইলমের বদ্ধদুয়ার তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাক, সে যেন তাকওয়া অবলম্বন করে। কেননা, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾

'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।'[১৩]

- তাই তাকওয়া অবলম্বন না করার অনিবার্য খেসারত হচ্ছে ইলমের পথ কন্টকাকীর্ণ হয়ে যাওয়া ও আল্লাহর পথ থেকে ছিটকে যাওয়া।

৫. জান্নাতের নিয়ামতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত পাঠ করতে থাকা এবং আল্লাহ তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত মুমিন বান্দাদের জন্য যে উপহার প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা জানা।

৬. সালাফে সালিহিনের জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়ন। তাঁদের সুমহান চরিত্র, আল্লাহভীতি, রবের সাথে নিবিড় সম্পর্ক, দুনিয়াবিমুখতা ইত্যাদি গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা।

---

১৩. সুরা আত-তালাক : ৪

৭. সফল ও সাহসী লোকদের সংশ্রব গ্রহণ। যাদের সাক্ষাৎ আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা, তাদের সাহচর্য মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং অনুপম নৈতিক চরিত্র গঠনে আশ্চর্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

- ইবনুল জাওজি ﷺ এ বলে দুআ করতেন, 'বাতিলদের সংশ্রব থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

৮. আমলের ফজিলতসংক্রান্ত বইপুস্তক অধ্যয়নে মনোনিবেশ করা। যাতে আল্লাহ তাআলা পুণ্যকর্মের কী প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন, জানা যায়। যা নেক কাজে আগ্রহ বাড়াতে জাদুর ন্যায় কাজ করে।

- একটি প্রজ্ঞাময় বাণী : প্রতিদানের গভীর উপলব্ধি কাজের কষ্ট অনেক কমিয়ে দেয়।

৯. অধিক হারে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় ও তাঁর প্রশংসা করা। আপনার যেকোনো দ্বীনি নিয়ামত অর্জনে এটি স্বীকার করতেই হবে যে, তা একমাত্র আল্লাহর তাওফিকের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾

'তোমরা শুকরিয়া আদায় করলে আমি নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দেবো।'[১৪]

- সুতরাং যখন আপনি সফলতার রাজপথে একটু একটু অগ্রসর হতে শুরু করবেন, তখনই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবেন; যেন তিনি আপনাকে চূড়ান্ত গন্তব্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করান।

১০. কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলা।

---

১৪. সুরা ইবরাহিম : ৭

- ইবনে কুদামা ﷺ বলেন, 'সবার উচিত নিজেকে কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত করে তোলা। কেননা, যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতায় অভ্যস্ত করে তুলবে, সে একদিন অবশ্যই এর ওপর বিজয়ী হবে।'

- হে আমার ভাই, আপনি যদি আপনার জীবনে এই নিবেদনটুকু বাস্তবায়ন করেন, তবে ইনশাআল্লাহ, জীবনের অনেক তিক্ত ও জটিল সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবেন। আর এই মানহাজ বা কর্মপন্থা অনুসরণের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত মর্যাদায় আরোহণ করবেন।

কোথায় উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ আর কোথায় আমরা?

আল্লাহ বলেন :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে, অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।'[১৫]

- প্রখ্যাত মুফাসসির শাইখ সাদি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহর প্রশংসা করে তাদেরকে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত শ্রেষ্ঠতম জাতি বলে ঘোষণা করেছেন; এর কারণ :

– তাঁরা ইমানের সুউচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে আল্লাহর সকল হুকুম বাস্তবায়ন করবে।

– তারা "আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার" তথা "সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধ" কর্মসূচির পূর্ণতা বিধান করবে। এই কর্মসূচির আওতায় রয়েছে আল্লাহর দিকে লোকদের আহ্বান,

১৫. সুরা আলি ইমরান : ১১০

দাওয়াতের কাজে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ, বিভ্রান্তি, গোমরাহি ও পাপাচার থেকে তাদের নিবৃত্তকরণ ইত্যাদি। এভাবেই তারা মানবকল্যাণে নিবেদিত শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার গৌরব অর্জন করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

"আর সৎ কাজ সম্পাদন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"'[১৬]

মুমিনের বৈশিষ্ট্য

উমর ﷺ বলেন, 'মুমিনমাত্রই বিচক্ষণ, কল্যাণকর্মে এগিয়ে যায়, আর অকল্যাণ দেখলে থেমে যায়।'

কল্যাণ কী?

হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'জগতের যত কল্যাণ এই দুটি বাক্যে সন্নিবেশিত হয়েছে : ১. নির্দেশিত কার্যাবলি সম্পাদন ২. নিষিদ্ধ কাজগুলো বর্জন।'

সব কল্যাণের ভিত্তিমূল

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'কল্যাণের ভিত দাঁড়িয়ে আছে নিম্নোক্ত বিষয়াবলির ওপর :

- তুমি বিশ্বাস করবে, আল্লাহ যা চান, তা হয় আর যা চান না, তা হয় না।
- নেক কাজ মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ নিয়ামত। তাই তুমি এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে এবং এই নিয়ামত অব্যাহত থাকার জন্য বিগলিত চিত্তে প্রার্থনা করবে।
- পাপকর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা ও শাস্তিস্বরূপ। তাই মন্দকর্ম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে রোনাজারি করবে।

---

১৬. সুরা আল-হজ : ৭৭

- সৎকর্ম সম্পাদন ও মন্দ কাজ বর্জনের ক্ষেত্রে নিজের ওপর নির্ভরশীল না হওয়া।
- পুণ্যবানদের ঐকমত্যে এ কথা প্রমাণিত, সব কল্যাণের উৎস আল্লাহর তাওফিক আর সব মন্দের মূল রহস্য আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাকে শাস্তি প্রদান।
- এ ব্যাপারেও তাঁরা একমত যে, তাওফিকের মর্ম হলো, আল্লাহ তোমার জিম্মাদারি তোমার ওপর অর্পণ না করা।
- পক্ষান্তরে লাঞ্ছনা হলো, আল্লাহ তোমাকে তোমার প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া।
- সুতরাং কল্যাণের মূল উৎস তাওফিক আল্লাহর হাতে, এতে বান্দার কোনো দখল নেই।
- আর তাওফিক-লাভের চাবিকাঠি হলো প্রার্থনা, আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতার উপলব্ধি, করুণার প্রত্যাশা আর তাঁর আশা ও ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখা।
- যে ভাগ্যবান বান্দাকে উক্ত চাবিটি উপহার দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তার জন্য কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। আর যার ভাগ্যে এই চাবি জুটেনি, তার জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে কল্যাণের সব দরজা।'

জগতের যত কল্যাণ তিনটি কাজে

জুনাইদ বাগদাদি ﵀ এক ব্যক্তিকে নসিহত করতে গিয়ে বলেন, 'জগতের যত কল্যাণ তিনটি কাজে নিহিত রয়েছে :

- দিনের সময়টুকু যদি তোমার কল্যাণে ব্যয় করতে না পারো, অন্তত নিজের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থেকো।
- উত্তমের সাহচর্য যদি অর্জন করতে না-ই পারো, অন্তত মন্দের সংশ্রব বর্জন কোরো।
- ধন-সম্পদ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করতে না পারো, অন্তত অসন্তুষ্টির পথে খরচ কোরো না।'

কল্যাণের স্বরূপ

আলি ﷺ বলেন, 'সম্পদ ও সন্তানের প্রাচুর্যে কল্যাণ নেই। প্রকৃত কল্যাণ হলো, আমলে প্রবৃদ্ধি, সহিষ্ণুতায় উন্নতি আর আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ। জগতের যত কল্যাণ দুব্যক্তির একজনের জন্য নির্ধারিত।

এক. যে গুনাহগার তাওবার মাধ্যমে গুনাহকে মুছে ফেলে।

দুই. যে পরকালের কল্যাণের দিকে দুর্বার গতিতে ছুটে চলে আর তাকওয়ায় কমতি করে না। কমতি করবেই বা কীভাবে? তাকওয়া তো আল্লাহর কাছে মকবুল। অর্থাৎ, আল্লাহ যা কবুল করেন, তা কম হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ মুত্তাকিদের আমলই কবুল করেন।'

কল্যাণপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কীভাবে হবে?

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'তোমরা কল্যাণে অভ্যস্ত হও। কেননা, কল্যাণ অভ্যস্ততা দ্বারা অর্জিত হয়।'

• হে প্রিয় দ্বীনি ভাই,

কল্যাণ তখনই অর্জিত হয়, যখন ব্যক্তি ক্রমশ কল্যাণকর্মে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তার অন্তর এ কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে শুরু করে। অবশেষে এটি তার ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে দাঁড়ায়, একাকার হয়ে যায় তার জীবন ও চরিত্রের মাঝে। যেমন, মসজিদে নামাজ পড়া। প্রথমদিকে এটি কারও কাছে বেশ কঠিন মনে হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমশ সে মসজিদে যেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কখনো নামাজ ছুটে গেলে সে অস্থির হয়ে যায়, হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করে, তার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ে। এটি মূলত তাঁর অন্তরে প্রাণের উপস্থিতির আভাস।

কল্যাণপ্রাপ্ত মনীষীদের উপদেশ

আওন বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ বলেন, 'আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এই বাক্যগুলো দ্বারা নসিহত করতেন :

- যে পরকালের ফিকিরে মগ্ন থাকে, তার দুনিয়ার জিম্মা আল্লাহর হাতে।
- যে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে রাখে, আল্লাহ বান্দার সঙ্গে তার সম্পর্ক জুড়ে দেন।
- যে তার গোপন অবস্থা সুন্দর করে নেয়, আল্লাহ তার বাহ্যিক অবস্থা সংশোধন করে দেন।'

কল্যাণের উপকরণ

রাসুল ﷺ এমন অনেক আমলের সন্ধান দিয়েছেন, যা মানুষের সমূহ কল্যাণ বয়ে আনতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে :

◆ প্রথমে সালাম দেওয়া

আবু আইয়ুব আনসারি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

'কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সময় সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয়। দুজনের সাক্ষাৎ ঘটলে একজন একদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, অন্যজন আরেকদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। উভয়ের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে প্রথমে সালাম দেয়।'[১৭]

◆ পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও সত্যবাদী জবান

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ، قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ

---

১৭. সহিহ মুসলিম : ২৫৬০

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম?" তিনি বললেন, "প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি।" সাহাবায়ে কিরাম ﷺ বললেন, "সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী কে?" তিনি বললেন, "সে হলো পূত-পবিত্র, নিষ্কলুষ মানুষ, যার কোনো গুনাহ নেই, নেই কোনো শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ।"'[১৮]

◆ দীর্ঘ জীবন ও সুন্দর আমল

আব্দুল্লাহ বিন বুসর ﷺ থেকে বর্ণিত :

أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ

'এক বেদুইন বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, মানুষের মধ্যে উত্তম কে?" তিনি বললেন, "যে দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং তার আমল সুন্দর হয়।"'[১৯]

◆ মানুষ চরিত্রের খনি

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا، وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ، أَكْرَهُهُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ

'মানুষকে তোমরা পাবে খনিজ ও গুপ্তধনের ন্যায়। অতএব জাহিলি যুগে যারা উত্তম ছিল ইসলামে এসেও তারা উত্তম, যদি তাদের দ্বীনি বুঝ অর্জিত হয়। আর তোমরা এতে উত্তম ব্যক্তি দেখতে

১৮. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২১৬
১৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৩২৯

পাবে তাদের, যারা আগে চরমভাবে ইসলামকে অপছন্দ করত। আর তোমরা খারাপ লোক হিসেবে পাবে সেসব লোককে, যারা দ্বিমুখী চরিত্রের লোক। এরা এক দলের নিকট একরূপে উপস্থিত হয়, পুনরায় অপর দলের নিকট আরেক রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়।'[২০]

◆ কুরআন শিক্ষা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শেখায়।'[২১]

◆ উত্তম আচরণ

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে নিজ পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম।'[২২]

◆ অন্যকে খাওয়ানো

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ خَيْرَكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ

'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে মানুষকে খাবার খাওয়ায়।'[২৩]

---

২০. সহিহু মুসলিম : ২৫২৬
২১. সহিহুল বুখারি : ৫০২৭
২২. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫
২৩. মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৭৭৩৯

◆ যার কাছে কল্যাণের আশা করা যায়

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ

'তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার কাছে কল্যাণের আশা করা যায় আর যার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওই ব্যক্তি, যার থেকে কল্যাণের কোনো আশা নেই এবং যার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায় না।'[২৪]

◆ চারিত্রিক সৌন্দর্য

উসামা বিন শারিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একজন বেদুইন এসে জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসুল, মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম কে?" তিনি উত্তরে বললেন, "তাদের মধ্য হতে যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।"'[২৫]

◆ মানুষের কল্যাণসাধন

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ، وَلَا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

'মুমিন অপরকে ভালোবাসে, নিজেও ভালোবাসা পায়। যে ভালোবাসে না এবং অপরের ভালোবাসাও পায় না, তার

---

২৪. সুনানুত তিরমিজি : ২২৬৩
২৫. মুসনাদু আহমাদ : ১৮৪৫৬

মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। সর্বোত্তম মানুষ সে, যে মানুষের কল্যাণসাধন করে।'[২৬]

◆ **আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ**

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ - أَوْ قَالَ: بِرَسَنِ فَرَسِهِ - خَلْفَ أَعْدَاءِ اللهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ، أَوْ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي بَادِيَتِهِ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ تَعَالَى الَّذِي عَلَيْهِ

'ফিতনার যুগে ওই ব্যক্তিই উত্তম, যে শক্তভাবে ঘোড়ার লাগাম আঁকড়ে ধরে (অর্থাৎ সামর্থ্যানুযায়ী যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে) শত্রুর পেছনে ছুটে চলে আর তাদের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করে এবং শত্রুরাও তাকে ভয় প্রদর্শন করে অথবা এমন ব্যক্তি যে একাকী কোনো জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে।'[২৭]

আল্লাহর সাথে মুমিনের জীবন

আল্লাহর সাথে মুমিনের জীবন কতই না মধুর, কতই না পবিত্র, কতই না সুখের! কত নির্মল এই বন্ধন, কত শুভ্র এই ভালোবাসা। কত সুন্দর এই পথচলা... প্রভুর সাথে... লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...!!!

- অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব! তুমি এমন কাউকে পাবে না, যে পথ চলে আল্লাহর সাথে; অথচ, সে কোনো মানসিক পীড়ায় কিংবা গভীর কোনো হতাশায় ধুকে ধুকে মরছে! সত্যি বলতে কি, তার কোনো রোগ কি, সে অবসাদগ্রস্ত হবে—এমন চিন্তাও মনে আনা দুষ্কর। এ তো রীতিমতো আল্লাহর ব্যাপারে অমূলক ধারণা!

---

২৬. আল-মুজামুল আওসাত : ৫৭৮৭
২৭. মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৮৩৮০

- তুমি কি পুরোটা জীবন আল্লাহর সঙ্গে কাটাতে চাও? তোমার দেহ-মন উজাড় করে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, সুখে ও দুঃখে, তোমার প্রতিটি মুহূর্তের অনুভবে, চাও কি?
- আল্লাহর সাথে বান্দার জীবন মূলত সুখ, সৌভাগ্য, প্রশান্তি, প্রফুল্লতারই নামান্তর।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾

'জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।'[২৮]

- অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অনেক দুর্ভাগা দয়াময় রহমানের চেয়ে খবিস শয়তানের সাথেই বেশি সময় কাটায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ - وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾

'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দিই। অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। শয়তানরাই মানুষকে সৎ পথে চলতে বাধা প্রদান করে। অথচ মানুষ মনে করে, তারা সঠিক পথে আছে।'[২৯]

- শাইখ আবু বকর জাজায়িরি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ অর্থাৎ যে অন্ধ ও অজ্ঞতার ভান করে দয়ালু রহমানের স্মরণ অর্থাৎ কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا অর্থাৎ তাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য চিরশত্রু শয়তানকে আমি তার পেছনে লাগিয়ে দিই।

---

২৮. সুরা আর-রাদ : ২৮

২৯. সুরা আল-জুখরুফ : ৩৬-৩৭

فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ অর্থাৎ যে রহমানের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, সে শয়তানের সঙ্গী।

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ অর্থাৎ তাদের সহচর শয়তানরা তাদের হিদায়াতের পথে চলতে বাধা প্রদান করে।

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ অর্থাৎ কুরআনবিমুখ ও কুরআনে উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণ সম্পর্কে গাফিল এবং রহমানের স্মরণ ও তাঁর আনুগত্যে হঠকারিতা প্রদর্শনকারী লোকেরা মনে করে, তারা সঠিক পথে আছে। কেননা, শয়তানের ধোঁকা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে।

- কেনই বা আমরা আমাদের জীবন আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে দেবো না? তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, রিজিক দিয়েছেন, দান করেছেন নিয়ামতের অফুরন্ত ভান্ডার। তিনি অসীম করুণার আধার, দয়ার অন্তহীন সাগর। দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের যত কল্যাণ, যত সাফল্য সবকিছু তাঁরই হাতে।

- ইবনুল জাওজি ﷫ বলেন, আমাদের যত কাজ সব তাঁরই দয়ায়, তাঁরই জন্য, তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই নিবেদিত। তিনি আমাদের রক্ষক, কল্যাণের অদ্বিতীয় উৎস।

- সাবধান! কখনো যেন প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে, মাখলুককে খুশি করতে গিয়ে দয়াময় এই সত্তা থেকে তুমি বিমুখ না হও। নতুবা তুমি উভয় কুলই হারাবে। হাদিসে এসেছে :

  وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ سَخَطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عليه الناس

  'যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ তার ওপর ক্রোধান্বিত হন এবং মানুষকেও তার ব্যাপারে ক্রোধান্বিত করেন।'[৩০]

---

৩০. সহিহু ইবনি হিব্বান : ২৭৬

- বান্দার সর্বোত্তম জীবন তো তা-ই, যা অতিবাহিত হয় আল্লাহর সান্নিধ্যে। যদি বলো, আল্লাহর সান্নিধ্যে কীভাবে জীবন কাটে? আমি বলব :

- তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে, তাঁর বেঁধে দেওয়া সীমা না ডিঙিয়ে।
- তাঁর সব ফয়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে।
- নির্জনেও তাঁর আদব বজায় রেখে।
- সর্বদা হৃদয়ে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করে।
- তাকদিরের ওপর কোনো আপত্তি না করে।

- তুমি দুআ থেকে বিরত হয়ো না। সদা ইবাদতে মশগুল থাকো। যদি এটি অব্যাহত রাখতে পারো, তিনি তোমার হৃদয়ে তাঁর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। তখন তুমি সত্যিকার অর্থেই তাঁর ওপর ভরসা করতে পারবে। এই ভালোবাসাই তোমাকে পৌঁছে দেবে তোমার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। আর এই হৃদ্যতার ফল তুমি খুব দ্রুতই পেতে শুরু করবে। যা তোমাকে দান করবে সিদ্দিকিনের পুণ্যময় জীবন।

- এরূপ মানুষই জীবনের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ে যায়। দুনিয়ার ধন-সম্পদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মাত্রাতিরিক্ত লোভে উপার্জন করতে করতে হয়ে পড়ে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। এভাবে সে মাখলুকের মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। স্বার্থ ফুরালে তারাও কেটে পড়ে। তাকদিরের লিখনই বাস্তবায়িত হয়। সে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরোয়া করে না। অবশেষে, সে ততটুকু উপার্জন করতে পারে, যতটুকু তার তাকদিরে লেখা ছিল।

অনুগ্রহের পথ কেন রুদ্ধ হয়?

• আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

'আর যদি জনপদের অধিবাসীরা ইমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানি ও পার্থিব নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদের পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের কারণে।'[৩১]

যদি গ্রামবাসীরা রাসুলগণের কথা বিশ্বাস করত, তাদের কথা মান্য করত আর আল্লাহর যাবতীয় নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকত; আল্লাহ তাদের জন্য চতুর্দিক থেকে কল্যাণের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তারা রাসুলগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে; তাই আল্লাহ তাদের ঘৃণ্য পাপাচার ও অবাধ্যতার কারণে কঠোর শাস্তি দিলেন।

• আনাস ﵁ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার জীবিকার প্রশস্ততা চায় এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।'[৩২]

• হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

'নিশ্চয় বান্দা তার পাপের কারণেই রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়।'[৩৩]

---

৩১. সুরা আল-আরাফ : ৯৬
৩২. সহিহুল বুখারি : ৫৯৮৬, সহিহ মুসলিম : ২৫৫৭
৩৩. মুসনাদু আহমাদ : ২২৪৩৮

- বর্ণিত আছে, পাপে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে ব্যক্তিকে হালাল জীবিকা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। হালাল উপার্জনের তাওফিক তার হয়ে ওঠে না।

- পাপের কারণে উলামায়ে কিরামের সাহচর্য থেকে সে বঞ্চিত হয় এবং পুণ্যবানদের কাছে যেতে তার মন সায় দেয় না।

- আল্লাহর নেক বান্দা ও আলিমগণ তার ওপর অসন্তুষ্ট হন, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

- অজ্ঞতায় নিমজ্জিত থাকার কারণে সে আমলের জন্য অপরিহার্য ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। প্রবৃত্তির খাহেশ পূরণে ব্যাপৃত থাকায় সংশয় তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। সন্দেহের জট সে আর খুলতে পারে না। তার বোধ-বিশ্বাস হয়ে পড়ে এলোমেলো। ফলে সে যাযাবরের মতো আল্লাহর আশ্রয়হীন অবস্থায় এদিক সেদিক ঘুরতে থাকে। সত্য ও বাস্তবতার দরজায় কখনো সে করাঘাত করতে পারে না।

- ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ বলতেন, 'কালের দুর্বিপাক ও বন্ধুদের রূঢ়তা দেখে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ? এ তো তোমার পাপের পরিণতি!'

- অবৈধ উপার্জন নেক কাজের স্বল্পতার কারণেই হয়ে থাকে।

- ইবনে মাসউদ ﵁ বলতেন, 'আমি বিশ্বাস করি, গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে বান্দা ইলম ভুলে যায়।'

- কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া কঠিন আজাবের ইঙ্গিত বহন করে। তিলাওয়াতের তাওফিক না হওয়া, তিলাওয়াত করতে অস্বস্তি বোধ করা এবং কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া মূলত গুনাহে অভ্যস্ততার শাস্তি।

- যার মধ্যে দুটা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, তার জন্য দ্বীনি ইলমের দরজা কখনো খোলা হবে না। তা হলো : ক. বিদআত ও খ. অহংকার।

- জনৈক আলিম বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তার জন্য সৎকর্মের দ্বার উন্মুক্ত এবং অহেতুক বিতর্কের দ্বার রুদ্ধ করে দেন। পক্ষান্তরে যার অকল্যাণ চান, তার জন্য সৎকর্মের দ্বার রুদ্ধ এবং অহেতুক বিতর্কের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।'

- শাফিক বিন ইবরাহিম ﷺ বলেন, 'ছয়টি কারণে মানুষ সৎকর্মের তাওফিক থেকে বঞ্চিত হয়।' যথা :

১. কৃতজ্ঞতা বাদ দিয়ে শুধু স্বীয় রবের নিয়ামত নিয়ে মত্ত থাকা।
২. আমল বাদ দিয়ে শুধু ইলম অন্বেষণেই পড়ে থাকা।
৩. পাপ সম্পাদনে খুব অগ্রগামী হলেও তাওবার ক্ষেত্রে উদাসীন হওয়া।
৪. পুণ্যবান বান্দাদের সাহচর্য গ্রহণ ও তাঁদের কর্মপন্থা অনুসরণে শিথিলতা প্রদর্শন করা।
৫. দুনিয়াবি তুচ্ছ স্বার্থ হাসিলের জন্য দুনিয়ার পেছনে পাগলের মতো দৌড়াতে থাকা।
৬. পরকালীন কল্যাণের দ্বার তার দিকে ধাবিত হলেও এর প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ না করা।

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, উল্লিখিত অবক্ষয়সমূহের মূল কারণ হচ্ছে, জান্নাতের নিয়ামতরাজির প্রতি আগ্রহ ও জাহান্নামের শাস্তির ভয়—এতদুভয়ের স্বল্পতা। আবার উভয়ের মূল উৎস হচ্ছে, স্বীয় রবের ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের দৈন্যতা। উক্ত দৈন্যতা সৃষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে, বিচক্ষণতার স্বল্পতা। আবার সবকিছুর মূল উৎস হচ্ছে, স্বভাবজাত হীনতা ও চারিত্রিক দীনতা এবং উত্তমের বিনিময়ে অনুত্তম নিয়ে সন্তুষ্টি প্রভৃতি। কারণ, উন্নত আত্মা কখনো নীচু বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট হয় না।

- সুতরাং হে সম্মানিত প্রিয় ভাই, যদি আপনি স্বীয় রবের ইবাদত ও নিরঙ্কুশ আনুগত্যে উদাসীনতা ও শিথিলতা অনুভব করেন, তখন নিশ্চিত ধরে নিন যে, আপনি উল্লিখিত ব্যাধিগুলোর মধ্য থেকে কোনো না কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত।

পুণ্যকর্ম সম্পাদন সহজ হওয়ার মাধ্যম

আল্লাহওয়ালাদের সফলতার রাজপথে উৎকর্ষকামী ব্যক্তির অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হলো, পুণ্যকর্মে উন্নতির সহায়ক উপায়-উপকরণ সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকা। যাতে অনুসরণকে বোঝা মনে করে আবার যেন তা একেবারে ছেড়ে না দেয়। যার ফলশ্রুতিতে অধঃপতন ও ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। (আল্লাহর পানাহ)

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিম্নে এমন কতিপয় উপকরণ নিয়ে আলোকপাত করা হবে। যা কোনো সত্বান্বেষী ব্যক্তিমাত্রই অবলম্বন করলে দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির চাবিকাঠি সৎকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাওফিকপ্রাপ্ত ও আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

- **প্রথমত, অধিক হারে দুআ ও প্রার্থনা।**

অর্থাৎ কল্যাণের কাজ সম্পাদন, নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য সর্বদা আল্লাহর তাওফিক কামনা করা।

- মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ ﵀ বলেন, 'আমি মনে মনে কল্যাণের সমষ্টির বিষয়ে চিন্তা করছিলাম, তখন অধিক কল্যাণ নামাজ ও রোজাকেই কল্যাণের সমষ্টি হিসেবে চিহ্নিত করলাম। এবং সব কল্যাণই আবার আল্লাহর অধীনে, আমি আপনি তাঁর কাছে একনিষ্ঠ প্রার্থনা ছাড়া একচুল পরিমাণ কল্যাণেরও নাগাল পেতে পারি না। তা তিনি আপন মহিমায় দান করে থাকেন। সুতরাং দুআ-ই মূলত সব কল্যাণের আধার ও উৎস হিসেবে আমার কাছে বিবেচিত।'
- উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেন, 'দুআ কবুল হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা নিয়ে আমি একদমই মাথা ঘামাই না। বরং আমি শুধু সঠিক পদ্ধতিতে দুআ করতে সচেষ্ট হই। সুতরাং যখন মহান রাজাধিরাজ অন্তরে দুআ ঢেলে দেন, তখন আমি তাৎক্ষণিক উপলব্ধি করতে পারি যে, এই দুআ কবুল হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

◆ **দ্বিতীয়ত, তাকওয়া অবলম্বন।**

অর্থাৎ আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এটি যেকোনো কাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজীকরণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। সুতরাং মুত্তাকি ব্যক্তিমাত্রই পার্থিব-অপার্থিব তার সব প্রয়োজন অতি সহজেই লাভ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾

'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির রাস্তা করে দেন।'[৩৪]

তিনি আরও বলেন :

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾

'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।'[৩৫]

◆ **তৃতীয়ত, হালাল খাদ্য ভক্ষণ।**

কেননা, তা পুণ্যকর্ম সম্পাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

'হে রাসুলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎ কাজ করুন। আপনারা যা করেন, সে বিষয়ে আমি অবগত।'[৩৬]

- ইবনে কাসির ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'হালাল ভক্ষণ পুণ্যকর্মের সহায়ক হওয়ার কারণে তাদের একত্রে আনা হয়েছে।'
- সাহল আত-তুসতারি ﷺ বলতেন, 'যে হালাল ভক্ষণ করে, সে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আল্লাহর অনুগত্যের মধ্যেই থাকে। আর যে হারাম

৩৪. সুরা আত-তালাক : ২
৩৫. সুরা আত-তালাক : ৪
৩৬. সুরা আল-মুমিনুন : ৫১

ভক্ষণ করে, সে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে। তাই প্রত্যেকের ওপর নিজের সঠিক অবস্থায় হারাম থেকে বিরত থাকা একান্ত অপরিহার্য।'

- **চতুর্থত, চুপ থাকা এবং অহেতুক বিষয় এড়িয়ে যাওয়া।**

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

'ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম হচ্ছে, অহেতুক কর্মকাণ্ড পরিহার করা।'[৩৭]

তাই অহেতুক বিষয় পরিহার ইসলামের সৌন্দর্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

– সুতরাং অনর্থক কাজ বলতে ওই সমস্ত কথাবার্তা ও কাজকর্মকে বোঝায়, যা পার্থিব-অপার্থিব কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই মূল্যবান সময়কে খেলাধুলা, কামনাবাসনা চরিতার্থ, অযথা কৌতুক, এমনকি যে বিষয় নিজেকে একেবারে একীভূত করে ফেলে প্রভৃতিতে নষ্ট করা কোনো মতেই উচিত নয়। নিষিদ্ধ বিষয়গুলো তো দূরের কথা। আর এ কারণেই (সফলকাম মুমিনদের ব্যাপারে) আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾

'এবং যারা অহেতুক বিষয় থেকে নিজেকে বিরত রাখে।'[৩৮]

কেননা, মুমিনের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ তার নির্দিষ্ট সময় থেকে বহুগুণ বেশি।

দর্শনশাস্ত্রে আছে, যে অহেতুক বিষয়ে নিজেকে জড়িয়ে রাখে, সে তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়।

---

৩৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৩১৭
৩৮. সুরা আল-মুমিনুন : ৩

◆ **পঞ্চমত, সঠিক কথা বলা।**

অর্থাৎ যে কথায় বক্রতা, দ্বিমুখিতা, পরনিন্দা, কাউকে খাটো করা ও কষ্ট দেওয়া সর্বোপরি দ্বীন ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে বিদ্রূপ-উপহাস প্রভৃতির সংমিশ্রণ হয়নি। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾

'হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন।'[৩৯]

সুতরাং এখনই সতর্ক হোন! সতর্ক হোন!

জবানের সংশোধনই মূলত সব পুণ্যকাজের মাধ্যম।

◆ **ষষ্ঠত, কঠোর চেষ্টা ও পরিশ্রম করা।**

কেননা, যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য কষ্ট স্বীকার করে, আল্লাহ তার আমলকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেন না। সৎকর্মের ধারাবাহিকতাও সৎকর্মের যথোপযুক্ত প্রতিদানের মধ্যে অন্যতম।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾

'যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে পরিচালিত করব।'[৪০]

◆ **সপ্তমত, সৎ সাহচর্য।**

কেননা, পুণ্যকর্ম ও আনুগত্যের আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধিতে এর রয়েছে অতি মানবীয় প্রভাব ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

---

৩৯. সুরা আল-আহজাব : ৬৯-৭০
৪০. সুরা আল-আনকাবুত : ৬৯

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

'মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ করে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।'[৪১]

– ইবনুল কাইয়িম ﷬ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মুসা ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেন, "তুমি আমার ইচ্ছার অধীন হয়ে যাও, তাহলে আমি তোমার ইচ্ছার অধীন হয়ে যাব।" অর্থাৎ যখন তিনি আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীন থাকবেন, তখন তাঁর সত্তা হতে আল্লাহর অপছন্দনীয় কর্ম সংঘটিত হবে না।

একেই রূপক অর্থে 'আমিও তোমার অধীনে হয়ে যাব' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আনুগত্যের কতিপয় যুগান্তকারী ফলাফল

আল্লাহর অসীম দয়া ও অপার অনুগ্রহের ফলে তাঁর নেক বান্দাদের অনুসরণের কারণে সুদূরপ্রসারী কতক প্রশংসনীয় প্রভাব, শুভ পরিণাম ও সুমিষ্ট ফলাফল বয়ে আনে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا - وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا - وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾

'তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়, তারা যদি তাই পালন করত, তবে তা তাদের জন্য উত্তম হতো এবং তা তাদের অন্তরে অবিচলতা সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক হতো। আর তখন আমি অবশ্যই নিজের পক্ষ থেকে তাদের মহাপ্রতিদান দেবো। আর তাদের সরল পথে পরিচালিত করব।'[৪২]

৪১. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৩৩
৪২. সুরা আন-নিসা : ৬৬-৬৮

এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আনুগত্যের চারটি সুদূরপ্রসারী ফলাফল বিবৃত হয়েছে (অর্থাৎ অপার কল্যাণ, দৃঢ়তা, মহাপ্রতিদান, হিদায়াত প্রভৃতি)।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির শাইখ সাদি ﷀ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আল্লাহর উপদেশাবলির ওপর আনুগত্যের ফলে চারটি নগদ ফলাফল অর্জিত হয়।

১. সীমাহীন কল্যাণ

আল্লাহ তাআলা বলেন : لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

'আনুগত্য তাদের জন্য কল্যাণকর।' অর্থাৎ তারা এমন উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যারা তাদের ওপর অর্পিত সব ধরনের কল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দিয়ে জান্নাতি লোকদের গুণে গুণান্বিত হয়েছে। যার ফলে তাদের পবিত্র সত্তা থেকে সব রকমের মন্দ, অনিষ্টের মূল উৎস সমূলে উৎখাত হয়ে যায়। কেননা, কোনো বস্তু যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তার বিপরীত দিকটা আপনাআপনিই রহিত হয়ে যায়।

২. দৃঢ়তা ও স্থিরতা অর্জন

আল্লাহ তাআলা বলেন : { وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا }

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে তাঁর আদেশের অকুণ্ঠ আনুগত্যের ফলে বালা-মুসিবতের কঠিনতম মুহূর্তে ধৈর্যের মতো নিয়ামত দিয়ে সাহায্য করেন এবং ফিতনা-ফাসাদের অন্ধকার যুগে দ্বীনের ওপর অবিচলতা দান করেন। সর্বোপরি মৃত্যুর সময় ও পরবর্তী কবর জগতে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

৩. মহাপুরস্কার

আল্লাহ তাআলা বলেন :{ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا } 'আর তখন আমি অবশ্যই নিজের পক্ষ থেকে তাদের মহাপ্রতিদান দেবো।' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য এমন কতক পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা দুচোখ কখনো দেখেনি, দু'কান কখনো শুনেনি এবং অন্তরে সেই নিয়ামতরাজির স্বরূপ কখনো উদয় হয়নি।

৪. সরল পথের সঠিক দিশা পাওয়া

এই পয়েন্টে এসে সেই সর্বসম্মত বিধি (তথা কোনো বিষয়কে নির্দিষ্টকরণের পর ব্যাপক করা)-এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কারণ, হিদায়াত বিষয়টি তাঁর সত্তাগত মহান বৈশিষ্ট্যের দরুন সব কল্যাণের একমাত্র আধার ও সারনির্যাস হিসেবে পরিগণিত। কেননা, হিদায়াতই হচ্ছে পরস্পর ভালোবাসা বৃদ্ধি, অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া ও ঐশী জ্ঞানের অন্যতম ধারক-বাহক। তাই হিদায়াতের মতো মহামূল্যবান নিয়ামত লাভে যদি কেউ ধন্য হয়, তখন সে অপর সব কল্যাণের ভাগিদার হয়ে যায়, সর্বোপরি সব সফলতার দ্বার তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। কারণ, হিদায়াতই মূলত পার্থিব-অপার্থিব সফলতার চাবিকাঠি। তাই হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রই সব কল্যাণকর কাজের তাওফিকপ্রাপ্ত হয় এবং সকল ধরনের অনিষ্টকর বস্তু তার থেকে আপনাআপনিই দূরীভূত হয়ে যায়।

আনুগত্যের আরও কতিপয় শুভ পরিণাম

এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহর হুকুমের অকুণ্ঠ আনুগত্যের ফলে চারটি ফলাফল অর্জিত হয়।

১. আল্লাহর ভালোবাসা লাভে ধন্য হওয়া।

২. সব ধরনের হারাম কাজ থেকে নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিরক্ষা।

৩. তার সব প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়া।

৪. সব ধরনের অসাধু ও অনিষ্টকর বস্তু থেকে নিরাপদ থাকা।

- আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে আমার অলি তথা নিকটতম বন্ধুর সাথে শত্রুতা দেখায়, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিই। আমার কোনো বান্দা ফরজ ইবাদতের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় কোনো আমল দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করেনি। আর বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে; এমনকি আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন আমি স্বয়ং তার ওই কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে; তেমনিভাবে তার ওই চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; একইভাবে তার ওই হাত ও পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে স্পর্শ করে ও পথ চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে, আমি অবশ্যই তাকে তা দিয়ে দিই এবং সে আমার নিকট আশ্রয় চাইলে তাকে অবশ্যই আশ্রয় দিই।"'[৪৩]

- আনুগত্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল হলো, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের অধিবাসীরা তাদের ভালোবাসতে মুখিয়ে থাকে।

- আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴾

'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, দয়াময় আল্লাহ তাদের ভালোবাসা দেবেন।'[৪৪]

– শাইখ সাদি ﷬ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এটি আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের অন্যতম, যা তিনি ইমান ও পুণ্যকর্মের মাঝে সমন্বয় সাধনকারী নৈকট্যশীল বান্দাদের দান করে থাকেন। অর্থাৎ তিনি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের অধিবাসী বিশেষভাবে তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত মকবুল বান্দাদের হৃদয়ে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, প্রেম ও ভালোবাসার জোয়ার সৃষ্টি করেন।

৪৩. সহিহুল বুখারি : ৬৫০২
৪৪. সুরা মারইয়াম : ৯৬

– বস্তুত, এই কারণেই হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ

'আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরাইল ﷺ-কে ডেকে বলেন, "আমি অমুককে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো।" তিনি বলেন, তখন জিবরাইল ﷺ তাকে ভালোবাসেন, অতঃপর তিনি আসমানে ঘোষণা করেন, "আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাসো।" তখন আসমানবাসীরা তাকে ভালোবাসে। তিনি বলেন, এরপর পৃথিবীতে তাকে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত করা হয়।'[৪৫]

– অপরদিকে তাদের জন্য সৃষ্টিকুলের ভালোবাসার কারণ, তারাও আল্লাহকে ভালোবেসেছে, তাই তিনি তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদের কাছে তাকে প্রিয় করে তোলেন।

- আনুগত্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ফায়দা হচ্ছে, হায়াতে তাইয়িবা তথা পুণ্যময় জীবন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

'যে সৎকর্ম করে এবং সে ইমানদার, পুরুষ হোক বা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেবো, যা তারা করত।'[৪৬]

---

৪৫. সহিহু মুসলিম : ২৬৩৭
৪৬. সুরা আন-নাহল : ৯৭

• ইবনুল কাইয়িম ﷬ বলেন, 'হায়াতে তাইয়িবার ব্যাখ্যা কেউ কেউ অল্পেতুষ্টি, সর্বদা আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা ও উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা প্রভৃতি করে থাকেন। কিন্তু এর সঠিক মর্ম হলো, রুহানি তথা আধ্যাত্মিক জীবন, এই জীবনে আল্লাহর অপার অনুগ্রহসমূহ এবং সর্বোপরি তাঁর ওপর ইমান, সত্যিকারার্থে তাঁর পরিচয় লাভ, তাঁর প্রতি পূর্ণ মুখাপেক্ষিতা ও ভরসার মাধ্যমে সর্বদা অন্তরে অনাবিল শান্তি, প্রফুল্লতা ও তাঁর ওপর সন্তুষ্টি বিরাজমান থাকা। কেননা, উক্ত পুণ্যময় জীবনের অধিকারী ব্যক্তির জীবন থেকে কারও জীবন অধিক পবিত্র ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হতে পারে না। এমনকি জান্নাতের নিয়ামত ব্যতীত অন্য কোনো পার্থিব নিয়ামত এই রুহানি বর্ণিল জীবনের সমকক্ষ হতে পারে না। এবং এই পবিত্রময়—পুণ্যময় জীবন তিন জগৎ তথা পৃথিবী, কবর বা বারজাখি জগৎ ও চিরস্থায়ী জান্নাতে সমানভাবেই প্রযোজ্য।

• আনুগত্যের আরও একটি যুগান্তকারী ফল হচ্ছে শয়তানি প্রভাব বলয় থেকে মুক্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾

'তার আধিপত্য চলে না তাদের ওপর, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালনকর্তার ওপর ভরসা রাখে। তার আধিপত্য তো তাদের ওপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে।'[৪৭]

মুফাসসিরিনে কিরাম আয়াতাংশ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ ইমানদারদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার কোনো শক্তি, ক্ষমতা শয়তানের আদৌ নেই, যতক্ষণ না তাদের আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভরসায় কোনো চিড় ধরে।

– সুফইয়ান সাওরি ﷬ বলেন, 'মুমিনদের তাওবাবিহীন কোনো পাপাচারে লিপ্ত করানোর মতো ক্ষমতা বা শক্তিমত্তা দুরাচারি ইবলিসের নেই।'

৪৭. সুরা আন-নাহল : ৯৯-১০০

– মুজাহিদ ﷺ {إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ} এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'তার প্রভাব বলয় শুধু তার ওই সব বন্ধুদের মাঝেই সীমাবদ্ধ, যারা তার মতো অভিশপ্তের আনুগত্য করে।'

- অবাধ্যতা ও পাপাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখাও আনুগত্যের চমৎকার ফলাফলের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾

'আর নামাজ কায়িম করুন। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস। আল্লাহ জানেন তোমরা যা করো।'[৪৮]

- শাইখ সাদি ﷺ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

'নামাজ নামক এই ইবাদত অশ্লীল ও অন্যায় কর্মকাণ্ড থেকে বারণকারী হওয়ার কারণ হলো, বান্দা যখন নামাজের সব অত্যাবশ্যকীয় বিষয় তথা শর্ত, রুকন ও একাগ্রতা প্রভৃতির সহিত নামাজ আদায় করে, তার অন্তর নুরের ঝলকানিতে ঝিকমিক করে, তার আত্মা পূত-পবিত্র হয়ে তার ইমান বৃদ্ধি পায়, কল্যাণের কাজে আগ্রহ বহুগুণে বেড়ে যায়, নিন্দনীয় কাজে উৎসাহ বহুলাংশে হ্রাস পায়, এমনকি তা একসময় একেবারে হারিয়ে ফেলে। সুতরাং যদি কেউ উক্ত নিয়মে নামাজের পরিপূর্ণ ইহতিমাম করে এবং এর ওপর অটল থাকে; তবে সেই নামাজ অবশ্যই তাকে অশ্লীল ও অন্যায় থেকে বিরত রাখবেই রাখবে। এবং এটিই মূলত আনুগত্য ও নামাজের সবচেয়ে বড় প্রতিফল ও ফলাফল। আর নামাজের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য তো শারীরিক ও আত্মিকভাবে আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে বহুলাংশে বেড়ে যায়। কেননা, মূলত তাঁর উপাসনার জন্যই তো তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। সর্বোপরি বান্দার সম্পাদিত সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে নামাজ। কেননা, তাতে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপাসনা বিদ্যমান রয়েছে। যা অন্যান্য ইবাদতে সচরাচর দেখা যায় না।

---

৪৮. সুরা আল-আনকাবুত : ৪৫

الْفَحْشَاء শব্দটির মর্ম হচ্ছে প্রবৃত্তির তাড়নায় সম্পাদিত ওই সমস্ত অবাধ্যতা, যাতে রয়েছে সুস্পষ্ট বেহায়াপনা ও বড় ধরনের অশ্লীলতা।

الْمُنْكَر শব্দটি মূলত ওই সব পাপাচারকে বোঝায়, যা সৎ স্বভাব ও বিবেকবিরোধী।

- আনুগত্যের ফলাফলের অন্যতম হচ্ছে, পাপরাশি মোচন ও সার্বিক অবস্থাদির উন্নয়ন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾

'আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন।'[৪৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখ সাদি বলেন, {وَالَّذِينَ آمَنُوا} অর্থাৎ যারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর বিশেষভাবে, অন্যান্য নবি-রাসুলের ওপর সাধারণভাবে ইমান এনেছে, {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} এবং তাঁদের ওপর অর্পিত আল্লাহ ও মানুষের হক—চাই তা ওয়াজিব তথা আবশ্যকীয় হক হোক কিংবা মুস্তাহাব তথা অনাবশ্যক পছন্দনীয় হক হোক—পালনের মাধ্যমে সৎকর্ম সম্পাদনে ব্রতী হয়, {كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ} তাদের ছোট-বড় সব পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। ফলে তাদের সব পাপ মোচনের দরুন, তারা দুনিয়া ও পরকালের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি পায়। {وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ}এবং তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় অবস্থার সংশোধন তথা উন্নতি সাধন করেন। এবং তাঁর বিশেষ তত্ত্বাবধান ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তার আত্মা ও কর্ম তথা তার যাবতীয় অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে তার প্রতিদানকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করে দেন। এসব সুন্দর ফলাফলের একমাত্র কারণ হলো, {اتَّبَعُوا الْحَقَّ} তারা ধ্রুব সত্য ও দৃঢ় বিশ্বাসকে কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরেছেন।

---

৪৯. সুরা মুহাম্মাদ : ২

গুনাহসমূহ মোচনের ব্যাপারে বর্ণিত কয়েকটি হাদিসে রাসুল

১. রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এক জুমআ থেকে অপর জুমআ, এক রমজান থেকে অপর রমজান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত সব গুনাহকে (সগিরা) বিলুপ্ত করে দেয়, যতক্ষণ না সে বড় বড় পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়।'[৫০]

২. রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

'যে ব্যক্তি দৈনিক একশ বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ পাঠ করবে, আল্লাহ তার সব গুনাহ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন, যদিও তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের জলরাশির মতো হোক না কেন।'[৫১]

৩. রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

৫০. সহিহ্ মুসলিম : ২৩৩
৫১. সহিহুল বুখারি : ৬৪০৫

'যে ব্যক্তি দৈনিক একশ বার لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ পাঠ করবে, তার জন্য দশজন দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ প্রতিদান বরাদ্দ করা হয়, তার জন্য একশ নেকি লিপিবদ্ধ করা হয় ও একশ গুনাহ মোচন করা হয়, সর্বোপরি ওই দিন সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের কবল থেকে রেহাই পায় এবং তার চেয়ে উত্তম আমল কেউ সম্পাদন করেনি, হ্যাঁ ওই ব্যক্তি ব্যতীত, যে তার চেয়ে অধিক আমল করেছে।'[৫২]

এখানে الحرز অর্থ সংরক্ষণ, মুক্ত থাকা। অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তার প্রভাব বলয় থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করা।

৪. সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ، كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ

'একদা আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে অবস্থানরত ছিলাম, তখন তিনি বললেন, "তোমাদের কেউ কি দৈনিক এক হাজার করে নেকি অর্জন করতে অপারগ হয়ে যাবে?" তখন তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কারও পক্ষে এক হাজার করে নেকি অর্জন কি করে সম্ভব?" তিনি তদুত্তরে বললেন, "কেউ যদি এক হাজার বার তাসবিহ পাঠ করে, তার জন্য এক হাজার নেক আমল লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তার এক হাজার পাপ মোচন করা হয়।"'[৫৩]

---

৫২. সহিহুল বুখারি : ৬৪০৩

৫৩. সহিহ্‌ মুসলিম : ২৬৯৮ (উল্লেখ্য, সহিহ্‌ মুসলিম-এর কোনো কোনো নুসখায় أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ এর পরিবর্তে أَوْ ছাড়া শুধু يُحَطُّ عَنْهُ এসেছে। আর ইমাম শুবা, ইমাম আবু আওয়ানা ও ইয়াহইয়া বিন সাইদ আল-কাত্তান ﵏-এর বর্ণনায় وَيُحَطُّ عَنْهُ এসেছে। শব্দগত দিক থেকে মতপার্থক্য থাকলেও অর্থগত দিক থেকে সবাই এখানে وَ এর অর্থই করেছেন। - অনুবাদক

- আল্লাহু আকবার! দুমিনিট সময় ব্যয় করে ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বি-হামদিহী' অথবা সুবহানাল্লাহ পড়বেন, আপনার জন্য লেখা হবে ১০০০টি নেকি। প্রত্যেকটি নেকি তার দশ গুণ হবে। (১০০০*১০=১০,০০০) আর যাকে আল্লাহ চান, তাকে আরও বাড়িয়ে দেন। এ নয় কেবল আপনার আমলনামা হতে বাদ পড়বে এক হাজার গুনাহও! সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহ, তোমার দয়া, অনুকম্পা ও রহমতের কি সীমা আছে!?

- আনুগত্যের আরেকটি শুভ পরিণাম হচ্ছে দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত হওয়া। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ

'সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণ করো, আল্লাহ তোমাকে দুঃখের সময় স্মরণ করবেন।'[৫৪]

- হাফিজ ইবনে রজব ؒ বলেন, 'এর মর্ম হচ্ছে বান্দা যখন আল্লাহকে ভয় করে, তার নির্দেশিত পরিসীমাগুলো লঙ্ঘন করে না, উন্নতির সময় আল্লাহর হক ভুলে না, তখন সে আল্লাহর নিকট একজন অনুগত বান্দার পরিচয় দেয়। তার আর আল্লাহর মাঝে এক বিশেষ পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। আল্লাহ তাকে তার মুসিবতের সময় স্মরণ করেন। এ পরিচয়ের কারণে তাকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেন। আর এ বিশেষ পরিচয় দ্বারাই বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী হয়। তার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক ঘটে, তার অনুরোধগুলো আল্লাহ শোনেন।'

– আবু দারদা ؓ-কে কেউ উপদেশের অনুরোধ করলে তিনিও একই রকম উপদেশ দিয়েছেন।

– আবু হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ

৫৪. মুসনাদু আহমাদ : ২৮০৩

'যে ব্যক্তি তার দুঃখের সময় তার অনুযোগ আল্লাহর দরবারে শ্রুত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, সে যেন সুখের সময় অধিক হারে প্রার্থনায় ব্রতী হয়।'[৫৫]

- মোটকথা যে ব্যক্তি তার স্বাচ্ছন্দ্যের মুহূর্তে তাকওয়া ও অকুণ্ঠ আনুগত্যের মাধ্যমে স্বীয় রবের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে, তার কঠিন মুহূর্তে তার সাথে আল্লাহ তাআলা সাহায্য ও দয়ার আচরণ করবেন।

- আনুগত্যের ফলাফলের আরও অন্যতম দিক হচ্ছে, অদৃশ্য মদদ ও সহযোগিতা, তাওফিকপ্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

'যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।'[৫৬]

আবু বকর জাজায়িরি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

– অর্থাৎ তারা তাদের আকিদা-বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি ও আত্মিক পবিত্রতা, তাদের সুমহান চরিত্র গঠনে নিজের সবটুকু ঢেলে দিয়েছেন, অতঃপর ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াইরত কাফিরদের সাথে চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন।

– তেমনিভাবে যে ব্যক্তিই স্বীয় রবের সন্তুষ্টির জন্য নিজ আত্মা-প্রবৃত্তি, শয়তান ও তার দোসরদের সাথে বিরুদ্ধাচারণকে নিজ জীবনের অন্যতম ব্রত বানিয়ে নেয়, সে অবশ্যই এই মহাসুসংবাদ ও প্রতিশ্রুতির ভাগিদার হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী প্রত্যেক মুজাহিদের সাথে তাঁর নুসরত ও সাহায্য রয়েছে। এখানে মুহসিন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে নিজ নিয়ত ও সার্বিক কাজকর্মকে সুন্দর ও সুশ্রী করে, তার আমলগুলো অবশ্যই সৎ ফলদায়ক হয়। যা মূলত তার আত্মিক স্বচ্ছতা ও অন্তরের পবিত্রতারই প্রমাণ বহন করে।

---

৫৫. সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৮২
৫৬. সুরা আল-আনকাবুত : ৬৯

হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর সত্তা!

﴿ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ﴾

'হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী, আপনার রহমতের অসিলায় আমি আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দিন এবং আমাকে আমার নফসের সমীপে চোখের পলকের জন্যও সোপর্দ করবেন না।

রাসুল ﷺ সকাল-সন্ধ্যা এই দুআ পড়তে বলতেন।[৫৭] কেননা, আল্লাহ ও তাঁর সাহায্য, সংরক্ষণ থেকে কোনো মুসলিম এক মুহূর্তও অমুখাপেক্ষী বা বেপরোয়া হতে পারে না।

أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ এই বাক্যে ক্ষণিক ভাবুন! (كل) শব্দটি ওই শব্দসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা ব্যাপকতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই এই মূল্যবান দুআটি আবৃত্তির সময় আপনি নিম্নোক্ত মর্মগুলোর প্রতি লক্ষ রাখুন।

১. তাঁর আদেশ পালন এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকার ওপর দৃঢ়তা অর্জনের মাধ্যমে যেন তিনি তাঁর সাথে আপনার সম্পর্কের উন্নতি সাধন করেন।

২. আত্মশুদ্ধি, সংশোধনের মাধ্যমে কুমন্ত্রণাদায়ক নফসের সাথে আপনার যেন সমঝোতা হয়ে যায়।

৩. সব ধরনের মানুষ তথা আপনার বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্র, আপনার দাস-দাসী, আত্মীয়, প্রতিবেশী ও বন্ধু সবার সাথে আপনার সম্পর্ক যেন সংশোধিত হয়ে যায়, সব অধিকার আদায়ের মাধ্যমে ও অন্যায় অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

- এভাবে আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রকাশ্যে, গোপনে সুখে-দুঃখে, অবস্থার পট পরিবর্তনে—সবক্ষেত্রে সংশোধনের প্রার্থনা করা উচিত।

---

৫৭. মুস্তাদরাকুল হাকিম : ২০০০

- সুতরাং একজন মুসলিম হিসেবে প্রত্যেকেরই প্রতিটি অবস্থায় এই দুআকে বারবার আবৃত্তি করা উচিত। কেননা, এতে রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান, যা মুসলিম ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবনে সম্মুখীন হয়—চাই সমস্যাটা সামাজিক, আর্থিক, ব্যক্তিগত বা অন্য কোনো সমস্যা হোক না কেন।

– কিন্তু একটি বিষয় খুব খেয়াল রাখা চাই যে, মুমিনের প্রত্যেক প্রার্থনায় আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা, দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা থাকতে হবে। কেননা, তার প্রতিপালক স্বীয় দাসকে কখনো নিরাশ ও বঞ্চিত করেন না, যদি দুআকামী সত্যিকারার্থে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস তাঁর ওপর রাখতে সক্ষম হয়। তিনি এমন এক পবিত্র সত্তা, যাঁকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের কোনো বস্তুই অক্ষম করতে পারে না। এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বশ্রোতা। তিনি তাঁর কাছে সত্যিকারার্থে আশ্রিত ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও বঞ্চিত করা থেকে সম্পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র।

বান্দার ওপর আল্লাহর হক

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾

'আর কেউ আল্লাহর সম্মানযোগ্য বিধানাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে আপন পালনকর্তার নিকট তা তার জন্য উত্তম।'[৫৮]

- শাইখ সাদি ﷺ আয়াতাংশ حُرُمَاتِ اللهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, حُرُمَاتِ اللهِ তথা আল্লাহর সম্মানিত নিদর্শন বলতে প্রত্যেক ওই বস্তুকে বোঝায়, যার মাঝে কোনো না কোনোভাবে মহত্ত্ব, সম্মান ও বিশেষত্ব নিহিত রয়েছে। এবং উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। চাই তা উপাসনা বা অন্য যেকোনো উপায়েই হোক না কেন। যেমন হজ ও কুরবানি-সম্পর্কিত সকল বিষয়। উদাহরণস্বরূপ হারাম শরিফে ইহরাম বাঁধা ও কুরবানি করার নিমিত্তে আল্লাহর রাহে উৎসর্গিত জন্তু।

---

৫৮. সুরা আল-হজ : ৩০

তেমনিভাবে অন্যান্য ওই সব ইবাদত, যা তিনি ওই সময় সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আল্লাহর নিদর্শনের সম্মান বলতে এটির মহত্ত্ব, প্রেম অন্তরে দৃঢ়ভাবে ধারণ এবং হৃদয় দিয়ে তা গভীরভাবে উপলব্ধি করা; সর্বোপরি কোনো রকমের অলসতা, অবজ্ঞা ও অবহেলা ছাড়া ওই সব স্পটে উপাসনাকে পূর্ণরূপ দেওয়া।

• রাসুলুল্লাহ ﷺ মুআজ -কে বললেন :

يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: لَا تُبَشِّرْهُمْ، فَيَتَّكِلُوا

‘“হে মুআজ, তুমি কি জানো, বান্দার ওপর আল্লাহর কী হক? এবং আল্লাহর ওপর বান্দার কী হক?” মুআজ বলেন, “আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন?” তিনি বললেন, “বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে, তাঁর উপাসনা করা ও কারও সাথে তাঁকে অংশীদার সাব্যস্ত না করা। এবং আল্লাহর ওপর বান্দার হক হচ্ছে, (এখানে তাঁর পক্ষ থেকে উক্ত মহাপ্রতিদানের অকাট্যতা বোঝাতে ‘হক’ তার রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে) যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে না, তাকে শাস্তি না দেওয়া।[৫৯]

• সফলতা-প্রত্যাশী মুমিন ব্যক্তির ওপর সবচেয়ে বড় হক হলো আল্লাহর হক। এই বিষয়টি মুমিন ব্যক্তিমাত্রই সার্বক্ষণিক তার মনস্পটে লালন করে থাকে এবং সে কখনো তাঁর হক ও অধিকারের ওপর অন্য কোনো পার্থিব-অপার্থিব অধিকারকে প্রাধান্য দেয় না। মুমিন বান্দাকে যদিও সচরাচর ক্ষণিকের এই পৃথিবীতে অন্য দশ জনের ন্যায় নড়াছড়া করতে দেখা যায়,

৫৯. সহিহুল বুখারি : ২৮৫৬

কিন্তু সে সার্বক্ষণিক আপন প্রতিপালকের হকের ব্যাপারে চিন্তামগ্ন থাকে। কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তাৎক্ষণিক আল্লাহর দরবারে বিগলিত বদনে, অশ্রুসজল নয়নে কান্নাকাটি করে তাওবার মাধ্যমে ত্রুটির ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ করে না। মোটকথা আমাদের ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে, তাঁর আনুগত্য পালন ও সর্বদা শয়নে-স্বপনে তাঁকে স্মরণ করা; তাঁর নাফরমানি ও অবাধ্যতা পরিহার করা। তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, কখনো অকৃতজ্ঞ না হওয়া—তাঁর হকের ব্যাপারে সজাগ ও সচেতনতার কার্যকর ফলাফল।

- ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'আত্মিক উন্নতির মাধ্যম হলো আল্লাহর হকের ব্যাপারে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি থাকা। উক্ত হকের ব্যাপারে সচেতনতার দরুন নিম্নোক্ত সুদূরপ্রসারী কতক শুভ পরিণাম বয়ে আনে।

১. নিজের দীনতা, হীনতা ও অসহায়ত্বের উপলব্ধির বীজ বপন করে।

২. যার ফলে লোকদেখানো ও আত্মপ্রশংসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়।

৩. আপন প্রতিপালকের সহিত বিনয়, নম্রতা ও সত্যিকারের দাসত্বের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

৪. আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা লাভে ধন্য হয়। যা ছাড়া মুক্তি অসম্ভব।

৫. সর্বোপরি তার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়ে নেন। কেননা, যার কাজের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ না নেবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে।'

- আল্লাহ ও নিজ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে, আল্লাহর অধিকারের ওপর নিজ অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তার ওপর আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে মোটেও ভ্রুক্ষেপ না করা।

- ইমাম আহমাদের সাড়া জাগানো প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কিতাবুজ জুহদ'-এ বর্ণিত আছে বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি তার একটি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে একাধারে ষাট বছর আল্লাহর উপাসনা ও প্রার্থনায় রত ছিলেন। অথচ, এতকাল পরও তার প্রয়োজনটা মিটেনি এবং তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

অতঃপর সে মনে মনে নিজেকে সম্বোধন করে বলল, আল্লাহর কসম, তোমার মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ থাকত; তাহলে অবশ্যই তুমি উদ্দেশ্যে সফল হতে, অর্থাৎ তোমার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যেত। অতঃপর স্বপ্নে এসে তাকে কেউ বলতে লাগল, তোমার অন্তরের এই ক্ষণিকের দীনতা, হীনতার মূল্য কতটুকু, তা কি তুমি কখনো ভেবে দেখেছ। নিশ্চয় ক্ষণিকের এই বিনয়টুকু বিগত ষাট বছর উপাসনার চেয়েও অধিক মূল্যবান। (সুবহানাল্লাহ)

- ইবনুল কাইয়িম ﷬ বলেন, 'ছয়টি বিষয়ে আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর হক রয়েছে।

১. আমলের মধ্যে নিষ্ঠা, নিষ্কলুষতা ও একনিষ্ঠতা।

২. আল্লাহর সন্তুষ্টিই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকা।

৩. আমলের ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ-এর পূর্ণ আনুগত্য করা।

৪. আমলকে ইহসানের স্তরদ্বয়ের যেকোনো এক স্তরে উন্নীত করা। (স্তরদ্বয় ১. এমনভাবে উপাসনা করা, যেন আল্লাহ স্বয়ং আপনার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ২. এমনভাবে আমল করা যে, আপনি আল্লাহকে না দেখলেও আল্লাহ তাআলা কিন্তু আপনাকে দেখছেন।)

৫. আল্লাহর দয়া ও করুণার অনুভূতি অন্তরে জাগ্রত রাখা।

৬. সর্বোপরি নিজ ক্রটির ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকা।'

আনুগত্যের বাস্তব স্বরূপ

ইবনুল জাওজি ﷬ বলেন, 'আনুগত্য শুধু নামাজ, রোজার বাহ্যিক ডেকোরেশনের নাম নয়, যেমনটি সাধারণত নির্বোধ ব্যক্তিরা মনে করে থাকে; কেননা, আনুগত্যের মর্মই হচ্ছে, আল্লাহর আদেশাবলি বাস্তবায়ন এবং তাঁর নিষেধাবলি থেকে নিবৃত্তির সাথে বাস্তবিকভাবে একাত্ম হয়ে যাওয়া।'

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[৬০]

- আবু বকর জাজায়িরি ﷺ এই আয়াতে কারিমার ব্যাখ্যায় বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের নির্দেশসুলভ ভঙ্গিতে ইসলামে এমন সামষ্টিকভাবে প্রবেশের আহ্বান করছেন যে, তারা যেন ধর্মের বিধিবিধানে নিজেরা অনধিকার চর্চার প্রয়াস না নেয়। অর্থাৎ এমন যেন না হয়, যা নিজের খেয়াল-খুশিমতো হবে, তা গ্রহণ ও পালন করবে; আর যা তাদের প্রবৃত্তির সাথে খাপ খাবে না, তা অবহেলা ও অমান্যতার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে। কেননা, তাদের ওপর ইসলামের সব বিধিবিধান পালন ও গ্রহণ করা অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। যাতে কারও জন্য একবিন্দু পরিমাণও ছাড় নেই।'

- প্রিয় দ্বীনি ভাই, আপনি কি জানেন? ইসলাম অর্থ সব বিষয়ে আল্লাহর অকুণ্ঠ আনুগত্য করা, তো এরপরও কীভাবে ইসলামকে শুধু নামাজ ও রোজার বাহ্যিক আবরণে আচ্ছাদিত মনে করেন এবং নাজাতের জন্য শুধু উক্ত ইবাদতদ্বয়কেই যথেষ্ট জ্ঞান করেন? বরং ইসলাম মানে সব নির্দেশনা জীবনে বাস্তবায়ন (যেমন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, বাবা-মায়ের প্রতি সর্বদা সদয় থাকা, সত্য কথা বলা, আমানতের খিয়ানত না করা প্রভৃতি) এবং সব নিষেধ থেকে বিরত থাকা (যেমন : সুদ, জিনা-ব্যভিচার, মিথ্যা, ধোঁকা-প্রতারণা, পরনিন্দা, গালিগালাজ প্রভৃতি)।

---

৬০. সুরা আল-বাকারা : ২০৮

আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের কতিপয় বিশেষ গুণ

১. সর্ববিষয়ে আল্লাহর ওপর দৃঢ় আস্থা রাখা।

২. সর্বক্ষেত্রে তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষিতা।

৩. প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

আল্লাহর নৈকট্যলাভের সবচেয়ে সহজ উপায়

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'আল্লাহর নৈকট্যলাভের সহজতম উপায়সমূহ নিম্নরূপ :

১. সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।

২. আল্লাহর প্রতি সার্বক্ষণিক মুখাপেক্ষিতা।

৩. কথা ও কাজে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য থাকা।

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যে কেউ তাঁর নৈকট্যশীল হয়েছে, উক্ত তিন বিষয়ে যত্নবান হওয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছে। আর নৈকট্য বঞ্চিত ব্যক্তিমাত্রই উক্ত তিন বিষয়ে অবহেলা ও গাফিলতির শিকার হয়েছে।'

আল্লাহর কাছে মর্তবা ও মর্যাদা চেনার উপায়

মুতরিজা বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা ও মর্তবার স্তর জানতে ইচ্ছুক, সে যেন চিন্তা করে যে, আল্লাহ ও তাঁর আদশ-নিষেধ তার কাছে কতটুকু মূল্যায়িত ও গ্রহণযোগ্য।'

হে প্রিয় ভাই,

- আল্লাহ তাআলা কি আপনার জীবনে সবকিছুর চেয়ে অধিক বড়?
- আপনি কি আপনার প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার উর্ধ্বে আপনার রবের নির্দেশকে প্রাধান্য দেন?
- এই পৃথিবীতে আপনার প্রথম ও সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য কি আপনার রবের সন্তুষ্টি?

- আল্লাহর ভালোবাসা, ভয় ও সম্মান কি আপনার হৃদয়ের রাজায় পরিণত হয়েছে?
- আপনাকে যদি কোনো বিষয়ে বলা হয়, এই কাজটা হারাম, তখন আপনি কি কোনো ধরনের অলসতা, দোদুল্যতা ও বিলম্বতা ছাড়া তাৎক্ষণিক তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে নেন?

গুরুত্বের সাথে নামাজ আদায়

পারলৌকিক উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তি কখনো যেনতেনভাবে নামাজ পড়া পছন্দ করে না। সে উত্তম ও সুন্দর পদ্ধতিতে—পূর্ণ অজু, রুকু, সিজদা প্রভৃতি যথাযথভাবে আদায় করে একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়ে। লঘু থেকে লঘুতর একটি সুন্নাতও সে ছাড়তে রাজি হয় না, কোনো ফরজ কিংবা নামাজের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ ছাড়া তো দূরের কথা। এবং তাকে আপনি রাসুল ﷺ-এর নামাজের সাথে নিজ নামাজের প্রত্যেক বিষয়কে সাদৃশ্য করতে অতি উৎসাহী পাবেন। সে নামাজের কোনো বিষয়কে ঘুণাক্ষরেও বোঝা মনে করে না।

নামাজে বিনয় ও একাগ্রতার গুরুত্ব

শাইখ সাদি ؒ বলেন, 'নামাজে বিনম্রতার মর্ম হচ্ছে :

- আল্লাহর সামনে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেওয়া, যার ফলে তার অন্তর স্থির ও সুসংহত হয়।
- নড়াচড়া স্থির হয়ে যাওয়া। রবের সম্মানার্থে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত না করা।
- নামাজের শুরু থেকে শেষ অবধি নামাজে সম্পাদনরত সকল কথা ও কর্মের ব্যাপারে পূর্ণ সজাগ থাকা। যেন নানা ধরনের কুমন্ত্রণা ও নোংরা চিন্তাধারা থেকে নিজেকে এবং নামাজকে পবিত্র রাখা যায়।
- মূলত একাগ্রতাই হচ্ছে নামাজের প্রাণ, মগজ ও তার মূল উদ্দেশ্য। আর এর ভিত্তিতেই প্রতিদান লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। অতএব, যে নামাজ

একাগ্রতা ও অন্তরের স্থিরতা বিবর্জিত হয়, তার তেমন উল্লেখযোগ্য প্রতিদান আশা করা নিতান্তই অবান্তর। কেননা, প্রতিদান তো মূলত অন্তরের অনুভূতি ও একাগ্রতা অনুপাতেই হয়ে থাকে।'

• রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

'যখন কোনো মুসলিমের ফরজ নামাজের সময় হয়, অতঃপর সে উত্তমরূপে অজু করে একাগ্রতার সহিত নামাজ পড়ে, তা তার পূর্বের সকল গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়; যতক্ষণ না সে কোনো কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়। এভাবেই সর্বদা চলতে থাকবে।'[৬১]

• রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُنَاجٍ رَبَّهُ، وَرَبُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

'হে লোকসকল, যখন তোমাদের কেউ নামাজরত থাকে, তখন সে মূলত তার রবের সাথে একান্ত আলাপে মশগুল থাকে। আর এ অবস্থায় তার প্রতিপালক কিবলা ও তার মাঝে থাকেন।'[৬২]

• হাসান বসরি ؒ বলেন :

'যখন তুমি নামাজে দাঁড়াও, তখন আল্লাহর আদেশ অনুসারে পূর্ণ আনুগত্যশীল হয়ে দাঁড়াও। ভুল-ভ্রান্তি ও এদিক-ওদিক তাকানো থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখো। যেন এমন না হয় যে, তোমার রব তোমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছেন, অথচ তুমি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কোথাও তাকিয়ে আছো; জান্নাতলাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রার্থনায় রত

---

৬১. সহিহু মুসলিম : ২২৮
৬২. তাজিমু কাদরিস সালাত : ১১৭

তুমি, অথচ তোমার অন্তর তোমার মুখ দিয়ে কী বের হচ্ছে—সে ব্যাপারে একদম উদাসীন।'

নামাজের অভ্যন্তরীণ আলোচ্য বিষয়

ইবনে কুদামা মাকদিসি ﷺ বলেন, 'ভালোভাবে লক্ষ রাখো, নামাজ কতিপয় রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নাতের সমষ্টি এবং তার প্রাণ হচ্ছে একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা ও অন্তরের স্থিরতা। কেননা, নামাজ নানা ধরনের জিকির-আজকার, মহান রবের সাথে গোপনালাপ ও কতক কর্ম সম্পাদনের নাম। অন্তরের একাগ্রতা ছাড়া একান্ত আলাপ ও তাঁর আজকারের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা একেবারেই অসম্ভব।

কেননা, মুখের কথা যদি অন্তরের মুখপাত্র হতে না পারে, তখন এ ধরনের বাক্যালাপের কোনো মূল্য নেই।'

নামাজে একাগ্রতা আনয়নের উপায়

১. একাগ্রতা হচ্ছে অন্তরে আল্লাহর ভয়, তাঁর সম্মান, মর্যাদা, সর্বোপরি তাঁর নৈকট্যের অনুভূতি জাগরণ। কেননা, এসব বিষয়ের ওপর যদি অন্তর লালিত হয়, তখন একাগ্রতা অবশ্যই তার পিছু নেবে। তাই একাগ্রতা সৃষ্টিতে এই একটি উপায়ই যথেষ্ট।

২. একাগ্রতা সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়—এমন সব বিষয় থেকে মুক্ত থাকা, যেমন : ক্ষুধা, প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দেওয়া ইত্যাদি। তাই সম্পূর্ণ ঝামেলামুক্ত অবস্থায় নামাজে দাঁড়ানো উচিত।

৩. নিজ কানে শোনা যায়—এমন আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করা। কেননা, তা অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। আর আজকার ও কুরআন পাঠকালে দুঠোঁট না নড়লে নামাজ শুদ্ধ হবে না।

সতর্কতা : নিজ কানে শোনার বিষয়টি যদি নফল নামাজে হয়, তবে ঠিক আছে। কিন্তু যদি সে সিররি নামাজ (জোহর ও আসর) জামাআতে আদায় করে, তাহলে নিজ কানে শোনা যায়-মতো পড়বে না। কেননা, এতে অনেক

সময় পাশের মুসল্লির নামাজে সমস্যা হয়। কিন্তু সে অবশ্যই কিরাত পড়ার সময় ঠোঁট নাড়াবে—এমনভাবে যে জিহ্বা স্পষ্টভাবে হরফগুলো উচ্চারণ করবে।

৪. মুখ দিয়ে উচ্চারিত আজকার ও কুরআন তিলাওয়াতকে গভীরভাবে অনুধাবন করা। এবং তাসবিহসমূহ ও কিরাতের মর্ম ভালোভাবে বোঝা, যাতে নামাজ প্রাণহীন দেহের ন্যায় জড় পদার্থে পরিণত না হয়।

৫. এই অনুভূতি গভীরভাবে অন্তরে জাগরূক রাখা যে, আমি যে এত কষ্ট করে নামাজ আদায় করছি, তার প্রতিদান একাগ্রতা ছাড়া অর্জন করা অসম্ভব।

৬. একাগ্রতা আনয়নের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম করা। কেননা, প্রাথমিকভাবে প্রচেষ্টা ছাড়া এই একাগ্রতা অর্জন করা সম্ভব নয়। পরে আল্লাহর ইচ্ছায় এটি ধীরে ধীরে মুসল্লিদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

৭. দাসত্বের পূর্ণ আদব রক্ষা করা। তেমনিভাবে এই সব আদবের পূর্ণ খেয়াল রাখা, যা রাসুল ﷺ নিজ নামাজে বাস্তবায়ন করে গেছেন। যেমন, নামাজের রুকনগুলোর ব্যাপারে পূর্ণ যত্নবান হওয়া, নামাজকে দীর্ঘায়িত করা, সিজদার মধ্যে স্থিরতা। কেননা, স্বল্পদৈর্ঘ্যের নামাজ খুব কমই একাগ্রতা সৃষ্টি করে।

রবের সাথে একান্ত আলাপের বাস্তব স্বরূপ

খুব ভালোভাবে মনে রাখুন, একান্ত আলাপকারী ব্যক্তি কখনো বাস্তবে গোপন-আলাপকারী সাব্যস্ত হবে না, যতক্ষণ না সে কারও সাথে গোপন-আলাপে লিপ্ত এবং গোপন অভিসারের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক অবগত হবে। সর্বোপরি রবের সাথে একান্ত আলাপের সময় হৃদয় হতে হবে পূর্ণ স্থির ও মনোযোগী। উদাহরণস্বরূপ আমাদের মধ্যে কেউ যদি পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা কোনো শহরের মেয়রের সাথে একান্ত আলাপে মিলিত হয়, তখন নেতার প্রতি তার মনোযোগ, তার সামনে বিনয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

স্থিরতা এবং তার কথা অনুধাবনের জন্য আন্তরিক একাগ্রতা কীভাবে তাকে ছুঁয়ে যায়! তেমনিভাবে আপন রবের সাথে একান্ত আলাপের সময় আরও অধিক মনোযোগী ও দায়িত্বপ্রবণ, অতিশয় সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনে ব্রতী হওয়া উচিত। সুতরাং যেভাবে আপনি আপনার মুখমণ্ডলকে নামাজরত অবস্থায় কিবলার দিক থেকে ফিরাতে চান না, ঠিক তদ্রূপ আপনার রবের থেকেও অন্তরকে ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়।

খুশু সম্পর্কে সালাফের উক্তি

উমর ﷺ বলতেন, 'অনেক মানুষ এমনও রয়েছে যে, তার পূর্ণ জীবন মুসলিম হিসেবে অতিবাহিত করে অবশেষে শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ হয়ে গেছে, অথচ সে একটি নামাজও আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারেনি।' তাকে বলা হলো, 'তা কী কারণে? তার কি নামাজে একাগ্রতা, বিনয়, নম্রতা ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ না থাকার দরুন এই করুণ দশা হয়েছে?' উমর ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, ভালোভাবে জেনে রাখো, মুমিনদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামাজ। যে এর প্রতি পূর্ণ যত্নবান হলো এবং এটিকে সংরক্ষণ করল, সে যেন পুরো দ্বীনের প্রতি যত্নবান হলো এবং পুরো দ্বীনকে সংরক্ষণ করল। আর যে এটিকে নষ্ট করল, সে যেন দ্বীনের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সব শাখাকে নষ্ট করল।'

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ নামাজে কোনো ধরনের নড়াচড়া করতেন না। এমনকি তার শরীর থেকে কোনো কষ্টদায়ক জিনিস পর্যন্ত বিতাড়িত করতেন না, যতক্ষণ না নামাজ পড়া শেষ করতেন।

রাবি বিন খুসাইম ﷺ যখন সিজদাবনত হতেন, তখন তিনি মাটিতে বিছানো কাপড়ের মতো হয়ে যেতেন, এমনকি ওই অবস্থায় চড়ুই পাখি পর্যন্ত তার ওপর এসে বসে পড়ত।

হাসান বসরি ﷺ বলতেন, 'যেই নামাজে অন্তর স্থির মনোযোগী হয় না, সেই নামাজ শুভ পরিণামের চেয়ে মন্দ পরিণামের দিকে অধিক দ্রুতগামী।'

আল্লাহর সামনে বান্দার দণ্ডায়মান হওয়ার দুটি স্থান

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলতেন, 'আল্লাহর সামনে বান্দার দণ্ডায়মান হওয়ার দুটি স্থান রয়েছে। ১. বান্দা নামাজে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়। ২. কিয়ামত দিবসে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হবে।

যে ব্যক্তি প্রথম স্থানের সমস্ত হক আদায় করবে, তার জন্য অপর স্থানটি সফলতার সাথে অতিক্রম করা সহজ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি প্রথম স্থানে অলসতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করবে এবং এর যথাযথ হক আদায়ে সচেষ্ট না হবে, তার জন্য দ্বিতীয় ধাপটি কঠোর থেকে কঠোরতর হবে। আর এ প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا - إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾

"রাতের কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা করুন এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় এরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে।"'[৬৩]

স্বীয় রবের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা

ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি লোকচক্ষুর সামনে নামাজ পড়ে, সে যেন সেভাবে নামাজ পড়ে, যেভাবে সে একাকী অবস্থায় পড়ে থাকে। অন্যথায় (মানুষকে দেখানোর জন্য প্রকাশ্যে গুরুত্বের সাথে পড়লে) তা হবে স্বীয় রবের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার নামান্তর।'

সুতরাং হে আমার প্রিয় দ্বীনি ভাই, আপনি কি নামাজরত অবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছেন? মানুষের সামনে আদায়ের সময়ও কি আপনার নামাজ নির্জনে আদায়কৃত নামাজের মতো হচ্ছে, না কারও বাহবা পাওয়ার জন্য তাদের সামনে ভিন্নভাবে (আরও গুরুত্বের সাথে) পড়ছেন?

সাবধান! সতর্ক হোন, পূর্ণ সর্তক হোন, আপনার গোপন নামাজ ও প্রকাশ্য নামাজের মধ্যে যেন কোনো পরিবর্তন না আসে। কেননা, খুব ভালোভাবে মনে

---

৬৩. সুরা আদ-দাহর : ২৬-২৭

রাখবেন, যদি কোনো ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তা কিন্তু আপনার অজান্তেই স্বীয় রবের সাথে হেয় প্রতিপন্ন ও ঠাট্টা-বিদ্রূপে রূপ নিচ্ছে।

- আহমাদ ফরিদের 'তাজিমু কাদরিস সালাহ' নামক প্রসিদ্ধ কিতাবটি অধ্যয়নের জন্য পাঠকদের অনুরোধ করছি।

সফলতা-প্রত্যাশীদের হৃদয় কেমন হওয়া উচিত?

আল্লাহর রাহে উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য অন্তরের পরিশুদ্ধির ব্যাপারে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করা একান্ত অপরিহার্য। কেননা, সবকিছুই তো অন্তরের ওপরই নির্ভর করে, যদি তা পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, তখন পুরো শরীর—সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংশোধন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি তাতে ভেজাল ও জং ধরে, তখন পুরো শরীরই নষ্ট হয়ে যায়।

- নিম্নে উন্নত ও পরিশুদ্ধ অন্তরের কতিপয় গুণ নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হলো।

১. বিভিন্ন ধরনের কুপ্রবৃত্তি, সন্দেহ-সংশয়, শিরক, হিংসা, প্রতারণা ও ধোঁকা প্রভৃতি থেকে অন্তর পূত-পবিত্র হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾

'তবে যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।'[৬৪]

২. রবের দিকে প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা ও বিনয়-নম্রতার মাধ্যমে অন্তর রবের দিকে ধাবিত হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴾

'যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হতো।'[৬৫]

---

৬৪. সুরা আশ-শুআরা : ৮৯
৬৫. সুরা কাফ : ৩৩

৩. আল্লাহর স্মরণের দরুন অন্তরের স্থিরতা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾

'মনে রেখো, একমাত্র আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।'[৬৬]

সুতরাং যার অন্তর তার রবের স্মরণে স্থির না হয়, তার অন্তর মুনাফিকের অন্তরেরই নামান্তর। কেননা, তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।

৪. তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। এর অন্যতম আলামত হচ্ছে, আল্লাহর বিধান ও নিদর্শনাবলির প্রতি পূর্ণ সম্মান দেখানো। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾

'আর কেউ আল্লাহর শিআরসমূহের (নিদর্শনাবলি) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো অন্তরস্থ আল্লাহভীতি থেকেই অর্জিত হয়।'[৬৭]

৫. নিজের পুণ্যকর্মগুলো অগ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে অন্তরে সর্বদা ভয় ও আশঙ্কা রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾

'এবং যারা যা দান করবার তারা কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।'[৬৮]

'আয়িশা ﵂ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কি ওই সব লোক, যারা চুরি করে, ব্যভিচারে লিপ্ত ও মদপান করে?" তিনি তদুত্তরে বললেন :

لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ،
وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ

৬৬. সুরা আর-রা'দ : ২৮
৬৭. সুরা আল-হজ : ৩২
৬৮. সুরা আল-মুমিনুন : ৬০

“না, হে সিদ্দিকের মেয়ে, বরং তারা ওই সব পুণ্যবান ব্যক্তি, যারা রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, দানের হাত ঢালাওভাবে প্রসারিত করে, তদুপরি তারা উক্ত আমলগুলো তাদের রবের শাহি দরবারে কবুল না হওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কা করতে থাকে।”’[৬৯]

- আপনি কি আপনার পুণ্যকর্মগুলোর ব্যাপারে গর্ব ও আত্মনির্ভরতায় লিপ্ত, না সেগুলোকে নগণ্য ও তুচ্ছজ্ঞান করেন?

হাসান বসরি ﷺ বলেন, ‘মুমিনমাত্রই পুণ্যকর্ম সম্পাদনের পরও ভয় ও আশঙ্কা করতে থাকে। পক্ষান্তরে মুনাফিক ব্যক্তি পাপাচার করা সত্ত্বেও নিরাপদ ও আশঙ্কামুক্ত থাকে।’

অন্তর আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌঁছার উপায়

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, ‘আল্লাহর রাহের সফলদের সকলে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, অন্তরে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় সার-নির্যাস ও পবিত্রতার মূল উপাদান প্রদান করা হয় না, যতক্ষণ না তা তার রবের নৈকট্যশীল হয়ে যায় আর তা পরিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ হওয়া ব্যতীত কখনো আল্লাহর নৈকট্যশীল হতে পারে না। এবং অন্তর ততক্ষণ পর্যন্ত স্বচ্ছ, নির্মল ও পরিশুদ্ধ হয় না, যতক্ষণ না কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করা হয়। কেননা, কুপ্রবৃত্তি হচ্ছে অন্তরের অন্যতম সংক্রামক ও জটিল ব্যাধি। এর চিকিৎসা হচ্ছে তার বিরোধিতা করা। তাই কঠোর অনুশাসন ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না অন্তরাত্মা আল্লাহর নিকট পৌঁছে যায়।’

আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্তর পর্দাবৃত না হওয়ার কৌশল

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি তার অন্তরের স্বচ্ছতা, নির্মলতা ও পবিত্রতা চায়, সে যেন তার রবকে অন্তরের ওই সব কামনা-বাসনার ওপর প্রাধান্য দেয়, যেসব কুপ্রবৃত্তি আনুপাতিক হারে অন্তরকে তার রবের নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।’

৬৯. সুনানুত তিরমিজি : ৩১৭৫

আত্মার পরিচর্যার কতিপয় পদক্ষেপ

চরিত্র ও আত্মশুদ্ধির বোদ্ধারা বলেন, আত্মার পরিচর্যা, তার পরিশুদ্ধি ও পবিত্রকরণে চারটি পদক্ষেপ রয়েছে। যে ওইগুলো দৃঢ়ভাবে কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে অর্জন করবে, সে অবশ্যই তার আত্মশুদ্ধিতে সফল হবে। যা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হলো।

১. সকল পাপাচার ও অবাধ্যতা থেকে তাওবা করা

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

> 'হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যেন তোমরা সফলতা লাভ করো।'[৭০]

আল্লাহ তাআলা তাওবাকে সফলতা ও কামিয়াবির অন্যতম উপায় হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত ও অসংখ্য হাদিসে তাওবার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

তাওবার কতিপয় শর্ত

– কৃত পাপের ওপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।

– তার পুনরাবৃত্তি না ঘটানোর ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

– পাপাচার থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে পৃথক করে নেওয়া।

– মানুষের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করে দেওয়া।

২. মুরাকাবা তথা স্বীয় রবের ধ্যানে মগ্ন থাকা

অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তি তার সব কথা ও কাজে স্বীয় রবের দৃষ্টির আওতাধীন হওয়ার ব্যাপারে অনুভব করা, এমনকি তার অন্তরের গোপন চিন্তাধারার ব্যাপারেও। যার ফলশ্রুতিতে রবের বড়ত্ব, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ভয় গভীরভাবে উপলব্ধি হবে। এবং এই ধারণাও বদ্ধমূল হবে যে, আল্লাহর

---

৭০. সুরা আন-নুর : ৩১

কাছে কোনো কিছুই গোপন নয়। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজের ব্যাপারে বলেন :

﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾

'চোখের খিয়ানত ও অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন।'[৭১]

৩. মনে মনে নিজের হিসেব নিজে করা

অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি তার প্রত্যেক কাজকর্মে সর্বদা নিজের ব্যাপারে এমনভাবে হিসেব নেওয়া, যেমন কোনো পার্টনার (অংশীদার) অপর পার্টনার থেকে চুলচেরা হিসেব নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের জন্য সে কী প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন।'[৭২]

- উমর বিন খাত্তাব ﵁ বলেন :

'তোমরা জিজ্ঞাসিত হওয়ার পূর্বে নিজ নফস থেকে হিসাব নাও এবং তাকে পাকড়াও করো। আর তোমাদের আমলসমূহকে পাল্লায় পরিমাপ করার পূর্বে নিজেই পরিমাপ করে দেখো।'

নির্জন অবস্থায় নিজের থেকে হিসাব নাও

ইবনুল জাওজি ﵀ বলেন, 'হে আল্লাহর বান্দা, নির্জনতায় তোমার অন্তর থেকে হিসাব নাও। এবং তোমার আয়ু ক্রমান্বয়েহ্রাস পাওয়ার ওপর ক্ষণিক ভাবো। দুর্যোগ ও ব্যস্ততায় নিজেকে গ্রাস করে নেওয়ার পূর্বে অবসরে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নাও।'

---

৭১. সুরা গাফির : ১৯

৭২. সুরা আল-হাশর : ১৮

তাই আপনার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে একটু চিন্তা করে দেখুন। এবং খুব ভালোভাবে লক্ষ করুন, আপনার কঠোর পরিশ্রম ও আত্মশুদ্ধির সময় নফস তথা অন্তরাত্মা আপনার সঙ্গ দেয় নাকি বিরুদ্ধে চলে যায়।

আল্লাহর শপথ, যে নিজ নফসের সাথে হিসাব কষে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তার বৈধ অধিকারগুলো আদায়ে সচেষ্ট হয় এবং যখনই নফস ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তাকে ভর্ৎসনা করে, একমত পোষণ করলে তাকে উৎসাহ দিয়ে বুকে টেনে নেয় এবং যখনই কোনো কুপ্রবৃত্তি, অবৈধ কামনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে প্রচেষ্টা চালায়, কঠোর প্রতিরোধের মাধ্যমে তা বাধা দেয়, উক্ত ব্যক্তি অবশ্যই সফলকাম ও বিজয়ী।

সুতরাং যে কেউ নিজ আত্মার পরিশুদ্ধিতে ইচ্ছুক, তাকে অবশ্যই নফসের সাথে এমনভাবে লড়াই করতে হবে, যার দরুন সে এমন কতক উপাসনা, আনুগত্য ও অবাধ্যতা পরিহারের ওপর অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, যার সাথে পূর্বে তার কখনো যোগসূত্র ঘটেনি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾

> 'আর যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব।'[৭৩]

প্রাথমিক অবস্থায় যদিও নানা ধরনের ক্লান্তি, অবর্ণনীয় কষ্ট ও কাঠিন্যতা অনুভব হয়, কিন্তু পরবর্তী সময়ে কঠোর অনুশীলন ও নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে সব বিষয় তার জন্য সহজ হয়ে যায়। বস্তুত, ইহাই বাস্তব অভিজ্ঞতা। কষ্টকে জোর করে অনুভব করা কষ্ট আরও বাড়িয়ে দেয়।

ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি কখনো নফসের সাথে সংগ্রামের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে না। কেননা, নফসের সাথে সংগ্রামই তাকে সফলতার পথে এগিয়ে নেয়।' সুতরাং তার ওপর কঠোর নজরদারি করুন।

---

৭৩. সুরা আল-আনকাবুত : ৬৯

এবং তার পক্ষ থেকে কল্যাণকর যাই পান না কেন, সে ব্যাপারে সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। কেননা, আপনি যদি প্রাপ্ত কষ্টটাকে আলাদাভাবে অনুভব করেন, তাহলে আপনি প্রকৃত কষ্টের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবেন। নফস যদি আপনার পক্ষ থেকে সামান্য অমনোযোগিতাও পায়, তা সে লুফে নিয়ে আপনাকে পদচ্যুত করতে কালক্ষেপণ করবে না।

- আত্মশুদ্ধির উলামায়ে কিরাম বলেন :

যে ব্যক্তি নিজেকে কোনো বিষয়ের ওপর অভ্যস্ত করে তুলতে ইচ্ছুক, সে যেন উক্ত কাজে ২১ দিন পর্যন্ত নিজেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়োজিত রাখে। অতঃপর তার জন্য ওই কাজটি অকল্পনীয় আকারে সহজ হয়ে যাবে। চাই তা আনুগত্যের বিষয়ে হোক কিংবা অবাধ্যতা থেকে পরিত্রাণের ব্যাপারে হোক।

আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভের উপায়

একটি অভিনব ও প্রচণ্ড রকমের তাজ্জবের বিষয় হচ্ছে, কতক লোককে দেখা যায়, তারা সর্বোচ্চ উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে নিজেকে বড় লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং নিজের সর্বস্ব ঢেলে দিয়ে হলেও এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর নগণ্য কোনো প্রেসিডেন্টের একটুখানি ভালোবাসা ও করুণা লাভে ধন্য হতে চায়। এমনকি সে এমন কিছু বিষয় পর্যন্ত অবলম্বন করে, যা করা তো দূরের কথা, মুখে আনা পর্যন্ত সভ্য লোকের কাজ নয়। সর্বোপরি প্রেসিডেন্ট বা বাদশার ধ্বংস ও তার রাজত্ব ক্ষণস্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তি চূড়ান্ত কষ্ট ও বিনয়-নম্রতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জনে সর্বোচ্চ কসরত করে যায়। পক্ষান্তরে এই দুনিয়ালোভী ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করা তো দূরের কথা, সামান্যতম উৎসাহ ও আগ্রহের প্রয়োজনও বোধ করে না। অথচ তিনি এমন সত্তা, যাঁর অনুগ্রহেই সবাই নিজ নিজ উদ্দেশ্যে সফল হয়। বরং কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতির কোনো সিঁড়িও অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না, যতক্ষণ না তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা আল্লাহর ভালোবাসা হয় এবং উক্ত মহানিয়ামতে ধন্য হওয়ার জন্য তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু প্রাণটাকে আল্লাহর রাস্তায় বিলীন করে দিতে কুণ্ঠাবোধ না করে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾

'তিনি (আল্লাহ) তাদের ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে।'[৭৪]

দাসত্বের বাস্তব স্বরূপ

পূর্ণ বিনয়সহ খুঁতবিহীন ভালোবাসা এবং প্রেমাস্পদের জন্য নম্রতা অবলম্বন করা।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টিকারী কতিপয় উপায়-উপকরণ

ইবনুল কাইয়িম ﷺ কতিপয় উপায় উল্লেখ করেছেন, যা অন্তরে মহান প্রতিপালকের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে। যথা :

১. পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও এর মর্ম অনুধাবন।

২. অত্যাবশ্যকীয় ফরজ বিধানাবলি আদায়ের পর নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা।

৩. সর্বদা অন্তর ও জবান দ্বারা, কর্ম ও অবস্থার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। কেননা, বান্দা তাঁর জিকির অনুযায়ী অনুপাতিক হারে তাঁর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

- জনৈক সালাফ বলেছেন :

'আল্লাহর ভালোবাসার আলামত হলো অধিক হারে তাঁর জিকির করা। কেননা, যার ভালোবাসা যত বেশি হয়, তার আলোচনার আধিক্যও তত বেশি হয়ে থাকে।'

- উবাই বিন কাব ﷺ বলেন, 'যে আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করে, সে নিফাকের পঙ্কিলতা থেকে পূত-পবিত্র। কেননা, ধূর্ত মুনাফিকরা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।'

৪. প্রবৃত্তি প্রকট ধারণের মুহূর্তে আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টিকে নিজের ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ও পছন্দের ওপর প্রাধান্য দেওয়া।

---

৭৪. সুরা আল-মায়িদা : ৫৪

৫. আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকে অন্তরে গভীর অনুধাবন।

৬. আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পা এবং তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ামতরাজির প্রত্যক্ষ দর্শন।

৭. আল্লাহর সমীপে হৃদয়কে পূর্ণরূপে সঁপে দেওয়া ।

৮. প্রকৃত আল্লাহ-প্রেমিকদের সাহচর্য গ্রহণ এবং তাদের মুক্তোদানার মতো পবিত্র বাণীগুলো কুড়িয়ে নেওয়া।

৯. আল্লাহ ও হৃদয়ের মাঝে প্রাচীর সৃষ্টিকারী উপকরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা।

১০. আল্লাহর স্মরণে কিছুক্ষণ নির্জনে সময় কাটানো, বিশেষভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও তাঁর সাথে একান্ত আলাপের সময় এবং তাঁর সামনে দাসত্বের বিনয়ী ভাব অবলম্বনের সময়। সুতরাং উল্লিখিত উপকরণগুলো অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ-প্রেমিকরা তাঁর ভালোবাসার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হবে, ধন্য হবে প্রেমাস্পদের সাক্ষাতে।

প্রজ্ঞাবাণী

ইবনে কুদামা ﷺ বলেন, 'যদি মানুষ সবকিছুর পরিচয় লাভ সত্ত্বেও আল্লাহর পরিচয় লাভে ব্যর্থ হয়, তার যেন কোনো কিছুর সাথেই পরিচয় হয়নি। আর পরিচয়ের অন্যতম চিহ্ন হলো ভালোবাসা। সুতরাং যে তার রবকে সত্যিকারার্থে চেনে, সে তাঁকে ভালোবাসে। আর ভালোবাসার অন্যতম চিহ্ন হলো, কোনো প্রিয় বস্তুকে প্রেমাস্পদের ওপর প্রাধান্য না দেওয়া। যদি কেউ এমন প্রাধান্য দেয়, তার অন্তর অবশ্যই রোগাক্রান্ত।'

• আবু বকর সিদ্দিক ﷺ বলতেন, 'হে আল্লাহ, আপনার সাথে সাক্ষাতের শুভ দিনটিকে আমার খুশির দিন বানিয়ে দিন (আপনার সন্তুষ্টির ফলে)।'

প্রকৃত প্রেম

আল্লাহর রাহে উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তির উত্তম গুণাবলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আল্লাহর জন্যই সত্যিকারের ভালোবাসা, যা প্রেমিকদের হৃদয়ে তার প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আকুলতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত করে। কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসার কতেক স্পষ্ট নিদর্শন কিংবা নমুনা রয়েছে, যার আলোচনা নিম্নরূপ :

• ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'ভালোবাসার নিদর্শন হচ্ছে, মনটা সর্বদা আল্লাহকে পাওয়ার আশায় অধীর হয়ে থাকা। যদিও প্রেমিক ব্যক্তি বাহ্যিক দৃষ্টিতে যত ব্যতিব্যস্তই হোক না কেন। আর এই মহানিদর্শনটি চার জায়গায় প্রকাশ পায়।

◆ **প্রথম স্পট**

ঘুমানোর সময়। কেননা, পঞ্চইন্দ্রীয় ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যেকটি বাহ্যিক ব্যস্ততা থেকে তখন সম্পূর্ণ অবসর থাকে, তখন প্রেমাস্পদের ছবি অজান্তেই মনস্পটে ভেসে ওঠে। তাই সে তার প্রেমাস্পদের আলোচনা ছাড়া কোনোভাবেই ঘুমাতে পারে না।

সতর্কতা : সাবধান! যুবকেরা সাবধান!

কেউ যেন ঘুমানোর সময় তার মহান রবের স্মরণ বাদ দিয়ে অহেতুক গল্পগুজব ও অশ্লীল বাজনাতে বুঁদ হয়ে না থাকে।

◆ **দ্বিতীয় স্পট**

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়। তখন অন্তরে প্রথমে স্বীয় প্রেমাস্পদের চেহারা ভেসে ওঠে। কেননা, ঘুমের মাধ্যমে প্রেমাস্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আবার যখন প্রাণটা ফিরে আসে, তখন তার স্মরণে আবার মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পুনরায় হৃদয়টা মত্ত হয়ে ওঠে তাঁর ভালোবাসায়। কেননা, প্রেমাস্পদের ভালোবাসাটা লালিত হয় অন্তঃপুরে।

* তৃতীয় স্পট

নামাজরত অবস্থায়। যেহেতু নামাজ সব পুণ্যের পাল্লা ও সব অবস্থার নিয়ন্ত্রক। কেননা, প্রেমাস্পদের সাথে নির্জনে মিলিত হওয়ার চেয়ে মজাদার ও কাঙ্খিত বিষয় প্রেমিকের নিকট আর দ্বিতীয়টি নেই। তেমনিভাবে তাঁর সাথে একান্ত আলাপ ও তাঁর সমীপে নিজেকে সঁপে দেওয়ার মজাই তো আলাদা; যখন কিনা প্রেমাস্পদ তার সামনে উন্মোচিত হয়। সুতরাং নামাজ আল্লাহ-প্রেমিকদের চক্ষু শীতল করে। নামাজ আত্মিক প্রফুল্লতা ও অন্তরের স্বাদ আনয়নের অন্যতম মাধ্যম। তাই কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন সে যেন সবকিছুর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহর দিকেই মনোনিবেশ করে এবং তাঁর স্মরণের মাধ্যমেই স্থির হয়। অতএব বান্দার ইমান ও ভালোবাসা পরিমাপের জন্য নামাজ থেকে অধিক উপযোগী অন্য কোনো পরিমাপক যন্ত্র নেই।

* চতুর্থ স্পট

দুর্যোগ ও দুঃখ-দুর্দশার সময়। কেননা, তখন অন্তর তার সবচেয়ে প্রিয়তম সত্তাকেই স্মরণ করে। ফিরে আসে তার প্রিয় প্রেমাস্পদের দিকে।

সতর্কতা

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'সবচেয়ে বড় স্পর্শকাতর বিষয় হচ্ছে, মৃত্যুর সময় মানুষ তার প্রিয় বস্তুটিকে অধিক হারে স্মরণ করে, এমনকি তার প্রাণপাখি উড়াল দেওয়ার মুহূর্তেও ওই ক্ষণস্থায়ী প্রিয় বস্তুকে স্মরণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। (নাউজুবিল্লাহ)

- সুতরাং যে নিজ জীবনকে আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত রাখবে, সে মৃত্যুর সময় অবশ্যই তাঁর স্মরণে নিজেকে ধন্য করতে সক্ষম হবে।
- পক্ষান্তরে যে তার রবের স্মরণ থেকে দুনিয়াতে গাফিল ছিল, মৃত্যুর কঠিন মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণের মতো মহাদৌলত তার কীভাবে অর্জিত হবে? অতএব আপনি যদি সত্যিই উক্ত চার জায়গায় আল্লাহ-কে স্মরণ ও তাঁকে ভালোবেসে থাকেন, তা-ই হবে আপনার প্রেম-ভালোবাসা সত্য

হওয়ার একমাত্র নিদর্শন। অন্যথায় তা অর্জনের চেষ্টা করুন। কেননা, আপনি শুধু ভালোবাসার দাবিদার, যার অন্তরে প্রেমের লেশমাত্র নেই। (ঈষৎ পরিবর্তনের সাথে)

স্রষ্টাকে সৃষ্টিকুলের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার কতিপয় নিদর্শন ও বাস্তব চিত্র

১. রবের সন্তুষ্টিকে অন্যের সন্তুষ্টির ওপর প্রাধান্য দেওয়া।

২. ভয়, আশা ও ভালোবাসা শুধু তাঁর জন্যই বরাদ্দ করা।

৩. শুধু তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা।

৪. আত্মার অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ সম্পাদন করা।

৫. নিজ নফসের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা।

এই প্রাধান্যগুলো বান্দাকে খুব দ্রুত আল্লাহর নৈকট্যশীল বানিয়ে দেয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার এমন শুভপরিণাম ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনে, যার সাথে কোনো বস্তুর ফলাফলের তুলনা চলে না।

- {إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ} 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো।'[৭৫] এর ব্যাখ্যায় ইমাম মালিক ﷺ বলেন, 'যে আল্লাহর আনুগত্যকে ভালোবাসে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। সাথে সাথে সৃষ্টিকুলের কাছেও সে প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে।'

আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার নিদর্শন

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'আল্লাহর নৈকট্য অনুপাতে বান্দার স্বীয় রবের সাথে ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সতর্ক হোন! খুব সাবধান! আপনার জীবন, সময়, অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি একটু লক্ষ করুন। আপনি কি আল্লাহর আনুগত্য ও স্মরণে, তাঁর উপাসনা ও নৈকট্য অর্জনে ব্যস্ত? না তা ব্যতীত অন্য কোনো অহেতুক কাজে সময় অপচয়ে মত্ত?

---

৭৫. সুরা আলি ইমরান : ৩১

• জনৈক সালাফ বলেন,

এক জাতি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে বসল, আল্লাহ তাদের ভালোবাসা পরীক্ষার জন্য আয়াত নাজিল করলেন :

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾

'আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, আমার আনুগত্য করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন।'[৭৬]

• জনৈক আল্লাহ-প্রেমিক বলেন :

'পৃথিবীর নিঃস্ব ব্যক্তিরা তা থেকে এ অবস্থায় বিদায় নিয়েছে যে, তারা এর সবচেয়ে সুস্বাদু ও পবিত্র বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করেছে।' কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, 'পৃথিবীর সর্বাধিক সুস্বাদু ও পবিত্র বিষয়টি কী?' তদুত্তরে বলা হলো, 'আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর সাথে বিশেষ অন্তরঙ্গতা, তাঁর দিদার, তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন এবং তিনি ছাড়া সবকিছুর থেকে বিমুখতা প্রভৃতির অভিপ্রায় ও অধীর আগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করেছে।'

আল্লাহ-প্রেমিকদের অন্তরের অবস্থা

– ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'প্রেমিকদের অন্তর সর্বদা স্বীয় প্রেমাস্পদ রবের স্মরণে মশগুল থাকে। যখন কথা বলে শুধু তাঁর আলোচনাই ঘুরেফিরে চলে আসে। নড়াচড়া করলে তাঁর ইশারাতেই নড়ে। যখন আপ্লুত হয়, তখন শুধু তাঁর নৈকট্যলাভের আনন্দের ফলেই আপ্লুত হয়।'

– তিনি বলেন, 'আল্লাহ-প্রেমিকদের বদনখানি যদিও পৃথিবীতে বিচরণ করে, তবু তাদের অন্তর সর্বদা স্বীয় প্রেমাস্পদ রবের কাছে পড়ে থাকে।'

৭৬. সুরা আলি ইমরান : ৩১

আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়াবলি

এই পার্থিব জীবনে সবচেয়ে প্রশান্তিদায়ক ও সুন্দরতম বিষয় হচ্ছে, মুমিন বান্দা ওই সব আমলের প্রতি উৎসাহী ও সচেষ্ট হওয়া, যা স্বয়ং আল্লাহ পছন্দ করেন। সুতরাং আল্লাহর পছন্দসই পুণ্যকর্মের বাস্তবায়ন অনুপাতে আল্লাহর ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ আমাদের কল্যাণার্থে পবিত্র কুরআনে এমন কতক গুণের ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন, যা তাঁর কাছে অতি পছন্দনীয়। যেমন তিনি মুত্তাকি (আল্লাহভীরু), মুতাহহির (পবিত্র ব্যক্তি), তাওবাকারী, সাবিরিন (ধৈর্যশীল) ও মুহসিন (অনুকম্পা প্রদর্শনকারী) ব্যক্তিদের ভালোবাসেন।

- হাদিস শরিফেও অনুরূপ এমন কতক কর্ম ও কথার ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন।

আল্লাহ বিজোড় ভালোবাসেন

নবিজি ﷺ বলেন :

وَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ

'আল্লাহ নিজে বিজোড় এবং তিনি বিজোড়কে ভালোবাসেন।'[৭৭]

– وتر তথা বিজোড়, আল্লাহর ক্ষেত্রে এর মর্ম হচ্ছে, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, যার অংশীদার ও সাদৃশ্য কিছু নেই।

– আর বিজোড়কে ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে, পুণ্যকর্ম ও প্রায় সব আনুগত্যের ক্ষেত্রে বিজোড়ের প্রাধান্য দান।

– যেমন আল্লাহ নামাজকে বণ্টন করেছেন পাঁচ ওয়াক্তে।

– তেমনই পবিত্রতাকে তিন তিন বার।

– তাওয়াফ, সায়ি ও শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ সাতবার করে নির্ধারণ করেছেন।

– আইয়ামে তাশরিক তিন দিন,

৭৭. সহিহু মুসলিম : ২৬৭৭

– জাকাতে পাঁচ অসাক,

– রুপার মধ্যে পাঁচ ওকিয়া ও উটের নিসাবও অনুরূপ পাঁচ ওকিয়া নির্ধারণ করেছেন।

– এভাবে তাঁর প্রায় বড় বড় সৃষ্টিকুল, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, সমুদ্র ও সপ্তাহের দিনকে বিজোড়ের তাত্ত্বিক ঘূর্ণিপাকে আবদ্ধ করেছেন।

আনসার (দ্বীনের সাহায্যকারী)-কে ভালোবাসা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللهُ

'যে আনসারকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবাসেন। আর যে আনসারকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে অপছন্দ করেন।'[৭৮]

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হওয়া

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ ﴾

"যে আমার অলি বা প্রিয় বান্দার সাথে শত্রুতা করল, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আর বান্দা তার ফরজ ইবাদত দ্বারাই আমার সবচেয়ে বেশি নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়। আর বান্দা নফল ইবাদতের দ্বারা আমার এমন নৈকট্যশীলে পরিণত হয়ে যায় যে,

---

৭৮. আস-সুনানুল কুবরা, সুনানুন নাসায়ি : ৮২৭৪

আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। সুতরাং যাকে আমি ভালোবাসি, আমি তার ওই কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে; তদ্রূপ তার ওই চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; তার ওই হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে স্পর্শ করে; তার ওই পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে পথ চলে। যদি সে আমার নিকট কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করে, আমি তা অবশ্যই দান করি এবং যদি সে আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিই।"'[৭৯]

নামাজ শুরু করার দুআ

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ، وَإِنَّ أَبْغَضَ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اتَّقِ اللهَ فَيَقُولُ: عَلَيْكَ نَفْسَكَ

'আল্লাহর কাছে বান্দার বলা সবচেয়ে পছন্দনীয় বাক্য হচ্ছে سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ পক্ষান্তরে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক অপছন্দনীয় বাক্যের অন্যতম হচ্ছে, যখন কেউ অপরকে উপদেশের সুরে বলে যে, "আল্লাহকে ভয় করো।" প্রত্যুত্তরে সে বলে, "তোমার নিজের চিন্তা করো।"'[৮০]

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ এই দুআর শাব্দিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে—

سُبْحَانَكَ অর্থাৎ আল্লাহ সকল পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র, সব অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত। وَبِحَمْدِكَ অর্থাৎ সব প্রকারের প্রশংসায় প্রশংসিত। অতএব بِحَمْدِكَ প্রশংসা নামক সবক্ষেত্রের পূর্ণতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর তা সব ধরনের অসম্পূর্ণতা থেকে তাঁর পূত-পবিত্র হওয়াকে অবধারিত করে। تَبَارَكَ اسْمُكَ সুতরাং তাঁর নাম স্বল্পতাকে বাড়িয়ে কল্যাণকে অধিক ও

---

৭৯. সহিহুল বুখারি : ৬৫০২
৮০. আস-সুনানুল কুবরা, সুনানুন নাসায়ি : ১০৬১৯

বরকতপূর্ণ করে দেয় এবং বিপদের মুহূর্তে উচ্চারিত হলে বিপদ দূরীভূত করে দেয়। যেকোনো শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনায় ব্যবহৃত হলে দুরাচার শয়তানকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেই ছাড়ে।

– যেকোনো নামের পূর্ণতা ও স্বতন্ত্রতা উক্ত নামে বিশেষিত বস্তুর পূর্ণতা ও স্বতন্ত্রতাকেই নির্দেশ করে। সুতরাং যে মহান সত্তার নামের শান ও মান হচ্ছে, তাঁর নামের সাথে উচ্চারিত বস্তুকে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই ক্ষতি সাধন করতে পারে না, তাহলে উক্ত নামে বিশেষিত সত্তার শান ও মান কেমন বড় ও উঁচু হবে, তা সহজেই অনুমেয়। وَتَعَالَى جَدُّكَ অর্থাৎ তাঁর বড়ত্ব ও সম্মান অনেক ঊর্ধ্বে। وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ অর্থাৎ আপনি স্বীয় রাজত্ব প্রতিপালন, সব কর্মকাণ্ড ও গুণাবলিতে কারও অংশীদার হওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র। যেমন মুমিন জিন একদা বলল, 'আমাদের রবের শান অনেক ঊর্ধ্বে, তাই তাঁর কোনো স্ত্রীও নেই, সন্তানসন্ততিও নেই।'

তিনটি গুণাবলি

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন :

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

'"একদা আমি নবিজি ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কোনটি?" তিনি তদুত্তরে বললেন, "সময়মতো নামাজ আদায়।" আমি বললাম, "তারপর কোনটি?" তিনি বললেন, "পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার।" আমি তৃতীয় বার আবার জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর কোনটি?" তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"'[৮১]

৮১. সহিহুল বুখারি : ৫২৭

আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম জায়গা

আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا

'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় জায়গা হচ্ছে মসজিদসমূহ এবং সবচেয়ে অপছন্দনীয় জায়গা হচ্ছে বাজারসমূহ।'[৮২]

সর্বোত্তম নামাজ ও রোজা

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا

'আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম নামাজ ও রোজা হচ্ছে, দাউদ ﷺ-এর নামাজ ও রোজা। কেননা, তিনি প্রথম অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতেন, অতঃপর রাতের এক-তৃতীয়াংশ নামাজে অতিবাহিত করতেন; ষষ্ঠাংশে আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। এবং একদিন রোজা রাখতেন তো আরেকদিন রোজা ছেড়ে দিতেন।'[৮৩]

পুণ্যকর্মের ওপর অটলতা ও অবিচলতা

আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ

'আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল হচ্ছে, যে আমল সর্বদা করা হয়; যদিও তা অল্প হোক।'[৮৪]

---

৮২. সহিহ মুসলিম : ৬৭১
৮৩. সহিহুল বুখারি : ১১৩১
৮৪. সহিহুল বুখারি : ৬৪৬৫

সর্বোত্তম দিন

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ،

'আল্লাহর নিকট জিলহজ মাসের শুরুর এই দশ দিনে সম্পাদিত আমল থেকে অধিক পছন্দনীয় অন্য কোনো দিনের আমল নেই।'

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟

সাহাবায়ে কিরাম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ' হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও?'

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু ওই ব্যক্তি ব্যতীত, যে নিজ জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বের হয়ে কোনো কিছুই ফেরত আনতে পারেনি। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি জিহাদে শহিদ হওয়ার মহাসৌভাগ্য অর্জন করেছে।)'[৮৫]

বিপদে সন্তুষ্টি ও ধৈর্যধারণ

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

'নিশ্চয় মহাপ্রতিদান কঠিন বিপদের সাথেই রয়েছে। আর আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদের বিপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে এর ওপর সন্তুষ্ট থাকে, তার

৮৫. সহিহুল বুখারি : ৯৬৯

জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টিও অবধারিত। আর যে ক্রোধান্বিত হয়, তার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ অবধারিত।'[৮৬]

আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ

উবাদা বিন সামিত ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنَكْرَهُ المَوْتَ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكِ، وَلَـكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ

'"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করেন। আর যে তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আল্লাহও অনুরূপ তার সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।" তখন আয়িশা ﵂ কিংবা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অন্য কোনো স্ত্রী বলে উঠলেন, "আরে আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "বিষয়টি এমন নয়। বরং বিষয়টি হচ্ছে, যখন কোনো মুমিনের নিকট মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও স্বীয় রবের কাছে তার মহান মর্যাদার ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদান করা হয়। তখন মুমিন ব্যক্তির সামনে মৃত্যুর সময় আল্লাহর সাক্ষাৎ থেকে পছন্দনীয় অন্য কোনো বিষয় থাকে না। সুতরাং সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহও তার সাক্ষাতে আগ্রহী হন। পক্ষান্তরে যখন কোনো কাফিরের নিকট মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর আজাব ও তার ভয়াবহ পরিণামের দুঃসংবাদ প্রদান করা হয়। তখন তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অপছন্দনীয় অন্য কোনো

---

৮৬. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৯৬

বিষয় থাকে না। সুতরাং সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে অপছন্দ ও অনীহা প্রকাশ করে, ফলশ্রুতিতে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাতে অনীহা প্রকাশ করেন।'"[৮৭]

সুরা ইখলাসের ফজিলত

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত :

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. فَقَالَ: إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا يُدْخِلُكَ الجَنَّةَ

'একদা একব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি এই সুরাকে (সুরা ইখলাস) ভালোবাসি।" তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "এই সুরার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।"'[৮৮]

আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় বাক্য

সামুরা বিন জুনদুব ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا عَلَيْكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ

'সর্বোকৃষ্ট বাক্য হলো চারটি : সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। যে বাক্য দিয়েই শুরু করো না কেন, কোনো অসুবিধা নেই।'[৮৯]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে :

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ

---

৮৭. সহিহুল বুখারি : ৬৫০৭
৮৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৯০১
৮৯. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ২৯৮৬৯

‘আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় বাক্য চারটি : সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। যে বাক্য দিয়েই শুরু করো না কেন, কোনো ক্ষতি নেই।’[৯০]

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় পদচিহ্ন

বারা বিন আজিব ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলতেন :

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ، وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا

‘আল্লাহ তাআলা রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ দুআ করতে থাকেন ওই সব লোকের জন্য, যারা প্রথম কাতারের দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহর নিকট ওই পদক্ষেপের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় পদক্ষেপ আর কোনোটি নেই, যা মানুষেরা কাতারবদ্ধ হওয়ার জন্য করে থাকে।’[৯১]

দুটি ফোঁটা ও দুটি চিহ্ন

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الأَثَرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ

‘আল্লাহর নিকট দুটি ফোঁটা ও দুটি চিহ্ন থেকে অধিক পছন্দনীয় আর কিছু নেই। ফোঁটাদুটি হলো, আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রুর ফোঁটা ও আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত রক্তের ফোঁটা। আর চিহ্নদুটি হলো, আল্লাহর রাস্তায় প্রাপ্ত আঘাতের চিহ্ন ও ফরজ ইবাদত আদায়ে প্রাপ্ত চিহ্ন।’[৯২]

---

৯০. সহিহু মুসলিম : ২১৩৭
৯১. সুনানু আবি দাউদ : ৫৪৩
৯২. সুনানুত তিরমিজি : ১৬৬৯

আল্লাহর গুণকীর্তন করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ

'আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রশংসা পছন্দকারী সত্তা আর কেউ নেই। এ জন্যই তো স্বয়ং আল্লাহ নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। এবং আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাশীল আর কোনো সত্তা নেই। তাই তো তিনি সব অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন।'[৯৩]

– আপনি দিনে রাতে কতবার আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা করেন?

– আপনি কি এখনও অবগত হননি যে, আল্লাহর প্রশংসার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে, سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ এই বাক্যগুলো পাঠ করা।

ক্রয়-বিক্রয়ে উদারতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় ও বিচারের ক্ষেত্রে উদারতা ও সহনশীলতা পছন্দ করেন।'[৯৪]

উঁচু মাপের কাজ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا

---

৯৩. সহিহ মুসলিম : ২৭৬০
৯৪. সুনানুত তিরমিজি : ১৩১৯

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা দানশীল, তিনি উদারতা ও উঁচু মাপের কর্মকাণ্ড পছন্দ করেন। এবং নীচু ও তুচ্ছ কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ করেন।'[৯৫]

আমলের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও অবিচলতা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের দৃঢ়তা ও অবিচলতাপূর্ণ আমল অধিক ভালোবাসেন।'[৯৬]

আল্লাহর নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ يُحِبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন।'[৯৭]

হাঁচি দেওয়া

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ

---

৯৫. মুস্তাদরাকুল হাকিম : ১৫১

৯৬. মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৪৩৮৬

৯৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৮১৯

'আল্লাহ তাআলা হাঁচি দেওয়াকে পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কেউ হাঁচি দেওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বললে, প্রত্যেক মুসলিম শ্রোতাদের ওপর উক্ত প্রশংসার জবাবে يَرْحَمُكَ اللهُ (ইয়ারহামুকাল্লাহ) বলা আবশ্যক। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে এসে থাকে। সুতরাং তোমাদের কারও যদি হাই তোলা এসেও যায়, সে যেন সামর্থ্যানুযায়ী তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কেননা, যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন শয়তান হেসে দেয়।'[৯৮]

অপর বর্ণনায় এসেছে :

فَإِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ

'তোমাদের কেউ যখন হাই বলে শব্দ করে, তখন শয়তান হেসে দেয়।'[৯৯]

গোপনে নিভৃতচারী আল্লাহভীরু বান্দা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুত্তাকি, আত্মনির্ভরশীল ও নিভৃতে থাকা বান্দাকে ভালোবাসেন।'[১০০]

সব বিষয়ে নম্রতা প্রদর্শন

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।'[১০১]

---

৯৮. সহিহুল বুখারি : ৬২২৬
৯৯. সহিহুল বুখারি : ৬২২৩
১০০. সহিহু মুসলিম : ২৯৬৫
১০১. সহিহু মুসলিম : ২১৬৫

সব বিষয়ে সৌন্দর্যতা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ

'"যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, "হে আল্লাহর রাসুল, মানুষ তো নিজের জামাকাপড় ও জুতোর সৌন্দর্যকে পছন্দ করে।" তখন তিনি বললেন, "(এতে সমস্যা নেই। কেননা,) আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। আর অহংকার হচ্ছে হককে প্রত্যাখ্যান ও মানুষকে অবজ্ঞা করা।"'[১০২]

– সুতরাং আল্লাহ স্বীয় সত্তাগত ও গুণগতভাবে সকল কাজে সুন্দর।

– তিনি বান্দার অন্তর, জবান, কাজকর্ম, বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ, আখলাক—এসব কিছুতে সৌন্দর্য পছন্দ করেন।

উন্নতির জন্য উত্তম পাঠ পরিকল্পনা

যে উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে চায়, তার জন্য দৈনিক না হলেও মাসিক একটি প্রোগ্রাম সেট করা উচিত। যেমন তার প্রোগ্রামে কোনো বিষয়ের একটি বই সে অধ্যয়নের জন্য রাখল এবং পঠিত বিষয়ের একটি সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করে রাখল। এভাবে তার যদি উক্ত বইটি পাঠের ধারাবাহিকতা থাকে, তাহলে অচিরেই সে অল্প সময়ের ব্যবধানে জীবনে উত্তরোত্তর উন্নতি ও শুভ বিজয়ের বদ্ধদ্বারের সন্ধান পাবে।

---

১০২. সহিহু মুসলিম : ৯১

- কতিপয় কিতাবের শ্রেণিবিন্যাস

– অন্তরের আমলবিষয়ক বইসমূহ। যেমন : 'মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিনা ওয়া হাজিহি আখলুকুনা' নামক প্রসিদ্ধ বই।

– ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ-এর কিতাবসমূহ। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি যেমন : 'আল-ফাওয়ায়িদ', 'আদ-দায়ু ওয়াদ-দাওয়ায়ু'।

– আমলের ফজিলতসংক্রান্ত বইসমূহ। যেমন : 'রিয়াজুস সালিহিন', 'সহিহ আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব'।

– সৎকর্মশীল মহান ব্যক্তিদের জীবনী। যেমন : 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবাহ', 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবিয়াত', 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিত তাবিইন'। এই বই-তিনটি আব্দুর রহমান রাহাত পাশা কর্তৃক রচিত।

– আব্দুল হক শিবলি বিরচিত সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'আল-আকিবাতু ফি জিকরিল মাওতি ওয়াল আখিরাহ'ও সুখপাঠ্য।

- পঠিত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করা, গভীর মনোযোগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদানের মাধ্যমে বারবার অধ্যয়ন করা, সালাফের অবস্থাদির ওপর কিঞ্চিৎ নজর বুলানো যে, তারা কেমন ছিলেন, তারা কী কী আমল করতেন ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে অধ্যয়ন করতে হবে। তাহলেই এর সুফল ভোগ করা যেতে পারে। না হলে এমনি পাতা উল্টালে কোনো উপকার বয়ে আনবে না।

সতর্কীকরণ

কথাগুলো দ্বারা আমি আকিদা, হাদিস, তাফসির, ফিকহ প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম সেট করতে বলছি না। কেননা, এগুলোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে। বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, চারিত্রিক শুচিতা, স্বীয় রবের নৈকট্য অর্জনের জন্য উপাসনা, ইবাদত প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমলের ফজিলতের প্রতি লক্ষ রাখা, চরিত্র ও অভ্যাসের সৌন্দর্যকরণ, অন্তরের পবিত্রতা, সৎকর্মশীল সালাফের পূর্ণ আনুগত্য এবং পরকালের ভয় ও এর জন্য প্রস্তুতির মাধ্যমে নিজ ব্যক্তিত্বের সার্বিক উন্নতি সাধন করা।

দৈনন্দিনের সুন্নাতসমূহ পালনে যত্নশীল হোন

আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতার সোপানে আরোহণ করতে পারবেন না, যতক্ষণ না সকাল-সন্ধ্যার দৈনিক সুন্নাতের ব্যাপারে পরিপূর্ণ যত্নশীল হবেন। এমনকি যতক্ষণ না আপনার জীবনের হালচাল নববি সুন্নাতের সম্পূর্ণ অনুসারী হয়ে যায়।

- যতই আপনি নবিজি ﷺ-এর কোনো সুন্নাতের ওপর আমল করবেন এবং তাঁর আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে সচেষ্ট হবেন, ততই আপনি আল্লাহর নৈকট্যশীলে পরিণত হবেন। কেননা, মুমিন ব্যক্তির মান-মর্যাদা স্বীয় রবের নিকট উঁচু হতে থাকে নবিজি ﷺ-এর সুন্নাত ও আদর্শকে তার জীবনে বাস্তবায়ন অনুপাতে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ﴾

'(হে নবি,) আপনি তাদের বলে দিন, "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, আমার অনুগত্য করো।" তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন।'[১০৩]

- নবিজি ﷺ-এর দৈনন্দিনের সুন্নাত অগণিত ও অপরিসীম। নমুনাস্বরূপ এখানে দৈনন্দিনের কতিপয় সুন্নাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। যেমন : ঘুমানোর পূর্বের ও পরের সুন্নাতসমূহ, খাওয়ার পূর্বের ও পরের সুন্নাতসমূহ, তেমনিভাবে আরও বিভিন্ন বিশেষ মুহূর্ত ও অবস্থার সুন্নাতসমূহ। এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমার ছোট্ট পুস্তিকা 'দৈনন্দিনের সহস্রাধিক সুন্নাত' দেখা যেতে পারে। তাতে আমি দেখিয়েছি, কীভাবে আপনি কোনো কষ্ট ও সময় অপচয় ছাড়া সহজেই একদিনে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এক হাজারেরও অধিক সুন্নাতের ওপর আমল করতে পারবেন। (সমস্ত প্রশংসা কেবল আপনারই হে আল্লাহ!)

- সুতরাং একটু চিন্তা করে দেখুন, এই নববি সুন্নাতসমূহের প্রতি একটু যত্নশীল হওয়ার দ্বারা আপনি প্রতি বছর কত বেশি সাওয়াব ও প্রতিদানের

---

১০৩. সুরা আলি ইমরান : ৩১

অধিকারী হবেন। তাই নববি সুন্নাতসমূহকে আপনার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ জ্ঞান করুন। কেননা, যে ব্যক্তি যে বিষয় বা অবস্থার ওপর নিজ জীবনকে পরিচালিত করে, তার মৃত্যু অবশ্যই সেই বিষয় বা অবস্থার ওপরই হয় (চাই তা ভালো হোক কিংবা মন্দ)। আল্লাহ আমাদের সকলকে নববি সুন্নাত অনুযায়ী জীবন সাজানোর তাওফিক দান করুন। আমিন।

দৈনন্দিনের দুআসমূহ পঠনে সচেষ্ট হোন

আপনি যদি সফলতার সুউচ্চ স্তরে আরোহী হতে চান, তাহলে ওই সব দুআ পাঠের প্রতি সচেষ্ট হোন, যা নবিজি ﷺ দিবারাত্রি পাঠ করতেন।

- আমরা যদি তাঁর মহা বর্ণাঢ্যময় জীবনের প্রতি একটু লক্ষ করি, তাহলে দেখব, কীভাবে তিনি তাঁর দিবারাত্রির কথাবার্তা ও কাজকর্মের মুহূর্তগুলো স্বীয় রবের স্মরণে কাটিয়েছেন। তিনি আহার-নিদ্রার অগ্র-পশ্চাতে, সকাল-সন্ধ্যায়—বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনে ও বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে অসংখ্য-অগণিত দুআ পাঠে রত থাকতেন। কেননা, তাঁর অন্তর সর্বদা আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্যে মগ্ন থাকত।
- তাই দুআর মাধ্যমে মুমিন বান্দা স্বীয় রবের সাথে সম্পর্ককে যত বেশি দৃঢ় ও মজবুত করবে, মহান প্রতিপালকের কাছে সে তত বেশি সম্মানিত, মর্যাদাবিশিষ্ট নৈকট্যশীলে পরিণত হবে।
- সুতরাং সামর্থ্যানুযায়ী উক্ত দুআসমূহের ব্যাপারে যত্নশীল হোন। চাই তা নামাজের মধ্যে কিংবা নামাজ শেষে হোক অথবা জীবনের অন্য কোনো ক্ষেত্রে হোক। যেন আপনি সর্বদা আপন রবের সাথে অন্তরঙ্গ হতে পারেন। তাঁর পক্ষ থেকে আপনার জন্য যেন বিশেষ সাহায্য, তাওফিক ইত্যাদি অনবরত আসতেই থাকে।

নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন

আপনি প্রতিদিন দুআর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন, যেমন প্রতিদিন একটি করে নতুন দুআ পাঠে ব্রতী হবেন। তাহলে মাসিক আপনার আমলে ত্রিশটি দুআ যোগ হবে, এভাবে দুমাসে যুক্ত হবে ষাটটি দুআ।

- আপনার এই নতুন পরিকল্পনার আশু ফলাফল আপনি দেখতে পাবেন, যখন কতক মানুষকে জিজ্ঞেস করবেন, রাসুল ﷺ-এর কয়টি দুআ আপনি মুখস্ত করেছেন? তখন আশ্চর্যজনকভাবে আপনি লক্ষ করবেন, তাদের কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দুআ মুখস্তকরণে ব্রতী হয়নি। তখনই আপনি ওই দৈনিক ছোট্ট পরিকল্পনার ফলাফলের স্বতন্ত্রতা গভীরভাবে অনুভব করতে পারবেন।

- আমার একটি ছোট্ট পুস্তিকা রয়েছে (দৈনন্দিনের সহস্রাধিক সুন্নাত), এই পুস্তিকাতে আমি দিনরাতের সহস্রাধিক দুআ পাঠের কৌশল নিয়ে আলোকপাত করেছি। সেটি দেখা যেতে পারে, উপরন্তু তা সুখপাঠ্যও বটে। তেমনিভাবে শাইখ কাহতানি রচিত 'হিসনুল মুসলিম' নামক পুস্তিকাটিও দেখা যেতে পারে, কেননা তাতে নবিজি ﷺ-এর সামগ্রিক জীবনের প্রায় ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দুআর সংগ্রহ রয়েছে।

– সুতরাং দুআই একমাত্র ইবাদত।

– দুআই মুমিনের জীবনের একমাত্র হাতিয়ার।

– দুআই দয়ালু রবের নিকট অভিযোগের একমাত্র মাধ্যম।

–দুআ নম্রতা, বিনয় এবং প্রতাপশালী সৃষ্টিকর্তার প্রতি মুখাপেক্ষিতার একমাত্র নিদর্শন।

দুনিয়া আখিরাতের শস্যখেত

আখিরাতের সফলতা-প্রত্যাশী ব্যক্তিমাত্রই এই দুনিয়াকে কেবল তার পরকালের শস্যখেত হিসেবেই দেখে। প্রতিটি সেকেন্ডে একটি নয়, অসংখ্য-অগণিত হাজারো চারা গাছ রোপণে সর্বদা তৎপর থাকে সে। যেমন, যে কেউ চাইলেই প্রতি সেকেন্ডে অনায়াসে শতাধিক চারা উক্ত উর্বর শস্যখেতে রোপণ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾

'যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দিই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দিই এবং পরকালে তার কোনো অংশ থাকবে না।'[১০৪]

• ইবনে কাসির ﵀ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ} অর্থাৎ যে তার পরকালের জন্য আমল করে {نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ} অর্থাৎ আমি তাকে উক্ত কাজে শক্তি জোগাই এবং সহযোগিতা করি। সর্বোপরি এর উন্মেষ ঘটাই এবং প্রতি সৎকর্মের বিনিময়ে দশ থেকে সাত শতাধিক পর্যন্ত প্রতিদান বাড়িয়ে দিই।

{وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ}

অর্থাৎ যার প্রচেষ্টা শুধু পার্থিব কোনো তুচ্ছ বিষয় অর্জনে আবদ্ধ এবং আখিরাতের ব্যাপারে সে ঘুণাক্ষরেও ক্ষণিক চিন্তা করার অবকাশ পায় না, সে পরকালের সব নিয়ামতরাজি থেকে বঞ্চিত হবে। এবং দুনিয়াতেও সে আশানুরূপ ফলাফল পায় না। আর আল্লাহ যদি তাকে দিতে না চান, তবে তো সে একুল-ওকুল দুটোই হারায়।

জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি একবার {سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ} এ দুআটি পাঠ করল, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুরের চারা রোপণ করা হয়।'[১০৫]

• ইবনুল জাওজি ﵀ বলেন, 'প্রিয় পাঠক একটু চিন্তা করুন, আপনি মূল্যবান সময় অহেতুক নষ্ট করে জান্নাতের কতটি খেজুরের চারা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।'

---

১০৪. সুরা আশ-শুরা : ২০
১০৫. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৬৪

• ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

'মিরাজের রাতে আমি যখন ইবরাহিম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তখন তিনি বলেন, "হে মুহাম্মাদ, আমার পক্ষ থেকে আপনার উম্মতকে সালাম বলবেন এবং তাদের বলে দেবেন যে, জান্নাত হচ্ছে পবিত্র উর্বর ভূমি, যা এখনো ধুধু প্রান্তর। এর চারা গাছ হচ্ছে : سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ (ইত্যাদি তাসবিহসমূহ)।"'[১০৬]

• ইবনে আল্লান ﷺ বলেন, 'যতবার এ পবিত্র বাক্যগুলো পাঠ করা হবে, বিনিময়ে আবৃত্তির সংখ্যানুপাতে তার জন্য জান্নাতে গাছের চারা গজে উঠবে। আর তা কিন্তু জান্নাতে গাছ-গাছালিতে ভরপুর হওয়ার সাথে একেবারে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা, জান্নাত গাছপালা ও ধুধু প্রান্তর উভয়েরই সমষ্টি, সুতরাং যে দিকটা ধুধু প্রান্তর, মুক্তোসদৃশ পবিত্র বাক্যগুলো তার চারা হবে।'

পৃথিবী ও জান্নাতের চারার মধ্যকার পার্থক্য

জান্নাতের চারা গজাতে শ্রম, সময়, সম্পদ ও দেখাশোনার প্রয়োজন হয় না; তবুও ফল অবশ্যম্ভাবী, এর স্বাদ সুমিষ্ট। তার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম, ঘ্রাণ খুবই স্নিগ্ধময় এবং তা কখনো শেষ হয় না। কেননা, ফল ছেঁড়ার পর মুহূর্তেই তা পূর্বের ন্যায় ফুলেফলে টইটম্বুর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পৃথিবীর চারা গজাতে শ্রম, সম্পদ, সার্বিক তত্ত্বাবধান, প্রচুর সময়—সবই প্রয়োজন হয়; তবুও তার ফল অবশ্যম্ভাবী নয়। কিছুদিন ওই গাছের ফল ভক্ষণ করা যেতেও পারে, তবে যেকোনো সময় প্রলয়ংকরী কোনো ঝড়-ঝাপটা এসে গাছকে সমূলে উপড়ে দিতে পারে, সাথে সব সম্পদ ও কষ্ট-ক্লেশের গচ্চা যাওয়া তো আছেই।

---

১০৬. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৬২

জান্নাতে ত্রিশ হাজারেরও অধিক চারার অধিকারী হওয়ার উপায়

হে প্রিয় ভাই, আপনি কি জান্নাতে প্রতি মাস অন্তর অন্তর ত্রিশ হাজার চারা রোপণ করতে ইচ্ছুক? যা আপনি কোনো ধরনের কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়া পেতে পারেন, তাহলে আর দেরি নয়, এক্ষুনি নিচের পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে ব্রতী হোন।

১. ফরজ নামাজের পর তাসবিহসমূহ আদায়ে যত্নশীল হোন অর্থাৎ سُبْحَانَ اللهِ ৩৩ বার الْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩ বার اللهُ أَكْبَرُ ৩৩ বার এবং একবার لَا إِلٰهَ إِلَّا الله وحْدهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ পাঠের মাধ্যমে একশ বার পূরণ করুন। সুতরাং প্রতিদিন পাঁচশ করে চারা রোপণ হবে। কেননা, প্রতি নামাজের পর একশটি করে চারা রোপণ হচ্ছে।

২. সকাল-সন্ধ্যার তাসবিহসমূহের ব্যাপারে যত্নবান হোন। যেমন سُبْحَانَ اللهِ এই তাসবিহটি সকাল-সন্ধ্যায় একশ বার করে পাঠ করলে প্রতিদিন দুইশটি করে চারা রোপণ হবে।

৩. প্রতিদিন একশ বার করে পাঠ করুন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁর। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'

৪. ঘুমানোর পূর্বের তাসবিহসমূহের ব্যাপারে যত্নবান হোন। যেমন سُبْحَانَ اللهِ ৩৩ বার, الْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩ বার, اللهُ أَكْبَرُ ৩৪ বার। আর অধিকাংশ লোক দৈনিক অন্তত দুবার ঘুমায়, সুতরাং প্রতিদিন আরও দুইশ করে জান্নাতি চারা যোগ হচ্ছে।

- অতএব, দিনরাতের এই তাসবিহসমূহের সমষ্টি দৈনিক এক হাজার করে হচ্ছে। তাই মাসে অনিবার্যভাবে তার জন্য রোপণ করা হচ্ছে ত্রিশ হাজার

চারা গাছ। অতএব, একবছর কিংবা দশ বছরে এই চারাসমূহের সংখ্যা কত বেশি হবে, তা একটু ভাবুন। এবং উক্ত তাসবিসমূহ পাঠ করে করে পুলকিত হোন।

• এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আখিরাতের সোপানে উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তি কখনো এ সংখ্যায় সন্তুষ্ট ও ক্ষান্ত হতে পারে না; বরং সে তো তার সুউচ্চ সংকল্প ও দৃঢ় প্রত্যয়ের মাধ্যমে উক্ত সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। এমনও হতে পারে, মাসে তার একলক্ষ পর্যন্ত জান্নাতে চারা গজিয়েছে।

এ কথা সর্বদা মনে রাখবেন—প্রত্যেক তাসবিহ, তাকবির, তাহলিল ও তাহমিদই আল্লাহর রাহে সদাকাস্বরূপ। যেমন আবু জার ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

> يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى
>
> ‘তোমাদের প্রত্যেকে এমন অবস্থায় সকালে উপনীত হয়, যখন তার শরীরের প্রত্যেকটি জোড়ার ওপর সদাকা ওয়াজিব হয়। আর প্রত্যেক তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সদাকা, তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ বলা) সদাকা, তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সদাকা, তাকবির (আল্লাহু আকবার বলা) সদাকা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া সদাকা, মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা সদাকা। চাশতের সময় দুই রাকআত নামাজ পড়া এগুলোর সমপর্যায়ের।’[১০৭]

সুতরাং দৈনিক সদাকার সমষ্টি হচ্ছে এক হাজার। এভাবে মাসিক ত্রিশ হাজার করে তার নামে সদাকার প্রতিদান লিপিবদ্ধ হতেই থাকবে।

---

১০৭. সহিহু মুসলিম : ৭২০

• এখানে উক্ত পবিত্র চার বাক্যের ব্যাপারে তৃতীয় আরও একটি ফজিলত রয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ عِشْرِينَ حَسَنَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً، وَمَنْ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً

'আল্লাহ তাআলা চারটি বাক্যকে নির্বাচন করেছেন, সেগুলো হলো : سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ সুতরাং যে سُبْحَانَ اللهِ বলল, আল্লাহ তার জন্য বিশটি সাওয়াব লিখে দেন অথবা তার বিশটি পাপ মোচন করে দেন। আর যে اللهُ أَكْبَرُ বলল, তার জন্যও অনুরূপ প্রতিদান। আর যে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলল, তার জন্যও অনুরূপ প্রতিদান। যে ব্যক্তি নিজ থেকে বাড়িয়ে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পাঠ করে তার জন্য ত্রিশটি নেকি লেখা হয় অথবা ত্রিশটি পাপ মোচন করা হয়।'[১০৮]

পুণ্যকর্মে প্রতিযোগিতা

হাসান বসরি ﵀ বলতেন, 'যখন তুমি লোকদের দুনিয়ার তুচ্ছ বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে দেখবে, তখন তুমি তাদের সাথে তোমার পারলৌকিক বিষয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। কেননা, তাদের দুনিয়া তো এক সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে কিন্তু তোমার আখিরাত তো বাকি থাকবে।'

---

১০৮. মুসনাদু আহমাদ : ৮০১২

ওই দৃষ্টিনন্দন সুউচ্চ প্রাসাদগুলো কার জন্য?

আখিরাতে উন্নতি-প্রত্যাশীদের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, সে যেকোনো পুণ্যকর্ম ও উত্তম গুণের কথা—যা তাকে স্বীয় রবের নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত করবে, তার মান-মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে—শোনামাত্রই তা সম্পাদন ও আমলের ব্যাপারে যত্নশীল হতে দ্রুত বেগে ছুটে চলে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعَادَ ﴾

'কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নির্মিত রয়েছে উপর-নিচ তলাবিশিষ্ট উঁচু উঁচু প্রাসাদসমূহ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। এটি আল্লাহ প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না।'[১০৯]

- শাইখ সাদি ﷺ বলেন, 'গুরাফ অর্থাৎ চাকচিক্যময় দৃষ্টিনন্দন সুউচ্চ প্রাসাদ—যার সৌন্দর্য, স্বচ্ছতা ও জাঁকজমক অবস্থা সব সৌন্দর্যকে হার মানায়। যার বাইরের আবরণ থেকে ভেতরের, ভেতর থেকে বাইরের—সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যায়। যার উচ্চতা পূর্ব বা পশ্চিম দিগন্তে উদিত নক্ষত্রের উচ্চতাকেও হার মানায়।'

– আর এ কারণেই বলা হয়েছে, مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ অর্থাৎ একটার ওপর একটা প্রাসাদ উপচে পড়েছে। مَّبْنِيَّةٌ অর্থাৎ যা সোনা-রুপা দ্বারা নির্মিত। تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ অর্থাৎ যার তলদেশ দিয়ে নদীমালা প্রবাহিত হয়, যা সবুজ-শ্যামল জান্নাতি বাগানসমূহকে সিঞ্চিত করে।

– রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

---

১০৯. সুরা আজ-জুমার : ২০

'"জান্নাতে এমন এমন প্রাসাদ রয়েছে, যার ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভেতর—সব সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়।" তখন এক গ্রাম্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, উক্ত প্রাসাদগুলো কার জন্য?" তদুত্তরে তিনি বললেন, "প্রাসাদগুলো ওই সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জন্য, যারা কোমল ভাষায় কথা বলে, মানুষকে খানা খাওয়ায়, (ফরজ রোজা ছাড়াও নফল) রোজা রাখে, রাতের শেষাংশে মানুষ যখন গভীর ঘুমে নিমজ্জিত থাকে, তখন নামাজ আদায় করে।"'[১১০]

- সুতরাং উক্ত প্রাসাদ লাভ করার প্রধান মাধ্যম চারটি। যে ওইগুলোর ওপর আমল করবে এবং এ ব্যাপারে যত্নবান হবে, সে জান্নাতে উক্ত বিলাসবহুল প্রাসাদ লাভ করবে।

– প্রথম বৈশিষ্ট্য : কথার সৌন্দর্য। অর্থাৎ যার কথা সুমিষ্ট ও কোমল হবে, যে কখনো মুখ দিয়ে অশালীন ও অহেতুক কথা বলবে না। যেমন : গাল-মন্দ, মিথ্যা, পরনিন্দা ও চোগলখুরি ইত্যাদি থেকে সে বেঁচে থাকবে। অধিকন্তু সৌন্দর্যের আওতায় কুরআন তিলাওয়াত, সালামের প্রচার-প্রসার, আল্লাহর জিকির, রাসুল ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ ও মুসলিমদের নসিহত করা—সবই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তাই হাদিসে এসেছে : الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ 'প্রত্যেক ভালো কথাই একেকটি সদাকা।'

– দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : লোকদের আহার করানো, চাই সে নিকটাত্মীয় বা পর যেই হোক না কেন; মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু, মেহমান—সব শ্রেণির সৃষ্টিকুলকে আহার করানো। সুতরাং আপনি যদি প্রতিদিন কাউকে শুধু একটি খেজুর দিয়ে হলেও আহার করান, তাহলে আপনি অবশ্যই এই পবিত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দলের আওতাভুক্ত হয়ে যাবেন।

– তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : নফল রোজার প্রতি সর্বদা যত্নবান হওয়া, অর্থাৎ নফল রোজার ক্ষেত্রে খুব বেশি উৎসাহী হওয়া। যেমন : সোম ও বৃহস্পতিবারের রোজা, প্রত্যেক মাসের তিন দিন অথবা একদিন অন্তর-অন্তর (যা সাওমে

---

১১০. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৮৪

দাউদ ﷺ নামে পরিচিত), আশুরা, আরাফা, মুহাররম, শাবান মাস এবং শাওয়ালের ছয় দিন প্রভৃতি রোজা পালনে সর্বদা যত্নশীল হওয়া।

– চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : রাতের অন্ধকারে নামাজ আদায়, অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া, তা যত স্বল্পই হোক না কেন, যেমন দুরাকআত কিংবা চার রাকআত নামাজ রাতে দাঁড়িয়ে আদায় করা।

বি. দ্র. তাহাজ্জুদের নামাজের সময় ইশার নামাজের পর থেকে নিয়ে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

প্রফুল্লতা ও আনন্দ দানকারী সুসংবাদ

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا، أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ

'যদি কোনো পুরুষ স্বীয় স্ত্রীকে রাতে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়, অতঃপর প্রত্যেকে কিংবা দুজনে একসাথে দুরাকআত নামাজ আদায় করে, তাদের নাম আল্লাহকে সর্বদা স্মরণকারী নারী-পুরুষদের দলে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়।'[১১১]

ইমানের অন্যতম নিদর্শন

ইবনে কুদামা মাকদিসি ﷺ বলেন, 'তোমার ঘুমের পূর্বের শেষ বাক্যটি আল্লাহর জিকির হওয়ার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকো এবং জাগ্রত হওয়ার পরও প্রথমে আল্লাহর জিকির দিয়েই দিনের কাজ শুরু করো। কেননা, মূলত এ দুই বৈশিষ্ট্যই ইমানের অপূর্ব নিদর্শন।'

---

১১১. সুনানু আবি দাউদ : ১৩০৯

সুরা কাফ–এর আলোকে জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ - هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ - مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ - ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ - لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾

'জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহভীরুদের অদূরে। তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যে না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হতো। তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ করো। এটাই অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন। তারা তথায় যা চাইবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।'[১১২]

জান্নাতিদের চারটি বৈশিষ্ট্য

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে মুত্তাকিদের জন্য মেহমানদারির কিঞ্চিৎ স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, যারা নিম্নের চারটি গুণে গুণান্বিত।

- প্রথম বৈশিষ্ট্য

তাওবাকারী হওয়া; অর্থাৎ পাপ থেকে স্বীয় রবের আনুগত্যের দিকে খুবই দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী এবং মহান রবের ব্যাপারে উদাসীনতা ও অমনোযোগিতা ছেড়ে তার স্মরণে অগ্রগামী হওয়া।

- উবাইদ বিন উমাইর ﷺ বলেন, '(أَوَّابٍ) অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের গুনাহসমূহের কথা স্মরণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে।'
- মুজাহিদ ﷺ বলেন, '(أَوَّابٍ) হলো ওই ব্যক্তি, যখনই তার নিজের গুনাহর কথা স্মরণ হয়, তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে।'

---

১১২. সুরা কাফ : ৩১-৩৫

– সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব ﷺ বলেন, ‘(أَوَّابٍ) ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে গুনাহ করে আবার তাওবা করে; পুনরায় গুনাহ করলে আবার তাওবা করে।’

• দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

সার্বিক আমানত সংরক্ষণের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।

– ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ‘অর্থাৎ আল্লাহ যা কিছু স্বীয় বান্দাকে আমানতস্বরূপ দিয়েছেন ও বান্দার ওপর অত্যাবশ্যক করেছেন, সেগুলো যথাযথভাবে আদায়ে যত্নবান হওয়া।’

– কাতাদা ﷺ বলেন, ‘আয়াতে حَفِيظ শব্দের মর্মার্থ হলো, রব কর্তৃক প্রদানকৃত আমানত ও নিয়ামতরাজির যথাযথ অধিকার সংরক্ষণে অত্যধিক যত্নশীল হওয়া।’

আত্মার শক্তিমত্তার দুটি দিক

১. পালন করার শক্তি, ২. বিরত থাকার শক্তি। সুতরাং أَوَّاب শব্দটির মর্ম হচ্ছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের দিকে ধাবিত হয়ে কোনো কিছু পালন ও আদায় করার শক্তি সঞ্চয়কারী। পক্ষান্তরে حَفِيظ শব্দটি আত্মার শক্তির দ্বিতীয় দিক (বিরত থাকা) অর্থাৎ স্বীয় রবের অবাধ্যতা ও নিষেধাবলি থেকে বিরত থাকার মর্মে ব্যবহৃত হয়।

- মোদ্দা কথা حَفِيظ এর মর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রাখে। আর أَوَّاب হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর দিকে ধাবিত হয়।

• তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

যে না দেখেও আল্লাহকে ভয় করে, এই ভয় মূলত (১.) আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ববাদ ও সর্বময় ক্ষমতা এবং তিনি কর্তৃক বান্দার সার্বিক অবস্থার ওপর পূর্ণরূপে অবগত হওয়া প্রভৃতি সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। (২.) তাঁর আসমানি কিতাবসমূহ, তাঁর সমস্ত রাসুল ও তাঁর আদেশ-নিষেধ প্রভৃতির

স্বীকারকেও আওতাভুক্ত করে নেয়। (৩.) তাঁর প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি, শাস্তির ধমকি ও আখিরাতে তাঁর দিদার প্রভৃতি ইমানের আবশ্যকীয় বিষয়াবলিকে অকপটে স্বীকার করে নেওয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। সুতরাং উক্ত সব বিষয়ের স্বীকারোক্তি ছাড়া অদৃশ্যে আল্লাহর ভয় কখনো বিশুদ্ধ হবে না।

• চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

অনুগত ও সমর্পিত অন্তরের অধিকারী হওয়া। ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় রবের অবাধ্যতা ও পাপাচার থেকে বিমুখ এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রগামী।'

সর্মপণ ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনের বাস্তব স্বরূপ

আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর ভালোবাসায় দৃঢ়তা ও অবিচলতাই মূলত ইনাবত তথা সর্বস্ব তাঁকে সঁপে দেওয়ার বাস্তব স্বরূপ।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা উক্ত চার বৈশিষ্ট্যধারী সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের প্রতিদানের ব্যাপারে বলেন :

﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ - لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾

> 'তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ করো। এটাই অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন। তারা তথায় যা চাইবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।'[১১৩]

আল্লাহভীতির প্রকৃত স্বরূপ

শাইখ সাদি ﵀ বলেন, 'আল্লাহকে ভয় করার মর্ম হচ্ছে, তাঁকে লোকচক্ষুর আড়ালে ভয় করা, আর সেটাই হলো প্রকৃত আল্লাহভীতি। পক্ষান্তরে যে ভয় লোকজনের সামনে, তাদের উপস্থিতিতে করা হয়, তা মূলত অধিকাংশই লোকদেখানো ও প্রসিদ্ধির রোগে আক্রান্ত। সুতরাং তা কোনোভাবেই প্রকৃত

---

১১৩. সুরা কাফ : ৩৪-৩৫

ভয়ের ইঙ্গিত বহন করে না। কেননা ফলদায়ক ভয় হচ্ছে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যা হয়, তাদের অনুপস্থিতিতে তা পরিবর্তন হয় না; বরং সব সময় সমান থাকে।

- মূলত এসব নৈকট্যশীল পুণ্যবানের ব্যাপারে বলা হয়েছে :

{ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ} অর্থাৎ তোমরা বালা-মুসিবত ও মন্দ থেকে মুক্ত হয়ে এতে প্রবেশ করো, সব ধরনের অপছন্দনীয় বিষয় থেকে নিরাপদ অবস্থায়। সুতরাং তাদের নিয়ামতের কোনো অন্ত নেই। আর সেখানে কোনো কষ্ট-ক্লেশ ও শত্রুতা থাকবে না।

{ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ} অর্থাৎ সেটা এমন দিন, যার কোনো অন্ত ও মৃত্যু নেই। এবং সেখানে কোনো ধরনের স্বভাববিরোধী বিষয়েরও লেশমাত্র নেই।

- {لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا}

অর্থাৎ তাদের জন্য সেখানে ওই সব নিয়ামত রয়েছে, যেগুলোর সাথে শুধু তাদের আকাঙ্ক্ষাটাই সম্পর্কযুক্ত হয়। অথবা তার অধিক নিয়ামত চোখের পলকের ব্যবধান হতে না হতেই অর্জিত হয়ে যায়।

{مَزِيدٌ} অর্থাৎ যে প্রতিদানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের সাওয়াব বাড়িয়ে দেন, যা কখনো কোনো চোখ অবলোকন করেনি, কোনো কান শ্রবণ করেনি, এমনকি অন্তরেও এর ভাবনা কোনো দিন উদয় হয়নি। এবং আল্লাহর দিদার অন্য সকল নিয়ামতকে হার মানিয়ে দেবে।

জান্নাতের অধিবাসী কারা?

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ

‘“আমি কি তোমাদের জান্নাতের অধিবাসীদের ব্যাপারে সংবাদ দেবো না?” সাহাবায়ে কিরাম বললেন, “হ্যাঁ, অবশ্যই।” তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “জান্নাতের অধিবাসী হচ্ছে, দুর্বল ও অসহায় লোক, যারা কোনো কিছুর ব্যাপারে শপথ করলে, আল্লাহ তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করেন। আর আমি কি তোমাদের জাহান্নামের অধিবাসীদের ব্যাপারে সংবাদ দেবো না?” সাহাবায়ে কিরাম বললেন, “হ্যাঁ, অবশ্যই।” তখন তিনি বললেন, “তারা হচ্ছে, রূঢ় স্বভাব, অধিক মোটা ও অহংকারী স্বভাবের যারা।”’[১১৪]

● নববি ؒ বলেন :

مُتَضَعِّف শব্দটি জের ও জবর উভয়ভাবে পড়া যায়, যদিও জবরের বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ।

আইনের (ع) ওপর জবর সহকারে পড়লে এ শব্দের মর্ম দাঁড়ায়, মানুষ যাকে দুর্বল ও তুচ্ছজ্ঞান করে এবং তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের স্টিম রোলার চালায়।

আইনের (ع) ওপর জের সহকারে পড়লে তার মর্ম হবে, যিনি বিনয় ও নম্রতার মূর্তপ্রতীক, নিজেকে লুকানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।

কাজি ইয়াজ ؒ বলেন, ‘এখানে দুর্বলতা দ্বারা অন্তরের বিগলন ও নম্র হওয়া, সর্বোপরি ইমানের দাবির সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেওয়া প্রভৃতি মর্ম নেওয়াও কোনো কোনো সময় বাঞ্ছনীয়।

বি. দ্র. এই হাদিস থেকে মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে, অধিকাংশ জান্নাতবাসী উক্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত এবং অধিকাংশ জাহান্নামি দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে বোঝায়। মানুষকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলির ভিত্তিতে উভয় শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ করা কোনোভাবে উদ্দেশ্য নয়।

---

১১৪. সহিহু মুসলিম : ২৮৫৩

• রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : {لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ}

এর মর্ম হচ্ছে, যদি এমন ব্যক্তি আল্লাহর ওপর পূর্ণ আশাবাদী হয়ে দৃঢ়চিত্তে কোনো বিষয়ের ওপর শপথ করে, আল্লাহ তাআলা তার শপথের লাজ রক্ষা করেন এবং ভবিষ্যতে তা বাস্তবায়ন করেন। অথবা এ হাদিসের মর্ম হবে, সে দুআ করামাত্র আল্লাহ তা কবুল করেন। যাকে مستجاب الدعوات (মুসতাজাবুদ দাওয়াত) বলা হয়। কিন্তু প্রথম মর্মটি প্রসিদ্ধ।

• জাহান্নামিদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী :

{كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ} এর ব্যাখ্যা :

عُتُلٍّ এর অর্থ হলো, ঝগড়াটে ও রূঢ় স্বভাবের লোক। جَوَّاظٍ এর অর্থ, যে অধিক থেকে অধিকতর সঞ্চয়কারী, অথচ কৃপণ অথবা এমন ব্যক্তি, যে বিশাল দেহের অধিকারী হওয়ার কারণে চাল-চলনে অহংকারী ও আমিত্বভাব দেখায়। مُسْتَكْبِرٍ এর অর্থ বড়াইকারী, অর্থাৎ যে হককে প্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষকে অবজ্ঞা করে।

দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে জান্নাতবাসীদের দুটি (জাগতিক) বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। ১. চিন্তা বা পেরেশানি ২. ভয় বা শঙ্কা।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : চিন্তা বা পেরেশানি।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ - وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾

"তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে। তথায় তারা স্বর্ণনির্মিত, মোতিখচিত কঙ্কণ দ্বারা অলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক

হবে রেশমের। আর তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের চিন্তা-পেরেশানি দূর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।[১১৫]

আয়াতের মর্ম হচ্ছে, তারা কৃতজ্ঞতাসূচক পবিত্র বাক্য আবৃত্তি করতে করতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা বলবে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

• ইমাম শাওকানি ﷺ (الْحَزَن) শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন :

১. পাপাচারের দুশ্চিন্তা এবং আনুগত্য বর্জনের আশঙ্কা প্রভৃতি।

২. الْحَزَن এমন অবস্থাকে বলা হয়, যা কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার ব্যাপারে পৃথিবীতে তাদের পেরেশান করে তোলে।

৩. অথবা এর মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা জান্নাতিদের ইহকালীন ও পরকালীন সব ধরনের চিন্তা-পেরেশানি থেকে মুক্ত করেন। কেননা, পৃথিবীতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যতই উচ্চমার্গে অবস্থান করুক না কেন, কেউ কিন্তু হঠাৎ বিপদাপদ ও নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার পেরেশানি থেকে মুক্ত নয়।

৪. অথবা এর মর্ম হলো, আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে ভয় ও পরিণামের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকবে এবং তাদের আমলগুলো কবুল হওয়া না হওয়া নিয়ে সর্বদা অন্তরের দোদুল্যতা ও অস্থিরতায় ভুগতে থাকবে।

৫. অথবা এর মর্ম হলো, তারা মন্দ ও অশুভ পরিণতির ব্যাপারে শঙ্কিত ও ভয়ে তটস্থ থাকবে। এভাবে জান্নাতে প্রবেশের আগ মুহূর্ত পযর্ন্ত তারা দুশ্চিন্তা ও শঙ্কামুক্ত হবে না।

৬. অথবা এর আরেক মর্ম হলো, নিয়ামতরাজি থেকে বঞ্চিত হওয়া। অন্তরের পরিবর্তন ও পরিণতির ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ইত্যাদি।

---

১১৫. সুরা ফাতির : ৩৩-৩৪

- সুতরাং অন্তরচক্ষু দিয়ে একটু লক্ষ করুন যে, জান্নাতি সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা দুনিয়াবি বড় বড় পদ, সার্টিফিকেট, চাওয়া-পাওয়া, জায়গা-জমি, টাকা-পয়সা প্রভৃতির সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে কোনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন না। বরং তারা তাদের পরকালীন জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন। যেমন, জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের পরিণাম ও অবস্থান নিশ্চিতভাবে না জানার দরুন সর্বদা শঙ্কা ও ভীতি তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : ভয় বা শঙ্কা।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ - وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ - قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ - فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ - إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾

'সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে। তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে, আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু।'[১১৬]

- ইবনে কাসির ﷺ {إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ} এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ আমরা ইহজগতে পরিবারে অবস্থানরত অবস্থায় আমাদের স্বীয় রবের ভয়ে মুহ্যমান ও তাঁর কঠোর শাস্তির শঙ্কায় সদা কম্পমান থাকতাম।{فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ}অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ আমাদের ওপর দয়া করে পীড়াদায়ক শাস্তি থেকে আমাদের মুক্তি

১১৬. সুরা আত-তুর : ২৪-২৮

দিলেন। এবং ভয়ংকর বিষয়াবলি থেকে আমাদের সম্পূর্ণ আশঙ্কামুক্ত করলেন।{إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ} অর্থাৎ ইতিপূর্বেও আমরা বিগলিত কণ্ঠে প্রার্থনা করতাম। আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল করে প্রার্থনাকৃত সেই মহানিয়ামতে আমাদের ভূষিত করলেন।{إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ} কেননা, তিনিই তো অসীম দয়ালু।

- ইবরাহিম আত-তাইমি ﷺ বলেন, 'চিন্তামুক্ত ব্যক্তির অবশ্যই এ ব্যাপারে সর্বদা আশঙ্কা ও ভয় করা উচিত যে, সে জান্নাতের অধিবাসী হচ্ছে কি না? কেননা, জান্নাতি ব্যক্তি তো সেদিন বলবে, "সব প্রশংসা ওই সত্তার, যিনি আমাদের থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।" আর ভয়হীন ব্যক্তির এ ব্যাপারে আশঙ্কা করা উচিত যে, সে জান্নাতিদের দলভুক্ত হচ্ছে কি না?" কেননা, জান্নাতিরা সেদিন বলবে, "আমরা পরিবারে অবস্থানরত অবস্থায় তাঁর ভয়ে সদা কম্পমান থাকতাম।"'

আপনি কি তাদের দলভুক্ত?

পরকালে উন্নতি-প্রত্যাশী মুমিন বান্দার জন্য কুরআনে বর্ণিত মুমিনের সব গুণে গুণান্বিত হওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো একান্ত আবশ্যক, যেন সে সত্যিকারার্থে মুমিন বান্দায় পরিণত হয়। সুরা ফুরকানে বর্ণিত রহমানের বান্দাদের কতিপয় বিশেষ গুণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

– আমরা উক্ত মহান গুণাবলিতে একটু গভীর মনোযোগের সাথে স্নান করে আসি, হয়তো আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়া ও করুণায় ওই সব গুণে গুণান্বিত হওয়ার মতো মহান নিয়ামতে আমাদের ভূষিত করবেন।

- আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا - وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا - وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا - إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا - وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا

وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا - وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا - يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا - إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا - وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا - وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا - وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا - وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا - أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا - خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا - قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾

'রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, "সালাম।" এবং যারা রাত্রিযাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত ও দণ্ডায়মান হয়ে; এবং যারা বলে, "হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা।" এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সংগত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং

সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তাওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়। এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বোঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধিরসদৃশ আচরণ করে না। আর যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং মুত্তাকিদের জন্য আমাদের আদর্শস্বরূপ করুন।" তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেওয়া হবে এবং তথায় দুআ ও সালাম সহকারে তাদের অভ্যর্থনা জানানো হবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম। বলুন, "আমার পালনকর্তা পরোয়া করেন না, যদি তোমরা তাঁকে না ডাকো। তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব সত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।""[১১৭]

- শাইখ সাদি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,{عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ} এখানে বান্দাকে আল্লাহর রহমান নামক গুণসম্বলিত বিশেষ নামের সাথে সম্বন্ধকরণের মূল রহস্য হলো, তারা উক্ত অবস্থায় তথা বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রধান নিয়ামক হচ্ছে, আল্লাহর বিশেষ দয়া ও করুণা।

- প্রথম বৈশিষ্ট্য : {يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا}

অর্থাৎ খুব সন্তর্পণে, ধীরস্থিরে ও বিনয়ীভাবে যে পৃথিবীতে চলাচল করে।

- আম্মাজান আয়িশা ﷺ বলেন :

'তোমরা সর্বোত্তম ইবাদতের ব্যাপারে প্রায় সকলেই উদাসীন। আর তা হচ্ছে, বিনয় ও নম্রতা।'

---

১১৭. সুরা আল-ফুরকান : ৬৩-৭৭

বিনয়ের কতিপয় নিদর্শন

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'বিনয়ের সর্বোচ্চ নিদর্শন হলো, সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রথমে নিজেই সালাম দেওয়া, মজলিসের যেকোনো নিম্নস্তরে বসতে কোনো ধরনের কুণ্ঠাবোধ না করা, প্রসিদ্ধি ও লৌকিকতা প্রভৃতি অপছন্দ করা।'

হাসান বসরি ﷺ-কে একদা কেউ জিজ্ঞেস করল, 'তাওয়াজু বিষয়টা আসলে কী?' তদুত্তরে তিনি বলেন, 'যখন কেউ ঘর থেকে বের হয়ে কোনো মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করে, তখন সে উক্ত মুসলিম ব্যক্তিকে তার থেকে উত্তম মনে করা (চাই সে যে স্তরেরই হোক না কেন)। এটাই হচ্ছে মূলত তাওয়াজুর বাস্তব স্বরূপ।'

◆ দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : { وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا }

অর্থাৎ কেউ তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত সম্বোধন করলে তারা বলে, সালাম! অর্থাৎ জবাবে তারা এমন সম্বোধন করে, যাতে পাপাচার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং অজ্ঞকে অজ্ঞতা দিয়ে প্রতিহত করা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

● এটি তাদের জন্য বড় একটি প্রশংসা, যা তাদের ধৈর্যধারণের এবং মন্দকে প্রভূত কল্যাণ দ্বারা প্রতিহত করার স্বাক্ষর বহন করে। তেমনিভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখাও তাদের বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

◆ তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : { وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا }

অর্থাৎ যারা রাত্রিবেলায় স্বীয় রবের সামনে বিনয়ী হয়ে একনিষ্ঠতার সাথে অধিক নামাজ আদায় করে। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন :

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

‘তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয় ও আশায় এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কী কী নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে।’[১১৮]

◆ চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ}

অর্থাৎ জাহান্নামের শাস্তি অনিবার্যকারী পাপাচার ক্ষমা এবং আজাব ত্বরান্বিতকারী উপকরণ থেকে বাঁচানোর মাধ্যমে আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন। কেননা, জাহান্নামের শাস্তি গুনাহগারের সাথে এমনভাবে লেপটে থাকবে, যেভাবে পাওনাদার তার প্রাপ্যের জন্য কর্জধারের ওপর চেপে থাকে। এটি মূলত আপন রবের সাথে তাদের বিগলিত ভাব ও বিনয়েরই বহিঃপ্রকাশ এবং জাহান্নামের কঠিন আজাবের বোঝা বহনে তাদের অক্ষমতা ও আপন রবের সাহায্যের অত্যধিক প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা। সাথে সাথে এর দ্বারা আল্লাহর মহানিয়ামত তথা সাহায্যের একটুখানি ঝলকও উন্মোচিত হয়। কেননা, কোনো দুঃখ-দুর্দশা ও এর কাঠিন্যতা যতই প্রকট হবে, এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আনন্দও তত বেশি হবে। সারকথা, তখন খুশিতে সে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

◆ পঞ্চম বৈশিষ্ট্য :

{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}

{لَمْ يُسْرِفُوا} অর্থাৎ তারা এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা প্রয়োজনের সীমালঙ্ঘন করে, অহেতুক খরচ করে এবং আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনে উদাসীনতার পরিচয় দেয়।

{وَلَمْ يَقْتُرُوا} অর্থাৎ খরচ আবার এমনভাবে কমিয়েও দেয় না, যার দরুন কৃপণতার আওতাভুক্ত হয়ে যায়।

{وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامً} অর্থাৎ তাদের খরচ এ দু'স্তরের মাঝখানে হয়—অতিরিক্তও নয়, আবার প্রয়োজনের চেয়ে কমও নয়।

---

১১৮. সুরা আস-সাজদা : ১৬-১৭

{قَوَامًا} অর্থাৎ তারা আবশ্যকীয় খরচের খাত তথা জাকাত, কাফফারা ও অন্যান্য ওয়াজিব খাতে তাদের অর্জিত সম্পদ ব্যয় করে। এবং কারও কোনো ক্ষতিসাধন ছাড়াই বাঞ্ছনীয় পদ্ধতিতে উক্ত সম্পদ ব্যয় করে। এটি তাদের উদারতা ও মধ্যম পন্থার এক অপূর্ব নিদর্শনও বটে।

◆ ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ}

অর্থাৎ তারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একনিষ্ঠতার সাথে তাঁর ইবাদত করে। তাঁর প্রতি পূর্ণরূপে মনোযোগী হয়ে অন্য সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী অবস্থায় তাঁর উপাসনায় রত থাকে।

◆ সপ্তম বৈশিষ্ট্য : {وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}

অর্থাৎ তারা এমন কাউকে হত্যা করে না, যার হত্যা আল্লাহ অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

আমর বিন আস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কবিরা গুনাহ চারটি। ১. আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। ২. পিতা-মাতার অবাধ্যতা। ৩. কাউকে অবৈধভাবে হত্যা করা। ৪. মিথ্যা শপথ করা।

◆ অষ্টম বৈশিষ্ট্য : {وَلَا يَزْنُونَ}

অর্থাৎ তারা ব্যভিচার করে না, বরং লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে। {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} অর্থাৎ যে উল্লিখিত নিষিদ্ধ বিষয়াবলি—শিরক, জিনা, হত্যা প্রভৃতি অপকর্মে লিপ্ত হবে, সে অবশ্যই সুস্পষ্ট শাস্তির সম্মুখীন হবে।

{يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} অর্থাৎ সে শাস্তিতে অনন্তকাল ধরে থাকবে। সুতরাং অনন্তকালের শাস্তির এই ধমকিটা ওই সব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা উল্লিখিত নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে কোনো একটিতে লিপ্ত হয়। অবশ্য খুনি ও ব্যভিচারী ব্যক্তি কিন্তু অনন্তকাল ধরে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে না। কারণ, সে যদি মুমিন হয়, তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির বিষয়টা তো কুরআন-হাদিসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, যদিও তা হবে কৃত পাপের শাস্তি আস্বাদনের পর।

• আল্লাহ তাআলা উক্ত তিনটি পাপকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, ওইগুলো সবচেয়ে বড় পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন ধরুন, শিরকে রয়েছে ধর্মের ধ্বংস, হত্যায় রয়েছে মানব শরীরের ধ্বংস, আর ব্যভিচারে রয়েছে ইজ্জত সম্মানের বিলুপ্তি।

{إِلَّا مَنْ تَابَ} অর্থাৎ যে ব্যক্তি অবাধ্যতা থেকে সম্পূর্ণ তাওবা করবে, তবে কিছু শর্তসাপেক্ষে যেমন :

১. পাপ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বিরত হওয়া ।
২. অতীতে সম্পাদিত পাপাচারের ওপর অনুতপ্ত হওয়া।
৩. ভবিষ্যতে না করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

{وَآمَنَ} অর্থাৎ যে আল্লাহর ওপর এমনভাবে ইমান আনবে, যা তাকে অবাধ্যতা ছাড়তে এবং আনুগত্য করতে বাধ্য করে।

{وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর আদেশকৃত পুণ্যকর্ম সম্পাদনে ব্রতী হয়।

• {فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ}

১. অর্থাৎ মন্দ কর্মে উদ্বুদ্ধকারী, তাদের কথা ও কাজগুলোকে আল্লাহ তাআলা পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেন। ফলশ্রুতিতে তাদের শিরক ইমানে ও অবাধ্যতা আনুগত্যের রূপ ধারণ করে।

২. এবং পাপী ব্যক্তির সম্পাদিত মন্দকর্মগুলোকে পরিবর্তন করে প্রত্যেক পাপের জন্য তাওবা, রবের দিকে প্রত্যাবর্তন ও নিরঙ্কুশ আনুগত্য সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে উক্ত পাপ উল্লিখিত পুণ্যকর্মে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

{وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাওবাকারী ব্যক্তির সব বড় বড় পাপ ক্ষমা করে দেন। তিনি স্বীয় বান্দাদের ওপর অত্যন্ত দয়ালু। কেননা, এত বড় জঘন্য অপকর্মের পরেও তাওবার প্রতি তাদের আহ্বান এবং এর জন্য তাওফিক প্রদান, তাওবা কবুল করা প্রভৃতি তাঁর সীমাহীন দয়া ও অপার করুণার ইঙ্গিতই বহন করে।

◆ নবম বৈশিষ্ট্য : {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}

অর্থাৎ তারা মিথ্যা কথা ও অবৈধ কাজে নিজ সত্তাকে উপস্থাপন করে না।

- অতএব তারা এমন সব সভা-সমাবেশ থেকে নিজেদের বিরত রাখে, যে সভা-সমাবেশগুলো নানা ধরনের অবৈধ কথা ও কর্মে আবৃত, যেমন : আল্লাহর আয়াত নিয়ে অযথা অহেতুক তর্কে জড়ানো, পরনিন্দা, শত্রুতা বাধানো, অপবাদ, গালি, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও অবৈধ গানবাদ্য শোনা ইত্যাদি।

– সুতরাং যদি তারা মিথ্যার সাক্ষীও না দেয়, তাহলে তারা যে মিথ্যা কথা ও অবৈধ কাজ করবেই না, তা এমনিতেই বুঝে আসে।

◆ দশম বৈশিষ্ট্য : {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا}

– অর্থাৎ এমন কথাবার্তা যার মধ্যে আদতে কোনো কল্যাণ ও পার্থিব-অপার্থিব কোনো উপকার নিহিত নেই, যেমন নির্বোধদের কথাবার্তা ইত্যাদি।

{مَرُّوا كِرَامًا} অর্থাৎ নিজ সত্তাকে তারা অহেতুক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখে। এবং তাতে সম্পূর্ণরূপে মজে যাওয়া থেকে নিজেদের অনেক উর্ধ্বে রাখে। এবং তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, উক্ত কথাবার্তায় যদিও কোনো পাপ নেই। তবুও তা সভ্য লোকের পরিপন্থী কাজ। যা মনুষ্যত্বের পূর্ণতার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এবং মূর্খতা ও অজ্ঞতাকে জন্ম দেয়।

– {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ} আল্লাহর এ বাণীতে অহেতুক কর্মকাণ্ডের সভা-সমাবেশে অনুপস্থিত থাকা ও তা শ্রবণে অনীহার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। অধিকন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তারা ওই সমস্ত অহেতুক বিষয়ে জড়িয়ে যায়, তথাপি তাৎক্ষণিকভাবে তা থেকে সরে আসে এবং তা থেকে আপন সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে নেয়।

◆ একাদশ বৈশিষ্ট্য : {وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ}

অর্থাৎ তারা তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ ও এর সাথে নিজ জীবন গঠনের ব্যাপারে আদিষ্ট।

– {لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا} অর্থাৎ, উক্ত আয়াতসমূহ থেকে বিমুখতা, তা শ্রবণে বধিরভাব অবলম্বন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তা এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রভৃতির মাধ্যমে তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে নিজেদের বিরোধিতায় জড়ায় না। যেমনটি অবিশ্বাসী ও মিথ্যার ধারক-বাহকরা করে থাকে। বস্তুত, এসব সৌভাগ্যবান মুমিন বান্দার অবস্থা উক্ত আয়াতসমূহ শ্রবণের সময় নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিদের মতো হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾

"কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ইমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে।"[১১৯] (এটি আয়াতে সিজদা, সুতরাং এ আয়াতে কারিমা তিলাওয়াতের ফলে সিজদা ওয়াজিব হবে।)

– উক্ত ব্যক্তিরা আয়াতসমূহকে অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ, এর প্রতি মুখাপেক্ষিতা ও পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে কুরআনের আয়াতের মুখোমুখি হয়। বস্তুত, তাদের রয়েছে আদেশ শ্রবণকারী কর্ণ, সত্য গ্রহণকারী অন্তর এবং আয়াতসমূহ শ্রবণে তাদের ইমানি শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাদের বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ় ও পাকাপোক্ত হয়। সর্বোপরি তাদের অন্তর এ আয়াতসমূহ মনোযোগের সাথে শ্রবণের দ্বারা খুশিতে বাকবাক হয়ে যায়।

◆ দ্বাদশ বৈশিষ্ট্য :

{وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ}

---

১১৯. সুরা আস-সাজদা : ১৫

অর্থাৎ যারা স্বীয় রবের নিকট প্রার্থনা করে এ বলে যে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এমন সন্তানসন্ততি ও স্ত্রী দান করুন, যাদের দেখলে আমাদের চক্ষু শীতল হয়ে যায়।'

– অতএব আমরা যখন তাদের সার্বিক অবস্থা ও গুণাবলির ব্যাপারে একটু-আধটু নজর বুলালাম, তখন আমরা তাদের সুমহান লক্ষ্য ও উঁচু মর্যাদা অবলোকনের পর তাদেরকে এমন এক অবস্থায় পেলাম যে, তাদের চোখ ততক্ষণ পর্যন্ত শীতল হয় না, যতক্ষণ না তাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি, এমনকি স্বীয় সাথি-সঙ্গীদের পর্যন্ত তাদের রবের পূর্ণ আনুগত্যশীল ও আদিষ্ট বিষয়ের ওপর অবিচল দেখতে পায়। আর তা যেমনই তাদের স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনের পরিশুদ্ধির জন্য প্রার্থনা, ঠিক তেমনিভাবে নিজেদের আপন সত্তার জন্য প্রার্থনাকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কেননা, তার উপকার ঘুরেফিরে প্রার্থনাকারীর কাছে ফিরে আসে। আর এ কারণেই তো তারা সেটাকে স্বীয় রবের পক্ষ থেকে নিজেদের জন্য বিশেষ দানকৃত বস্তু হিসেবে গণ্য করেছেন। বস্তুত, তাদের এই দুআ সাধারণ সব মুসলমানের উপকারের জন্য। কেননা, তাদের হিদায়াত কিন্তু অনেক মানুষের হিদায়াতের মাধ্যম হয়ে যাচ্ছে এবং সকলেরই উপকারের উপকরণ হচ্ছে।

◆ এয়োদশ বৈশিষ্ট্য : {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা ও অনুসরণ যোগ্য বানিয়ে দিন। যে স্তরটি সত্যবাদী ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ। আর এটিই ধর্মীয় নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তর। তারাই তো ওই সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যারা মুত্তাকিদের জন্য কথা ও কাজ সর্বক্ষেত্রে আদর্শস্বরূপ। তাদের কর্মপন্থা মূলত অনুসৃত হয়। এবং তাদের মুখনিঃসৃত বাণীগুলোর মাধ্যমে মুমিনদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। সর্বোপরি সব কল্যাণকামী ব্যক্তি তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্বীনের সঠিক দিশা লাভে ধন্য হয়।

- প্রকৃতপক্ষে তাদের সুমহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কারণেই তাদেরকে বিশাল বিশাল চোখ ধাঁধানো অট্টালিকা দিয়ে দয়ালু মহান প্রভু প্রতিদানে ভূষিত করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

{أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا}

'তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেওয়া হবে।'[১২০]

অর্থাৎ সুউচ্চ প্রাসাদ ও চোখজুড়ানো এমন অট্টালিকা তাদের প্রতিদান হিসেবে দেওয়া হবে, যেখানে রয়েছে চক্ষুশীতলকারী ও মনের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার যাবতীয় সব উপকরণ। তা মূলত কঠিন মুহূর্তে ধৈর্যধারণের ফলেই প্রতিদানস্বরূপ স্বীয় রবের পক্ষ থেকে তাদের দান করা হবে। যেমন জান্নাতে তাদেরকে অভিবাদনের মাধ্যমে বরণের জন্য ভিন্ন আরেকটি পন্থার কথাও কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ - سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾

'ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। বলবে, "তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার!"'[১২১]

তদ্রূপ অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴾

'এবং তাদের তথায় দুআ ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হবে।'[১২২]

অর্থাৎ এমন অভিবাদন, যা জানানো হবে মহান প্রতিপালক ও তাঁর সম্মানিত ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে। সেখানে তাদের সমাসীন করা হবে নিরাপত্তা ও শান্তির সর্বোচ্চ স্তরে।

---

১২০. সুরা আল-ফুরকান : ৭৫
১২১. সুরা আর-রাদ : ২৩-২৪
১২২. সুরা আল-ফুরকান : ৭৫

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে উদঘাটিত কতিপয় শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা তাঁর উক্ত নৈকট্যশীল বান্দাগণকে স্থিরতা, স্বীয় কর্মে অবিচলতা ও বিনয়-নম্রতার মতো বড় বড় গুণে বিশেষায়িত করেছেন। তেমনিভাবে তাদের ধৈর্য, সহনশীলতা ও সুন্দর মার্জিত আচরণের মূর্ত প্রতীকরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

২. সৃষ্টিকুলের জন্য উদারতা, অজ্ঞদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং তাদের মন্দকে পুণ্য দ্বারা প্রতিহত করার মতো অনুপম চরিত্রে আদর্শবান হওয়া।

৩. রাতের অন্ধকারে একনিষ্ঠভাবে স্বীয় রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়া।

৪. জাহান্নামের ভয় এবং তার লেলিহান শিখা থেকে কায়মনোবাক্যে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা।

৫. আল্লাহর রাস্তায় মধ্যমপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে দানের হাত প্রসারিত করা; চাই তা আবশ্যকীয় দান হোক কিংবা অনাবশ্যকীয় মুস্তাহাবজাতীয় দান হোক।

৬. ইবাদতে একনিষ্ঠতা অর্জন করা এবং বড় বড় পাপাচার থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিরত রাখা, মানুষের ইজ্জত-সম্মান হানি করা ও অবৈধ রক্তপাত থেকে বেঁচে থাকা। তথাপি কোনো পাপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘটে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্ঠার সাথে খাঁটি দিলে তাওবা করে নেওয়া।

৭. সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা অনিবার্যকারী যাবতীয় চাকচিক্যময় আচার-অনুষ্ঠান ও অশ্লীলতা থেকে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে বিরত রাখা, তাতে জড়িয়ে পড়া তো দূরের ব্যাপার।

৮. স্বীয় রবের আয়াতসমূহের সাথে নিরঙ্কুশ একত্মতা পোষণ, এগুলোর প্রকৃত মর্ম উদঘাটন ও এর ওপর আমল করা। সর্বোপরি আয়াতের আদিষ্ট আইনি বিষয়াবলি নিজ জীবনে সর্বতোভাবে বাস্তবায়নের জন্য সদা বদ্ধপরিকর থাকা।

৯. স্বীয় সন্তানসন্ততি ও পরিবার-পরিজনের সার্বিক পরিশুদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে মহান রবের নিকট প্রার্থনা করা। এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষা, সদুপদেশ ও দ্বীনি নাসিহাসহ নানা ধরনের কর্মপন্থা অবলম্বন করা।

আল্লাহর দিকেই মনোনিবেশ করতে হবে

অত্যন্ত পরিতাপের একটি বিষয় হচ্ছে :

- কতক লোককে দেখা যায় যে, তারা সৃষ্টিকর্তার প্রতি উৎসাহী ও ধাবিত হওয়ার চেয়ে নগণ্য সৃষ্টিকুলের প্রতি অধিক আগ্রহী ও ধাবমান।

- তারা সৃষ্টিকর্তার দিকে নিবিষ্ট হওয়ার চেয়ে মানুষের প্রতিই অধিক নিবিষ্ট ও অনুরাগী।

- আর কতক লোক আছে, তারা আল্লাহর আওতাধীন বিষয়ের চেয়ে মানুষের আওতাধীন মেকি বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক লোলুপ-লোভাতুর হয়ে থাকে। মানুষের কাছেই তারা হাত পাতে।

- তারা মানুষের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আড্ডা দিতে থাকে। কিন্তু আপন সৃষ্টিকর্তার সাথে একটুখানি সম্পর্ক তৈরির প্রয়োজনটুকুও অনুভব করে না, এমনকি তাঁর আনুগত্য কিংবা তাঁর কালামে মাজিদ পাঠকালে পর্যন্ত বিরক্তিবোধ করে। অথচ, তিনিই তাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা।

- আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তির চেয়েও মানুষের ক্ষমতা ও শক্তির ওপর তারা অধিক নির্ভরশীল ও আস্থা রেখে থাকে!

- মানুষের জন্য তারা সব ধরনের কষ্ট-ক্লেশ ও ভোগান্তি পোহাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। অথচ, আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য সামান্য কষ্ট স্বীকার করতে হাজারো টালবাহানা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে আদৌ কোনো কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করতেই তারা প্রস্তুত নয়।

- কেউ আছে, মানুষের অন্তরে নিজের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সর্বদা তৎপর ও অতি উৎসাহী থাকে। অথচ, আপন সৃষ্টিকর্তার নিকট নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কোনো চেষ্টা তো করেই না; বরং এ ব্যাপারে সে কোনো তোয়াক্কাই করে না।

- আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও সম্পর্ক দৃঢ়করণের চেয়ে মানুষের সাথে সম্পর্কোন্নয়নে অধিক ব্যস্ত তারা, যেমন নামাজের প্রতি তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই; অথচ, নামাজ হচ্ছে বান্দা ও রবের মাঝে সেতুবন্ধনের অন্যতম মাধ্যম।

- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আগ্রহী ও উৎসাহী হওয়ার চেয়ে সৃষ্টিকুলের সন্তুষ্টি অর্জনে সে অধিক আগ্রহী ও অতি উৎসাহী।

হে আমার প্রিয় দ্বীনি ভাই, আপনার অন্তর থেকে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন, যেন আপনি আপনার বাস্তব মর্যাদা ও সম্মান এবং আপনার কাছে ইমানের গুরুত্ব কতটুকু আর আপনি কোথায় মজে আছেন—এসব ব্যাপারে সম্যক অবগত হতে পারেন।

আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ত্ব, সুমহান মর্যাদা, তাঁর ভালোবাসা ও ভীতি কি আপনার হৃদয়কে জয় করতে এবং আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে? আপনার চিন্তা-চেতনা, সর্বোপরি আপনার সর্বাধিক প্রিয় বস্তু, প্রাণ ইত্যাদি কি নিরবচ্ছিন্নভাবে মহান রবের দিকেই ধাবমান ও মনোযোগী?

আপনার অন্তর কি তিনি ব্যতীত অন্যত্র ঝুঁকে? চাই ভালোবাসা, সম্মান কিংবা বিনয়, নম্রতা—যেকোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন।

- সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন, 'তোমার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ সবকিছুই আল্লাহকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলো।'

সবচেয়ে ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপনা

মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ বলেন, 'সবচেয়ে জঘন্য লিপ্সা হচ্ছে, পরকালের আমল দ্বারা দুনিয়া কামাই করা।'

- সুতরাং সাবধান! সতর্ক হোন! আপনি নিজেকে কত সম্মানি মনে করেন, অথচ আল্লাহর কাছে কত তুচ্ছ ও নিন্দনীয় আপনি। নিজেকে আপনি কত কল্যাণের আধার মনে করেন, অথচ বাস্তবতা এর বিপরীত। আপনি নিজেকে অনেক বড় জ্ঞানী ভেবে থাকেন, অথচ আপনার ভেতরে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার শূন্যতা ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না।

- আপনি নিজ আত্মাকে কোনো ধরনের ফাঁকফোকর ছাড়া সরাসরি প্রশ্ন করুন, আপনার অন্তর কি মহান আল্লাহকে প্রাধান্য দেয়? আপনার অন্তর কি তাঁকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী মনে করে? না আপনার কাছে দুনিয়াই সবকিছু এবং এর স্বার্থ সব স্বার্থের ঊর্ধ্বে?

– সুতরাং আপনি যদি তুচ্ছ পার্থিব বিষয়কে আল্লাহর আদেশের ওপর প্রাধান্য দেন, আল্লাহর আনুগত্য বাদ দিয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কোনো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, এর স্বার্থেই যদি অবাধ্যতা করেন—যেমন : মুআজ্জিন আজান দিচ্ছে, অথচ আপনি আপনার কাজেই ব্যস্ত, এর প্রতি আপনার বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ নেই; সর্বোপরি হারামকে হালালের ওপর প্রাধান্য দেন—তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখুন, আপনার অন্তরে অবশ্যই আল্লাহর চেয়ে দুনিয়া ও তার তুচ্ছ স্বার্থ অনেক বড়। (নাউজুবিল্লাহ)

সোনার ফ্রেমে বেঁধে রাখার মতো একটি মূল্যবান উপদেশ

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'আল্লাহর প্রতি আগ্রহ, তাঁর সন্তুষ্টি ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য গভীর উদ্দীপনা প্রভৃতি মূলত কোনো বান্দার মূল সম্পদ ও সকল সাফল্যের চাবিকাঠি।পবিত্র জীবনের মূল উপকরণ এবং তার সৌভাগ্য, সফলতা, নিয়ামত ও চক্ষুশীতলতার মূল উৎস। কেননা, এ জন্য তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এ জন্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন এবং নাজিল করেছেন আসমানি কিতাব।'

অতএব আল্লাহর প্রতি অধিক আগ্রহী ও উৎসাহী হওয়া ব্যতীত আত্মিক পরিশুদ্ধি ও প্রশান্তি অর্জন কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ - وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾

'অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন। এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।'[১২৩]

আল্লাহর যথাযথ পরিচয় লাভের সুদূরপ্রসারী যুগান্তকারী ফলাফল

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'যে আল্লাহর যথাযথ পরিচয় লাভে ধন্য হয়েছে—

- তার জীবন হবে নির্মলতা ও আত্মিক প্রশান্তিতে আচ্ছাদিত এবং পবিত্রতার চাদরে আবৃত।
- তার একটি ব্যক্তিত্ব অর্জিত হবে এবং তার অন্তর থেকে সৃষ্টিকুলের ভয় দূর হয়ে যাবে।
- রবের সাথে তার সম্পর্কে উন্নতি হবে, অপরদিকে মানুষের সাথে সম্পর্ক ক্রমশ হ্রাস পাবে।
- আপন প্রতিপালকের সামনেই সে শুধু লজ্জিত হবে এবং তাঁকেই বড় জ্ঞান করবে এবং সর্বদা অন্তরে জাগরূক রাখবে তাঁরই ধ্যান-খেয়াল।
- বস্তুত, সে আল্লাহকেই সত্যিকারার্থে ভালোবাসবে, তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাঁকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। সব বিষয় তাঁর সন্তুষ্টির ওপর ন্যস্ত করবে।'

আগ্রহ দুপ্রকার

১. আল্লাহর দিদার, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও একান্ত আলাপ এবং তাঁর দিকেই সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকার আগ্রহ ও উৎসাহ।

২. জান্নাত ও তার অভ্যন্তরের অনন্তকালের নিয়ামতরাজি এবং উভয় জগতের কামিয়াবি লাভের আগ্রহ।

---

১২৩. সুরা আল-ইনশিরাহ : ৭-৮

অতএব, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও...

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

'অতএব, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'[১২৪]

- প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম তবারি ﵀ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'হে লোক সকল, তোমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচতে ইমানের মাধ্যমে তাঁর দয়া ও অনুকম্পার দিকে ধাবিত হও। এবং তাঁর নিরঙ্কুশ আনুগত্যের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদনে ব্রতী হও।'

- ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, (الفِرَار) শব্দের বাস্তবধর্মী মর্ম হচ্ছে, এক বস্তু থেকে অপর বস্তুর দিকে পলায়ন করা। এটি মূলত দুপ্রকার। (১.) সৌভাগ্যবানদের পলায়ন। তা হচ্ছে সবকিছুকে ফেলে রেখে আল্লাহর দিকেই ধাবিত ও অগ্রগামী হওয়া। (২.) দুর্ভাগাদের পলায়ন। তা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে পালিয়ে আসা। অর্থাৎ মহান রবের শাস্তি থেকে বাঁচতে অন্য কারও সাহায্য প্রার্থনা করা।'

- সাহল আত-তুসতারি ﵀ প্রায়শ উপদেশের সুরে স্বীয় শিষ্যদের বলতেন, 'আল্লাহ ছাড়া সবকিছুকে বাদ দিয়ে তোমরা একমাত্র তাঁরই দিকে পালিয়ে এসো।'

আল্লাহর নিকট পলায়নের কতিপয় প্রকারভেদ

শাইখ সাদি ﵀ আল্লাহর নিকট পলায়নের বিভিন্ন প্রকারভেদ চিহ্নিত করেছেন, যা নিম্নরূপ :

১. বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ—আল্লাহর সব অপছন্দনীয় বিষয় থেকে তাঁর প্রিয় বস্তুর দিকে ফিরে আসা, চাই তা প্রত্যক্ষ হোক কিংবা পরোক্ষ হোক।

---

১২৪. সুরা আজ-জারিয়াত : ৫০

২. অজ্ঞতা থেকে প্রজ্ঞার দিকে পলায়ন।

৩. কুফর থেকে ইমানের দিকে প্রত্যাবর্তন।

৪. অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের দিকে পলায়ন।

৫. অলসতা ও উদাসীনতা থেকে রবের স্মরণের দিকে পলায়ন।

৬. আল্লাহর এক তাকদির থেকে অন্য তাকদিরের দিকে পলায়ন।

- আল্লাহর নিকট পলায়নের মূল উপপাদ্য বিষয় হলো, বান্দা আল্লাহর কোনো অংশী সাব্যস্তকরণ (যেমন, মূর্তি-ভাস্কর্য কিংবা কবর পূজা ইত্যাদি, যা তিনি ব্যতীত অন্য কারও উপাসনাকেই অনিবার্য করে তোলে।) থেকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের দিকেই ফিরে আসা এবং স্বীয় রবের জন্য উপাসনা, ভয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা ও প্রত্যাবর্তন—সব বিষয় বরাদ্দ করা। যে উক্ত বিষয়াবলিকে পরিপূর্ণরূপে অর্জন করল, সে যেন পুরো দ্বীনকেই পরিপূর্ণভাবে নিজের সাথে জড়িয়ে নিল।

- ওহে, আপনি কে? যার স্বীয় রবের দিকে পলায়নের প্রয়োজনই নেই! ওহে আল্লাহর দুর্বল বান্দা, আপনি কি ভুলে গেছেন যে, নিজের লাভ-ক্ষতি কোনো কিছুরই মালিক আপনি নন? যেমন আপনি হঠাৎ সুস্থ আবার হঠাৎ অসুস্থ। জীবনযাপনের প্রাক্কালে হঠাৎ-ই বার্ধক্যে উপনীত। এখন জন্ম তো ক্ষণিক পরে আবার মৃত্যু। সর্বোপরি আপনি এমন এক দুর্বল সত্তার অধিকারী, যে কিনা কোনো ধরনের বালা-মুসিবতই সহ্য করতে পারে না। কোনো আসমানি ফয়সালা অকেজো করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম আপনি, এ হলো আপনার বাস্তব প্রকৃত অবস্থা। তো আপনি কোথায় মজে আছেন! হে বন্ধু, একটুখানি ভাবুন!

- আপনি দয়ার সাগর আল্লাহর দিকে কেনই-বা প্রত্যাবর্তন করেন না? অথচ তিনিই তো সবচেয়ে সম্মানিত ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই তো আমাদের রিজিকদাতা, আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিক। মূলত তাঁর হাতেই তো পার্থিব-অপার্থিব সব ধরনের সফলতার মূল চাবিকাঠি।

- আল্লাহর শপথ! আপনি যদি সত্যিই স্বীয় রবের দিকে পালিয়ে আশ্রয় নেন, তাহলে অবশ্যই আপনি আর্থিক স্থিরতা, সার্বিক সফলতা, প্রফুল্লতা ও প্রশান্তির স্নিগ্ধময় আভা অনুভব করবেন।

- পক্ষান্তরে যদি তাঁর থেকে পলায়ন করে অন্য কোথাও আশ্রয় নেন, তাহলে আপনি অবশ্যই দুনিয়া-আখিরাত—উভয় জগতেই সীমাহীন কষ্ট-ক্লেশ, কোণঠাসাবোধ, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাগ্য ইত্যাদি পেরেশানিতে জর্জরিত হতে থাকবেন।

- সুতরাং এমন দিন আসার আগেই পলায়ন করুন মহান প্রতিপালকের দিকে, যেদিন তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যাবর্তনের সক্ষমতা থাকবে না। তা এমন দিন, যেদিন আপনার প্রাণপাখি কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। শরীরের বাহ্যিক আবরণ থেকে প্রাণ বের হয়ে উর্ধ্বজগতে উড়াল দেবে। যেদিন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে, সেদিন আসার আগেই তাঁর দিকে পলায়নে ব্রতী হোন। কেননা, সেদিন আপনি আপনার চোখের সামনে জাহান্নামের আগুনকে টগবগ করতে দেখতে পাবেন, কিন্তু আপনার ইজ্জত, সম্মান, ধন-সম্পদ কিছুই তখন কোনো কাজে আসবে না। ফলে আপনাকে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, যার কোনো রকমের ক্ষতিপূরণ আদতে নেই। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

- আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾

'তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদের যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের

সুপারিশকারীদের দেখছি না। যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবি ছিল যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবি উধাও হয়ে গেছে।'[১২৫]

- আপনি কি শয়তানের আনুগত্য থেকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পলায়ন করছেন, না পলায়ন করছেন আল্লাহর আনুগত্য থেকে শয়তানের আনুগত্যের দিকে?

- খুব ভালো করে জেনে রাখুন, আপনার মধ্যে আল্লাহভীতির পরিমাণ অনুপাতেই তাঁর প্রতি পলায়নের হার হবে। স্বীয় রবের ভয় যার যত বেশি হবে, তার পলায়নও তার দিকে সে পরিমাণ হবে।

- মণিমুক্তোখচিত একটি অমিয়বাণী : প্রত্যেক ভয়ংকর বস্তু থেকে মানুষ পলায়ন করে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত, কেননা মানুষ তাঁকে ভয় করা সত্ত্বেও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে।

অনুপম চরিত্র গঠনের উপায়

আল্লাহর রাহে সফলতা-প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য উত্তম-অনুপম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার বিকল্প নেই। তাই শুধু অত্যধিক ইবাদত, আল্লাহর জিকির ও নিরঙ্কুশ আনুগত্য সত্ত্বেও মানুষের সাথে কারও খারাপ সম্পর্ক থাকলে ওই ইবাদত-বন্দেগির প্রকৃত সুফল ভোগ করা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। তাকে অবশ্যই রাসুল ﷺ-এর আদর্শে পূর্ণ আদর্শবান হতে হবে। (রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রের প্রশংসায়) আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

'আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।'[১২৬]

---

১২৫. সুরা আল-আনআম : ৯৪
১২৬. সুরা আল-কলম : ৪

অর্থাৎ হে সম্মানিত রাসুল, আপনি নিশ্চয় সুমহান চরিত্রের অধিকারী। আর তা হচ্ছে, কুরআনে বর্ণিত সৎ চরিত্রের যেসব সুন্দর দিক রয়েছে, সেগুলোর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কেননা, কুরআনের পরিপূর্ণ অনুকরণই ছিল মূলত রাসুললুল্লাহ ﷺ -এর আদর্শ। কুরআনের আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকাই ছিল তাঁর পবিত্র জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ও ব্রত।

• আবদুল্লাহ বিন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا

'রাসুলুল্লাহ ﷺ জন্মগতভাবে বা ইচ্ছাপূর্বক অশ্লীলভাষী ছিলেন না। তিনি এরূপ বলতেন যে, "তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।"'[১২৭]

• আবু দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ

'কিয়ামত দিবসে মুমিন ব্যক্তির আমলনামায় সুমহান চরিত্র থেকে অধিকতর কোনো ভারী বস্তু থাকবে না। কেননা, অশ্লীল ও রূঢ় স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ একদমই পছন্দ করেন না।'[১২৮]

– আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত :

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: الْفَمُ وَالْفَرْجُ.

---

১২৭. সহিহুল বুখারি : ৬০৩৫
১২৮. সুনানুত তিরমিজি : ২০০৩

'"রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে?" তিনি তদুত্তরে বললেন, "তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র।" এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করাবে?" তিনি তদুত্তরে বললেন, "জবান ও লজ্জাস্থান।"'[১২৯]

- ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'রাসুল ﷺ তাকওয়াকে উত্তম চরিত্রের সাথে একীভূত করেছেন। কেননা, তাকওয়া হচ্ছে এমন এক ফলপ্রসূ মাধ্যম, যা বান্দা ও রবের মাঝে সম্পর্কোন্নয়নের সূতিকাগার হিসেবে ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে সৃষ্টিকুলের সাথেও সুন্দর সম্পর্ক তৈরিতে উত্তম চরিত্র যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। সুতরাং একদিকে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি করে তো অন্যদিকে তা সাধারণ লোকদের সুচরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিকে ভালোবাসতে আহ্বান করে।'

উত্তম চরিত্র অর্জনের জন্য কতিপয় আবশ্যকীয় বিষয়

১. উত্তম বস্তু খরচ করা। অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে, কথা ও কাজ ইত্যাদি যেকোনো মাধ্যমে মানুষদের সাহায্য করা এবং তাদের সমূহ কল্যাণ সাধনে সর্বদা তৎপর থাকা।

২. মুসলিমদের থেকে মন্দবিষয়ক বস্তুর অপসারণ, অর্থাৎ হাত ও পা অথবা অন্য কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা মানুষকে কষ্ট না দেওয়া; বরং তাদের কষ্ট দূরীকরণে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩. প্রত্যেক মুমিন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা।

৪. নিজের মধ্যে ইমানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি জাগরূক রাখা। যেমন : ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, সহনশীলতা, অন্যের প্রতি দয়া ও উপকার, নিষ্ঠার সাথে উপাসনা, বিনয়-নম্রতা এবং যত্রতত্র ক্রোধান্বিত না হওয়া। তেমনিভাবে অহেতুক অভিসম্পাত, গালমন্দ ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা; বরং সর্বদা সত্যবাদী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পবিত্র ও অত্যধিক পরিশুদ্ধ হওয়া।

---

১২৯. সুনানুত তিরমিজি : ২০০৪

৫. নিজের সকল কর্ম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সম্পাদন করা। লোকদেখানো ও তাদের প্রশংসা অর্জনের জন্য না হওয়া। রাসুলুল্লাহ ﷺ আপন প্রতিপালকের নিকট ফরিয়াদ করতেন :

اللهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ

'হে আল্লাহ আমাকে উত্তম আমল ও উত্তম চরিত্রের দিশা দিন, যা আপনি ছাড়া কেউ দান করতে পারে না। এবং মন্দ কর্ম ও মন্দ চরিত্র থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন; কেননা, সব ধরনের মন্দ থেকে আপনি ব্যতীত কেউ বাঁচাতে পারে না।'[১৩০]

সবচেয়ে মারাত্মক রোগ

– আহনাফ বিন কায়িস ﷺ বলেন, '"আমি কি তোমাদের সর্বনিকৃষ্ট ও জঘন্য রোগের ব্যাপারে অবহিত করব না?" তদুত্তরে উপস্থিত লোকেরা বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই।" তখন তিনি বললেন, "তা হলো, মন্দ চরিত্র ও অশ্লীল জবান।"'

– রাসুলুল্লাহ ﷺ তাই সর্বদা নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতেন :

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ، وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট মন্দ চরিত্র, মন্দ কর্ম ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[১৩১]

চরিত্রের মন্দ দিকসমূহ

চরিত্রের সার্বিক নিন্দনীয় দিকসমূহ, যেমন : অহংকার, হিংসা, আত্মতুষ্টি, অন্যের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন ইত্যাদি।

---

১৩০. সুনানুন নাসায়ি : ৮৯৬
১৩১. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৯১

মন্দকর্ম : যেমন সব ধরনের অবৈধ কথাবার্তা—পরনিন্দা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, গাল-মন্দ প্রভৃতি।

তেমনিভাবে অবৈধ সব কর্মকাণ্ড, যেমন : মদ্যপান, ব্যভিচার, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, সুদ ও চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদি।

প্রবৃত্তির মন্দনীয় দিকসমূহ

- বাতিল আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করা, অর্থাৎ ওই সব আকিদা-বিশ্বাস, যা কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালিহিনের বিশ্বাসের স্পষ্ট বিপরীত, যা বিভিন্ন ভয়ংকর মতবাদের ধ্বজাধারী ব্যক্তিরা পোষণ করে থাকে। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফ তথা সাহাবা, তাবিয়িন, তাবে তাবিয়িনের লালিত বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের শিক্ষা অর্জন করতে হবে।

- মন্দ উদ্দেশ্যাবলি : কথা কিংবা কর্ম সম্পাদনে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও সন্তুষ্টি অর্জন মুখ্য উদ্দেশ্য থাকা এবং পুণ্যকর্মের মাধ্যমে পার্থিব কোনো তুচ্ছ স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্য থাকা। যেমন : নেতৃত্বের লোভ, প্রসিদ্ধি ও অন্যের প্রশংসা পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকা প্রভৃতি।

অপছন্দনীয় ও মন্দনীয় রোগব্যাধি

যথা : অন্ধত্ব, কুষ্টরোগ, পাগলামি অন্যান্য নিকৃষ্ট রোগব্যাধি। এর দ্বারা সব ধরনের রোগব্যাধি উদ্দেশ্য নয়। কেননা, ছোট-খাটো কোনো রোগব্যাধি তো মানুষের সাথে বিভিন্ন সময় লেগেই থাকে।

উত্তম চরিত্রের সংজ্ঞা

উত্তম চরিত্রের মর্ম হলো, নিজে কষ্ট সহ্য করে হলেও অন্যের কষ্ট দূরীকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

উত্তম চরিত্র হলো নিজের সব সৌন্দর্যটুকু ঢেলে দেওয়া ও মন্দা বিষয়াবলি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে রাখা।

অথবা উত্তম চরিত্র হচ্ছে, মন্দ ও সব ধরনের অশ্লীলতা থেকে মুক্ত হওয়া এবং যাবতীয় কল্যাণকর ও পুণ্য কর্ম দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করা।

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'চরিত্র হচ্ছে ধর্মের আয়নাস্বরূপ। সৎ চরিত্র বৃদ্ধি পাওয়া মানে ধর্মীয় স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পাওয়া।'
- সমস্ত উত্তম চরিত্রের উৎস সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'উত্তম চরিত্র মূলত চারটি স্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত।

১. ধৈর্য : অর্থাৎ যেকোনো অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়া, গোস্বা হজম করা, সহনশীলতা ও নম্রতা প্রদর্শন এবং যেকোনো ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও তাড়াহুড়া না করা।

২. পূত-পবিত্রতা : অর্থাৎ সব ধরনের অবৈধ, অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখা। লজ্জাশীলতাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা। কেননা, তা সব কল্যাণের আধার এবং অশ্লীলতা, কৃপণতা, মিথ্যা, পরনিন্দা, চোগলখুরি থেকে বিরত রাখে।

৩. সাহসিকতা ও বীরত্ব : এই বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিকে আত্মসম্মানবোধ, উঁচু মাপের চরিত্র ও সৎ স্বভাবের ওপর উদ্বুদ্ধ করে। এবং তা মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান ও বীরত্বের উচ্চমার্গে উপনীত করে।

৪. ন্যায়-নীতি ও নৈতিকতা : এই বৈশিষ্ট্য মানুষের চরিত্রে ভারসাম্যতা নিয়ে আসে। বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত করে মধ্যমপন্থায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ফলশ্রুতিতে তা এমন বীরত্বের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে, যা কাপুরুষতা ও মন্দনীয় বীরত্বের মাঝামাঝি অবস্থান করে। এবং চরিত্রকে সজ্জিত করে এমন সহনশীলতায়, যা অতি রাগ ও হীনতার মাঝামাঝি অবস্থান করে।'

হীন চরিত্রের মূল উৎস

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'সব নীচু চরিত্রের উৎস ও মূলভিত্তি মূলত চারটি মূলস্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১. অজ্ঞতা : যা সুন্দরকে কুৎসিত ও কুৎসিতকে সুন্দর করে চিত্রায়িত করে।

২. অন্যায়-অবিচার : কোনো বিষয় বা বস্তুকে তার আপন স্থানে না রেখে ভিন্ন স্থানে রাখা। তাই সে সন্তুষ্টির জায়গায় ক্রোধান্বিত হয় এবং

আক্রোশের জায়গায় সন্তুষ্ট হয়, তেমনিভাবে খরচের জায়গায় কৃপণতা করে এবং কঠোরতার সময় নম্রতা প্রদর্শন করে। আবার বিনয়ের ক্ষেত্রে অহংকারী হয়ে ওঠে।

৩. কামপ্রবৃত্তি : তা মানুষকে লোভ-লালসা ও সব ধরনের নীচু মানের কাজের প্রতি উৎসাহিত করে।

৪. ক্রোধ ও আক্রোশ : তা অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও বোকামির জন্ম দেয়।

- অতএব সব ধরনের নীচু স্বভাব—একটা অপরটার উদ্রেক ঘটায়, যেভাবে উত্তম চরিত্র—একটির ফলে অপরটি বিকাশিত হয়।

লৌকিকতা উদ্দীপক উপাদানসমূহ

লৌকিকতা এমন এক বিষয়, যার ভয়াবহতার ব্যাপারে জীবনের বিভিন্ন বাঁকে ও প্রেক্ষিতে বারবার বলার পরও এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয় না। বরং আমাদের সব কর্মকাণ্ডে একনিষ্ঠতা নিশ্চিত করেই এ ব্যাপারে সদা সজাগ থাকা উচিত। আমরা কিন্তু এ কারণে অন্য কর্মগুলোকে লৌকিকতার ভয়ে একেবারে বাদ দিতে বলছি না। কেননা, তাও কিন্তু দুরাচার শয়তানের কূটচালের অংশবিশেষ; বরং আমাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যেন তাদের সব কর্মকাণ্ডে একনিষ্ঠতাকেই সর্বদা পুঁজি করে রাখে, লৌকিকতা পরিহার করে এবং খুব ভালোভাবেই এর থেকে সতর্ক থাকে।

- আল্লাহ তাআলা লৌকিকতাকে মুনাফিকদের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন :

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

'অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের সাথে প্রতারণা করে। বস্তুত তারা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।'[১৩২]

- ইবনে কুদামা মাকদিসি ﷬ বলেন, 'লৌকিকতার মূল উৎস হচ্ছে, নেতৃত্বের লোভ ও সম্মানের লালসা, যদি তা বিশ্লেষণ করা হয়, তখন তা তিনটি প্রধান প্রধান উৎসে বিভাজিত হয়।

১. প্রশংসার লোভ। ২. মানুষের ভর্ৎসনার ভয়। ৩. লোকের আওতাধীন বিষয়াদির প্রতি লোভ-লালসা।'

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদিসেও এর স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন আবু মুসা আশআরি ﷬ বলেন :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ: يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

'একদা জনৈক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর নিকট এসে বলল, "কেউ লড়াই করে গোত্রপ্রীতির জন্য, কেউ বীরত্বের জন্য, আবার কেউবা লোক দেখানোর জন্য; উক্ত ব্যক্তিদের মধ্য হতে কে আল্লাহর রাস্তায় বলে গণ্য হবে?" তদুত্তরে তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য লড়াই করে, মূলত সেই আল্লাহর রাস্তায় বলে গণ্য হবে।"'[১৩৩]

সুতরাং يُقَاتِلُ حَمِيَّةً এর ব্যাখ্যা হলো, যে নিজ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ভর্ৎসনার ভয়ে লড়াই করে।

---

১৩২. সুরা আন-নিসা : ১৪২
১৩৩. সহিহুল বুখারি : ৭৪৫৮, সহিহু মুসলিম : ১৯০৪

يُقَاتِلُ شَجَاعَةً বীরত্বের জন্য লড়াইয়ের মর্ম হচ্ছে, যেন তার জানবাজির কারণে তার স্মৃতিচারণ ও শাহাদাতের প্রশংসা করা হয়।

يُقَاتِلُ رِيَاءً এর ব্যাখ্যা হলো, মানুষ যেন তার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব স্বচক্ষে দেখে নেয়। আর সেটাই মূলত অন্তরে নেতৃত্বের সুপ্ত লিপ্সা জাগিয়ে তোলে।

- আবার অনেক সময় প্রশংসা ও স্তুতির লোভ না থাকলেও মানুষের ভর্ৎসনার ভয় অন্তরে ঠিকই জাগরূক থেকে যায়। যেমন যদি কেউ তাকে বলে, লোকটা বীরদের মাঝে আস্ত একটা কাপুরুষ! তখন সে অন্তত লোকদের নিন্দা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণপণ লড়াই করে। তেমনিভাবে সঠিক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞতার নিন্দা থেকে বাঁচার নিমিত্তে অন্ধভাবে ফতওয়া দিয়ে দেয়। উক্ত তিনটি বিষয় লৌকিকতা সৃষ্টিতে অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা রাখে।

লৌকিকতার চিকিৎসা

সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, লৌকিকতা হচ্ছে এমন এক ভয়ংকর বিষয়, যা সব পুণ্যকমর্কে বিনষ্ট করে দেয়। এবং এটাই আল্লাহর শাস্তিতে নিপতিত হওয়ার মূল কারণ।

১. স্মরণ রাখবে যে, মানুষের প্রশংসা ও ভর্ৎসনা রবের দরবারে কিয়ামত দিবসে কোনো কাজেই আসবে না।

২. আর অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল রাখবে যে, বান্দা নিজের কোনো লাভ বা ক্ষতি সাধন করতে পারে না। এবং নিজের রিজিক ও আয়ু বৃদ্ধিতে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না।

৩. এই বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ-ই মূলত রিজিকের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার মাধ্যমে অন্তরসমূহকে পরিচালনা করে থাকেন। তিনি ছাড়া কেউ রিজিকদাতা নেই।

৪. জেনে রেখো, যে তাঁর সৃষ্টির কাছে ধরনা দেবে, সে অবশ্যই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। সুতরাং একটু অবাক দৃষ্টিতে লক্ষ করুন যে,

লৌকিকতা প্রদর্শনকারী কীভাবে মিথ্যা আশা ও বিভ্রান্তির মাধ্যমে আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর নগণ্য সৃষ্টিকুলের শরণাপন্ন হয়!

৫. উপকারী চিকিৎসা থেকে অন্যতম হচ্ছে, অন্তরকে উপাসনার গোপনীয়তার ওপর অভ্যস্ত করে তোলা। তা প্রাথমিকভাবে একটু কষ্টকর হলেও ক্রমান্বয়ে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে কেউ যদি অনুশীলনে ব্রতী হয়, তার কাঁধ থেকে সেই বোঝা অচিরেই হালকা হয়ে যাবে। এবং সে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং বান্দার জন্য কঠোর পরিশ্রম ও কঠিন মুজাহাদা করা একান্ত অপরিহার্য। (আল্লাহ-ই তাওফিকদাতা)

- যখন কেউ উচ্চ ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করবে, তার লৌকিকতার আগ্রহ-উদ্দীপনা বহুলাংশে হ্রাস পেতে থাকবে। এবং আন্তরিকভাবে সে আল্লাহর দিকেই মনোযোগী হবে। কেননা, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই কখনো এমন কোনো বিষয়ে আগ্রহী হয় না, যার লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি।

ইবাদতে গোপনীয়তার কতিপয় নিদর্শন ও বিচিত্র কিছু দৃষ্টান্ত

– একসময় মদিনাবাসীরা খুব স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ করত, কিন্তু তাদের জীবিকা সরবরাহের উৎস সম্পর্কে তেমন কেউ সম্যক অবগত ছিল না। কিন্তু যখন আলি বিন হুসাইন ﷺ ইনতিকাল করলেন, তাদের জীবিকা সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা তাঁর লাশের নিকট গমন করলে তাঁর পৃষ্ঠদেশে এমন কতিপয় দাগ দেখতে পেল, যা দুঃস্থ মানুষের খাবার বহনের কারণে লেগেছিল। লোকজন তা দেখে হত-বিহ্বল হয়ে গেল।

– ইসা ﷺ বলতেন, 'যখন তোমাদের কেউ রোজা রাখে, সে যেন মানুষের সামনে বের হওয়ার সময় দাড়িতে তেল মালিশ করে এবং ঠোটদ্বয় আলতো স্পর্শ করে, যা দেখে মানুষ মনে করে যে, সে তো রোজাদার নয়।'

– মুআবিয়া বিন কুররা ﷺ বলেন, 'আমাকে এমন ব্যক্তির সন্ধান কি কেউ দেবে? যে রাতের বেলায় অধিক ক্রন্দনশীল, অথচ দিনের বেলায় সদা হাস্যোজ্জ্বল।'

– ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আজ-জুহদ'-এর মধ্যে লেখেন, 'আবু ওয়াইল নামক জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি যখন নিজ বাসায় নামাজে দাঁড়াতেন, তখন ক্রন্দনের দরুন কণ্ঠস্বর গলায় আটকে যেত।'

– ইবনে কুদামা ﵀ বলেন, 'লৌকিকতার ভয়ে কোনো পুণ্যকর্ম ছেড়ে দেওয়া কোনোভাবেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেননা, তাও মূলত বিভ্রান্তির কূটচালের অংশবিশেষ।'

– ইবরাহিম নাখয়ি ﵀ বলেন, 'নামাজরত অবস্থায় শয়তান এসে কাউকে যদি এভাবে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তুমি লৌকিকতাপূর্ণ উপাসনায় লিপ্ত আছ। সে যেন উক্ত নামাজকে অধিক দীর্ঘায়িত করে।'

শয়তানের কুমন্ত্রণার দাঁতভাঙা জবাব

মুহাম্মাদ বিন ওয়াইস ﵀ বলেন, 'একদা ওয়াইস আল-করনি ﵀ জনৈক ব্যক্তিকে নামাজে ব্যতিক্রমভাবে বারবার ওঠাবসা করতে দেখলেন, তখন এই অদ্ভুত অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে লোকটি বলল, "যখন আমি দণ্ডায়মান হই, তখন শয়তান এসে আমাকে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তুমি লোক-দেখানো নামাজ পড়ছ, তখন আমি বসে যাই, অতঃপর আমার আত্মা আমাকে আবার নামাজে টেনে নিয়ে যায়। সুতরাং যখন আমি আবার নামাজে দণ্ডায়মান হই, তখনও ওই দুরাচার পূর্বানুরূপ লৌকিকতার কুমন্ত্রণায় আমাকে দগ্ধ করে, তখন আমি আবারও বসে যাই। এবার শয়তান ভিন্ন আঙ্গিকে কুমন্ত্রণার চেষ্টা করে বলে, তুমি কি একাকী নামাজ পড়লে অনুরূপভাবে যত্নসহকারে নামাজ আদায় করো? তখন আমি বলি, হ্যাঁ অবশ্যই, তখন সে নিরুপায় হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, আচ্ছা তুমি নামাজ পড়ো, তোমাকে তো আর বশ করা গেল না।"'

হে প্রিয় মুমিন ভাই, সর্বদা শয়তানের সাথে বিরোধিতা ও তাকে অস্বীকারের পলিসি অবলম্বন করুন। কারণ সে কখনো আপনার কল্যাণকামী ও অনুগ্রহশীল হয়ে আপনার কাছে আসে না।

এমনকি লৌকিকতা থেকে ভীতিপ্রদর্শনের সময়ও তার সৎ উদ্দেশ্য থাকে না; বরং সে এর অন্তরালে আপনাকে সব পুণ্যকর্ম থেকে লৌকিকতার ভয় দেখিয়ে বঞ্চিত রাখতে চায়—যে সৎকর্মগুলো আপনাকে স্বীয় রবের নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত করতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রাখে।

সুতরাং হে প্রিয় দ্বীনি ভাই, আল্লাহর কাছে অধিক হারে কাকুতি-মিনতি করে বিগলিতভাবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুন। যেন আল্লাহ অন্তর থেকে অহংকার, লৌকিকতা, প্রশংসা ও প্রসিদ্ধির লোভ-লালসা সম্পূর্ণরূপে বের করে দেন।

নিম্নোক্ত দুআটি সর্বদা পাঠ করতে থাকুন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট জেনেশুনে শিরক করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং অজ্ঞাতসারে কৃত শিরক থেকে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'[১৩৪]

আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্তরের শূন্যতা

ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'কোনো মুমিন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের উপস্থিতিতে ইবাদত করতে পছন্দ করে না, যতক্ষণ না তার অন্তর স্বীয় রবের স্মরণ থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহর স্মরণে মশগুল অন্তর অনিবার্যভাবে মাখলুক থেকে পলায়ন করে এবং নির্জনে থাকতে অধিক ভালোবাসে; কিন্তু যখনই আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন সে সৃষ্টিকুলের স্তুতি ছাড়া অন্য কিছুই দেখে না। ফলে সে তখন তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে সব কাজ সম্পাদন করে। যার ফলে অজান্তেই সে বিধ্বংসী লৌকিকতার দরুন নিপতিত হতে থাকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ।

১৩৪. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৭১৬

মুমিনের অতি প্রয়োজনীয় গুণাবলি

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

'তারা তাওবাকারী, ইবাদতকারী, শোকরগুজার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎ কাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী এবং আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহের হিফাজতকারী। আর সুসংবাদ দাও ইমানদারদের।'[১৩৫]

উক্ত গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান। এই পবিত্রময় গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তির জীবন কতই না সুন্দর, নির্মল ও স্নিগ্ধময় জান্নাতের সুবাসে সুবাসিত।

প্রিয় পাঠক, বাস্তবে উল্লিখিত প্রত্যেকটি গুণই একেকটি পূর্ণ প্রশিক্ষণ কোর্স ও লেকচারের দাবি রাখে। কিন্তু বুদ্ধিমানের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

- এখানে আল্লাহ তাআলা মুমিনের যে নয়টি গুণ নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা সকলের গভীরভাবে উপলব্ধি করে উত্তম গুণাবলি দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করাই হবে বাঞ্ছনীয়। কেননা, এসব গুণে গুণান্বিত হওয়ার ভিত্তিতেই তো সফলতার সোপানে আরোহণ করা যায়।

- প্রথম বৈশিষ্ট্য : তাওবাকারী, অর্থাৎ সকল পাপাচার থেকে তাওবা করা ও সর্বদা তাওবার সাথে লেগে থাকা।

আপনি কি অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছেন?

হে প্রিয় ভাই, তাওবাকে আপনার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নিন, যেমনিভাবে রাসুল ﷺ তাওবাকে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য

---

১৩৫. সুরা আত-তাওবা : ১১২

অংশে পরিণত করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ، فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ، مَرَّةٍ

'হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো। কেননা, আমি দৈনিক ১০০ বার তাওবা করি।'[১৩৬]

– শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'আল্লাহ তাআলার প্রকৃত উপাসক ও তাঁর খাঁটি প্রেমিকমাত্রই প্রতিটি মুহূর্তে ইসতিগফারের মুখাপেক্ষী।'

- দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : আল্লাহর নির্ভেজাল দাসত্ব ও তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের গুণে গুণান্বিত, চাই তা আবশ্যকীয় আদশে হোক কিংবা অনাবশ্যকীয় মুস্তাহাব ইত্যাদিতে হোক। এভাবেই বান্দা স্বীয় রবের খাঁটি উপাসক ও তাঁর একনিষ্ঠ গোলামদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

- তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : প্রশংসাকারী, অর্থাৎ যে সুখে-দুঃখে সর্বদা স্বীয় রবের স্তুতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, সাথে সাথে তার ওপর আল্লাহর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ামতরাজি এবং তাঁর করুণার কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে। এবং দিবা-রাত্রি জিকিরের মাধ্যমে স্বীয় রবকে স্তুতি ও প্রশংসার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করে।

- চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : রোজাদার কিংবা মুসাফির; সিয়াহাতুন শব্দের মর্ম হচ্ছে রোজা অথবা জ্ঞানান্বেষণের জন্য ভ্রমণে বের হওয়া। অথবা এর মর্ম হচ্ছে, যাদের অন্তর সর্বদা আল্লাহর পরিচয় লাভ, তাঁর ভালোবাসা ও তাঁর প্রতি সার্বিক আনুগত্য প্রদর্শনের পবিত্র উদ্যানে চষে বেড়োয়।

– তবে বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হচ্ছে, নৈকট্য লাভের সব স্পটে ভ্রমণ করা, যেমন : হজ, উমরা, জিহাদ, জ্ঞানান্বেষণ ও নিকট আত্মীয়দের কল্যাণকামিতায় তাদের নিকট গমন ইত্যাদি।

---

১৩৬. সহিহু মুসলিম : ২৭০২

- পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : যারা রুকু করে ও সিজদাবনত হয়। অর্থাৎ যারা রুকু-সিজদা সম্বলিত নামাজ আদায়ের ব্যাপারে অত্যধিক যত্নশীল।
- সপ্তম ও অষ্টম বৈশিষ্ট্য : সৎ কাজের আদেশকারী। যেখানে আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় মুস্তাহাবজাতীয় সব ধরনের ইবাদত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অসৎ কাজ থেকে বারণকারী অর্থাৎ যেসব কাজ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ নিষেধ করেছেন, তা থেকে সৃষ্টিকুলকে বারণ করা।
- নবম বৈশিষ্ট্য : আল্লাহর সীমারেখার যথাযথ সংরক্ষণকারী। অর্থাৎ রাসুল ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ সব ধরনের বিধিবিধান শিক্ষা করার মাধ্যমে তা বাস্তবায়নে যারা ব্রতী হয় এবং উক্ত কাজে সার্বক্ষণিকভাবে নিজেকে জড়িয়ে রাখে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

'মুমিনদের সুসংবাদ প্রদান করুন।'[১৩৭]

এখানে সুসংবাদটির কথা আল্লাহ তাআলা উহ্য রেখেছেন। যেন পার্থিব-অপার্থিব সব প্রতিদানকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। অতএব সুসংবাদ তো প্রত্যেক মুমিনের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু এর স্বরূপ ও পরিমাণ তাদের ইমানের বলিষ্ঠতা অনুপাতে হবে।

– ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, 'যে ব্যক্তি উক্ত নয়টি গুণে গুণান্বিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় বলে গণ্য হবে।' (সূত্র : তাফসিরে সাদি সংক্ষেপিত)

---

১৩৭. সুরা আল-আহজাব : ৪৭

আখিরাতে কল্যাণ-প্রত্যাশী ব্যক্তি তার সফলতার সোপানে উড্ডয়নের সময় একস্থান থেকে অন্যত্র উন্নতির প্রাক্কালে সবচেয়ে বেশি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়। এবং পুণ্যকর্মের সুউচ্চ মার্গে আরোহণের ক্ষেত্রে ধৈর্যের চেয়ে বড় উপাদান অন্য কোনো বস্তু নেই। যেমন দুর্গম পাহাড়ে আরোহণকারী ব্যক্তি, এর জন্য ধৈর্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হয়, যেন মধ্যখানে এসে আবার ফিরে যেতে না হয়।

কুরআনে ধৈর্যশীলতার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা প্রায় নব্বই জায়গায় ধৈর্যের আলোচনা করেছেন। এবং সব কল্যাণ ও মর্যাদাকে তার দিকেই সম্বন্ধ করেছেন। সর্বোপরি সব কল্যাণের আধার হিসেবে ধৈর্যকে চিত্রায়ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

> 'যারা ধৈর্যধারণকারী, তাদেরকে তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে অপরিমিত।'[১৩৮]

শাইখ সাদি ﷺ বলেন, 'প্রতিদানের বিষয়টি ধৈর্যের সব প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন :

- পূর্বনির্ধারিত কষ্টদায়ক ভাগ্যলিপির ওপর ধৈর্যধারণ কালে সে আর অসন্তুষ্ট হবে না।
- তেমনিভাবে গুনাহ হতে সবরকালে সে আর তাতে লিপ্ত হয় না।
- আনুগত্যের ওপর ধৈর্যকালে সে তা পালন করেই ছাড়ে, যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন।

বস্তুত, এ কারণেই তো আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের অসংখ্য-অগণিত প্রতিদানে ভূষিত করেন। কোনো ধরনের হিসাব ছাড়া, অর্থাৎ কোনো কষ্ট

১৩৮. সুরা আজ-জুমার : ১০

ও পরিমাণ ছাড়া দান করেন। আর তা শুধু ধৈর্যের গুরুত্ব ও অভাবনীয় ফলাফলের কারণেই দিয়ে থাকেন। বস্তুত, ধৈর্য সব বিষয়ে সহায়তাকারী একটি বিষয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾

'আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো, তাহলে তা ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম।'[১৩৯]

– হাসান বসরি ﵀ বলেন, 'ধৈর্য হচ্ছে জান্নাতের খনিগুলোর অন্যতম। আল্লাহ তাআলা তা একমাত্র তাঁর অতিশয় নৈকট্যশীল বান্দাদের দান করে থাকেন।'

ধৈর্যের প্রকারভেদ

১. আনুগত্যে ধৈর্যশীলতা : বান্দা তিনটি অবস্থায় উক্ত ধৈর্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়।

– প্রথম অবস্থা : ইবাদতের পূর্বে, আর তা হচ্ছে নিয়ত বিশুদ্ধকরণ ও সব ধরনের লৌকিকতার গন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্ঠার সাথে উপাসনা করা।

– দ্বিতীয় অবস্থা : ইবাদতরত অবস্থায় অর্থাৎ ইবাদতের মাঝখানে যেন কোনোভাবেই উদাসীনতা ও অলসতা গ্রাস না করে, যার ফলে ইবাদতের সুন্নাত ও আদবের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অপরিপূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়।

– তৃতীয় অবস্থা : ইবাদত সম্পাদনের পর, আর তা হচ্ছে ইবাদতটি প্রসিদ্ধি ও লৌকিকতা থেকে মুক্ত থাকা। তেমনিভাবে ওই সব ভয়ংকর বস্তু থেকে ইবাদতকে পূত-পবিত্র রাখা, যা তাকে সম্পূর্ণ বা আংশিক বিনষ্ট করে দেয়।

২. পাপাচারের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ : এই ধৈর্যের প্রতি বান্দার মুখাপেক্ষিতার অন্ত নেই। কেননা, তা সব ধরনের পাপাচার ও অবাধ্যতা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। যেমন : ব্যভিচার, মদপান, ধূমপান, অবৈধ জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত, পরনিন্দা, গালমন্দ ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম হাতিয়ার।

---

১৩৯. সুরা আন-নাহল : ১২৬

৩. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ : যেমন প্রিয়জনের আকস্মিক মৃত্যু, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়া এবং মানুষের পক্ষ থেকে কথা কিংবা কর্মের নির্যাতন ইত্যাদি কঠিনতম মুহূর্তে ধৈর্যধারণ।

- সুতরাং ধৈর্যকে দশ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. অবাধ্যতার ওপর ধৈর্যধারণ, ২. ফরজ বিধান আদায়ের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ, ৩. কামভাব ও প্রবৃত্তির তাড়নার ওপর ধৈর্যধারণ, ৪. যন্ত্রণার ওপর ধৈর্যধারণ, ৫. দারিদ্র্যের ওপর ধৈর্যধারণ, ৬. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ, ৭. লোকদের নির্যাতনের ওপর ধৈর্যধারণ, ৮. নিজের কামনা-বাসনার ওপর ধৈর্যধারণ, ৯. অহেতুক বকবক করা থেকে বিরত থাকতে ধৈর্যধারণ, ১০. নফলের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ।

- উল্লিখিত যেকোনো একটি কাজ সম্পাদনে কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করা সত্ত্বেও তা যথাযথভাবে আদায় করার অর্থ হলো আপনি উক্ত কাজ সম্পাদনে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। আর যে কাজ সম্পাদনে কোনো রকমের ক্লান্তি ও কষ্টের ভোগান্তি পোহাতে হয় না, উহা ধৈর্যের আওতাভুক্ত নয়। কেননা, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি বিশেষ সহযোগিতা ও দানস্বরূপ। কারণ, তাতে রয়েছে একদিকে কষ্টের বোঝা না থাকা, অপরদিকে আল্লাহপ্রদত্ত সাহায্যের স্বাদ আস্বাদন।

বিপদাপদ পাপ ও গুনাহকে মোচনকারী

– রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا يَزَالُ البَلَاءُ بِالمُؤْمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

'মুমিন বান্দা-বান্দি নিজে, নিজের সন্তানসন্ততি ও ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে একের পর এক বিপদে আক্রান্ত হতে থাকে, একপর্যায়ে সে আল্লাহর নিকট এমন অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, তার আর কোনো গুনাহই অবশিষ্ট থাকে না।'[১৪০]

১৪০. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৯৯

– রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

'কোনো মুসলিম যেকোনো কষ্ট-ক্লেশ, দুঃশ্চিন্তা, পেরেশানি ও নির্যাতনের সম্মুখীন হোক না কেন, এমনকি পথ চলতে সামান্যতম কাঁটাবিদ্ধ হলেও প্রত্যেক বিপদের পরিবর্তে একটি করে পাপ মোচন করে দেওয়া হয়।'[১৪১]

জ্ঞান ও জ্ঞানীদের বিশেষ মর্যাদা

আখিরাতের সর্বোচ্চ সোপানে চড়তে ও সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করতে দ্বীনি ইলমের বিকল্প নেই। কেননা, এটিই সর্বোত্তম ও সহজতর পন্থার দিশা দেয়। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই ইলম অন্বেষণের অসংখ্য-অগণিত নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে। ইলমের মহাফজিলতের বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের মুখনিঃসৃত বাণীর আলোকে একটি অতি প্রসিদ্ধ ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

'বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?'[১৪২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার ও জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন।'[১৪৩]

---

১৪১. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪১
১৪২. সুরা আজ-জুমার : ৯
১৪৩. সুরা আল-মুজাদালা : ১১

মুআবিয়া ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।'[১৪৪]

আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

'আর যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে পথ চলে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।'[১৪৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ

'"একজন (মূর্খ আবিদ) ইবাদতগুজার বান্দার তুলনায় একজন আলিমের মর্যাদা এত বেশি, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্ন মর্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তির ওপর।" অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, "ফেরেশতা ও আসমান জমিনের সব অধিবাসীরা; এমনকি গর্তের পিঁপড়া থেকে শুরু করে সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত মানুষদের ইলম শিক্ষাদানকারী ব্যক্তির জন্য কল্যাণের দুআ করতে থাকে।"'[১৪৬]

---

১৪৪. সহিহুল বুখারি : ৭১
১৪৫. সহিহ্ মুসলিম : ২৬৯৯
১৪৬. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৮৫

- সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন, 'যার জ্ঞান যত বাড়বে, আল্লাহর নিকট তার নৈকট্যশীলতাও তত বৃদ্ধি পাবে।'

- সুতরাং হে দ্বীনি ভাই, স্বল্প পরিসরে হলেও জ্ঞান অন্বেষণের জন্য আপনার একটি রুটিন থাকা চাই। কেননা, যদি আপনি প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে ইলম অর্জনে সময় ব্যয় করেন, তাহলে মাসিক ত্রিশ ঘণ্টা হয়ে যাচ্ছে। যার সুদূরপ্রসারী ফলাফল ও অসামান্য উপকারিতা একটু পরে দৃষ্টিগোচর হবে ইনশাআল্লাহ।

- যেমন আপনি দৈনিক পাঁচটি আয়াত তাফসিরসহ তিলাওয়াত করলেন, তাহলে মাসিক আপনার দেড়শর মতো আয়াত মর্মসহ শেখা হয়ে যাচ্ছে।

- তেমনই দৈনিক এভাবে পাঁচটি হাদিস যদি খুবই অল্প সময়ে পড়ে নেন, মাস শেষে দেখা যাচ্ছে দেড়শর অধিক হাদিস আপনার পড়া হয়ে যাচ্ছে।

- তেমনিভাবে যদি দৈনিক পাঁচটি শরয়ি সমাধান কিংবা ফতওয়া অধ্যায়ন করেন, মাসিক আপনার দেড়শর মতো ফতওয়াও আত্মস্থ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হতে হবে ধারাবাহিক ও পাঠ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত নোট তৈরির মাধ্যমে।

- এভাবে চলতে থাকলে কুরআনের আয়াত ও এর ব্যাখ্যাবলি, হাদিস ও এর ব্যাখ্যা এবং দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে আহলে ইলমদের শরয়ি সমাধান ইত্যাদি অর্জনের এক বিরাট ভান্ডার আপনার কাছে সংরক্ষিত হয়ে যাবে।

- এভাবে আপনার জীবনে ইলম, দ্বীনি বুঝ, সভ্যতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর সফলতা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে। এমনকি একসময় আপনি সবকিছু জেনেবুঝে ইবাদতের গূঢ় রহস্য উৎঘাটন করতে পারবেন এবং (আরও মনোযোগী হয়ে) উপাসনা করার স্বাদ লাভ করবেন। ওই সব ব্যক্তির উপাসনার মতো আপনার উপাসনা হবে না, যার ভিত্তিই হচ্ছে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা বা অন্ধতার ওপর প্রতিষ্ঠিত—যেমন বর্তমানের অধিকাংশ মুসলিমদের অবস্থা!

- আপনি যদি অধিকাংশ লোকদের ইমানের ছয়টি রোকন ও এর ব্যাখ্যা, কিয়ামতের আলামত, কবর, পুলসিরাত, আমলনামা, হাওজে কাওসার, জান্নাত-জাহান্নাম, তেমনিভাবে অজুর ফরজ ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ, মোজার ওপর মাসেহ ও নামাজের রুকন, ওয়াজিব-সুন্নাত-মুস্তাহাব এবং তার সৃষ্টিকর্তার নাম ও গুণাবলির অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, দেখবেন—অধিকাংশ লোকই কোনো উত্তর দিতে পারে না, অধিকন্তু মূর্খ লোকের মতো হা করে তাকিয়ে থাকে। বরং আপনি যদি তাদের শুধু সুরা ফাতিহা, সুরা ফালাক, সুরা নাস, আত্তাহিয়্যাতু, সিজদার পাঠ্য দুআর ব্যাখ্যা; এভাবে রাসুল ﷺ-এর জীবনী, তাঁর নাম ও গুণাবলি, তাঁর যুদ্ধসমূহ, পরিবার ও স্ত্রীগণের সাথে তাঁর জীবনযাপন, তেমনই তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে দেখবেন—অনেকেই কোনো কিছু বলতে পারে না।

- এখানে কতেক বইয়ের সন্ধান দিচ্ছি। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, তারা যেন বইগুলো অধ্যয়ন করেন।

ক. مختصر الفقه الإسلامي (মুখতাসারুল ফিকহিল ইসলামি) যা শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আত-তুয়াইজিরি কর্তৃক রচিত। এই কিতাবটিতে লেখক আকিদা, আদব, ফিকহ ও অন্যান্য জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

খ. شرح رياض الصالحين (শারহু রিয়াজিস সালিহিন) শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন কর্তৃক রচিত।

গ. আবু বকর আল-জাজায়িরি ও শাইখ সাদির তাফসিরে সাদিও সুখপাঠ্য।

ঘ. ডক্টর উমার আশকারের سلسلة العقيدة (সিলসিলাতুল আকিদা) কিতাবটিও সর্বসাধারণের জন্য উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ।

এসব কিতাব অধ্যায়নের পর আপনি বিস্মিত নয়নে লক্ষ করবেন যে, শরয়ি জ্ঞান আল্লাহর কত বড় নিয়ামত ও তাঁর বিশেষ দান।

আলিমের সঠিক স্বরূপ রূপায়ণ

সুফইয়ান বিন উয়াইনা ﷺ বলেন, 'আলিম শুধু মন্দ থেকে কল্যাণকে পৃথক করতে সক্ষম ব্যক্তির নাম নয়। বরং সত্যিকারের আলিম তো হচ্ছেন তিনি, যিনি কল্যাণকর বিষয় চেনামাত্রই তা অনুসরণ করেন এবং মন্দের পরিচয় লাভমাত্রই তা থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট থাকেন।'

হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'যে জ্ঞানের দিক থেকে সবার ঊর্ধ্বে, আমলের ক্ষেত্রেও তার সবার ঊর্ধ্বে থাকাই বাঞ্ছনীয়।' তেমনিভাবে তিনি আরও বলেন, 'কোনো ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত থাকলে তার সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চলাফেরায় সবক্ষেত্রে ইলমের গভীর ছাপ ও নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।'

আবু হাতিম ﷺ বলেন, 'কোনো আলিম সত্যিকারার্থে আলিম হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার ভেতর তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

১. নিজ থেকে নীচু ব্যক্তিকে ঘৃণা বা হেয় প্রতিপন্ন না করা।

২. তার থেকে উঁচু মর্যাদাবিশিষ্ট লোকদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ না রাখা।

৩. তার আমলের বিনিময়ে দুনিয়া অর্জন না করা। অর্থাৎ দুনিয়াকে কোনো ক্ষেত্রেই প্রাধান্য না দেওয়া।'

ফকিহ কে?

– হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'ফকিহ হচ্ছেন তিনি, যিনি দুনিয়াবিমুখ; অথচ আখিরাতের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আগ্রহী। তার পাপাচারের ব্যাপারে অধিক দৃষ্টিসম্পন্ন ও জ্ঞাত। সর্বোপরি আপন প্রতিপালকের উপাসনায় সর্বদা লিপ্ত। উক্ত ব্যক্তিই হচ্ছেন প্রকৃত ফকিহ।'

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হতে হবে উচ্চ সংকল্পকারী

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ - أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾

'অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তাঁরাই নৈকট্যশীল বান্দা।'[১৪৭]

শাইখ সাদি ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অর্থাৎ যারা পৃথিবীতে থাকাবস্থায় কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন, জান্নাতে প্রবেশের দরুন আখিরাতে একমাত্র তারাই অগ্রগামী ও সফলকাম। তারাই জান্নাতে আল্লাহর অতি নৈকট্যশীল, যারা বিশাল বিশাল দৃষ্টিনন্দন সুউচ্চ অট্টালিকার সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ، قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكِرَاتُ

'"মুফরিদগণ অগ্রগামী হয়েছে।" সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, মুফরিদগণ কারা?" তদুত্তরে তিনি বললেন, "অধিক হারে আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও নারীগণ।"'[১৪৮]

- মানাবি ﷺ বলেন, 'সাবাকাল মুফরিদুন'-এর ব্যাখ্যা হলো, যারা লোক চক্ষুর অন্তরালে আল্লাহর উপাসনায় একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করেছেন, ফলে তারা সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান লাভে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন।'
- উচ্চ সংকল্পের অধিকারী বলতে অধিকাংশ লোক সমাজে ইজ্জত-সম্মান, যশখ্যাতিসম্পন্ন সর্বোচ্চ সার্টিফিকেটধারী, কোটিপতি ইত্যাদি দুনিয়াবি উপাধিতে ভূষিত ব্যক্তিকে বুঝে থাকে। অথচ লোকেরা ঘুণাক্ষরেও

---

১৪৭. সুরা আল-ওয়াকিয়া : ১০-১১
১৪৮. সহিহ্ মুসলিম : ২৬৭৬

খেয়াল করে না যে, ওই সব দুনিয়াদার ব্যক্তি কতই না নিঃস্ব ও মিসকিন প্রকৃতির। আল্লাহর শপথ, এমন ব্যক্তি সর্বনিঃস্ব। কেননা, তার এই দুর্বল জ্ঞান-বুদ্ধি তার চিন্তা-চেতনার অসহায়ত্বকে নির্দেশ করে এবং তার বাস্তব জ্ঞানের স্বল্পতা ও সংকীর্ণতারই প্রমাণ বহন করে।

- এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে মুমিনের একমাত্র দায়িত্ব এবং তাদের সুউচ্চ লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষিত বিষয় শুধু আল্লাহর একনিষ্ঠ উপাসনা ও দাসত্বই হওয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

'আর আমি মানুষ ও জিনজাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।'[১৪৯]

- সুতরাং আল্লাহর ইবাদতের মতো এত বড় ও সুমহান লক্ষ্যে সফলতা পেতে হলে কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকারের বিকল্প নেই। কেননা, উচ্চ সংকল্পের মর্মই হচ্ছে, আল্লাহর নৈকট্য লাভে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

- সতর্কতা : আমাদের উদ্দেশ্য দুনিয়াবি সার্টিফিকেট, পদ-পদবি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বাধা সৃষ্টি নয়; বরং আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থ হাসিলের জন্য আমরা যেভাবে ঘাম ঝরানো কঠোর পরিশ্রম করতে কার্পণ্য করি না, ঠিক তেমনিভাবে অনন্ত-অসীম পারলৌকিক জীবনে সফলতার জন্যও যেন আমরা নিজ শরীরকে কঠোর কষ্ট-ক্লেশের মাধ্যমে ক্লান্ত-শ্রান্ত করি। ঘাম ঝরানো পরিশ্রম থেকে কখনো নিজেদের অব্যাহতি না দিই।

- হে প্রিয় দ্বীনি ভাই, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জনের জন্য আপনার সবচেয়ে প্রিয় ও মূল্যবান বস্তু বিসর্জন দেওয়ার মতো মহাসংকল্প কি করেছেন? একটু চিন্তা করুন।

---

১৪৯. সুরা আজ-জারিআত : ৫৬

কে সবচেয়ে উচ্চ সংকল্পের অধিকারী?

রাগিব ইসপাহানি বলেন :

– সত্যিকারার্থে ওই ব্যক্তিই সবচেয়ে উচ্চ সংকল্পের অধিকারী, যে সব ধরনের পাশবিক সংকল্পকে পদপিষ্ট করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না এবং অন্যদের মতো পেট ও স্বার্থপূজারি না হয়ে উত্তম চরিত্রে শোভিত হওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান। পক্ষান্তরে ওই ব্যক্তিই ক্ষীণ সংকল্পের অধিকারী, যে উল্লিখিত আদর্শের বিপরীতে চলে। এবং নিজ সংকল্পকে উঁচু করতে কোনো ধরনের পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে না।

– তেমনিভাবে উচ্চ সংকল্পের অধিকারী ব্যক্তিমাত্রই আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টির আশায় পুণ্যকর্মগুলো আদায়ে সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকে। যা শরিয়তের অনুপম গুণাবলি অর্জনের সোপান বটে।

উচ্চ সংকল্পের বাস্তবধর্মী কতিপয় ক্ষেত্র

علو الهمة (উলুয়্যুল হিম্মাহ) নামক গ্রন্থপ্রণেতা মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল মুকাদ্দাম তার কিতাবে উচ্চ সংকল্পের প্রধানতম পাঁচটি ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। যা নিম্নরূপ :

১. জ্ঞানান্বেষণ।

২. ইবাদেতর ওপর অবিচলতা।

৩. সত্যের অনুসন্ধিৎসা।

৪. আল্লাহর পথে আহ্বান।

৫. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

- আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾

'তোমরা কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও।'[১৫০]

---

১৫০. সুরা আল-বাকারা : ১৪৮

– হুসাইন বিন আলি ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وأَشْرَافَهَا، وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا

'নিশ্চয় আল্লাহ উঁচু ও সম্মানজনক কর্মকাণ্ড পছন্দ করেন এবং নিম্নমানের কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ করেন।'[১৫১]

● প্রজ্ঞার অন্যতম নিদর্শন

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'প্রজ্ঞার অন্যতম আলামত হচ্ছে উচ্চ সংকল্প।'

জনৈক কবি বলেন :

ولم ار في عيوب الناس عيبا * كنقص القادرين علي التمام

'কাজ সম্পাদনে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কাজ অসম্পূর্ণ রাখার মতো কোনো ত্রুটি আমি লোকদের মাঝে দেখিনি।'

● মহান রবের সাথে দৃঢ়সংকল্প তৈরিতে কতিপয় যুগান্তকারী নীতি নির্ধারণী বিষয় :

১. আপনার জিহ্বা কি সর্বদা স্বীয় রবের জিকিরের স্বাদ আস্বাদনে ব্যস্ত? যেমন রাসুল ﷺ সর্বদা মহান রবের স্মরণে অকুণ্ঠ নিমজ্জিত থাকতেন।

২. আপনি কি সর্বদা মসজিদে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে লোকদের থেকে অগ্রগামী? আপনি কি প্রথম কাতারে নামাজ আদায় ও তাকবিরে উলার জন্য সর্বদা আকুল ও তৎপর?।

● আদি বিন হাতিম ﵁ বলেন, 'আমি নামাজের ওয়াক্ত আসামাত্রই নামাজ পড়ার জন্য সর্বদা উদগ্রীব ও প্রস্তুত থাকি।'

● প্রসিদ্ধ তাবিয়ি সাইদ বিন মুসাইয়িব ﵀ বলেন, 'সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর অবধি আমি মুআজ্জিনের আজানের পূর্বেই মসজিদে উপস্থিত হয়ে যেতাম।'

---

১৫১. আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানি : ২৮৯৪

৩. আপনি কি কুরআন তিলাওয়াতকে জীবনের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেমনিভাবে পত্রিকা পাঠকে দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য রুটিন বানিয়ে নিয়েছেন?

খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখুন, আপনি যদি সত্যিই সফলকাম হতে চান, তাহলে কুরআনের প্রতি সীমাহীন মনোযোগ ও একে জীবনের আবশ্যকীয় ব্রত হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

৪. আপনি কি আল্লাহর ক্রোধবর্ধক বিষয়াদি তথা নামাজে অবহেলা, জিনা-ব্যভিচার, মদপান, সুদ, জাদুটোনা, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন, দাড়ি মুণ্ডানো, গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধান করা, অবৈধ ও নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিদান, পরনিন্দা, মিথ্যাচার, মুসলিমদের হেয় প্রতিপন্ন করা ইত্যাদির মতো জঘন্য স্বভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থেকেছেন?

৫. আপনি রাসুল ﷺ-এর কোনো সুন্নাহর কথা শোনামাত্রই তা পালনে ও নিজ জীবনে তা বাস্তবায়নে ব্রতী হোন কি?

৬. আপনার জীবনের মূল্যবান প্রতিটি মুহূর্তকে রবের আনুগত্যের ফসলাদি দিয়ে ফলবান করতে আগ্রহী হয়েছেন কি?

৭. আপনি কি কোনো মূল্যবান বই অধ্যয়ন কিংবা নাসিহা শোনামাত্রই তা বাস্তবায়নে তৎপর?

৮. আপনি কি নিজ আত্মাকে কখনো প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন এই বলে যে, আমি স্বীয় রবের আনুগত্যে দৈনিক কতক্ষণ সময় ব্যয় করি ও অপরদিকে অহেতুক খেলাধুলা, গল্পগুজব ও অশ্লীল ম্যাগাজিন, ছায়াছবি ইত্যাদিতে কতক্ষণ সময় নষ্ট করছি! খুব সম্ভব অহেতুক কাজে সময় অপচয়ের পাল্লাই বহুগুণ ভারী হবে। (আল্লাহ আমাদের সকলকে লাঞ্ছনা ও তাঁর দয়ার দূরত্ব থেকে হিফাজত করুন, আমিন।)

বাস্তবতা : খুবই তিক্ত একটি বিষয়! (আল্লাহর পানাহ) অনেক লোককে দেখা যায় যে, তারা কুরআন পাঠ ও যেকোনো দ্বীনি সমাবেশে অতিশয় বিরক্তিবোধ করে থাকেন! অথচ নীচুমানের অশ্লীল ম্যাগাজিন ইত্যাদি পাঠে

তাদের সামান্যতম ভ্রু পর্যন্ত কুঁচকায় না! তাই আপনি এমন কতক লোককে দেখবেন, যারা পাশবিক, নোংরা-অশ্লীল সিনেমার সিরিয়াল দেখতে দেখতে পুরো রাত কাটিয়ে দেয়! অথচ, তাদের মাত্র দুই রাকআত নামাজের জন্য আহ্বান করা হলে অপারগতার স্তূপ নিয়ে উপস্থিত হয়! (নাউজুবিল্লাহ)

লড়াইয়ের ময়দানে পরাজিত সৈনিকেরা!

সাবধান! সাবধান! দুরাচার শয়তান কিন্তু বাহ্যিক অস্ত্র, গোলাবারুদ দিয়ে আপনাকে হত্যা করতে অক্ষম হলেও কুমন্ত্রণা দিয়ে সহজেই কুপোকাত করতে অত্যন্ত পটু। কিন্তু তার অস্ত্র ও কুমন্ত্রণার কূটকৌশল খুব বেশি শক্তিশালীও নয়। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾

'নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।'[১৫২]

শয়তানের কূটচাল নিশ্চয় খুবই দুবর্ল ও অন্তঃসারশূন্য। কিন্তু দয়ালু মেহেরবান আল্লাহর অকুণ্ঠ আনুগত্য থেকে পলায়ন ও দূরত্বই মূলত আপনার ওপর তার প্রভাব বিস্তারের দরজা উন্মুক্ত করে দিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন.:

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾

'তার (শয়তানের) আধিপত্য চলে না তাদের ওপর, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালনকর্তার ওপর ভরসা রাখে। তার আধিপত্য তো তাদের ওপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে।'[১৫৩]

---

১৫২. সুরা আন-নিসা : ৭৬
১৫৩. সুরা আন-নাহল : ৯৯-১০০

সুতরাং এই চিরঅভিশপ্ত দুরাচারের সাথে প্রচণ্ড প্রতিরোধে অবতীর্ণ হোন, এখনই সতর্ক হোন, যেন পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত না হতে হয়।

সর্বনিকৃষ্ট পরিণাম

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'বান্দার অন্তরের কাঠিন্যতা ও স্বীয় রবের আনুগত্য থেকে দূরে সরে পড়ার চেয়ে অধিক মন্দ ও নিকৃষ্ট পরিণাম আর হতে পারে না। তাই ওই কঠিন অন্তরগুলো গলানোর জন্যই তো আল্লাহ্ জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। কেননা, কঠিন অন্তর আল্লাহ্ থেকে অধিক দূরত্বে অবস্থান করে। যখন অন্তরের কাঠিন্যতা ছেয়ে যায়, তখন চোখে অশ্রুর দুর্ভিক্ষের কালো অধ্যায়েরও সূত্রপাত ঘটে। অথচ যা আল্লাহর ভয়ে আল্লাহভীরু বান্দাদের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে অঝোর ধারায়।

মূলত অন্তরের কাঠিন্যতা চার ধরনের সীমালজ্ঘনের কারণেই হয়ে থাকে। আর তা হলো, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, কথাবার্তা ও মেলামেশার আধিক্য।'

উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন, 'তোমরা স্বীয় সংকল্পকে অতিশয় ক্ষীণকায় ও নগণ্য বানিয়ো না। কারণ, মান-মর্যাদা লঘু করার ক্ষেত্রে দুর্বল সংকল্পের চেয়ে অধিক দায়ী অন্য কোনো বিষয়ই আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।'

- সুতরাং সতর্ক হোন! খুব বেশি সতর্ক হোন! যেন আপনার সংকল্পে কোনো ধরনের চিড় না ধরে। আপনার মুখ থেকে যেন এমন কোনো বাজে কথা বের না হয় যে, 'আমার তো বাস্তবিকপক্ষে কোনো সংকল্পই নেই।' পরিণামে কিন্তু অনেক বড় বড় বিষয় থেকে আপনাকে বঞ্চিত হতে হবে।

সাইদ বিন আস ﷺ বলেন, 'আমি বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার পর থেকে কাউকে গালি দিইনি। কেননা, অবশেষে আমি এমন কাউকেই তো গালি দিচ্ছি, যে হয়তো সম্মানিত ও পুণ্যবান কেউ হবে, তখন তাকে গালি দেওয়া তো দূরের কথা, আমার পক্ষ থেকে যথাযথ সম্মানই তো তার প্রাপ্য। অথবা সেই লোকটি দুরাচারি কেউ হবে, তখন তার অনিষ্টতা থেকে নিজেকে বাঁচানোই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

আল্লাহু আকবার! তারা কত বড় হিম্মতের অধিকারীই না ছিলেন! কাউকে গালমন্দ না করাকেই তারা নিজেদের জীবনের অন্যতম ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

প্রার্থনার ক্ষেত্রে সুউচ্চ সংকল্প : রাসুল ﷺ সাহাবায়ে কিরাম-কে প্রতিটি ক্ষেত্রে উচ্চ সংকল্পের তারবিয়ত দিতেন এবং তাদের মাঝে উঁচু হিম্মতের বীজ বুনতেন। এমনকি প্রার্থনার ক্ষেত্রেও উচ্চ সংকল্পের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ

'অতএব তোমরা যখন আল্লাহর কাছে (জান্নাত লাভের) প্রার্থনা করো, তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের প্রার্থনা করো।'[১৫৪]

মুমিনের স্বস্তি ও শান্তির একমাত্র উপায় : ইবনে মাসউদ ؓ বলেন, 'আল্লাহর সাক্ষাৎ ছাড়া মুমিনের কোনো স্বস্তি নেই!' তাই একটু ভাবুন! আপনি স্বীয় রবের আনুগত্যে ও একনিষ্ঠ ইবাদতে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হচ্ছেন কি? আপনার বর্ণাঢ্য জীবন আল্লাহর উপাসনা ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার চেইনে পরিণত হয়েছে কি?

উচ্চ সংকল্পের বাস্তব কতিপয় রূপরেখা

১. নিষ্ঠাবিহীন সংকল্প অপরিণামদর্শী বিপর্যয় ও বিড়ম্বনা ডেকে আনে এবং পার্থিব-অপার্থিব কষ্ট-ক্লেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. কল্যাণকর কাজে সর্বদা নিজেকে নিমজ্জিত রাখা।

৩. আনুগত্যে অলসতা, অবহেলা ও কালবিলম্ব না করা।

৪. সর্বক্ষেত্রে হৃদয়কে আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখা।

- **সতর্কতা :** স্বীয় রবের সঙ্গে দুর্বল সংকল্প মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। কেননা, আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের বিশেষায়িত করেছেন এভাবে :

---

১৫৪. সহিহুল বুখারি : ২৭৯০

﴿ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ﴾

'অলসতা করে তবেই তারা নামাজে আসে।'[155]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

'তারা খুব কমই আল্লাহর স্মরণ করে।'[156]

- দুর্বল সংকল্প ও দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী উভয় শ্রেণি আল্লাহর কাছে কখনো সমান হতে পারে না। তাই হাসান বসরি বলেন, 'আল্লাহর দিকে অগ্রসরমান ও উদাসীন ব্যক্তিদ্বয় কখনো সমান মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না।'

উঁচু হিম্মতের কতিপয় নিদর্শন

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'দৃঢ় ও উচ্চ সংকল্পের অধিকারী ব্যক্তিমাত্রই তার প্রেমাস্পদ প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। এবং এর জন্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সব উপকরণ অবলম্বন করে থাকে।'

- সুতরাং হে প্রিয় দ্বীনি ভাই, আপনি মহান প্রতিপালকের দিদারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে নিয়েছেন কি?

- আশ্চর্য! মানুষ ভ্রমণ বা শীতকালীন অবকাশ যাপনের জন্য পর্যন্ত প্রয়োজনীয় তোশক, লেপ ইত্যাদি সরঞ্জামের প্রস্তুতি নেয়। তেমনই কোনো অনুষ্ঠান কিংবা কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সাক্ষাতের সময় কত বড় প্রস্তুতিই না নিয়ে থাকে। ব্যাকুল হয়ে থাকে তাকে সম্ভাষণের জন্য অধীর অপেক্ষায়। অথচ, রাজাধিরাজ মহান রবের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি তো দূরের ব্যাপার, এর প্রয়োজনটুকুও বোধ করে না। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হিফাজত করুন।

---

১৫৫. সুরা আত-তাওবা : ৫৪
১৫৬. সুরা আন-নিসা : ১৪২

উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তিদের কতিপয় কারগুজারি

আখিরাতের সফরে সফলতা-প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য এমন কিছু অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে চরিত্রবান হওয়া অপরিহার্য। যা তাকে তার গন্তব্যস্থলে (তথা স্বীয় রবের দিদার লাভ) পৌঁছাতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এবং যা তার উন্নতির প্রবৃদ্ধি ও সফলতার ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য দূত হিসেবে নিরলসভাবে সহায়তা করবে, এমন অনুপম চরিত্রের কতিপয় স্বর্ণপুরুষদের আলোকোজ্জ্বল উপাসনার স্বপ্নীল জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে এখন আমরা কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব।

• প্রথম কারগুজারি

জাইদ বিন আসলাম ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি সর্বদা আলিমদের দরবারে নিম্নোক্ত কথাটি বলে ঘুরে বেড়াত—'আমাকে এমন একটি আমলের সন্ধান দিন, যা আমি সর্বদা স্বীয় রবের জন্য অবিরামভাবে করতে পারি।' তখন তাকে বলা হলো, 'আপনি কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করুন, কেননা তা এমন একটি চলমান আমল, পরিশ্রম না করা হলেও যা আপনাকে সর্বদা আমলকারীরূপে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। যা এমন এক ক্রমবর্ধমান কর্মপ্রক্রিয়া, যা নিয়তকৃত বিষয় সম্পাদন না করা হলেও সর্বদা আমলে নিমজ্জিত রাখে। কেননা, কোনো ব্যক্তি রাত্রি বেলায় (নফল) নামাজের নিয়ত করে ঘুমিয়ে গেলে, সে উঠতে ব্যর্থ হলেও প্রতিদান পেয়ে যাবে।

– সুতরাং হে প্রিয় দ্বীনি ভাই, আপনি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যেকোনো কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখার ইচ্ছা পোষণ করেই বের হোন। যেমন : কোনো মুসলিমের সাক্ষাৎমাত্রই তাকে সালাম দেওয়া, কোনো অভাবীর সন্ধান পাওয়ামাত্রই তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং যেকোনো ধরনের অসহায়কে সাহায্য করা প্রভৃতি।

• দ্বিতীয় কারগুজারি

খালিদ বিন মাদান দৈনিক কুরআন তিলাওয়াত ছাড়াও চল্লিশ হাজার করে তাসবিহ পাঠ করতেন। যখন মৃত্যুপরবর্তী গোসলের জন্য তাকে খাটিয়ায়

রাখা হলো, তখনো তিনি স্বীয় হাতের আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে করে তাসবিহ পাঠে ব্যস্ত ছিলেন। সুবহানাল্লাহ।

– হে প্রিয় মুসলিম ভাই, তাদের ও আমাদের অবস্থার মাঝে একটু তুলনা করে চিন্তা করুন! আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর স্মরণে তাদের তুলনায় আমরা কত অবহেলা ও উদাসীনতার মাঝেই না নিমজ্জিত আছি!

• **তৃতীয় কারগুজারি**

মুখাল্লাদ বিন হুসাইন ﷺ বলেন, 'আমি পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এমন কোনো বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিনি, যার মাধ্যমে সৃষ্টি কিংবা স্রষ্টার সামনে আনুগত্যের ক্ষেত্রে আমার অপারগতা প্রকাশ করতে হয় এবং অনুতপ্ত হতে হয়।

– আল্লাহু আকবার! পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ!

অথচ, আমরা এক বৈঠকেই এমন কত বাক্য হরহামেশা উচ্চারণ করে যাচ্ছি, যার কারণে সর্বদা অপারগতা ও কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হতে হয়। যেমন : অপবাদ, পরনিন্দা, ঠাট্টা, মশকরা প্রভৃতি।

• **চতুর্থ কারগুজারি**

আমাদের পুণ্যবান পূর্বসূরিরা নিজ নিজ অবস্থার ব্যাপারে সর্বদা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতেন; এর দ্বারা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের ওপর স্বীয় মহান প্রতিপালকের নিয়ামতরাজির কথা বারবার স্মরণ করে কৃতজ্ঞতায় তাঁর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়া। তাদের মধ্যে জিজ্ঞাসাকারী ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী উভয়ই ছিলেন মহান প্রতিপালকের পূর্ণ আনুগত্যশীল। এক রিওয়াওয়াতে বর্ণিত আছে, একব্যক্তি উমর ﷺ-কে একদা সালাম দিলেন, তিনি সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কী অবস্থায় সকালে উপনীত হলেন?' উক্ত ব্যক্তি বললেন, 'আপন রবের স্তুতি ও প্রশংসা করা অবস্থায়।' উমর ﷺ তখন বলে উঠলেন, 'বস্তুত আমি তাই শুনতে চেয়েছিলাম।'

– সুতরাং হে প্রিয় ভাই, আপনি কি কখনো সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে উমর ﷺ-এর মতো এমন পবিত্র অনুভূতি অন্তরে জাগ্রত করেছেন? যাতে এই পুণ্যময় অনুভূতির মাধ্যমে আপনিও সফলতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করতে পারেন।

- **পঞ্চম কারগুজারি**

একদা ইমাম তাওস ﷺ একব্যক্তির নিকট শেষ রাতে উপস্থিত হলে বাড়ির লোকেরা তাকে বললেন, 'তিনি তো ঘুমন্ত।' প্রত্যুত্তরে ইমাম তাওস ﷺ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'শেষ রাতে কীভাবে কোনো মুসলিম ঘুমে অচেতন হয়ে থাকতে পারে!'

উদাহরণস্বরূপ যদি পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রপ্রধান এই মর্মে ঘোষণা দেয় যে, প্রতিরাতে তার প্রাসাদ সব ধরনের অভিযোগ-অনুযোগ শোনার জন্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, তখন মানুষ তার প্রাসাদের কাছে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না এবং প্রাসাদের দরজায় সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকতে একটুও বিচলিত হবে না। অথচ, রাজাধিরাজ দয়ালু মহান রব প্রতিরাতে তাঁর বান্দাদের আহ্বান করতেই আছেন, কে আছো, আমার কাছে পাপ মোচন করতে চাও, আমি তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেবো; কে আছো বিপদগ্রস্ত, আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেই আমার অফুরন্ত দানের হাত তার জন্য প্রশস্ত করে দেবো—এভাবে সকাল পর্যন্ত আহ্বান করতে থাকেন, কিন্তু তখন কার কথা কে শোনে, কেউ দয়ালু রবের আহ্বানে সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা, এর প্রয়োজনটুকু বোধ করতেও কাউকে দেখা যায় না (আল্লাহর কাছে সব অনুযোগ এবং একমাত্র তিনিই সক্ষম আমাদের অবস্থাদির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত করতে এবং তাঁর ওপরই ভরসা)।

মনের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা কেমন হওয়া উচিত

আখিরাতের রাহে উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তিকে তার পারলৌকিক পথ মাড়ানোর সময় মরীচিকাময় হলেও এমন কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা সাথে নিয়ে চলতে হয়, যা তার পথ চলাকে দ্রুত থেকে দ্রুততর করতে ভূমিকা রাখে। তাই এই পথে স্বীয় মহান রবের কাছে আকাশচুম্বী প্রত্যাশা নিয়ে এগুতে হয়। তাই প্রত্যাশা কী। এর নিদর্শন ও আমাদের বাস্তব জীবনে এর বাস্তবায়ন-পদ্ধতি ইত্যাদির পরিচয় নিয়ে আমাদের এই অধ্যায়।

প্রশংসনীয় প্রত্যাশা

ইবনুল কুদামা ﵀ বলেন, 'খুব ভালোভাবে জেনে রাখুন, প্রত্যাশা—এটি একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় দিক। কেননা, প্রত্যাশা মানুষকে কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে নিরাশা নিন্দনীয়। কেননা, তা কর্ম সম্পাদনে বড় ধরনের প্রতিবন্ধক।'

মারুফ কারখি ﵀ বলেন, 'তুমি যে মহান সত্তার অবাধ্য, তাঁর দয়ার প্রত্যাশা করা তোমার সর্বোচ্চ অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ ﴾

'নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমত-প্রত্যাশী।'[১৫৭]

• রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেন :

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ

"আমি আমার বান্দার ধারণার অনুরূপ আচরণ করি। অতএব সে আমার সাথে যেমন ইচ্ছা ধারণা পোষণ করুক।"'[১৫৮]

---

১৫৭. সুরা আল-বাকারা : ২১৮

১৫৮. মুসনাদু আহমাদ : ১৬০১৬

ইমাম কুরতুবি ﷺ বলেন, 'প্রার্থনা ও তাওবার সময় দরবারে ইলাহিতে কবুল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যাশা করো। তেমনিভাবে ইসতিগফারের সময়ও ক্ষমা পাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে প্রবল ধারণা পোষণ করো।'

• রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

'কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা না নিয়ে মৃত্যুবরণ না করে।'[১৫৯]

কতিপয় উলামায়ে কিরাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ের প্রত্যাশা করে, সে তা অন্বেষণ করে। পক্ষান্তরে যে কোনো বিষয়কে ভয় করে, সে তা থেকে পলায়ন করে। তাই এমন ব্যক্তি অবশ্যই প্রতারিত, যে একদিকে তো গুনাহের ওপর গোঁ ধরে বসে আছে। অন্যদিকে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।'

প্রত্যাশা সত্য হওয়ার কতিপয় নিদর্শন

ইবনে কুদামা ﷺ বলেন, '(প্রত্যাশা সত্য হওয়ার নিদর্শন তিনটি)

১. পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে অধিক পরিশ্রমী ও যত্নবান হওয়া।

২. আনুগত্যে পাহাড়সম অটল থাকা। যতই ঝড়-ঝাপটা আসুক না কেন।

৩. আল্লাহর সাথে একান্ত আলাপ ও তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে ইমানি স্বাদ আস্বাদন করতে পারা।'

আমলনামার অস্থিতিশীলতা

ইবনে কুদামা ﷺ বলেন, 'লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে, যে মনে মনে ধারণা করে যে, তার আনুগত্য অবাধ্যতার চেয়ে বেশি। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, সে সৎকর্মের ক্ষেত্রে হিসেবি হলেও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ান এবং সে তার পাপসমূহের ব্যাপারে চোখে ধুলো দিয়ে থাকে। যেমন কোনো ব্যক্তি দিনে একশ বার তাওবা ও ইসতিগফার করে, কিন্তু

---

১৫৯. সহিহু মুসলিম : ২৮৭৭

বাকি পুরো দিন পরনিন্দা ও অহেতুক গালগল্প করে কাটিয়ে দেয়। সে তাসবিহ ও ইসতিগফারের ফজিলতের ব্যাপারে তো খুব সচেতন, কিন্তু পরনিন্দা ও অশ্লীল আলাপের কঠোর শাস্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

সাফল্যের অন্যতম নিদর্শন

আবু উসমান জিজি ﵀ বলেন, 'সাফল্যের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, স্বীয় রবের অকুণ্ঠ আনুগত্য করেও তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কায় থাকা। পক্ষান্তরে দুর্ভাগ্যের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, অবাধ্যতায় ডুবে থাকা সত্ত্বেও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করা।'

প্রত্যাশার বিশুদ্ধতার আলামত

কিরমানি ﵀ বলেন, 'প্রত্যাশার বিশুদ্ধতার অন্যতম আলামত হচ্ছে, নিরঙ্কুশ আনুগত্য করা।

প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার মাঝে পার্থক্য

আকাঙ্ক্ষা মানুষকে অলস বানিয়ে দেয় এবং পরিশ্রম ও কষ্ট পোহাতে নিরুৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে প্রত্যাশা এর ঠিক বিপরীত।

খাঁটি মুমিন ও অপরাধীর ধারণার মাঝে পার্থক্য

হাসান বসরি ﵀ বলেন, 'খাঁটি মুমিনমাত্রই তার রবের প্রতি সুধারণাপ্রসূত সৎকর্ম সম্পাদনে ব্রতী হয়। অপরদিকে পাপাচারী ও অপরাধী ব্যক্তি স্বীয় রবের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে। ফলে সে নিন্দনীয় সব কাজ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন

আখিরাতে সর্বোত্তম মনজিল-প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—কথা, কাজ, আখলাক ও চালচলনে অপরের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের বিকল্প নেই। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

'আর অনুগ্রহ করো। নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন।'[১৬০]

- শাইখ সাদি ﷺ বলেন, 'অনুগ্রহ প্রদর্শনের এই মানবিক নীতি জীবনের সব প্রেক্ষাপটে সমানভাবে প্রযোজ্য। কেননা, আয়াতে এটিকে কোনো বিষয়ের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়নি।'

নিম্নে ইনসানের কয়েকটি প্রকার নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. আল্লাহর উপাসনার ক্ষেত্রে ইহসানের আসল স্বরূপ হচ্ছে, যা হাদিসে জিবরিলে বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে নাও দেখো; তিনি কিন্তু তোমাকে ঠিকই দেখছেন।'[১৬১]

২. ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে ইহসান।

৩. মর্যাদা-সম্মান ও সুপারিশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইহসান।

৪. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে ইহসান।

৫. কল্যাণকর জ্ঞান শেখার ক্ষেত্রে ইহসান।

---

১৬০. সুরা আল-বাকারা : ১৯৫

১৬১. সহিহুল বুখারি : ৫০

৬. মানুষের দুর্যোগ ও কঠিন মুহূর্তে তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে ইহসান।

৭. অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষার ক্ষেত্রে ইহসান।

৮. মুমিনের জানাজায় অংশগ্রহণে ইহসান।

৯. পথভোলা ব্যক্তিকে পথের সন্ধান, শ্রমিকের কাজে সাহায্য ও অসহায় ব্যক্তিদের সহায়তার ক্ষেত্রে ইহসান।

- সুতরাং যে ব্যক্তি উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত হবে, সে ওই সব সুসংবাদপ্রাপ্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾

'যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরও অতিরিক্ত কিছু।'[১৬২]

– এরাই হচ্ছে ইহসানের মূর্তপ্রতীক, যাদের জন্য মহান রবের পক্ষ হতে অনাবিল শান্তির আধার জান্নাতে আল্লাহর দিদারের নিয়ামত রয়েছে এবং মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজের সন্তুষ্টি ও প্রফুল্লতার নিয়ামত দান করবেন। আর তারা কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশার স্বপ্নিল জান্নাতের ক্যানভাসে অনায়াসে অবগাহন করতে থাকবে।

- আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾

'আমার বান্দাদের বলে দিন, "তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে।" শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।'[১৬৩]

---

১৬২. সুরা ইউনুস : ২৬
১৬৩. সুরা বনি ইসরাইল : ৫৩

শাইখ সাদি ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'বস্তুত, তা রবের পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি অসীম করুণার অংশবিশেষ যে, তিনি স্বীয় বান্দাদের পার্থিব-অপার্থিব সফলতা আনয়নকারী উত্তম কাজ, কথা ও উন্নত চরিত্র গঠনের জন্য সর্বোত্তম উপায় বাতলে দিয়ে বলেন : وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ অর্থাৎ 'আমার বান্দাদের বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে।' এর দ্বারা মূলত ওই সব বাক্য উদ্দেশ্য, যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয় তথা : কুরআন তিলাওয়াত, ইলম অর্জন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি।

- (সুতরাং আখিরাতে উন্নতি-প্রত্যাশীদের জন্য উচিত হলো) সুন্দর কথা ও মানুষের সাথে মর্যাদা ভেদে উত্তম আচরণ ও নম্রতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। অপরপক্ষে দুটি উত্তম বিষয়ে দ্বন্দ্বের আশঙ্কা হলে সর্বোত্তম বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে বৈপরীত্য নিরসন করা।

- সুন্দর কথাবার্তা সর্বোত্তম চরিত্র ও সৎকর্মের উৎসস্বরূপ। কেননা, যে ব্যক্তি নিজ জবানের নিয়ন্ত্রক, সে সব কাজের নিয়ন্ত্রক।

ইহসানের সংজ্ঞা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে নাও দেখো; তিনি কিন্তু তোমাকে ঠিকই দেখছেন।'[১৬৪]

ইবনে রজব হাম্বলি ইহসানের ব্যাখ্যায় বলেন, 'বান্দা যখন স্বীয় রবের নৈকট্যতার অনুভূতি জাগ্রত অবস্থায় ইবাদতে মগ্ন হয়, তখন সে আপন রবকে অন্তরচক্ষু দিয়ে অবলোকন করতে সক্ষম হয়। যা তার আল্লাহভীতি ও ইমানকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। যেমন আবু হুরাইরা ﷺ-এর বর্ণনায় এসেছে :

---

১৬৪. সহিহুল বুখারি : ৫০

أَنْ تَخْشَى اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

"এমনভাবে আল্লাহকে ভয় করো, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে নাও দেখো; তিনি কিন্তু তোমাকে ঠিকই দেখছেন।"'[১৬৫]

তেমনই ইবাদতে একনিষ্ঠতা, স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্যতা আনয়নে কঠোর পরিশ্রম কাম্য।

• **অন্যের সাথে ইহসানের পদ্ধতি**

ইসা ﷺ বলেন, 'তোমার ওপর দয়াবান ব্যক্তিকে করুণা করা প্রকৃত ইহসান নয়। বরং তোমার শত্রুর ওপর করুণা করাই হচ্ছে প্রকৃত ইহসান।'

অন্যের ওপর দয়াবান ব্যক্তিদের কতিপয় গুণাবলি :

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ - آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ - كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ - وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

'আল্লাহভীরুরা জান্নাতে ও প্রস্রবণে থাকবে। এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত। রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল।'[১৬৬]

শাইখ সাদি ﷺ বলেন, 'পালনকর্তার ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ইহসান হলো, রাত্রিকালীন নামাজ। যা তার একনিষ্ঠতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অন্তরের

১৬৫. সহিহ্ মুসলিম : ১০
১৬৬. সুরা আজ-জারিআত : ১৫-১৯

স্থিরতা আনয়নে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রাখে। এ জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন :

{كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} অর্থাৎ তাদের রাত্রিকালীন ঘুম অত্যন্ত স্বল্প হয় এবং অধিকাংশ রাত তারা স্বীয় মহান রবের সন্তুষ্টির নিমিত্তে নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, প্রার্থনা ও বিনয় প্রদর্শনে কাটিয়ে দেয়।

{وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}অর্থাৎ তারা সাহরির আগ পর্যন্ত পুরো রাত নামাজে কাটিয়ে দিয়ে রাতের একেবারে শেষাংশে কায়মনোবাক্যে তাদের কৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে। কেননা, শেষ রাতের ইসতিগফারের সাথে অন্যকিছুর তুলনাই হয় না। যেমন আল্লাহ তাআলা আনুগত্যশীল ইমানদারদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾

'এবং তারা রাতের শেষাংশে ইসতিগফারকারী।'[১৬৭]

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

'এবং তাদের ধন-সম্পদে যাচক ও বঞ্চিতের হক থাকত।'[১৬৮]

যাদের কেউ লোকদের কাছে হাত পেতে বসে। আবার কেউ তো লোকদের কাছে তাদের করুণ অবস্থার কোনো কিছুই প্রকাশ করে না।

১৬৭. সুরা আলি ইমরান : ১৭
১৬৮. সুরা আজ-জারিয়াত : ১৯

তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা

- ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'পার্থিব কিংবা পারলৌকিক যেকোনো সফলতা-প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য দুটি শক্তির বিকল্প নেই।

১. তাত্ত্বিক ও জ্ঞানগত শক্তি : এর মাধ্যমে পথচারী রাস্তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের কুসুমাস্তীর্ণ ও কণ্টকাকীর্ণ অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হতে পারে। যার ফলে সে পথচ্যুত হওয়ার সব উপকরণ থেকে নিরাপদ থাকে।

২. ব্যবহারিক শক্তি : যার মাধ্যমে সে মনোবল চাঙা করে সম্মুখপানে গন্তব্যস্থলের দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে এবং একস্থান অতিক্রান্ত হওয়ামাত্রই অন্য স্থানে প্রস্থানের জন্য পুরোদ্যমে প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। যদি কষ্ট-ক্লেশ তাকে কুরে-কুরে খেয়ে একেবারে জর্জরিতও করে তোলে, তথাপি সে এই বলে মনকে প্রবোধ দিতে থাকে যে, আরেকটু সামান্য ধৈর্য ধরো। কেননা, আখিরাতের তুলনায় পৃথিবীর সময়টা তো আর আহামরি কিছু নয়। বড়জোর এক মিনিট কিংবা এক ঘণ্টা হবে। এর থেকে অধিক নয়। সুতরাং ধৈর্যকে তোমার মূল পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নাও।

- উভয় শক্তির একটি বাস্তব উদাহরণ : যেমন একটি বাগান, যার রয়েছে একটি শাহি গেট, যার অভ্যন্তরে নানা ধরনের ফল-ফুলের সমাহার ও পার্থিব প্রফুল্লতার সব ধরনের উপকরণ বিদ্যমান। যার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। এখন ব্যবহারিক শক্তির অধিকারী ব্যক্তি তো ওখানে প্রবেশের জন্য অস্থির ও পাগলপারা হয়ে গেছে। কিন্তু বেচারা গেটের সন্ধান পাচ্ছে না এবং উক্ত বাগানে অবগাহন করার উৎস আবিষ্কারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অথচ বাগানের চতুর্দিকে কতবার না সে ঘুরঘুর করছে এবং বাগানের অনাবিল প্রাকৃতিক স্বাদ আস্বাদনে কত কষ্টই না স্বীকার করেছে। তার ব্যর্থতার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাত্ত্বিক কৌশলে দৈন্যতা।

- **উভয় শক্তি ভেদে মানুষের প্রকারভেদ**

১. যার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় শক্তি রয়েছে।

২. যার কোনোটাই নেই।

৩. যার তাত্ত্বিক শক্তি থাকলেও ব্যবহারিক শক্তির দৈন্যতা রয়েছে।

৪. যার ব্যবহারিক শক্তি রয়েছে, কিন্তু তাত্ত্বিক শক্তি নেই।

- প্রিয় দ্বীনি ভাই, আমরা কিয়ামুল লাইল, কুরআন তিলাওয়াত, অধিক হারে জিকির, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও রাসুল ﷺ-এর ওপর দরুদ ইত্যাদির কত অগণিত ফজিলতই না শুনতে শুনতে কান পর্যন্ত ভারী করে ফেলেছি। অথচ এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের উদাসীনতা কত চরমে পৌঁছে গেছে, তা একটু তাকিয়ে দেখার দরকার নয় কি?

– এর একমাত্র কারণ হলো : কোনো তাত্ত্বিক শক্তির দৈন্যতা নয়; বরং ব্যবহারিক শক্তির দুর্বলতাই একমাত্র দায়ী।

অন্তরে ব্যবহারিক শক্তির প্রেরণা জিয়ে রাখার উপায়

খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখুন! পুণ্য কর্মের ওপর নিয়মিত অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও নিয়মতান্ত্রিক কসরতের মাধ্যমে ব্যবহারিক শক্তি শানিত হয়। সাথে অধিক হারে প্রার্থনা, আল্লাহর সাহায্য কামনা, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ'-এর আবৃত্তির আধিক্যও প্রতি মুহূর্তে একান্ত অপরিহার্য।

- **তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শক্তির প্রবৃত্তির জন্য কতিপয় কার্যকর কৌশল**

১. আপনি রিয়াজুস সালিহিন পাঠ আরম্ভ করে দিন এবং পাঠ্য হাদিসের ওপর আমলের জন্য সচেষ্ট হোন। আর যদি আপনার উক্ত আমলি প্রশিক্ষণে কোনো দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী ব্যক্তিকে আপনার অনুশীলনের সহায়তাকারী হিসেবে পান, তাহলে তা হবে আপনার জন্য অধিক কল্যাণকর। সুতরাং প্রত্যেকে একে অপরকে জিজ্ঞেস করবেন এবং পরস্পরকে উৎসাহিত করবেন। এভাবে আপনি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় শক্তির মাঝে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হবেন। অর্থাৎ রাসুল ﷺ-এর হাদিসের ওপর জ্ঞানার্জন ও অর্জিত হাদিসসমূহের ওপর আমলের মাধ্যমে উভয়ের মাঝে সমন্বয়তার যুগান্তকারী যোগসূত্র ঘটাতে পারবেন।

দৃঢ়পদ থাকার সর্বোত্তম উপায়

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴾

'অতএব তোমরা তোমাদের চেহারা তাঁরই অভিমুখী রাখো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।'[১৬৯]

• শাইখ সাদি ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অর্থাৎ আল্লাহর পথ অবলম্বন করো।'

ইসতিকামাতের বাস্তব স্বরূপ

– আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে আনীত অদৃশ্যবিষয়ক বাণীগুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন।

– আদেশাবলির অকুণ্ঠ আনুগত্য করা।

– নিষেধাবলি থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা।

অতঃপর এর ওপর ধারাবাহিক স্থির থাকা। আর আল্লাহর বাণী : فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ এর إِلَيْهِ শব্দ দ্বারা নিষ্ঠা বোঝানো উদ্দেশ্য। কেননা, সৎকর্মশীল ব্যক্তির ইবাদতের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। বস্তুত, এ কারণেই আমলের মধ্যে আসে একনিষ্ঠতা, যা তার উপকারে আসে। এর অনুপস্থিতি আমল বিনষ্ট হওয়ার জন্য মূল দায়ী।

• অটলতার পর ইসতিগফারের প্রতি নির্দেশের মূল রহস্য : কারণ, বান্দা যদিও আমলের মধ্যে অটল থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায়, তথাপি মানুষ হিসেবে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যই ভুল-ত্রুটি থেকেই যায়, তাই তাওবা সম্বলিত খাঁটি ইসতিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে উক্ত ভুল-ত্রুটিসমূহ আপনাআপনি অপসারিত হয়ে যায়। (তাফসিরে সাদি)

---

১৬৯. সুরা ফুসসিলাত : ৬

• সুফইয়ান বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَكَ - قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ

'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে ইসলামের এমন একটি হুকুমের কথা বলে দিন, যেন আপনার পর অন্য কারও কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি বলো, আমি আল্লাহর ওপর ইমান এনেছি, অতঃপর এর ওপর অটল থাকো।"'[১৭০]

জীবনের সর্বক্ষেত্রে অটলতা

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'কথা, কাজ, সার্বিক অবস্থা এবং সর্বক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অটল ও স্থির থাকো।'

• রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের এই দুআটি পড়তে উপদেশ দিতেন :

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي يَعْنِي فَرْجَهُ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আমার কর্ণ, আমার চক্ষু, আমার জবান, আমার অন্তর ও যৌন কামনার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[১৭১]

• সুতরাং একটু ভাবুন, কীভাবে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ইসতিকামাতের মহান বৈশিষ্ট্যকে একীভূত করেছেন।

• এখানে ইসতিকামাত থেকে এমন ইসতিকামাত উদ্দেশ্য নয়, যা শুধু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে নানা রকমের ইবাদতের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত

১৭০. সহিহ্ মুসলিম : ৩৮
১৭১. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৯২

হয়। যেমন : কেউ রমজানে একমাস পুরোপুরি মসজিদমুখী, অথচ অন্য সময় মসজিদের কাছেও যায় না। কেননা, এ ধরনের আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহকে ইসতিকামাতের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলা যায় না। সত্যিকারের ইসতিকামাত হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রে সার্বিক অবস্থায় সাধ্য অনুযায়ী মহান রবের আদেশ পালনে সচেষ্ট থাকা।

অন্তরের দৃঢ়তা অর্জনের উপায় : হাফিজ ইবনে রজব হাম্বলি ﷺ বলেন, 'মূল ইসতিকামাত হলো, একত্ববাদের ওপর অন্তরের দৃঢ়তা। যেমন আবু বকর ﷺ নিম্নোক্ত আয়াত : إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ["নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে।"][১৭২] এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, "তারা স্বীয় রব ব্যতীত অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না।"'

- সুতরাং যখন স্বীয় রবের ভয়, প্রেম, ভরসা, অন্য কারও প্রতি অমুখাপেক্ষিতা ও তাঁর মারিফতের ওপর অন্তরের দৃঢ়তা অর্জিত হবে, তখন সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপনাআপনি দৃঢ়তা ও সার্বিক ইসতিকামাত অর্জনে সক্ষম হবে। কেননা, অন্তর হচ্ছে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রাজা। আর শরীরের অন্য অঙ্গগুলো মূলত তার অনুগত সৈনিক। তাই যদি বাদশাহর দৃঢ়তা অর্জিত হয়, অনিবার্যভাবে তার প্রজা ও সৈনিকরাও দৃঢ়তা অর্জন করবে।

- সুতরাং অন্তরের দৃঢ়তার পর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জবানের দৃঢ়তা। কেননা, তা মূলত অন্তরের মুখপাত্র।

ইসতিকামাত অর্জনের সবচেয়ে সহজ উপায়

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'কথাবার্তা, কাজকর্ম সার্বিক অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে দৃঢ়তার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করা যায়।

– প্রথম মাধ্যম : অন্তরের নিবিড় পর্যবেক্ষণ, পরিচর্যা ও পাহারা প্রদান। তার সাথে গা ভাসিয়ে না দেওয়া। কেননা, এই অঙ্গটিই নষ্টামির মূল উৎস এবং শয়তানের বহনকৃত বীজ। যা প্রথমে ইচ্ছা অতঃপর দৃঢ় প্রত্যয়ের রূপ লাভ করে।

---

১৭২. সুরা ফুসসিলাত : ৩০

অন্তরকে সার্বিক কুমন্ত্রণা থেকে সংরক্ষণের সহজ উপায়

এক. স্বীয় ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে মহান রবের অবগতির দৃঢ় জ্ঞান এবং তার অন্তর্যামী হওয়ার বিষয়ে সর্বাত্মক অনুভূতি।

দুই. স্বীয় রবের অসন্তুষ্টির ব্যাপারে সর্বদা লজ্জা ও ভয় জাগরূক রাখা।

– দ্বিতীয় মাধ্যম : আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য সত্যিকারের প্রস্তুতি, যা মূলত সব পুণ্যকর্ম, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ ও ইমানি অবস্থা উন্নয়নের চাবিকাঠি। আর এটি তো সবার জানা কথা যে, চাবি তো তার মালিকের নিকটই থাকে, যিনি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন।'

বান্দার কতিপয় অপরিহার্য বিষয়

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'যে বান্দা যত বেশি রবের নিয়ামতরাজিতে ডুবে থাকে, সে তত বেশি কৃতজ্ঞতা আদায় ও তাওবা-ইসতিগফারের মুখাপেক্ষী হয়।'

ইসতিকামাতের সুমিষ্ট ফলাফল

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ - نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ - نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾

'নিশ্চয় যারা বলে, "আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ," অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, "তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোনো। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা

তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে তোমরা যা দাবি করো। এটি ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।'''[১৭৩]

আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতের মধ্যে ইসতিকামাতের কয়েকটি নগদ পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন, যা ধারাহিকভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের আকাঙ্খিত সুসংবাদ নিয়ে ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হন।

২. তাদের পারলৌকিক পুঁজি অর্জনের ফলে তাদের জন্য কোনো ভয় ও শঙ্কার লেশমাত্রও থাকবে না।

৩. ফেলে আসা পার্থিব নিয়ামতের জন্য তাদের কোনো দুশ্চিন্তা ও আফসোস থাকবে না।

৪. রাসুল ﷺ-এর জবানে রব কর্তৃক প্রতিশ্রুতি—তাদের আকাঙ্ক্ষিত জান্নাতের আগাম সুসংবাদ দেওয়া হয়।

৫. ফেরেশতাগণ তাদের এই বলে অভিবাদন জানাবেন যে, 'হে মুমিনগণ, আমরাই তো পৃথিবীতে তোমাদের সহচর ছিলাম। আমরা তোমাদের ভুল শুধরে দিতাম এবং সত্য ও কল্যাণের পথ দেখাতাম। তেমনিভাবে এই পরকালের ভয়ের মুহূর্তে তথা মৃত্যু ও কবরের নিঃসঙ্গতা এবং পুনরুত্থানের কঠিন মুহূর্তেও নিরলসভাবে তোমাদের সঙ্গ দিয়ে যাব এবং তোমাদের আশ্বস্ত করে যাব সব বিপদ ও প্রতিকূলতার বিভীষিকা থেকে এবং শেষ পর্যন্ত জান্নাতে পৌঁছে দিয়েই ক্ষান্ত হবো, যাতে রয়েছে নানান নিয়ামতরাজি ও বৈচিত্রময় স্বাদযুক্ত বস্তুর সমাহার। তথায় তোমরা চিরকাল থাকবে।

৬. দয়ালু ও ক্ষমাশীল রবের পক্ষ থেকে বিশেষ মেহমানদারি ও উপঢৌকন তো আছেই, যা জান্নাতের জন্য সব নিয়ামতের প্রাচুর্যতাকেও হার মানাবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার দিদার।

---

১৭৩. সুরা ফুসসিলাত : ৩০-৩২

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রার্থনার ক্ষেত্রে এই দুআটি প্রায় সময় পাঠ করতেন :

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي

'হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবেন না। আপনি আমাকে বিজয়ী করুন, আমার বিরুদ্ধে কাউকে বিজয়ী করবেন না। আপনি আমার জন্য উত্তম কৌশল নির্ধারণ করুন, আমার বিরুদ্ধে কারও পক্ষে কৌশল নির্ধারণ করবেন না। আমাকে হিদায়াত দিন, আমার জন্য হিদায়াতের পথ সহজ করুন। যে আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে, তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ, আমাকে বানান আপনার কৃতজ্ঞ বান্দা, আপনার অধিক জিকিরকারী, আপনাকে বেশি ভয়কারী, আপনার পূর্ণ আনুগত্যকারী, আপনার কাছে অনুনয়-বিনয়কারী ও আপনার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আমার পালনকর্তা, আমার তাওবা কবুল করুন, আমার সকল গুনাহ ধুয়ে-মুছে ফেলুন, আমার দুআ কবুল করুন, আমার সাক্ষ্য-প্রমাণ বহাল করুন, আমার জবানকে দৃঢ় করুন, আমার অন্তরে হিদায়াত দান করুন এবং আমার বক্ষ হতে সমস্ত হিংসা দূর করুন।"[১৭৪]

- তবে দুআর ছন্দময়ী পবিত্র শব্দমালার সাথে ইমানি দোলনে আন্দোলিত হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে দুআর শব্দগুলোর মর্মার্থ পুরোপুরি অনুধাবন করা, নিচে উল্লিখিত দুআটির ব্যাখ্যা অংশ অংশ করে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

১৭৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৫১

১ম অংশ : {رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ} অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে আপনার জিকির, কৃতজ্ঞতা ও সর্বোত্তম আমলের জন্য তাওফিক দান করুন এবং জিন ও মানুষ—উভয় শয়তানের কুমন্ত্রণা আমার ওপর প্রভাব বিস্তার না করতে সাহায্য করুন।

২য় অংশ : {وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ} আমাকে বিজয় দান করুন, পরাজিত করবেন না।

৩য় অংশ : {وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ} আপনার পক্ষ থেকে আমার শত্রুর জন্য ফাঁদ ও কৌশল ঠিক করুন, আমাকে প্রতারণার শিকার বানাবেন না।

৪র্থ ও ৫ম অংশ : {وَاهْدِنِي} আমার জন্য কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করুন, আমাকে নিজের ত্রুটির বিষয়ে সচেতন করুন। {وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي} আমার জন্য হিদায়তের পথ সহজ করে দিন, যেন আপনার আনুগত্য ও ইবাদতকে বোঝা মনে না হয়।

৬ষ্ঠ অংশ : {وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ} আমার ওপর অবিচার ও জুলুম নির্যাতনকারীর থেকে আপনি নিজেই বদলা নিয়ে নিন।

৭ম অংশ : {رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا} হে আমার প্রভু, আমাকে আপনার নিয়ামতের জন্য অধিক কৃতজ্ঞ বানিয়ে দিন।

৮ম অংশ : {لَكَ ذَكَّارًا} আপনার অধিক স্মরণকারী ও জিকিরকারী বানিয়ে দিন।

৯ম অংশ : {لَكَ رَهَّابًا} সুখে-দুঃখে সার্বিক অবস্থায় আপনার ভয় অন্তরে জাগরূক রাখার তাওফিক দিন।

১০ম অংশ : {لَكَ مِطْوَاعًا} আমাকে আপনার একান্ত অনুগত বান্দা বানিয়ে দিন।

১১তম অংশ : {لَكَ مُخْبِتًا} আপনার জন্য একান্ত বিনয়ী ও নম্র বানিয়ে দিন।

১২তম অংশ : {إِلَيْكَ أَوَّاهًا} আপনার নিকট প্রার্থনার সময় বিগলিত ও অধিক ক্রন্দনকারী বানিয়ে দিন।

১৩তম অংশ : {مُنِيبًا} তাওবার মাধ্যমে আপনার নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত করুন।

১৪তম অংশ : {رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي} আমার তাওবাকে পরিপূর্ণ, নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ করে দিন।

১৫তম অংশ : {وَاغْسِلْ حَوْبَتِي} আমার পাপরাশি ক্ষমা করে দিন।

১৬তম অংশ : {وَأَجِبْ دَعْوَتِي} আমার প্রার্থনাকে কবুল করুন।

১৭তম অংশ : {وَثَبِّتْ حُجَّتِي} পৃথিবীতে আপনার শত্রুর বিপক্ষে এবং কবরে ফেরশতাদ্বয়ের জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমার অবস্থানকে দৃঢ় ও মজবুত করে দিন।

১৮তম অংশ : {وَسَدِّدْ لِسَانِي} আমার জবানকে এমন নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিন, যেন তা থেকে সর্বদা সত্য ও ন্যায় সম্বলিত বাক্য ব্যতীত কোনো কিছুই উচ্চারিত না হয়।

১৯তম অংশ : {وَاهْدِ قَلْبِي} আমার হৃদয়কে সিরাতুল মুসতাকিম তথা সঠিক পথের সন্ধান দিন।

২০তম অংশ : {وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي} এবং আমার হৃদয় রাজ্যকে সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি কলুষতা থেকে মুক্ত করুন। যা অন্তরে নানা ধরনের নিন্দনীয় চরিত্রের বীজ বপন করে।

- সুতরাং হে প্রিয় মুসলিম ভাই, আপনি এই দুআটি ভালোভাবে আত্মস্থ করুন এবং সর্বদা আবৃত্তিতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করুন। আহ, কতই না সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে উক্ত গুণাবলি দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করতে সক্ষম হয়েছে, সে উন্নতির কতই না উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে।

- বস্তুত, উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোই পরকালে মানুষের মূল্যবান পাথেয়, যা তাদের দ্রুতই আল্লাহর নৈকট্যশীল করে দেয়।

বিনয়ী ও অনুগত বান্দা হওয়ার উপায়

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

'যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের ভয় রাখে এবং আপন পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না। বলুন, "যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে?" চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।'[১৭৫]

মুফাসসিরিনে কিরাম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, {أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ} অর্থাৎ যিনি আল্লাহ ও রাসুল ﷺ-এর বিধিবিধানের ক্ষেত্রে তাঁদের একান্ত অনুগত। {آنَاءَ اللَّيْلِ} অর্থাৎ রাত্রিবেলায় আপনি যাকে তার রবের সান্নিধ্যে নামাজরত ও সিজদারত এবং নামাজান্তে দাঁড়িয়ে মধুর সুরে তাঁর আয়াতসমূহকে তিলাওয়াতরত অবস্থায় দেখবেন। ঠিক ওই সময়ে আবার তাকে আখিরাতের আজাবের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং তার মহান রবের নিকট এর থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনারত অবস্থায় দেখবেন। অপরদিকে আবার সে স্বীয় রবের অপার করুণা ও অনুগ্রহের আশাবাদী হয়ে কায়মনোবাক্যে জান্নাত কামনা করে।

- আল্লাহু আকবার! এই দ্বীনের মহত্ত্ব কত বড়! এর যাবতীয় বিধিবিধান কতই না সহজ! আমাদের রব কতই না মহান ও করুণাময়! যিনি আমাদের মতো দুর্বল চিত্তের মুসলিমদের সামান্যতম সৎকর্মের জন্যও কত উত্তম বদলা দিতে পারেন, যেই কাজগুলো করতে কোনো রকমের কষ্ট-ক্লেশ ও খেসারতের ভোগান্তি পোহাতে হয় না। বরং তিনি (আমলের কারণে আমাদের তাঁর) বিশেষ অনুগত বান্দাদের আওতাভুক্ত করে নেন।

---

১৭৫. সুরা আজ-জুমার : ৯

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ المُقَنْطِرِينَ

'যে ব্যক্তি (রাতের) নামাজে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার নাম গাফিলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি (রাতের) নামাজে একশ আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার নাম অনুগত বান্দাদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যে ব্যক্তি (রাতের) নামাজে দাঁড়িয়ে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার নাম অফুরন্ত পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে।[১৭৬]

- বিনয়ী হলো ওই ব্যক্তি, যিনি সার্বিক অকুণ্ঠ আনুগত্যের মূর্তপ্রতীক। قَانِتٌ এর ব্যুৎপত্তিগত মর্ম হচ্ছে, যিনি স্বীয় রবের আদেশ পালনে ও তাহাজ্জুদ নামাজে সর্বদা সচেষ্ট।

- مُقَنْطِر এর মর্মার্থ হচ্ছে, অঢেল সম্পদ তথা অধিক প্রতিদানের যোগ্য।

- সুতরাং হে প্রিয় ভাই, আপনি কি সত্যিই উক্ত গুণে নিজেকে সজ্জিত করতে চান? তাহলে ঝটপট এ পদ্ধতিটি গ্রহণে সচেষ্ট হোন। আপনি দশ মিনিটের চেয়ে কম সময়ে আদায় করে ফেলতে পারেন। যেমন, তাহাজ্জুদের দুই বা চার রাকআত নামাজে ১০০ কিংবা একটু বেশি, ছোট ছোট আয়াত সম্বলিত সুরা পাঠ করলেন, ব্যাস! আপনি তো আল্লাহর বিশেষ বিনয়ী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।

- তাই স্বীয় রবের দাসত্বের গুণে যত বেশি গুণান্বিত হতে পারবেন, আপনার পারলৌকিক প্রভূত উন্নতিও সে অনুপাতে বাড়তে থাকবে।

---

১৭৬. সুনানু আবি দাউদ : ১৩৯৮

কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মর্যাদা

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ

'কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি (বিচার দিবসে) মহাসম্মানিত, নেককার, আমলনামা-লেখক ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করবে। আর মুখের জড়তাবশত কুরআন পাঠে যার অতি কষ্ট ভোগ করতে হয়, তার জন্য তো রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।'[১৭৭]

- ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'الماهر অর্থাৎ যিনি কুরআন ভালোভাবে আত্মস্থ করে পরিপূর্ণ দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়েছেন। যার কুরআন পাঠে কোনো ধরনের বেগ পেতে হয় না।'

- কাজি ইয়াজ ﵀ বলেন, 'ফেরেশতাদের সাথে তার সহাবস্থানের মর্ম এও হতে পারে যে, পরকালে তার জন্য বিশেষ আসন থাকবে, যেখানে ফেরেশতারাই তার একমাত্র সহচর হবে, এই সম্মান মূলত আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের প্রতিদান হিসেবেই তাদের দেওয়া হবে। অথবা এর মর্ম এরূপও হতে পারে, কুরআনের বাহকের কাজকর্ম ও চালচলন ফেরেশতাদের অনুরূপ পবিত্রময় নির্ভেজাল হয়ে যাবে।'

- আল্লাহু আকবার! কত বড় সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপার যে, কদাকার মানুষ ফেরেশতাদের মতো মহান সত্তাদের সহচর হবে। যারা আনুগত্যের সর্বোচ্চ মার্গে অধিষ্ঠিত।

– তাই, ওহে কল্যাণ-প্রত্যাশী ব্যক্তি, যদি আখিরাতের সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণে আশাবাদী হোন, আপনার জন্য কুরআন আত্মস্থ ও তিলাওয়াত করা একান্ত অপরিহার্য।

---

১৭৭. সহিহু মুসলিম : ৭৯৮

কুরআন হিফাজতের কতিপয় উপকারিতা :

১. প্রতিনিয়ত অধিক হারে তিলাওয়াতের সক্ষমতা।

২. তাহাজ্জুদের নামাজ দীর্ঘায়িত করতে পারা।

৩. কুরআনের সাথে সম্পর্কের দৃঢ়তা ও গভীরতা।

৪. অন্তর ও জবানে কুরআন সহজবোধ্য হওয়া।

৫. কুরআনের অধিক খতমের সক্ষমতা।

পক্ষান্তরে কুরআনে অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ ব্যক্তি এর সম্পূর্ণ বিপরীত, কেননা তার পক্ষে কুরআন তিলাওয়াত করা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

- উসমান ﵁ বলেন, 'যদি তোমাদের অন্তর পবিত্র ও কলুষতামুক্ত হয়ে যেত, তাহলে তোমরা কখনো রবের কালাম পাঠে পরিতৃপ্ত হতে পারতে না।'

কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য কতিপয় আদব

ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, 'কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য কতিপয় বিষয় অবলম্বন করা অপরিহার্য, যেমন মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় তার রাত্রিজাগরণ, মানুষের পানাহারের অবস্থায় দিনের বেলায় তার রোজা পালন। মানুষের হাসি-ঠাট্টা ও খুশির সময় অধিক হারে ক্রন্দন। মানুষের অহেতুক আড্ডার সময় চুপ থাকা ও একাগ্রতা অবলম্বন করা। তাই কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি জড়তা, উদাসীনতা পরিহার করবে; অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা থেকে মুক্ত থাকবে এবং অধিক হারে ক্রন্দনকারী, নিষ্কলুষ ও পরকালীন বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।'

- কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সম্মান দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বাপেক্ষা বেশি।

- রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে, তার জন্য এর বিনিময়ে একটি সাওয়াব। আর প্রতিটি সাওয়াব দশ গুণ করে বৃদ্ধি পায়। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।'[১৭৮]

- সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর প্রতিদান কতই না উত্তম! তবুও কেউ তা লাভের প্রয়োজন মনে করে না। অথচ, আপনি যদি লোকদের মাঝে ঘোষণা দেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে, তার জন্য এত পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, তখন অধিকাংশ লোককে কুরআন পাঠে অতি উৎসাহীরূপে পেতেন। শুধু তাই নয় প্রতিদিন তারা একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাঠের জন্য নির্ধারণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। এর একমাত্র কারণ হলো, মানুষের অন্তরে বাস্তবিক অর্থেই পুণ্যকর্মের মূল্যের চেয়ে ধন-সম্পদ, টাকা-কড়ির মূল্য অধিক। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾

'বস্তুত, তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। অথচ, পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।'[১৭৯]

- পাঠকদের আরবি ভাষায় রচিত كيف تحفظ القرآن (কাইফা তাহফাজুল কুরআন তথা কুরআন হিফজ করার পদ্ধতি) নামক বইটি অধ্যয়নের অনুরোধ করছি।

---

১৭৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৯১০

১৭৯. সুরা আল-আলা : ১৬-১৭

ভেতরকে সংশোধন করুন

আল্লাহর নিকট বান্দার নৈকট্য ও সুউচ্চ মর্যাদা লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো, আত্মাকে সংশোধন করা।

- তাই বাহ্যিক অবয়বকে ভেতরের আবরণের বাস্তব প্রতিচ্ছবি হিসেবে গড়ে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রমের বিকল্প নেই। আমাদের সালাফের এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ ও সীমাহীন গুরুত্ব ছিল।
- তাই আত্মিক পরিশুদ্ধির সাথে অল্প আমল আত্মিক ত্রুটিযুক্ত অসংখ্য আমলের চেয়ে হাজার গুণে উত্তম।
- লুকমান ﷺ নিজ পুত্রকে উপদেশ দিতেন, 'হে প্রিয় বৎস, আল্লাহকে ভয় করো। এমন যেন না হয়, মানুষের সম্মানের আশায় তুমি নিজেকে বড় মুত্তাকি ও পরহেজগাররূপে জাহির করছ, অথচ তোমার অন্তর লৌকিকতার দোষে দুষ্ট।'
- ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'অন্তরের একটি মাত্র আমল বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসংখ্য আমলের চেয়ে উত্তম।'
- সালাফের জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'যার বাহ্যিক আমল অভ্যন্তরের সত্যিকারের মুখপাত্র হয়ে যায় এবং উভয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য না থাকে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে একনিষ্ঠ বান্দা।'
- আবু দারদা ﷺ বলেন, 'নিফাকের অধীনতা থেকে রবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো।' তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'নিফাকের অধীনতা বলতে কী বোঝায়?' তিনি বলেন, 'শরীর বাহ্যিকভাবে বিনয়ী ও একনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অন্তর লৌকিকতা থেকে মুক্ত না হওয়া।'
- অদ্ভুত এক সমস্যা : মানুষ যখন একাকী কোথাও থাকে, রবের অবাধ্যতা আরম্ভ করে, অথচ তিনি অন্তর্যামী। লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্পাদিত পাপকে গোপন রাখতে তাকে বেশ সচেষ্ট দেখা যায়, বাস্তবে সে আল্লাহর হুকুমের কোনো পরোয়াই করে না। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

- মানুষকে জবাব দেওয়ার জন্য সে হাজারও হিসাব কষে; কিন্তু তার মহান রবকে জবাব দেওয়ার জন্য সামান্য আত্মপর্যালোচনা পর্যন্ত করে না।
- কারণ, তার নিকট রবের সম্মানের চেয়ে মানুষের সম্মান অনেক বেশি!
- আল্লাহর সাথে আদব রক্ষার চেয়ে মানুষের সাথে আদব রক্ষার দিকটাই তার নিকট প্রাধান্য পায়।
- আল্লাহর কাছে লজ্জিত হওয়ার চেয়ে মানুষের সামনে লজ্জিত হওয়াকে সে বেশি ভয় করে।
- কোনো অপরাধের দরুন মানুষের কাছে তো কত কাকুতি-মিনতি করে, অথচ দ্বীনি ব্যাপারে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে, খাঁটি তাওবার মাধ্যমে কোনো অপারগতা পর্যন্ত প্রকাশ করে না। বিপদে তার প্রতিপালকের নিকট ধরনা না দিয়ে কদাকার মানুষের কাছেই ধরনা দেয়। (আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।)

আল্লাহ বলেন :

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾

'তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব আশা করছ না।'[১৮০]

কে সবচেয়ে বুদ্ধিমান?

সত্যিকারের বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে মাখলুকের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও রবের সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়। পক্ষান্তরে যে এর বিপরীতে চলে, আল্লাহ তার অন্তরকে পরিবর্তন করে দেন। ফলে সে পাপাচারকে তার রবের সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদন করতে থাকে।

- সালাফের জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'তুমি আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে নীচু না হওয়ার চেষ্টা করো। এবং পাপের লঘুতার দিকে লক্ষ না করে কার অবাধ্য হচ্ছ, তার প্রতি একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করো।

---

১৮০. সুরা নুহ : ১৩

- বিলাল বিন সাদ ﵁ বলেন, 'গুনাহর ক্ষুদ্রতার দিকে লক্ষ করো না, বরং দেখো, তুমি কার অবাধ্যতা করছ?'

- তাই আল্লাহর রাসুল ﷺ তাশাহুদের পর সালামের পূর্বে এই দুআটি পাঠ করতেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

'হে আল্লাহ, আপনি আমার পূর্বের ও পরের, গোপন ও প্রকাশ্যের, আমার বাড়াবাড়িমূলক এবং আমার যেসব অপরাধের ব্যাপারে আপনি ভালো জানেন, সব ক্ষমা করে দিন। আপনিই অগ্রে প্রেরণকারী, আপনিই পশ্চাতে প্রেরণকারী। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।'[১৮১]

- আল্লাহর কত বান্দা শুধু তার অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার দরুন আখিরাতের কতই না উঁচু মাকাম ও মর্যাদা অর্জন করছেন, অথচ তাদের দুনিয়াবি কোনো সার্টিফিকেট ও উন্নত পদ-পদবি ছিল না। তারা তেমন বেশি ইবাদত-বন্দেগিও করতেন না। মানুষের কাছেও তেমন সম্মানি ছিলেন না।

- আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরের অবস্থার প্রতিই লক্ষ করেন।

- আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

'আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও ধন-সম্পদ দেখেন না। বরং তোমাদের অন্তর ও কর্মসমূহ দেখেন।'[১৮২]

---

১৮১. সহিহ মুসলিম : ৭৭১
১৮২. সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪

- সুতরাং মহান রব দুনিয়াবি সার্টিফিকেট, জমি-জমা, সম্পদের আধিক্য, উন্নত জীবনযাপন প্রভৃতির দিকে বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ করেন না। স্রেফ এ ধরনের দুনিয়াবি চাকচিক্য আপনার আমলনামাকে সমৃদ্ধ করতে পারে না।

- রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কিয়ামতের দিন শারীরিক দিক দিয়ে মোটা তাজা—এমন কতক লোককে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত করা হবে, অথচ আল্লাহর নিকট মশার ডানার পরিমাণও তাদের মূল্য থাকবে না। তোমরা এই আয়াতটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করো :

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

'সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোনো গুরুত্ব স্থির করব না।"'[১৮৩]

- বাস্তবিক অর্থে আপনার ইমান, নিষ্ঠতা, সততা, তাওয়াক্কুল, দৃঢ় বিশ্বাস, আন্তরিক পবিত্রতা ও স্বচ্ছতাকেই আল্লাহর কাছে মাপার জন্য উত্তোলন করা হবে। বাকি সব খড়কুটার মতো ফেনা আকারে তলিয়ে যাবে।

- বিলাল বিন সাদ ﷺ বলেন, 'তুমি বাহ্যিকভাবে রবের একান্ত বন্ধু আর অভ্যন্তরীণভাবে চরম শত্রু হোয়ো না। তুমি কি জানো, সেটি যে নিফাকের আলামত!'

- হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'নিফাকের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, অন্তর ও মুখের মাঝে বিপরীত হওয়া এবং বাইরের সাথে ভেতরের মিল না থাকা।'

- আলিমগণ বলেন, 'ওই ব্যক্তি হচ্ছে নিফাকের সবচেয়ে নিকটবর্তী, যে নিজেকে নিফাক থেকে পূত-পবিত্র মনে করে।'

- এক ব্যক্তি হুজাইফা ﷺ-কে বললেন, 'আমি নিফাক নিয়ে খুব বেশি ভীত-সন্ত্রস্ত।' তখন তিনি বললেন, 'যদি তুমি সত্যিকারের মুনাফিক হতে, তাহলে তুমি কখনো নিফাকের ব্যাপারে ভয় করতে না।'

- ইবনে আবি মুলাইকা ﷺ বলেন, 'আমি ৩০ জন সাহাবির সাক্ষাৎ পেয়েছি। তারা সকলেই নিজের ব্যাপারে নিফাক নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন।'

---

১৮৩. সুরা আল-কাহফ : ১০৫

– বস্তুত, এ কারণেই তাদের অবস্থা সামান্য পরিবর্তন হলে নিজের ব্যাপারে তারা নিফাকের ভয়ে মুহ্যমান হয়ে যেতেন। কেননা, নিফাক হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্তরের উদাসীন হওয়া, মহান রবের রহমত থেকে বিমুখ ও তাঁর শাস্তি থেকে বেপরোয়া হওয়া প্রভৃতি—নাউজুবিল্লাহি মিন জালিকা—এমন নয় যে, আল্লাহ, তাঁর রাসুল ﷺ ও পরকালের ব্যাপারে তারা সন্দেহ পোষণ করতেন।

– হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'গান-বাদ্য অন্তরে নিফাকের বীজ বপন করে। যেমনিভাবে পানি ফসল ফলায়।'

– আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্তরের উদাসীনতা, অন্য কারও বিষয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত হওয়া এবং তাঁর অবাধ্যতার মধ্যে মজে থাকার কারণে অন্তরে নিফাক সৃষ্টি হয়।

গোপনীয় বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন

ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি এমন কতক লোককে দেখেছি, যারা নামাজ, রোজা ও চুপ থাকার আধিক্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন; অথচ, মহান রবের বিন্দুমাত্র বড়ত্ব ও মর্যাদা তাদের অন্তরে নেই।

আবার এমন কতককে দেখেছি, যারা সর্বদা নিজেকে উন্নতমানের পোশাকে সজ্জিত রাখে এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কা করে না, তারাই হলো সেসব লোক, যারা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনাবলি ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়।'

- অতএব, আপনার ভেতরকে সংশোধনে সচেষ্ট হোন। আনাস ﷺ বলেন, 'কেউ আছে, বাহ্যিকভাবে সে অধিক (নফল) নামাজ-রোজা ও অন্যান্য ইবাদত করে না, কিন্তু তার অন্তরের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা তাকে অনেক উঁচু মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেয়।'
- সুতরাং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করুন। কারণ, অন্তরের কলুষতা সবকিছুকেই ছাড়িয়ে যায়। যদিও বাহ্যত যত অধিক ইবাদতগুজার হোন না কেন।

• আত্মার ব্যাধির প্রতিকার : রাবি বিন খুসাইম ﷺ বলেন, 'অন্তরের ব্যাধির প্রতিকারের বিষয়ে মনোযোগী হও। আর তার একমাত্র চিকিৎসা খাঁটি মনে তাওবা করা, যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।'

আপনি সিজদা করুন এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করুন

খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন, পরকালে উঁচু মর্তবা অর্জনের অন্যতম উপাদান হলো অধিক হারে সিজদাবনত হওয়া।

• রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

'অধিক হারে আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হওয়া নিজের ওপর আবশ্যক করে নাও। কেননা, তুমি আল্লাহর সমীপে কোনো সিজদা করলে তার বিনিময়ে আল্লাহ একটি করে মর্তবা বৃদ্ধি করেন এবং একটি করে পাপ মোচন করেন।'[১৮৪]

• রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খাদিম রাবিআ আসলামি ﷺ বলেন :

كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: سَلْ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

'আমি একদা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাতযাপন করেছিলাম। ভোররাতে অজুর পানি নিয়ে আসলে তিনি আমাকে বলেন, "কিছু চাও!" আমি বললাম, "জান্নাতে আপনার সহচর হতে চাই।" তিনি বলেন, "আরও কিছু চাও?" আমি উত্তর দিলাম, "না, শুধু এটি হলে যথেষ্ট।" তখন তিনি আমাকে বললেন, "তাহলে অধিক হারে সিজদার মাধ্যমে তুমি আমাকে সাহায্য করো।"'[১৮৫]

---

১৮৪. সহিহু মুসলিম : ৪৮৮
১৮৫. সহিহু মুসলিম : ৪৮৯

- হাফিজ ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'সুতরাং যে অধিক হারে সিজদাবনত হবে, তার অবশ্যই উক্ত মর্তবা (তথা রাসুল ﷺ-এর সাহচর্য) অর্জিত হবে।'

হে অধিক হারে সিজদাকারী বান্দা, খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখুন যে, সিজদাই আল্লাহর নৈকট্যলাভের একমাত্র সহজ পথ। তাই আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন : أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

'সিজদা অবস্থায় বান্দা আপন রবের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা ওই অবস্থায় অধিক হারে প্রার্থনা করো।'[১৮৬]

- একদা একব্যক্তি হাসান বসরি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন আমলটি বান্দাকে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী করে দেয়?' প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, 'রাতের গভীর অন্ধকারে নামাজে দাঁড়ানোর চেয়ে অধিক সহজ মাধ্যম আছে বলে আমার জানা নেই, যা তাকে খুব দ্রুতই স্বীয় মহান রবের নৈকট্যশীলে পরিণত করে দেয়।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ

'বান্দা শেষরাতে তার রবের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয়। তাই কেউ যদি ওই সময় আল্লাহকে স্মরণ করতে সক্ষম হয়, সে যেন তা করে।'[১৮৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন :

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

---

১৮৬. সহিহ মুসলিম : ৪৮২
১৮৭. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৭৯

‘রাতে এমন একটা সময় আছে, ওই সময় কোনো মুমিন বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতের যেকোনো কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ তা তাকে দান করেন। আর ওই সময়টা প্রত্যেক রাতে রয়েছে।’[১৮৮]

– আলহামদুলিল্লাহ, আমি নিজেও অনুভব করেছি যে, ওই সময়টা প্রত্যেক রাতেই রয়েছে।

– ইমাম নববি ﵀ বলেন, ‘এই হাদিসে প্রত্যেক রাতের কোনো একটা সময়ে যেকোনো দুআ নিশ্চিতরূপে কবুল হওয়ার প্রমাণ রয়েছে এবং পুরো রাতজুড়ে প্রার্থনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, যাতে ওই সময়ের সাক্ষাৎ মিলে।’

আমরা আমাদের সার্বিক দুরবস্থার অভিযোগ একমাত্র রবের কাছেই করব

হে দুর্বল বান্দা, কোনো মাখলুকের কাছে অভিযোগ করার পূর্বে দয়ালু রবের কাছেই তোমার অভিযোগ পেশ করো। যাঁর হাতে রয়েছে সব কল্যাণের চাবি, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। তিনিই সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

- যদি আপনি কখনো মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কোনো মুসিবতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন রাজাধিরাজ মহান রবের নিকট হাতপাতা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। যাকে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের কোনো কিছুই রুখতে পারে না। তিনিই সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রোতা। সুতরাং আবারও বলছি, যদি ওই সময়ের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হতে চান, তবে কিয়ামুল লাইলের প্রতি অধিক হারে মনোনিবেশ করুন।

- রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

---

১৮৮. সহিহু মুসলিম : ৭৫৭

'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাতে নিচের আসমানে অবতীর্ণ হন, যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তখন তিনি বান্দাদের ডাক দিয়ে বলেন, "ওহে, কে আছো আমার কাছে প্রার্থনা করবে? আমি তার প্রার্থনা কবুল করব, কে আছো ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।" এভাবে ফজর হওয়া পর্যন্ত ডাকতে থাকেন।'[১৮৯]

- আমরা কেন আল্লাহর সামনে লজ্জিত হবো না, অথচ স্বয়ং মহান রব আমাদের মতো দুর্বল, অভাবী, পাপী বান্দাদের অনবরত ডেকেই চলছেন। তবুও আমি, আপনি গভীর ঘুমাচ্ছন্ন। অথচ আমরা স্বাভাবিকভাবে তাঁর কাছেই অধিক মুখাপেক্ষী। যেকোনো ক্ষেত্রে তিনি ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প নেই। ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ এক ব্যক্তিকে বললেন, 'এখন আমি আপনাকে একটি মূল্যবান কথা বলব, যা দুনিয়া ও এর মধ্যে অবস্থিত সবকিছুর থেকেই শ্রেষ্ঠ। তা হলো, আপনি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুকেই অন্তরের গহীন থেকে বের করে দেন, তাহলে আপনি কোনো বস্তু চাওয়ামাত্রই তিনি দান করবেন।' হে আল্লাহ, আমরা আমাদের বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির বিষয়ে বিনম্র-চিত্তে আপনার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, হে মহান রব, আমাদের অন্তরকে আপনার ভয়, সম্মান ও ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ করে দিন (আমিন)।

- জাহহাক বিন মুজাহিম ﵀ বলেন, 'আমি এমন অনেক লোককে দেখেছি, যারা নিদ্রার আধিক্যের কারণে আল্লাহর কাছে রাতের অন্ধকারে (কান্নাকাটি করে) লজ্জাবোধ করতেন।'[১৯০]

- সুফইয়ান সাওরি ﵀ বলেন, 'একটি পাপের দরুন আমি আজ দীর্ঘ পাঁচ মাস পর্যন্ত তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।'

---

১৮৯. সহিহুল বুখারি : ১১৪৫

১৯০. এখানে উদ্দেশ্য হলো, সালাফে সালিহিন স্বল্প সময় ঘুমালেও সেটাকে দুনিয়ার জিন্দেগির দিকে তাকিয়ে অধিক সময় নষ্ট মনে করতেন। এ কারণে তারা রাতের অন্ধকারে তাহাজ্জুদে এর জন্য আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করতেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। -অনুবাদক

প্রতিকার-অযোগ্য ব্যাধি থেকে সাবধান থাকুন

- মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ ﵀ বলেন, 'পুরো রাত জুড়ে ঘুমিয়ে লজ্জিত অবস্থায় সকাল করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়, পুরো রাত জুড়ে ইবাদতে কাটিয়ে আত্মঅহমিকায় লিপ্ত অবস্থায় সকাল করার চেয়ে।'

– কেননা, ইবাদতের ক্ষেত্রে আত্মগর্বে নিমজ্জিত হওয়া মানে মূলত নিজ সম্পাদিত ইবাদতকে অনেক বড় চোখে দেখা, যেমন নাকি সে রবের প্রতি দয়া করেছে, অথচ মহান রবের পক্ষ থেকে তাওফিকের মতো মহানিয়ামতকে সে ভুলে গেছে।

- ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'দিবারাত্রির ফরজ ও নফল সব মিলিয়ে রাসুল ﷺ-এর নামাজের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ রাকআতের মতো। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, সতেরো রাকআত ফরজ, বারো রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদা, বিতরসহ এগারো রাকআত তাহাজ্জুদ, কখনো দোহার নামাজ বা অন্যান্য নফলের মাধ্যমে একে তিনি বৃদ্ধি করতেন।'

প্রজ্ঞাবাণী : ব্যক্তির আত্মা স্বীয় চর্চিত বিষয়ের ওপর অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

- প্রিয় দ্বীনি ভাই, আপনি প্রতি রাতে এগারো কিংবা তেরো রাকআতের ওপর নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলুন, যেমনটি রাসুল ﷺ রমজান ও অন্যান্য সময় করতেন। দেখুন, কাজটি কিন্তু একেবারেই সহজ, যেমন ধারণা করছেন, তা থেকে অনেক বেশি সহজ, আপনি যদি হাফিজ না হন, তবে ছোট ছোট সুরাই আপনার জন্য যথেষ্ট হবে, যা আদায় করতে ন্যূনতম ত্রিশ মিনিট সময় লাগবে। প্রাথমিকভাবে একটু কষ্ট লাগলেও ইনশাআল্লাহ ২০-২১ দিনের মধ্যে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে, এমনকি তা আপনার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে রূপ নেবে। কখনো যদি তা আপনি আদায় করতে না পারেন, এর জন্য অন্তরে দুশ্চিন্তা অনুভূত হবে। আপনি যদি শেষ রাতে উঠতে সক্ষম নাও হন, তাহলে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই, আপনি চাইলে ঘুমানোর পূর্বে অথবা ইশার সুন্নাতে মুয়াক্কাদার পর বিলম্ব ছাড়া তা আদায় করে নিতে পারেন, যাতে তা আদায়ে অলসতা ও উদাসীনতা আপনাকে গ্রাস করে না ফেলে। আজ

থেকে পড়া শুরু করুন, অচিরেই নামাজে অন্য রকম স্বস্তি ও স্বাদ অনুভব করবেন ইনশাআল্লাহ।

সতর্কতা : এখানে ২১ দিনের পরিমাণটি অভিজ্ঞতালব্ধ, যা মানসিক বিশেষজ্ঞদের মতামত থেকে নেওয়া, এর ওপর আদৌ কুরআন, সুন্নাহর কোনো শরয়ি প্রমাণ নেই।

সময় বাঁচানোর সহজ উপায়

সালাফ সর্বদা নিজের অবস্থার উন্নতি সাধনেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। তারা সামান্য সময়ও হেলাখেলায় নষ্ট করতেন না। বরং সব সময় উপকারী ইলম ও সৎকর্মের পরিধি বৃদ্ধিতে ব্যতিব্যস্ত থাকতেন।

- আবু খালিদ আহমার ﷬ বলেন, 'সালাফের কারও যদি আজকের সময় গতকালের অপেক্ষা উত্তম না হতো, তখন তারা আল্লাহর নিকট অনেক বেশি লজ্জিত হয়ে যেতেন।'
- উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷬ বলেন, 'দিন ও রাত আপনার ক্ষেত্রে কর্মতৎপর। তাই আপনিও এতদুভয়ের কর্মে ব্যতিব্যস্ত থাকুন।'
- ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'আমি ওই দিনই সবচেয়ে বেশি হতাশা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। যেদিনটি আমার কাছ থেকে সূর্যাস্তের মাধ্যমে অতিবাহিত হলো, অথচ আমার আমলে কোনো বৃদ্ধি হলো না।'
- জনৈক জাহিদ (দুনিয়াবিমুখ) বলেন, 'আমি এমন কাউকে সত্যিকারের মুমিন মনে করি না, যার কাছ থেকে একটি ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেল। অথচ, সে ওই সময় আল্লাহর জিকির কিংবা নামাজ ও তিলাওয়াত বা অন্য কোনো সৎকর্ম সম্পাদন করল না।'
- সালাফ বলতেন, 'দুর্ভাগ্যের অন্যতম চিহ্ন হচ্ছে সময় অপচয়।'
- তাই পরিপূর্ণ মুমিন ব্যক্তি কখনো পাপাচার, উদাসীনতা ও অন্যান্য অহেতুক কাজে নিজ সময় অপচয় করতে পারে না।

ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ

'দুটি নিয়ামতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ প্রতারিত ও ধোঁকাগ্রস্ত। এক. সুস্থতা। দুই. অবসর সময়।'[১৯১]

অবসর সময়কে গুটিকয়েক স্বর্ণপুরুষ ব্যতীত কেউই কাজে লাগাতে পারে না।

সময় সংরক্ষণের পদ্ধতি

১. বিশুদ্ধ নিয়ত : প্রত্যেক কর্মে—চাই তা স্বভাবজাত বিষয় হোক না কেন, যেমন : পানাহার, ঘুম প্রভৃতি সবক্ষেত্রে—একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য থাকা। তাহলে নিজের পুরো সময় ইবাদত বলে গণ্য হবে, ইনশাআল্লাহ। তাই তো হাদিসে এসেছে :

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

'প্রত্যেক কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।'[১৯২]

- তাই বিশুদ্ধ নিয়ত সময়কে ফলবান করে, জীবনের গতিকে জীবন্ত-প্রাণবন্ত রাখে, আমলকে করে তোলে সুন্দর ও দামি। হাদিসে এসেছে, আবু জার ﵁ বা আবু দারদা ﵁ বলেন :

مَا مِنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، فَيَغْلِبُهُ عَيْنَاهُ عَنْهَا، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَهَا، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً تَصَدَّقَ بِهَا اللهُ عَلَيْهِ

'কোনো ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার ইচ্ছা করে অধিক ঘুমের চাপে শেষ রাতে উঠতে সক্ষম না হলে আল্লাহ তাআলা তার

১৯১. সহিহুল বুখারি : ৬৪১২
১৯২. সহিহুল বুখারি : ১

আমলনামায় রাত্রিজাগরণের সাওয়াব লিখে দেবেন। আর ঘুমটা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দান বলে গণ্য হবে।'[১৯৩]

২. ঘরে কিংবা মসজিদে অবস্থান করা : কোথাও প্রয়োজন ব্যতীত বের না হওয়া। কেননা, বের হওয়ার আধিক্য সময় অপচয়ের অন্যতম কারণ। এ কারণেই হাদিসে এসেছে, উকবা বিন আমির ﵁ বলেন :

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, মুক্তির উপায় কী?" তিনি বললেন, "তুমি নিজের জবানকে নিয়ন্ত্রণ করো, নিজের ঘরকেই যথেষ্ট মনে করো এবং নিজের ভুল-ত্রুটির ওপর ক্রন্দন করো।"'[১৯৪]

সাবধান! খুব সাবধান! মানুষের সাথে যার সম্পর্ক বেড়ে যায়, তার অধিকাংশ সময়ই অহেতুক কর্মে নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুত, এ কারণেই মানুষ থেকে বিচ্ছন্নতার ওপর অগণিত ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

ইবনুল জাওজি ﵀ বলেন, 'অবসর ব্যতীত কেউই একত্রিত হওয়া পছন্দ করে না।'

আবু সাইদ ﵁ থেকে বর্ণিত :

قَالَ رَجُلٌ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

'একব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসুল, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যে মুমিন নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।" লোকটি জিজ্ঞেস করল, "এরপর কে?" রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, "ওই ব্যক্তি,

---

১৯৩. মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক : ৪২২৪
১৯৪. সুনানুত তিরমিজি : ২৪০৬

যে লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে দুর্গম কোনো পাহাড়ি উপত্যকায় স্বীয় রবের ইবাদতে মগ্ন হয় এবং মানুষের অনিষ্টতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।"'[১৯৫]

মালিক বিন দিনার ﷺ বলেন, 'মসজিদের ভেতর মুনাফিক ব্যক্তির অবস্থা খাঁচায় আবদ্ধ চড়ুই পাখির মতো।'

আবু মুসলিম খাওলানি ﷺ তার জীবনের অধিকাংশ সময় মসজিদেই অতিবাহিত করেছেন।

৩. দুনিয়াবি ব্যস্ততা কমানো : কেননা, যার দুনিয়াবি ব্যস্ততা যত বেড়ে যায়, তার সময়ও তদনুযায়ী অহেতুক কাজে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন কারও ১০টি দোকান আছে, সে অবশ্যই এক দোকানের মালিক থেকে অধিক ব্যস্ত থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। এভাবে দুনিয়াবি সকল ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

- আফসোস, বর্তমানে আমাদের মেয়েদের অধিকাংশ সময় তো রান্না ঘরের ধোঁয়া খেতে খেতে শেষ হয়ে যায়! অন্যথায় কেটে যায় অহেতুক গালগল্প, পরনিন্দা, অশ্লীল ম্যাগাজিন পাঠ, মোবাইল ফোনে প্রেমালাপ প্রভৃতিতে!

৪. প্রার্থনার আধিক্য : সময়ের হিফাজতের জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকা। কেননা, রবের সাহায্য ছাড়া সময়ের সংরক্ষণ কখনো সম্ভব নয়। দুআ হচ্ছে সর্বরোগের মহৌষধ।

৫. তাকওয়া ও আল্লাহভীতি : আল্লাহ তাআলা তাঁর মুত্তাকি বান্দাদের বয়স ও সময়ের অবশ্যই সংরক্ষণ করেন, তাদের তিনি বেকার ছেড়ে দেন না। বরং কোনো ইবাদতে মশগুল রাখেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾

১৯৫. সহিহ মুসলিম : ১৮৮৮

‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন।’[১৯৬]

৬. নামাজের সময়ের সংরক্ষণ করা : কেননা, এর মাধ্যমেই মূলত তার জীবনের পুরো সময়কে সংরক্ষণ করা হয়।

ফজরের নামাজের পর নিজ স্থানে বসে থাকার উপকারিতা

– আল্লাহ তাআলা উক্ত ব্যক্তির সময়ে বরকত দান করেন।

– সূর্য উদিত হওয়ার পর দুই রাকআত নামাজ আদায়কারীকে আল্লাহ তাআলা একটি করে কবুল হজ ও উমরার প্রতিদান দান করেন। এমন ব্যক্তি কোনো তাড়াহুড়া ছাড়া একাগ্রতার সহিত সকালের আজকার আদায় করতে পারেন।

– উক্ত ব্যক্তির জন্য ফেরেশতারা মাগফিরাতের দুআ করতে থাকেন।

– রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুরসণ, কেননা তিনি সর্বদা সূর্যোদয় পর্যন্ত নিজ নামাজের স্থানে বসে থাকতেন।

– সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক কুরআন খতম করা সহজ হয়।

– সময়ের সদ্ব্যবহার ও সকাল সকালেই প্রফুল্লতার সাথে দৈনিক কাজকর্ম আরম্ভ করা যায়।

– সময়কে সুশৃঙ্খলার সাথে বণ্টন করা যায়।

সুতরাং যে নিজ সময়কে সুবিন্যস্ত ও সুষম বণ্টন না করবে, তার অধিকাংশ সময় নষ্ট হয়ে যায়।

যেমন জ্ঞান অন্বেষণ ও অন্যান্য ইবাদতকে সময় অনুযায়ী বণ্টন করা। তেমনই ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও দাওয়াতি কার্যক্রমকে রুটিন-মাফিক চালানো।

---

১৯৬. সুরা আত-তালাক : ২

প্রজ্ঞাবাণী : আল্লাহ তাআলা সর্বদা আমাদের ওপর তাঁর বন্দেগিকে অপরিহার্য করেছেন—নিয়ামতের ক্ষেত্রে ইবাদত হলো কৃতজ্ঞতা; বিপদের ক্ষেত্রে ইবাদত হলো ধৈর্যধারণ; অবাধ্যতার ক্ষেত্রে উপাসনা হলো খাঁটি তাওবা; আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইবাদতের মর্ম হলো, তাঁর আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে পূর্ণ ও অকুণ্ঠ অনুকরণ এবং নিজ সত্তাকে তাঁর কাছে সঁপে দেওয়া।

• সালাফের কেউ বলেন, 'হে আদমসন্তান, তোমার প্রকৃত আয়ু শুধু তিন দিন :

১. অতিবাহিত দিন, যা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

২. কালকের আসন্ন দিনটি, যা আপনার পক্ষে (জীবিত) অথবা বিপক্ষে (মৃত্যু) যাবে।

৩. ওই দিন যেদিন তুমি বিদ্যমান আছো, সুতরাং এটাই হলো মূলত তোমার আয়ুষ্কালের সারাংশ। তাই সময়কে হেলাখেলায় নষ্ট করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

সত্যবাদীদের সহচর হোন

আখিরাতে জান্নাতের সুউচ্চ মনজিল-প্রত্যাশীদের জন্য আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য গ্রহণ অতীব জরুরি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾

'হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।'[১৯৭]

• আবু বকর জাজায়িরি ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আল্লাহকে তাঁর বিধিবিধানের পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে ভয় করো এবং কথাবার্তা, কাজকর্ম, নিয়ত ইত্যাদির ক্ষেত্রে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, যাতে আখিরাতে সাহাবায়ে কিরাম, শহিদগণ ও সৎকর্মশীলদের সহচর হতে পারো।'

১৯৭. সুরা আত-তাওবা : ১১৯

• আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا

'তোমরা সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে ধরো; কেননা, সত্যবাদিতা সৎকর্মের পথ দেখায়। আর সৎকর্ম তো জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। বান্দা স্বীয় কাজকর্মে সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে করতে এমন উচ্চ স্তরে পৌঁছে যায় যে, তার নাম অবশেষে সত্যবাদীদের তালিকায় উঠে যায়।'[১৯৮]

আল্লাহু আকবার! কত বড় সম্মান ও মর্যাদা যে, তার নাম আল্লাহর নিকট সত্যবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। আহ, কতই না সৌভাগ্যর ব্যাপার!

• ইবনে কুদামা ﷺ বলেন, 'সততা কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. কথায় সততা : প্রত্যেক বান্দার জন্য ভেবে-চিন্তে, মেপে মেপে কথা বলা অপরিহার্য; সততা ব্যতীত কোনো কথা বলবে না।

সতর্কীকরণ : আল্লাহর কাছে প্রার্থনার সময় শব্দচয়নের ক্ষেত্রে সততার প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। যেমন কেউ আল্লাহর নিকট প্রার্থনার সময় বলছে :

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

('নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।')

এখন এ ব্যক্তির অন্তর যদি আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে দুনিয়াবি কাজেই ব্যস্ত থাকে, তবে তো সে মিথ্যুকই বটে।

---

১৯৮. সহিহ মুসলিম : ২৬০৭

২. ইচ্ছা ও নিয়তের সততা : আর তা মূলত নিষ্ঠতার অংশবিশেষ। সুতরাং যার সততা স্বার্থসিদ্ধি ও লৌকিকতার প্রলেপ দিয়ে আবৃত, তার সততার দাবি নির্ভেজাল মিথ্যাচার বৈ কিছু নয়। তাদের ব্যাপারে হাদিসে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে—'আলিম, কারি ও দানশীল এ তিন শ্রেণির লোক দিয়েই প্রথমে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে।'

৩. দৃঢ় প্রত্যয় ও তা পূরণে সততা : যেমন এ কথা বলা যে, যদি আল্লাহ আমাকে এত পরিমাণ সম্পদ দান করেন, তা আমি পুরোটাই দান করে দেবো। এটি এমন একটি প্রত্যয়, যেখানে কখনো সততা আবার কখনো দোদুল্যতা থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾

'মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে।'[১৯৯]

৪. কর্মের সততা : অর্থাৎ ভেতরের অবস্থা ও বাইরের অবস্থার মাঝে বৈপরীত্য না হওয়া। যেন অন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে মিথ্যারোপ করার মতো না হয়।

- মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ ﵀ বলেন, 'যদি বান্দার বাইরটা ভেতরের পূর্ণ মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে, সেই আল্লাহর প্রকৃত বান্দা।'

৫. দ্বীনের প্রতিটি স্তরে সততা : আর এটাই হলো সর্বোচ্চ স্তর। যেমন : আল্লাহর ভয়, আশা ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে সততা।

- ভয়ের ক্ষেত্রটির উদাহরণ হলো, কোনো মুমিন বান্দা আল্লাহকে ভয় করে, কিন্তু এই ভয়ের বাস্তব স্বরূপ তার মাঝে নেই; কেননা তাকে যদি কোনো বাদশার সমীপে উপস্থিত করা হয়, সে তার অসন্তুষ্টির ভয়ে কম্পিত থাকে। তেমনই সে জাহান্নামের আগুনকে ভয় করার দাবি করে, অথচ পাপ করার সময় তার মাঝে ভয়ের লেশমাত্র নিদর্শনও অবশিষ্ট থাকে না।

---

১৯৯. সুরা আল-আহজাব : ২৩

• আমির বিন কাইস ﷺ বলেন, 'আমি জান্নাতকে ভেবে আশ্চর্যান্বিত হই, যার অন্বেষণকারী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তেমনিভাবে জাহান্নামের দিকে দৃষ্টিপাত করে আরও বেশি আশ্চর্যান্বিত হই, যার থেকে পলায়নকারী সম্পূর্ণ উদাসীন ও অচেতন অবস্থায় দিনাতিপাত করে।'

সততার সর্বোচ্চ স্তর

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'সততার সর্বোচ্চ স্তর দুটি।

১. আল্লাহর রাসুলের পূর্ণ আনুগত্য করা।

২. মহান রবের ইবাদতে পূর্ণ নিষ্ঠাবান হওয়া।

অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিরঙ্কুশ আনুগত্য করা, মহান রবের সমীপে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করা, তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা রাখা। উভয়ের আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অভিযোগ-অনুযোগ, সন্দেহ-সংশয়, দোদুল্যতা ও বিলম্বতা না থাকা। সাথে সাথে সব ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকা এবং কোনো রকমের প্রসিদ্ধি, লৌকিকতা ও দুনিয়াবি তুচ্ছ স্বার্থের লিপ্সা না থাকা।

উন্নতির পথে কতিপয় প্রতিবন্ধকতা

রবের পথের পথিক—মুমিন বান্দার জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু ও স্বীয় রবের সাক্ষাৎ অবধি নানান ধরনের পরিশ্রম ও সাধনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

• কেননা, রবের সন্তুষ্টির পথটি বড়ই বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ, যাতে রয়েছে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা। মুমিন বান্দা এসব প্রতিকূলতা-প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়েই তার গন্তব্য তথা রবের দিদার লাভ করে। এ পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো যেমন : নানা রকমের সন্দেহ, সংশয়, কুপ্রবৃত্তি, আত্মার ব্যাধি, অতঃপর ইমান ও ইহসানের স্তরে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে তো কাঁটার ছড়াছড়ি ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। নিম্নে এসব প্রতিবন্ধকতার সামান্য ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো :

১. সন্দেহ-সংশয় : এটা মূলত প্রাথমিকভাবে একজন পথিককে মোকাবিলা করতে হয়, যা বিশ্বাসের দুর্বলতা, নানা কুমন্ত্রণা, ইসলাম, কুরআন ও সুন্নাহর ওপর নানা অভিযোগের আকৃতিতে রূপ ধারণ করে, যার দরুন অন্তরে নানান কলুষতা ও কদর্যতার দানা বাধে, যা ক্রমান্বয়ে রবের পথ থেকে পথিককে পদচ্যুত করে ফেলে। তাই উন্নতি-প্রত্যাশী মুমিনের জন্য স্বীয় অন্তরকে কোনো ধরনের সন্দেহ ও সংশয়ের আধার না বানানো একান্ত অপরিহার্য। বরং এ ধরনের কুমন্ত্রণা আসামাত্রই সেটাকে রবের কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে প্রতিহত করা তার ওপর আবশ্যক।

সতর্কতা : মূলত এ ধরনের সংশয় দ্বীনি বুঝের স্বল্পতার দরুনই অস্তিত্বে রূপ লাভ করে।

২. কুপ্রবৃত্তি : যেমন অবৈধ বস্তু ভক্ষণ, পদ ও নেতৃত্বের লোভ, লজ্জাস্থানের অপব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ ধরনের অবৈধ কামনা যদিও বা পথিককে পরিপূর্ণ পদচ্যুত করে না, তথাপি আখিরাতের সফলতার পানে তার পথচলাকে অনিরাপদ করে তোলে।

বস্তুত, এ জন্যই রাসুল ﷺ এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সর্বক্ষেত্রে অল্পেতুষ্টিকেই জীবনের পরম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তেমনই সাহাবায়ে কিরামও ঠিক একইভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

৩. আত্মার ব্যাধি : তা বিভিন্ন নিন্দনীয় গুণ ও মন্দ চরিত্রের বার্তাবাহক, যেমন : আত্মনির্ভরতা, আত্মতুষ্টি, হিংসা, বিদ্বেষ, অতি লোভ-লালসা, কাপুরুষতা, উদাসীনতা, অলসতা এবং আখিরাত ভুলে দুনিয়ার প্রেমে মত্ত হওয়া ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্ভুক্ত করে।

তাই মুমিন বান্দাকে উক্ত মন্দ বৈশিষ্ট্যাবলি থেকে বিরত থাকতে যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য ।

৪. ইবাদতের বিপদ : অর্থাৎ প্রসিদ্ধি ও লৌকিকতা, নেতৃত্বের লোভ, মানুষের কাছে প্রশংসা কুড়ানো, সৎকর্মের মাধ্যমে দুনিয়া কামানো প্রভৃতির প্রবণতা। তাই বুদ্ধিমান মুমিনমাত্রই স্বীয় আমল ও ইবাদতকে উক্ত ভয়ংকর ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র করতে কখনো পিছপা হয় না।

নৈকট্যের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া : তা প্রতিনিয়ত নিষ্ঠা, বিনয়, প্রার্থনা, করুণা, ভরসা, ভয়, ধৈর্যধারণ, জিকির, তিলাওয়াত, খাঁটি তাওবা, আত্মজিজ্ঞাসা, সময় সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন সম্ভব হয়। তার জীবন-সময় সার্বক্ষণিক অক্লান্ত পরিশ্রম, কষ্ট-ক্লেশ, কঠোর সাধনা ও ধৈর্যধারণের মধ্য দিয়ে যায়।

বস্তুত, এ কারণেই জিহাদকে ইমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা প্রতিটি উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য সার্বিক অবস্থায় আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য। আর উদাসীন ব্যক্তি এসব গুণের প্রভাব বলয় থেকে তো অনেক দূরে।

- এসব গুণ অর্জনের জন্য দুটি জিনিস আবশ্যক।

১. দৃঢ়প্রত্যয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴾

'তার জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়।'[২০০]

২. আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ ও ইচ্ছা : কেননা, তিনি যা চান, বস্তুত তা-ই অস্তিত্ব লাভ করে। যা তিনি চান না, তা কখনো হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

'তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না।'[২০১]

একটি উপদেশ : হে পাঠক, যদি আল্লাহর রহমত, তাওফিক ও সাহায্যের মাধ্যমে সফলতা পেতে চান, তাহলে আপনার ওপর রবের নিকট করজোড়ে বিগলিত কণ্ঠে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা আবশ্যক, যা কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক উপযুক্ত।

---

২০০. সুরা আত-তাকভির : ২৮
২০১. সুরা আত-তাকভির : ২৯

- ইবনুল কাইয়িম রহ বলেন, 'প্রতিবন্ধকতা মূলত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রবের বিধিবিধানের বিরোধিতায় নানা ধরনের নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা। বস্তুত, এগুলোই আল্লাহর পথ থেকে পদচ্যুত করার জন্য পথিকের অন্তরে প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর তৈরি করে, যা মাড়িয়ে সামনে পথ চলা যে কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।

প্রতিবন্ধকতা প্রধানত তিন প্রকার :

১. তাওহিদের স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে শিরকের প্রতিবন্ধকতা।

২. সুন্নাত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদআতের প্রতিবন্ধকতা।

৩. খাঁটি তাওবার ক্ষেত্রে অবাধ্যতা পুনর্বার হানা দেওয়ার প্রতিবন্ধকতা।

উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলার সহজ উপায়

আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন ব্যতীত এসব প্রতিবন্ধকতা জয় করা পথিকের জন্য একেবারেই অসম্ভব। কেননা, আত্মা কখনো স্বীয় প্রেমাস্পদের সঙ্গ ছাড়তে রাজি নয়। হ্যাঁ, ওই প্রেমাস্পদ ছাড়া যিনি তার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তাই আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক যতই মজবুত হবে, অন্যদের সাথে সম্পর্ক ততই দুর্বল হবে।

- আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মূলত তাঁর প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ও ভালোবাসাকে বোঝায়, যা তাঁর মারিফত অনুপাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

প্রতিবন্ধকতা ও বিচ্যুতি : অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ ব্যতীত দুনিয়ার যাবতীয় ভোগবিলাস, নেতৃত্বের লোভ, অবৈধ কামনা-বাসনা প্রভৃতি নিয়ে অন্তর ব্যস্ত হয়ে পড়া, তেমনিভাবে মানুষের সার্বক্ষণিক সাহচর্য ও গভীর সম্পর্কের দরুনও আল্লাহর পথের পথিক পদচ্যুত হয়।

আমাদের জীবনে অহেতুক কাজের ছড়াছড়ি

আল্লাহর পথ চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বস্তুর চেয়ে অহেতুক কাজের ছড়াছড়ি আমাদের জীবনে অনেক বেশি, যা ব্যক্তির দৃঢ় প্রত্যয়কে নড়বড়ে করে দেয়, দৃঢ়সংকল্পকে করে ফেলে ক্ষীণ ও অন্তঃসারশূন্য। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾

'যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ—এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।'[২০২]

- শাইখ সাদি ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অজানা বিষয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো না, বরং নিজ কথা ও কাজে দৃঢ়ভাবে মজবুত থাকো। কেননা সম্পাদিত কর্মকাণ্ড এমনি এমনি হাওয়া হয়ে যাচ্ছে মনে করার তো কোনো জো নেই; বরং প্রকৃত অনুগত বান্দার উচিত হচ্ছে, তার কথা-কাজ ও মনোবাঞ্ছার ক্ষেত্রে নিজ জবান, অন্তর ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা, সর্বোপরি মহান রবের ইবাদত, একনিষ্ঠতা এবং রবের অপছন্দনীয় কাজসমূহ থেকে বিরত থাকা প্রভৃতির মধ্যেই নিজেকে ব্যস্ত রাখা। কেননা চোখ, কান ও অন্তরসহ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথাযথ জবাবদিহি করতে হবে।

- রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ

'তোমার উপকারী বস্তুর প্রতি উদ্বুদ্ধ হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো, কিন্তু অক্ষম হয়ো না।'[২০৩]

---

২০২. সুরা বনি ইসরাইল : ৩৬
২০৩. সহিহ মুসলিম : ২৬৬৪

- ইমাম নববি ﷺ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর নিয়ামত লাভের আগ্রহের দিকে ভালোভাবে মনোনিবেশ করো এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো, নিরুপায় হয়ো না। এবং আনুগত্য ও সাহায্য প্রার্থনা থেকে কখনো উদাসীনতা ও শিথিলতা প্রদর্শন করো না।'

- আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'আমার কাছে বেকার ব্যক্তির চেয়ে অপছন্দ আর কেউ নেই, যে না কোনো দুনিয়াবি কাজে ব্যস্ত আর না পারলৌকিক কাজে।'

- অহেতুক কাজ বলতে ওই সব কথা ও কাজই উদ্দেশ্য, যা দুনিয়া ও আখিরাতে ব্যক্তির কোনো উপকারে আসে না। তাই সময়কে ঠাট্টা-মশকারা, হেলাখেলায় নষ্ট করবেন না। এমনকি অবৈধ বিষয় তো দূরের কথা বৈধ বিষয়েও ব্যাপকভাবে গা ভাসিয়ে দেবেন না। (সফলকাম মুমিনদের ব্যাপারে) আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾

'এবং যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে।'[২০৪]

কেননা, মুসলিমদের দায়িত্ব তাদের সময় থেকে অনেক বেশি।

- আমরা যদি জীবনের বিভিন্ন বাঁকে সামান্য দৃষ্টিপাত করি, তাহলে এই অহেতুক কর্মকাণ্ডকে নানা আকার-আকৃতি ও বৈচিত্র্যময় ভঙ্গিতে আবির্ভূত হতে দেখি। অথচ, আমরা এরপরও বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করি না।

আমাদের জীবনের কতিপয় অহেতুক কাজের দৃষ্টান্ত

– আল্লাহর স্মরণমুক্ত বৈঠকে বসে আড্ডাবাজি করা।

– বিভিন্ন চ্যানেলের সিনেমা-নাটকের সিরিয়াল দেখাতেই সময় নষ্ট করা।

– এমন সব অশ্লীল ম্যাগাজিনে বুঁদ হয়ে থাকা, যা সমাজে ব্যাপকভাবে নির্লজ্জতার বিষবাষ্প ছড়াতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রাখে।

---

২০৪. সুরা আল-মুমিনুন : ৩

- মোবাইল-ফোনে অহেতুক দীর্ঘক্ষণ কথোপকথন।
- কৌতুক ও সময় অপচয়ের জন্য উদ্ভট খবর ছড়ানো।
- বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অহেতুক সম্পদ খরচ, যেমন : জন্মদিন, মৃত্যুদিবস পালন।
- মোবাইলে বেহুদা ম্যাসেজ আদান-প্রদানের মাধ্যমে সময় অপচয়।
- বস্তুর দিকে কোনো প্রয়োজন ছাড়াই অবৈধ দৃষ্টিপাত।
- বাজে চিন্তা-চেতনা, শয়তানি নানা কুমন্ত্রণা ও প্রবৃত্তির মাঝে মজে থাকা।
- অশ্লীল ছোট মানের গল্প পড়ার মাধ্যমে সময় অপচয়।
- কোনো প্রয়োজন ছাড়াই সভা-সমিতিতে গমন করা।
- কষ্ট প্রদানের লক্ষ্যে মানুষের অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করা।
- অহেতুক হাসি-ঠাট্টা, মশকারা করা।

জীবনে বাজে কাজের ক্ষতিকারক দিকসমূহ

- সময় অপচয়, কর্মক্ষমতা ধ্বংস।
- অবৈধ কাজে জড়ানো এবং নিজ সম্পদ বিনষ্ট।
- চেতনার ভারসাম্যহীনতা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি থেকে উদাসীনতা ও আমানতের খিয়ানত।
- সর্বশেষ লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ও অপমান অর্জন।

বাজে বিষয়গুলো আমাদের জীবনে অনুপ্রবেশ করার কারণ

১. মনকে তার খেয়াল-খুশিমতো ছেড়ে দেওয়া এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ না করে যা চাই তা-ই বাস্তবায়ন করা।

২. আল্লাহর ভালোবাসা, আনুগত্য, ও নৈকট্য থেকে অন্তর ও নফসের শূন্যতা ও অমনোযোগিতা।

৩. দুনিয়াবি কিংবা পারলৌকিক যেকোনো উপকারী কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

৪. বাজে ও বেকার ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা, কেননা মানুষের জীবনে সঙ্গীর প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

বাজে স্বভাব ও বেকারত্বের চিকিৎসা

১. নিজের নফসকে দুনিয়া ও আখিরাতের অপকারী বিষয়াবলি ছাড়তে ব্যাপক পরিশ্রম ও অনুশীলনের মাধ্যমে অভ্যস্ত করে তোলা।

২. আল্লাহর সাথে সর্বদা সম্পর্ক অটুট রাখা, অপরদিকে মানুষের সাথে সম্পর্ক কমিয়ে দেওয়া।

৩. সালাফের জীবনী অধ্যয়ন করা, এ উপলব্ধি অন্তরে ধারণ করে যে, তারা সময় সংরক্ষণ, মহান রবের আনুগত্য ও জিকিরের মাধ্যমে তাঁর সাথে সম্পর্কোন্নয়নের প্রতি কেমন উৎসাহী ছিলেন।

৪. বাজে ও বেকার লোকদের সাহচর্য থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বাঁচিয়ে রাখা, কেননা, তাদের সাহচর্য জীবনে অনেক বালা-মুসিবত ও দুর্ভোগ বয়ে আনে। পক্ষান্তরে সৎকর্মশীল, ব্যস্ত লোকদের সংস্পর্শ মানুষকে কর্মঠ ও উদ্যমী করে তোলে, যা তাদের জন্য অশেষ কল্যাণ ও সম্মান বয়ে আনে।

গোপন আকাঙ্ক্ষা ও কামনা

আখিরাতে সফলতার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে গোপন কুপ্রবৃত্তি ও কামনা। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রসিদ্ধি ও প্রশংসা-স্তুতির তীব্র লিপ্সা।

অধিকাংশ লোকের অবক্ষয়ের মূল রহস্য

ইবনে কুদামা ﷺ বলেন, 'অধিকাংশ মানুষ মূলত মানুষের ভয় ও তাদের প্রশংসা কামনার দরুনই অবক্ষয়ের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে। তাই লোকদের সার্বিক কর্মকাণ্ড এমনকি নড়াচড়া পর্যন্ত মানুষের সন্তুষ্টি ও তাদের স্তুতি লাভের আকাঙ্ক্ষায় হয়ে থাকে। বস্তুত, তা-ই ধ্বংসের অন্যতম মূল নিয়ামক।'

গোপন কুপ্রবৃত্তির কতিপয় দৃষ্টান্ত

১. কথা-কাজে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেওয়া, যেন লোকদের প্রশংসা অর্জন হয় ও ভর্ৎসনা থেকে বাঁচা যায়।

২. আলিমদের পেছনে পড়ে গোয়েন্দাগিরি ও তাদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা, যেন তার প্রসিদ্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

- আব্দুল মালিক আল-জাওয়ি ﵀ বলেন, 'যখন কোনো মানুষকে তুমি ঝগড়া করতে দেখবে, তখন বুঝে নেবে যে, সে অবশ্যই নেতৃত্ব ও মাতব্বরি পছন্দ করে।'

৩. আবার কতক সুফিরূপী এমন শয়তানও রয়েছে, যারা যেকোনো কথাবার্তা বলার সময় ক্রন্দনের ভান করে, যেন তাদের সর্বাধিক মুত্তাকি ও পরহেজগার বলা হয়।

৪. নিজ কর্ম ও অবস্থানকে বড় করে দেখানো ও প্রকাশ করা।

৫. ডর-ভয়হীনভাবে ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা, যেন মানুষ তাকে স্বল্প জ্ঞানী ও অক্ষম মনে না করে।

৬. অধিক গান-শেয়ের ইত্যাদি গাওয়া এবং লোকের অতিরঞ্জিত প্রশংসার বানে ভেসে যাওয়া, যা তাকে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত করে দেয়।

- প্রসিদ্ধি, প্রশংসা ও নেতৃত্বের লালসার অনেক ভর্ৎসনা কুরআন-হাদিসে নানা আঙ্গিকে রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

'এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম।'[২০৫]

---

২০৫. সুরা আল-কাসাস : ৮৩

ইবনে কাসির ﷺ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজের বড়ত্ব জাহির করো না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

'দুটি ক্ষুধার্ত বাঘকে মেষ শাবকের পালে ছেড়ে দেওয়া হলে যতটুকু ক্ষতিসাধন করে, কারও সম্পদ ও প্রতিপত্তির মোহ এর চেয়ে বেশি ক্ষতি করে তার দ্বীনের।'[২০৬]

রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন :

مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ

'যে ব্যক্তি আলিমদের সাথে গর্ব করা, অজ্ঞদের সাথে তর্ক করা অথবা মানুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ইলম অর্জন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।'[২০৭]

প্রসিদ্ধির নিন্দায় সালাফের কতিপয় অমীয় বাণী

- শাদ্দাদ বিন আওস ﷺ বলেন, 'আমি উম্মতের মধ্যে লৌকিকতা ও গোপন বাসনার বেশি আশঙ্কা করি।'
- বিশর আল-হাফি ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধির লালসা করে, সে আল্লাহকে ভয় করে না।'
- আইয়ুব সাখতিয়ানি. রহ বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমান আনয়নের পর নেতৃত্ব ও প্রসিদ্ধির লালসা করে, সে কখনো ইমানের দাবিতে সত্যবাদী হতে পারে না।'

---

২০৬. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৭৬
২০৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৫৪

সাখতিয়ানির যখন কান্না বেড়ে যেত, তখন তিনি মজলিস থেকে উঠে যেতেন।

- ইয়াহইয়া বিন মাইন ﵀ বলেন, 'আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মতো কাউকে দেখিনি, দীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ তাঁর সাথে আমি চলাফেরা করেছি। এত দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো কোনো বিষয়ে গর্ব করেননি। আল্লাহ তাআলা তাকে কল্যাণের প্রায় সব খনিই দান করেছিলেন।'

- সুফইয়ান ﵀ বলেন, 'গোপন আসক্তি হলো, সৎকর্মের ওপর লোকের প্রশংসা ও স্তুতির লালসা।'

গোপন আসক্তির চিকিৎসা

১. আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে বিগলিত কণ্ঠে সাহায্য ও নিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করা, রবের সামনে বিনয়-নম্রতা ও দুর্বলতা প্রকাশ করা।

২. নফসকে আল্লাহর আনুগত্য ও এর ওপর ধৈর্যধারণের জন্য সীমাহীন প্রশিক্ষণ দিয়ে নিরঙ্কুশ অনুসরণের জন্য অভ্যস্ত করে তোলা।

৩. কোনো ধরনের আত্মগর্ব ও ভ্রু-কুঁচকানো ব্যতীত নিজের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে নেওয়া এবং যেকোনো ভালো উপদেশ ও ভর্ৎসনা কবুল করতে প্রস্তুত থাকা।

৪. প্রসিদ্ধির সব পথ রুদ্ধ করে দেওয়া, যেমন সামনাসামনি প্রশংসাকারীদের বাধা প্রদান, মুনাজারা ও তর্কে অহেতুক ঝগড়াঝাঁটিতে নির্লিপ্ততা, সালাফে সালিহিনের অবস্থাদির স্মরণ এবং ফতওয়া প্রদানে তাড়াহুড়া বাদ দেওয়া, সর্বোপরি ইলম ছাড়া কোনো বিষয়ে বকবক না করার ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণাঙ্গ অনুকরণ করা।

৫. দুনিয়াবিমুখতা ও এর তুচ্ছতা-নগণ্যতার গভীর অনুধাবন।

৬. জান্নাতে আল্লাহর নৈকট্যশীল মুত্তাকি বান্দাদের জন্য পরকালে বরাদ্দ প্রতিদানের পূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখা।

- সুতরাং হে প্রিয় দ্বীনি ভাই, আপনার কথাবার্তা, কাজকর্মে স্বতন্ত্রতা আনয়ন করে একমাত্র আল্লাহর জন্যই তা নিবেদিত করুন, কেননা নফস গর্ব ও আত্মতৃপ্তির একটুখানি ঢেকুর তোলার জন্য উত পেতে মুখিয়ে আছে, যখন উদাসীন হয়ে যাবেন, তখন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলবে।
- কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনন্তকালের জীবনে উন্নতি ও রবের নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বদা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে, ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীর উন্নতির পেছনে গা-ভাসিয়ে দেয় না, যা আল্লাহর ক্রোধ-অসন্তুষ্টিকেই অবধারিত করে।
- হে আমার প্রাণপ্রিয় দ্বীনি ভাই, অনেক সময় আপনি মানুষের প্রশংসাবশত নিজেই খুশিতে নাচতে থাকেন, স্তুতির স্বাদ আস্বাদনে মত্ত হয়ে যান, অথচ তাতে রয়েছে আপনার জন্য পূর্ণ অবক্ষয় ও ধ্বংস।
- সাইদ বিন হাদ্দাদ ﷺ বলেন, 'প্রশংসা কামনা ও নেতৃত্বের লোভের চেয়ে অধিক পরিমাণে আল্লাহর দয়া বঞ্চিতকারী অন্য কোনো বিষয় আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুত্তাকি, আত্মনির্ভরশীল ও নিভৃতে থাকা বান্দাকে ভালোবাসেন।'[২০৮]

আল্লাহর সন্তুষ্টিই মুমিনের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য

আখিরাতের সফলতা-প্রত্যাশীর জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হলো, রবের সন্তুষ্টি, যা অর্জনের জন্য সে নিজের সবকিছু বিলীন করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সে সবকিছু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করে থাকে, যা মুমিনের অন্তর ও রুহের খোরাক হিসেবে কাজ করে। মানুষের সার্বিক অবস্থায়—কথাবার্তা, চলাফেরা, নড়াচড়া, সবকিছুতে মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টিই মূলত প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে থাকে।

---

২০৮. সহিহ মুসলিম : ২৯৬৫

• ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'আমি সার্বিক উপকারী দুআর ব্যাপারে চিন্তা করলাম, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সাহায্য প্রার্থনাই আমার নিকট সবচেয়ে উপকারী দুআ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

• তাই সার্বক্ষণিক আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থনা করা উচিত–

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ

'হে আল্লাহ, আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করুন।'

• জাওহারি বিরচিত সিহাহ নামক কিতাবে رضوان (রিজওয়ান) শব্দটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটি মূলত সন্তুষ্টির আধিক্যতাকেই নির্দেশ করে, যখন আল্লাহর সন্তুষ্টিই সন্তুষ্টির সর্বোচ্চ স্তর, তাই কুরআনে رضوان (রিজওয়ান) শব্দটিকেই আল্লাহর সন্তুষ্টি বোঝানোর জন্য চয়ন করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন :

﴿ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ﴾

'আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদের রুকু ও সিজদারত দেখবেন।'[২০৯]

• রাগিব ইসপাহানি ﷺ বলেন, 'আল্লাহর প্রতি বান্দার সন্তুষ্টির অর্থ হলো, রবের ফয়সালার ওপর কোনো রকম অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করা এবং ভ্রু না কুঁচকানো। বান্দার ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টির নিদর্শন হলো, বান্দা তাঁর আদেশ ও নিষেধের পূর্ণ আনুগত্য করা।'

• রবের সন্তুষ্টির নিদর্শন : ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'রবের সন্তুষ্টির নিদর্শন হলো তাঁর ব্যাপারে খুশি ও প্রফুল্ল থাকা।'

• ইবনে তাইমিয়া ﷺ আল্লাহ তাআলার (মুসা ﷺ সম্পৃক্ত) বাণী : وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ('এবং হে আমার পালনকর্তা, আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।' সুরা তহা : ৮৪)-এর ব্যাখ্যায়

২০৯. সুরা আল-ফাতহ : ২৯

বলেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে, তাঁর আদেশ পালনে বিলম্ব ও অবহেলা না করা।'

- লুকমান ﷺ তাঁর পুত্রকে বলেন, 'আমি তোমাকে এমন কতেক বৈশিষ্ট্যের উপদেশ দিচ্ছি, যা তোমাকে খুব দ্রুতই আল্লাহর নৈকট্যশীল ব্যক্তি বানিয়ে দেবে, সাথে সাথে তাঁর ক্রোধ থেকেও বাঁচিয়ে রাখবে। তা হলো, তুমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, তোমার পছন্দ হোক বা না হোক—সর্বাবস্থায় রবের সিদ্ধান্তেই সন্তুষ্ট থাকবে।

রবের সন্তুষ্টি অর্জনের কতিপয় মাধ্যম

১. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সর্বদা মুখিয়ে থাকা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللهِ فَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ، فَيَقُولُ اللهُ لِجِبْرِيلَ: إِنَّ فُلَانًا عَبْدِي يَلْتَمِسُ أَنْ يُرْضِيَنِي أَلَا وَإِنَّ رَحْمَتِي عَلَيْهِ،

'বান্দা তার রবের সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষা করতে করতে একসময় আল্লাহ তাআলা জিবরাইলকে বলে দেন যে, "অমুক বান্দা আমার সন্তুষ্টিপানে মুখিয়ে আছে, তাই তাকে আমি আমার দয়ার চাদর দিয়ে ঢেকে নিলাম।"'[২১০]

২. মিসওয়াক করা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

'মিসওয়াক হলো মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম।'[২১১]

---

২১০. মুসনাদু আহমাদ : ২২৪০১

২১১. মুসনাদু আহমাদ : ৭

৩. পানাহারের পর আলহামদুলিল্লাহ বলা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বান্দার ওপর সন্তুষ্ট, যে খাবার খাওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বলে এবং পানীয় পান করার পর আলহামদুলিল্লাহ বলে।'[২১২]

৪. পিতার সন্তুষ্টি অর্জন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

'আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টিতে রয়েছে। তেমনিভাবে তাঁর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।'[২১৩]

৫. মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্রতী হওয়া।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنِ التَمَسَ رِضَاءَ اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ التَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ

'যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হয়, মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনে ব্রতী হয়, আল্লাহ তাকে মানুষের দায়িত্বে ছেড়ে দেন।'[২১৪]

---

২১২. সহিহু মুসলিম : ২৭৩৪
২১৩. সুনানুত তিরমিজি : ১৮৯৯
২১৪. সুনানুত তিরমিজি : ২৪১৪

৬. কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ সর্বদা এই দুআ পাঠ করতেন :

اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

'হে আল্লাহ, আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। তোমার শাস্তি থেকে শান্তি ও স্বস্তির আশ্রয় চাই। আমি তোমার (ক্রোধ) থেকে তোমারই নিকট আশ্রয় কামনা করি। তোমার যথাযথ প্রশংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি নিজে তোমার যেরূপ প্রশংসা করেছ, তুমি তেমনই।[২১৫]

৭. বিপদাপদে আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

'নিশ্চয় বড় প্রতিদান কঠিন বিপদের সাথেই রয়েছে। আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন বিভিন্ন বালা-মুসিবত দিয়ে তাদের পরীক্ষা করেন। সুতরাং যারা এর ওপর সন্তুষ্ট থাকে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যারা এর ওপর অসন্তুষ্ট থাকে, তাদের জন্য রয়েছে মহান রবের অসন্তুষ্টি।'[২১৬]

৮. সকাল-সন্ধ্যা প্রতিনিয়ত নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২১৫. সহিহ মুসলিম : ৪৮৬
২১৬. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৯৬

‘যে মুমিন বান্দা সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে এ দুআটি رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে বিচার দিবসে অবশ্যই সন্তুষ্ট করে দেবেন।’[২১৭] সুবহানাল্লাহ!

৯. পবিত্র বাক্য উচ্চারণ ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ

‘তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কখনো আল্লাহর তাআলার সন্তুষ্টির কথা বলে, যার সম্পর্কে সে ধারণাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে পৌছবে, অথচ আল্লাহ তাআলা তার এ কথার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত সন্তুষ্টি লিখে দেন।’[২১৮]

১০. আল্লাহর জিকির।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى

‘“আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের অধিক উত্তম কাজ সম্পর্কে জানাব না, যা তোমাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উঁচু, সোনা-রুপা দান-সদাকা করার চেয়েও বেশি ভালো এবং তোমাদের শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের নিধন করা ও

---

২১৭. মুসনাদু আহমাদ : ১৮৯৬৭
২১৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৩১৯

তোমাদেরকে তাদের নিধন করার চেয়েও ভালো?" তারা বললেন, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "তা হলো, আল্লাহর তাআলার জিকির।"'[২১৯]

১১. তিনিটি বৈশিষ্ট্য :

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ

'আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট আর তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। সন্তোষজনক তিনটি কাজ হচ্ছে, একমাত্র তাঁর ইবাদত করা, তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা, তাঁর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া। পক্ষান্তরে অপছন্দনীয় তিনটি কাজ হচ্ছে, অযথা বকবক করা, অনর্থক প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করা।'[২২০]

- আল্লাহর সন্তুষ্টির কতিপয় আলামত : কোনো বান্দাকে যখন আল্লাহ তাআলা নিজ আনুগত্যে ব্যবহার করেন, তা রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সন্তুষ্টিরই নিদর্শন, পক্ষান্তরে যখন কোনো বান্দা অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, তা হচ্ছে রবের অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের প্রকৃষ্ট আলামত।

- উবাই বিন কাব ﵁ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও চিন্তা-চেতনা নিয়ে সকাল করে, আল্লাহ উক্ত বান্দা থেকে নিজ দায়িত্ব উঠিয়ে নেন।'

- সুতরাং হে প্রিয় ভাই, দয়া করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উক্ত মাধ্যমগুলো গ্রহণ করুন।

২১৯. সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৭৭
২২০. সহিহ মুসলিম : ১৭১৫

আল্লাহর সাথে স্বস্তি অনুভবের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহর নৈকট্য-প্রত্যাশী ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত রবের সঠিক সন্ধান ও পরকালে তার নৈকট্যের শীর্ষচূড়ায় আরোহণে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহতে স্বস্তি অনুভব করে, সাথে আপন সত্তার তাওফিক ও তাঁর সঙ্গ খুঁজে পায়, কেননা যার অন্তর আল্লাহর সাথে স্বস্তি অনুভবে ব্যর্থ, সে কীভাবে তাঁর সন্ধান লাভে ধন্য হবে? তাঁর নৈকট্যের প্রফুল্লতার স্বাদ আস্বাদন করবে? তা তো কখনো আশা করা যায় না!

স্বস্তির সেই স্বাদ আস্বাদনের উপায়

বস্তুত, বর্তমানে স্বস্তির এ স্বাদের অস্তিত্ব অত্যন্ত দুর্লভ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা আল্লাহর একনিষ্ঠ প্রিয় বান্দা ছাড়া অন্য কেউ আদতে অনুভব করতে পারে না, আল্লাহর স্মরণে স্বস্তির স্বাদ নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বনে আস্বাদন করা যায়।

১. সুললিত ও বিগলিত কণ্ঠে কুরআনের তিলাওয়াত শ্রবণে মনোযোগী হওয়া।

২. রবের অকুণ্ঠ আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। কেননা, প্রত্যেক অনুগত বান্দাই স্বস্তির স্বাদ আস্বাদনকারী, আর প্রত্যেক অবাধ্য বান্দা অস্বস্তিতে ভোগে। যেমন বলা হয়ে থাকে, যদি তুমি কৃত পাপের দরুন আল্লাহতে অস্বস্তি অনুভব করো, তখন তুমি যদি আবার স্বস্তির স্বাদ পেতে চাও, তাহলে পাপাচার ছেড়ে দাও।

৩. অধিক হারে রবের জিকির, তাসবিহ, তাহলিল ও অন্যান্য আজকারের মাধ্যমেও আল্লাহর সাথে স্বস্তিময় সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

৪. নিম্নোক্ত কাজে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলুন।

- রাত্রিকালীন নামাজ : আপনি প্রতি রাতে (বিতরসহ) ১১ রাকআত নামাজ পড়তে অভ্যস্ত হোন, কেননা তা রবের সাথে স্বস্তি সৃষ্টির সহায়ক ভূমিকা রাখে।

- নামাজকে দীর্ঘায়িত করা বিশেষভাবে সিজদা অবস্থায়, কেননা স্বল্প দৈর্ঘ্যের নামাজের মাধ্যমে বান্দা খুব স্বল্প সময়ে স্বীয় রবের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়। ফলে সে রবের সাথে পূর্ণ স্বস্তির সম্পর্ক সৃষ্টিতে সক্ষম হয়ে ওঠে না।
- ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নিজ নামাজের স্থানে বসে থাকা এবং জিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে উক্ত সময়কে কাজে লাগানো।
- মসজিদে প্রথমে গমন ও শেষে বের হওয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলা।
- মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় মসজিদে কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা, যাতে ওই সময়কে কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও কোনো দরসে উপস্থিতির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায়। তাই ওই সময়কে রবের যেকোনো আনুগত্যের কাজে লাগিয়ে প্রাণবন্ত করে তুলুন, কারণ সেটিই মূলত আপনার সত্যিকারের যাপিত সময়।
- কিছুক্ষণ নির্জনে সময় কাটানো, যে সময়টাতে আপনি দুআ, ইসতিগফার, আত্মসমালোচনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ইবাদত নিবিষ্ট চিত্তে আদায় করতে পারেন, তাই দৈনিক এমন একটি নির্দিষ্ট সময় বের করা বাঞ্ছনীয়, যখন সৃষ্টিকুলকে বাদ দিয়ে একমাত্র স্রষ্টার সাথেই একান্ত আলাপে লিপ্ত হওয়া যায়।

• মাসরুক ﷺ বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন এমন একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা উচিত, যখন শুধু নিজ পাপের কথা স্মরণ করে করে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।'

• হে আল্লাহর বান্দা, বন্ধু-বান্ধব, টিভি-চ্যানেল, অহেতুক খেলাধুলার মাঝেই কি আপনি প্রকৃত স্বস্তি খুঁজে ফিরেন, না রবের মাঝেই অন্বেষণ করেন? যিনি সব ধরনের দুশ্চিন্তা ও সমস্যা দূরীকরণের একক নিয়ন্তা।

• কেননা, যে বান্দা পাপাচার, স্বীয় রবের অবাধ্যতা ও নানা ধরনের অহেতুক খেলাধুলায় মত্ত, যার সাথে আনুগত্য, কুরআন তিলাওয়াত এবং

জিকিরের ন্যূনতম সম্পর্কও নেই, সে কখনো আল্লাহতে স্বস্তির স্বাদ ও নৈকট্যের প্রফুল্লতা অনুভব করতে পারবে না।

এমন ব্যক্তিরা কীভাবে আল্লাহতে স্বস্তির স্বাদ আস্বাদনে সফল হবে?

– যে মহান রবের কালামকে বাদ দিয়ে অশ্লীল গান-বাজনা ও ড্রামা শ্রবণে অধিক আগ্রহী!

– যে আল্লাহর স্মরণের ওপর মানুষের স্মৃতিচারণকে প্রাধান্য দেয়!

– যে রবের সন্তুষ্টির ওপর নিজের প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয়!

– যে সৎকর্মশীলদের সাহচর্য গ্রহণের ওপর পাপীদের সংস্পর্শকে প্রাধান্য দেয়!

– যে আখিরাতের ওপর দুনিয়াবি তুচ্ছ স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়!

– যে দয়ালু রবের আনুগত্য বাদ দিয়ে দুরাচার শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেই অধিক আনন্দবোধ করে!

– যে পুরো জীবনে রবের স্মরণের ক্ষেত্রে সর্বদা উদাসীনতার স্বাক্ষর রেখেছে!

– যার অন্তর আল্লাহ ব্যতীত কুপ্রবৃত্তি, মিডিয়া ও অবৈধ বিষয়ের মধ্যেই সদা আটকে থাকে।

অন্তরকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাথেই নিবদ্ধ রাখুন

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন :

'যখন মানুষ দুনিয়াবি সম্পদ নিয়ে সমৃদ্ধ, তখন তুমি স্বীয় রবের সন্তুষ্টির মাধ্যমে সমৃদ্ধশীল হয়ে যাও।

যখন মানুষ দুনিয়া নিয়ে মত্ত, তখন তুমি আল্লাহকে নিয়ে ব্যাকুল হয়ে যাও।

যখন মানুষ বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত, তখন তুমি রবকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাও।

যখন মানুষ দেশের নেতৃস্থানীয়দের সাথে পরিচিত হতে আধা জল খেয়ে নেমে পড়েছে—যাতে সে দুনিয়াবি, ক্ষণস্থায়ী কিছু তুচ্ছ স্বার্থ ও পদোন্নতি লাভ করতে পারে—তখন তুমি মহান রাজাধিরাজ রবের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলো, যাতে চিরস্থায়ী সম্মান ও মর্যাদা লাভে ধন্য হতে পারো।'

- জুননুন মিসরি ﷺ বলেন, 'আল্লাহপ্রেমিকদের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোথাও স্বস্তি না পাওয়া, কেননা আল্লাহর ভালোবাসা যখন হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়, তখন কি সে মহান প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কোথাও স্বস্তি পেতে পারে?'

- ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের সাথে অস্বস্তিকর সম্পর্ক হলেও রবের সাথে স্বস্তির সম্পর্ক গড়ে তুলে এবং তার একটি বিচ্যুতির জন্যও অঝোর ধারায় ক্রন্দন করে, সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ।'

- আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের আধিক্য তার সাথে স্বস্তির সম্পর্ক গড়ে তুলতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রাখে।

- ওয়াইস করনি ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর প্রকৃত কোনো প্রেমিককে অন্য কারও সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে দেখিনি।'

- প্রজ্ঞাবাণী : যে কুরআনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্ক তৈরি করে, সে কখনো প্রিয়জন হারানো ও বন্ধুদের বিয়োগে একাকিত্ব অনুভব করে না।'

একটি ভয়ংকর ব্যাধি ও তার প্রতিকার

– অনেক ব্যক্তি নির্জনতা ও একাকিত্বের ফলে প্রচণ্ড ভয় ও মানসিক সংকীর্ণতায় ভোগে, ফলে সে সার্বক্ষণিক এই কামনাই করে যায়, যেন কেউ সারা জীবন তার সঙ্গ দেয়, যাতে তার সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি করে সে একাকিত্ব ও দুশ্চিন্তার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে।

– এর একমাত্র কারণ হলো, রবের সাথে স্বস্তির সম্পর্কে দুর্বলতা। কেননা, উক্ত ব্যক্তির যদি স্বীয় রবের সাথে সম্পর্ক উন্নত থাকত, সে কখনো একাকিত্বকে অভিশাপরূপে নিত না। কেননা, সে তো তখন একাকিত্বের সময়কে আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করত।

– সালাফের মধ্যে এমন কতক আলিম ছিলেন, যারা দিনের পর দিন অধ্যয়নেই নিজ গ্রন্থাগারে কাটিয়ে দিতেন, অথচ ওই সময় তারা একাকিত্ব অনুভব করা তো দূরের কথা, বরং কোলাহলমুক্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে রবের আনুগত্যে মশগুল থাকতেন, এমনকি কারও উপস্থিতির দরুন ইবাদত ও অধ্যয়নে ব্যাঘাত ঘটাই উপরন্তু তাদ মানসিক সংকীর্ণতার কারণ হয়ে দাঁড়াত।

অনুশীলনের সুবর্ণ সুযোগ

যখন আপনি গাড়ি কিংবা অন্য কোথাও একাকী অবস্থান করেন, তখন ক্ষণিক অবকাশের সেই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রবের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টায় নেমে পড়ুন। কেননা, তাঁর নৈকট্য অর্জন একমাত্র সম্ভব হবে অধিক হারে তাঁর স্মরণ, তাঁর কাছে প্রার্থনা ও ব্যাপকভাবে কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমে।

– হাসান বসরি ﵀ যখন কাউকে পাশে পেতেন না এবং তার কোনো ব্যস্ততা থাকত না, তখন তিনি তাসবিহ জপেই ওই অবসর সময় কাটিয়ে দিতেন।

– একদা জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি একাকিত্বের সময় কেন ভারসাম্যহীন হন না?'

জবাবে তিনি বলেন, 'আমি কীভাবে ভারসাম্যহীন হবো, অথচ আল্লাহ বলছেন :

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব।"'[২২১]

---

২২১. সুরা আল-বাকারা : ১৫২

– ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷀ বলেন, 'আমি রাতে রবের সাথে একান্ত আলাপের দরুন খুশি ও প্রফুল্ল হই, পক্ষান্তরে দিনে সৃষ্টিকুলের সাথে সাক্ষাতের দরুন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি।'

– আমির বিন কাইসকে যখন বলা হলো, 'আপনি কি কখনো নামাজে ভুল করেন?' তিনি বললেন, 'না, কারণ, আমার কাছে কুরআনের চেয়ে সাধারণ কথাবার্তা কীভাবে অধিক পছন্দনীয় হতে পারে, যার দরুন রবের কালামকে ছেড়ে অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হবো।'

– একটি শিক্ষণীয় বাস্তব ঘটনা : সালাফের মধ্যে জনৈক মহিলা আপন সন্তানদের উপদেশ দানকালে বলছিলেন, 'তোমরা আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর আনুগত্যে নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলো, কেননা আনুগত্যের সাথে মুত্তাকিদের গভীর মিতালি রয়েছে, যা ব্যতীত আনুগত্য ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। যখন দুরাচার পাপিষ্ঠ শয়তান তাদের কোনো পাপে লিপ্ত করতে চায়, তখন স্বয়ং পাপই নিঃসঙ্গতার দরুন তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায়।'

আখিরাতের ফসল ফলানোর সুবর্ণ সুযোগ

- প্রকৃত উপকারী ফসল আখিরাতে একমাত্র আল্লাহর নিকটেই রয়েছে, যা অনন্তকালীন জীবনের স্থায়ী সফলতার অন্যতম নিয়ামক, যেখানে কোনো ধরনের কৃত্রিমতা ও কলুষতার লেশমাত্র নেই, আর না তথায় মৃত্যু কিংবা কোনো রোগব্যাধির আশঙ্কা রয়েছে; যা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

'যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে রাখা প্রয়োজন যে, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ আল্লাহরই নিকট রয়েছে। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।'[২২২]

- ইবনে কাসির ﷬ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অর্থাৎ হে দুনিয়ালোভী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি, খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখো, তোমার রবের নিকট মূলত উভয় জাহানের প্রতিদান রয়েছে, তাই তুমি যা-ই প্রার্থনা করো, মহান রব তা-ই দান করবেন। সুতরাং তুমি ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষীণ সংকল্প ও লালসার মাধ্যমে নিজ পরকালকে ধ্বংস করো না, বরং তুমি দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে উভয় জাহানের সফলতা অর্জন করো, কেননা লাভ-লোকসান সবকিছুর নিয়ন্তা তো কেবল আল্লাহ তাআলাই, যিনি দুনিয়া-আখিরাতে মানুষের মাঝে দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যকে বণ্টন করেছেন, সাথে সাথে পূর্ণ ন্যায়ের সহিত তাদের মাঝে নিজ ফয়সালা কার্যকর করেছেন, কেননা তিনিই অধিক শ্রবণকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সত্তা।

– নিম্নে আখিরাতের পাথেয় অর্জনের জন্য সুবর্ণ সুযোগের ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো, যার সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেক মুমিনের ওপর আবশ্যক। কেননা, তাতে রয়েছে বড় বড় প্রতিদানের অভূতপূর্ব সমাহার, সাথে অল্প আমলেই অধিক প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি।'

১. কল্যাণের চাবিসমূহ

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

'যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পথ দেখায়, সে উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর মতো প্রতিদান পায়।[২২৩]

---

২২২. সুরা আন-নিসা : ১৩৪
২২৩. সহিহ মুসলিম : ১৮৯৩

- যেমন আপনার কোনো সন্তান বা বন্ধুকে মাসনুন কোনো দুআ শিক্ষা দিলেন, তখন সে যতবার উক্ত দুআটি পাঠ করবে, ততবার আপনার জন্য প্রতিদান লিপিবদ্ধ করা হবে। এবার যদি আপনি দুআজাতীয় একটি বই হাদিয়া দেন, তখন কিন্তু আপনার জন্য এই বইয়ে বর্ণিত প্রত্যেকটি দুআর বিনিময়েই উল্লেখযোগ্য প্রতিদান লিপিবদ্ধ হবে, তা বলাই বাহুল্য।

২. একসাথে চারটি ফসল লাভের সুবর্ণ সুযোগ

সালাম, মুসাফাহা (সাক্ষাতে পরস্পর হাত মিলানো), সাথে মুচকি হাসি ও পবিত্র বাক্য উচ্চারণ।

হে প্রিয় ভাই, কখনো ভেবেছেন কি? আপনি একসাথেই চারটি ইবাদত সম্পাদনে চারটি ফসল লাভে ধন্য হচ্ছেন?

ক. সালাম : রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জনৈক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন :

أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

"“ইসলামের কোন আমলটি উত্তম?” তিনি উত্তরে বললেন, “লোকদের খাবার খাওয়ানো ও পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া।”"[২২৪]

– অন্য হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ বলে সালাম দেয়, তার জন্য ত্রিশটি সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।[২২৫]

আর প্রত্যেক সৎকর্মের প্রতিদান মহান রব দশ গুণ করে যে বৃদ্ধি করেন, তা তো রিজার্ভ আছেই!

আর এই পরিমাণ তো নিতান্তই অল্প। কেননা, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। তাই সালামকে পূর্ণরূপে করতে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলি, যেন প্রতিদানও পূর্ণরূপে পাওয়া যায়।

---

২২৪. সহিহুল বুখারি : ১২
২২৫. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৮৯

খ. মুসাফাহা (সাক্ষাতে পরস্পর হাত মিলানো) : রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

'দুজন মুসলিম পরস্পর সাক্ষাৎ লাভে মুসাফাহা করলে আল্লাহ তাআলা উভয়কে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই ক্ষমা করে দেন।'[২২৬]

– হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'মুসাফাহা পরস্পর ভালোবাসা বৃদ্ধি করে।'

– ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'মুসাফাহা সাক্ষাতের এমন এক সুন্নাত, যাতে কারও কোনো দ্বিমত নেই।'

গ. মুচকি হাসি : রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

'কোনো ভালো কাজকে তোমরা তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তা হোক তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা।[২২৭]

ঘ. কোনো দ্বীনি ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতে পবিত্র বাক্য উচ্চারণ। যেমন حَفِظَكَ اللهُ، بَارَكَ اللهُ، جَزَاكَ اللهُ ইত্যাদি বাক্যগুলো মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা। সুতরাং আপনি কোনো ভাইকে সালাম দিলে উক্ত চার সুন্নাতের ওপর অভ্যস্ত হয়ে উঠুন, সাথে মহান প্রতিপালকের মহাপ্রতিদানে ভূষিত হোন।

পারলৌকিক ফসল ফলানোর নানা সুবর্ণ সুযোগ

১. রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

---

২২৬. সুনানু আবি দাউদ : ৫২১২
২২৭. সহিহু মুসলিম : ২৬২৬

'তোমাদের প্রত্যেকে এমন অবস্থায় সকালে উপনীত হয়, যখন তার শরীরের প্রত্যেকটি জোড়ার ওপর সদাকা ওয়াজিব হয়। আর প্রত্যেক তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সদাকা, তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ বলা) সদাকা, তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সদাকা, তাকবির (আল্লাহু আকবার বলা) সদাকা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া সদাকা, মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা সদাকা। চাশতের সময় দুই রাকআত নামাজ পড়া এগুলোর সমপর্যায়ের।'[২২৮]

২. উম্মুল মুমিনিন জুয়াইরিয়া ﵂ থেকে বর্ণিত :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

'নবিজি ﷺ একদা সাজ-সকালে তার কাছ থেকে বের হলেন, যখন তিনি নামাজরত ছিলেন, অতঃপর নবিজি ﷺ নামাজ শেষ করে ফিরে এসেও তাকে নামাজের স্থানে পূর্বের ন্যায় বসা দেখে বললেন, "তুমি কি পূর্বের অবস্থায় এখনো দিব্যি বসে রয়েছ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তখন নবিজি ﷺ বললেন, "আমি ফজরের নামাজ আদায়ের পর এমন চারটি বাক্য তিনবার পাঠ করেছি, ওইগুলো যদি এখন পর্যন্ত তোমার কৃত আমলের বিপরীতে পাল্লায় তুলে মাপা হয়, তাহলে উক্ত চারটি বাক্যের পাল্লাই ভারী হবে। তা হলো: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ।'[২২৯]

২২৮. সহিহু মুসলিম : ৭২০

২২৯. সহিহু মুসলিম : ২৭২৬

• আল্লাহর মাখলুখের সংখ্যা কেউ গণনা করে শেষ করতে পারবে না, যা ফেরেশতাকুল, মানব-দানব, পাহাড়-পর্বত, জীবজন্তু, পশু-পাখি ও গাছপালা ইত্যাদি সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তাঁর অশেষ করুণা ও দয়ায় আপনাকে সৃষ্টিকুলের সমপরিমাণ প্রতিদান দানে ধন্য করছেন, তেমনই তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ নেকি দানে ভূষিত করছেন।

৩. আবু হুরাইরা ﵁ বলেন :

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

'আমাকে আমার প্রিয় বন্ধু রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসে তিনটি রোজা, চাশতের দুই রাকআত নামাজ এবং ঘুমের পূর্বে মাসনুন দুআ পড়ে নিতে উপদেশ দিয়েছেন।'[২৩০]

৪. আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

'দুটি বাক্য আছে, যা উচ্চারণে সহজ আমলনামায় অনেক ভারী এবং আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়, তা হলো : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ।'[২৩১]

৫. রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

---

২৩০. সহিহুল বুখারি : ১৯৮১
২৩১. সহিহুল বুখারি : ৬৪০৬, সহিহু মুসলিম : ২৬৯৪

'"আমি কি তোমাদের এমন আমলের সন্ধান দেবো না, যা করলে আল্লাহ পাপরাশি মোচন করে দেন এবং উহার বিনিময়ে মর্যাদা বৃদ্ধি করেন?" সাহাবিগণ জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।" তখন তিনি বললেন, "কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে অজু করা, মসজিদে আসার জন্য বেশি পদচারণা করা এবং এক নামাজের পর আরেক নামাজের অপেক্ষায় থাকা। আর এ কাজগুলোই হলো সীমান্ত প্রহরা (অর্থাৎ সাওয়াবের ক্ষেত্রে এর সদৃশ)।"'[২৩২]

এখানে পূর্ণরূপে অজু বলতে অজুর অঙ্গগুলোকে সুন্নাত মোতাবেক যথাযথ ধৌত করা আর কষ্টকর অবস্থা বলতে গা কাঁপানো ঠান্ডা অথবা শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি।

৬. উম্মে হাবিবা ﷺ বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

'যে মুমিন বান্দা ফরজ ছাড়াও বারো রাকআত নফল তথা সুন্নাতে মুয়াকাদ্দা আদায়ে সচেষ্ট হবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।'[২৩৩]

সুনানে তিরমিজির অন্য বর্ণনায় এসেছে :

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ

'যে ব্যক্তি সারা দিনে বারো রাকআত নামাজ পড়বে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। উক্ত বারো রাকআত হচ্ছে, জোহরের পূর্বে চার ও পরে দুই রাকআত,

২৩২. সহিহু মুসলিম : ২৫১
২৩৩. সহিহু মুসলিম : ৭২৮

মাগরিব ও ইশার পরপর দুই রাক্‌আত এবং ফজরের নামাজের পূর্বে দুই রাকআত।'[২৩৪]

- একটু চিন্তা করুন, শুধু বারো রাকআত নামাজ আদায় করলেই আপনার জন্য একটি ঘর নির্মিত হচ্ছে! সুতরাং এখন পুরো বছরে হিসাব করুন আপনার জন্য জান্নাতে কতটি ঘর নির্মাণ হতে পারে?

৭. আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন।'[২৩৫]

– আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ নবির প্রশংসা করেন এবং ফেরেশতাগণ নবির জন্য দুআ ও ইসতিগফার করেন। হে মুমিনগণ, তোমরা নবির জন্য রহমতের দুআ করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।'[২৩৬]

- শাইখ সাদি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এই আয়াতে রাসুল ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর সুমহান মর্যাদা এবং স্বীয় রবের নিকট ও সৃষ্টিকুলের কাছে সুউচ্চ সম্মানের ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী : (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় ফেরেশতাদের মাঝে তাঁর গুণকীর্তন করেন, যা তাঁর প্রতি আল্লাহর অশেষ ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে, তেমনিভাবে ফেরেশতাগণও তাঁর জন্য কায়মনোবাক্যে বিগলিতভাবে প্রার্থনা করেন।

---

২৩৪. সুনানুত তিরমিজি : ৪১৫
২৩৫. সহিহু মুসলিম : ৪০৮
২৩৬. সুরা আল-আহজাব : ৫৬

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} অর্থাৎ (হে মুমিনগণ) সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের অনুকরণে এবং তোমাদের ওপর রাসুল ﷺ-এর অধিকার, সম্মান, ভালোবাসা ও মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর ওপর দরুদ পাঠ করো, যা তোমাদের নেকি বৃদ্ধি ও পাপরাশি মোচন করবে।'

– দরুদের সর্বোত্তম পদ্ধতি, যা সাহাবিগণ অনুসরণ করতেন :

নামাজে পঠিত দরুদে ইবরাহিম : (যেমন সহিহ বুখারিতে এসেছে[২৩৭]) :

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

দরুদ ও সালামের এই হুকুমটি সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবার কতিপয় আলিম নামাজে দরুদ পাঠকে ওয়াজিব পর্যন্ত সাব্যস্ত করেছেন।

– একটি গুরুত্বপুর্ণ সতর্কতা : যখনই আপনি রাসুল ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ করবেন, তখন দরুদ ও সালাম উভয়টিকেই একসাথে পাঠ করুন। কখনো একটির ওপর ক্ষান্ত হবেন না, তাই শুধু عَلَيْهِ বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলবেন না। কেননা, আল্লাহ তাআলা দুটিকেই একসাথে করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৮. রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً

---

২৩৭. সহিহুল বুখারি : ৩৩৭০

'যে ব্যক্তি সমস্ত মুমিন-মুমিনার জন্য মাগফিরাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে প্রত্যেক মুমিন-মুমিনার সংখ্যা অনুপাতে একটি করে নেকি দান করেন।'[২৩৮]

- **প্রত্যেক ভালো কাজই সদাকা**

– রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

'প্রত্যেক ভালো কাজই সদাকা।'[২৩৯]

ইমাম নববি ﷬ বলেন, 'প্রতিদানের ক্ষেত্রে সব কল্যাণই সদাকার অনুরূপ প্রতিদান বয়ে আনে।'

- **কল্যাণের দ্বার রুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তা অর্জনে সচেষ্ট হই**

– খালিদ বিন মাদান ﷬ বলেন, 'যখন তোমাদের কারও জন্য কল্যাণের কোনো দ্বার উন্মুক্ত হয়, তখন তার দিকে দ্রুত বেগে আগুয়ান হও। কেননা, ওই উন্মুক্ত দ্বারটি কখন যে রুদ্ধ হয়ে যাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।'

– সুতরাং হে প্রিয় দ্বীনি ভাই, মৃত্যু কিংবা রোগব্যাধি, দুনিয়াবি ব্যস্ততা ও বার্ধক্যের দরুন কল্যাণের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তাই সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই উন্মুক্ত কোনো কল্যাণের দ্বারের দিকে এগিয়ে যান। কেননা, সময় ফুরিয়ে গেলে কিন্তু শত আফসোস করেও কোনো লাভ হবে না।

– আহ! কত মৃত ব্যক্তি একটি মাত্র তাসবিহ আদায় কিংবা এক পৃষ্ঠা কুরআন তিলাওয়াত বা শুধু এক রাকআত নামাজ আদায় বা খেজুরের দানা পরিমাণ হলেও সদাকা করার জন্য কত বুকভরা আশা নিয়ে চেয়ে আছে! অথচ তাদের পক্ষে এখন আর কোনো কিছুই সম্ভব হচ্ছে না। কেননা, তাদের সেই সুবর্ণ সুযোগ তো ফুরিয়ে গেছে, এখন হাজার বছর ক্রন্দন করেও কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

২৩৮. মুসনাদুশ শামিয়্যিন, তাবারানি : ২১৫৫
২৩৯. সহিহুল বুখারি : ৬০২১

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ - لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾

'যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, "হে আমার পালনকর্তা, আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।" কখনোই নয়; এটা একটা কথার কথা, যা সে মুখে বলছে মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।'[২৪০]

- কাতাদা ﷺ বলেন, 'উক্ত ব্যক্তি কিন্তু তার পরিবার ও জাতির কাছে ফিরে আসতে আশা করবে না, বরং সে শুধু আল্লাহর আনুগত্য করার জন্যই ফিরে আসতে চাইবে।'সুতরাং অবাধ্য কাফিরের পরকালীন আকাঙ্ক্ষা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'আপনি নিজ পার্থিব জীবনে আল্লাহকে নিয়েই ব্যস্ত থাকুন, তাহলে মৃত্যু পরবর্তীকালে তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন এবং নিশ্চিত আপনার কাজে আসবেন।'

সুতরাং হে প্রিয় ভাই, আপনার সম্পূর্ণ ব্যস্ততা এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে একমাত্র স্বীয় রবের আনুগত্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখুন, সাথে সাধ্যমতো তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। আপনি যদি তা করতে সক্ষম হন, তাহলে নিশ্চিতভাবে মৃত্যুপরবর্তী কবরের সংকটময় ও বিচার দিবসের ভয়ংকর মুহূর্তে তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন এবং আপনার উপকারে আসবেন।

---

২৪০. সুরা আল-মুমিনুন : ৯৯-১০০

তার জন্য রয়েছে দশগুণ পরিমাণ প্রতিদান

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

'যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুত, তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।'[২৪১]

- শাইখ সাদি ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, حَسَنَة শব্দটি আল্লাহ ও বান্দার অধিকার সম্বলিত যেকোনো কাজ, কথাবার্তা—যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন—সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, চাই তা প্রত্যক্ষ হোক কিংবা পরোক্ষ হোক।

{عَشْرُ أَمْثَالِهَا} অর্থাৎ তার জন্য এমন দশগুণ প্রতিদান রয়েছে, যার প্রত্যেকটি প্রতিদানের স্বরূপ আদায়কৃত নেকির অনুরূপ। বস্তুত, নেকির এই বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সর্বদা চলমান থাকে এবং মাঝেমধ্যে এমন কতেক বিষয়ও তাতে যোগ হয়, যা তার কৃত সৎকর্ম ও প্রতিদানকে হাজার গুণে বৃদ্ধি করে দেয়।

- যদি লোকদের বলা হতো (سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ) এই বাক্যটিতে তোমাদের পার্থিব সম্পদের বড় একটি অংশ রয়েছে কিংবা ঘোষণা দেওয়া হলো, উক্ত বাক্যটি পাঠ করলে মূলধনের পরিমাণ প্রতিনিয়ত বহুগুণে বৃদ্ধি হতে থাকবে, তখন অধিকাংশ মানুষকে এই সফল ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যেত।

– পক্ষান্তরে আল্লাহ তাদের স্বীয় উপাসনার প্রতি আহ্বান করছেন, সাথে বড় বড় প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি ও মূলধনগুলোকে বহুগুণে বৃদ্ধি করার ওয়াদা দিচ্ছেন, অথচ আল্লাহর সাথে পরকালীন এই লাভজনক সফল ব্যবসা করতে কেউ উৎসাহী ও উদ্যোগী নন।

---

২৪১. সুরা আল-আনআম : ১৬০

– বস্তুত, তা দুনিয়ার অগাধ ভালোবাসা-মায়া আর পরকালের অনাগ্রহের কারণেই হয়ে থাকে।

- লুকমান ﷺ নিজ পুত্রকে বলেন, 'হে প্রিয় বৎস, আল্লাহর আনুগত্যকেই তুমি প্রকৃত ব্যবসার মাধ্যম বানাও, তাহলে কোনো ধরনের পার্থিব মূলধন ব্যতীত বহু গুণ লাভে ধন্য হবে।'

- 'ইনজাজাতুন হায়িলা ওয়া খাসায়িরু ফাদিহা' নামক আমার একটি ছোট পুস্তিকা রয়েছে, যাতে আমি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের সফলতা অর্জনের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করেছি। এ পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করে যথাযথভাবে এর ওপর আমল করতে পারলে প্রভূত কল্যাণ ও সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে (ইনশাআল্লাহ)।

জান্নাত লাভের সহজ উপায়

আল্লাহর নৈকট্য-প্রত্যাশী ব্যক্তিকে যে উপাদানটি সফলতার পথে একধাপ এগিয়ে দেয়, তা হচ্ছে জান্নাত লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। রাসুল ﷺ কতিপয় এমন কথা ও কর্ম সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন, যা পালনে নিশ্চিত জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।

- আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

'এই যে, জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটি তোমাদের কর্মের ফল।'[২৪২]

আবু বকর আল-জাজায়িরি ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অর্থাৎ এটি হচ্ছে ওই জান্নাত, যা তোমরা সৎকর্ম সম্পাদনের বদৌলতে উত্তরাধিকারী হয়েছ।'

২৪২. সুরা আজ-জুখরুফ : ৭২

– উত্তরাধিকারের কারণ : আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম দুটি স্থান সেই অনন্তকাল থেকে বরাদ্দ করে রেখেছেন। সুতরাং যে জান্নাত লাভে ধন্য হয়েছে, সে তার জান্নাতে বরাদ্দকৃত গৃহের উত্তরাধিকারী হয়েছে।

– এখানে بِمَا كُنْتُمْ এর ب অক্ষরটি মানুষের নেক আমলকে মাধ্যম ও কারণ হিসেবে বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়েছে, যে সৎকর্মগুলোর মাধ্যমে তারা নিজ নিজ আত্মাকে পবিত্র করে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ :

১. তাওহিদকে ভেজালমুক্ত করা

– জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একদা জনৈক বেদুইন ব্যক্তি এসে বলল :

يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟

"হে আল্লাহর রাসুল, অনিবার্যকারী দুটি বিষয় কি?"

فَقَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

"রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, ১. যে আল্লাহর সাথে শিরক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ২. আর যে শিরক করা অবস্থায় (মুশরিক হয়ে) মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"'[২৪৩]

- সুতরাং হে প্রিয় মুসলিম ভাই, তাওহিদ শিক্ষা করে কথা ও কার্যগত সব ধরনের শিরক থেকে বেঁচে থাকা আপনার ওপর একান্ত অপরিহার্য।

---

২৪৩. সহিহু মুসলিম : ৯৩

– মুআজ বিন জাবাল ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যার অন্তিম বাক্য পবিত্র কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" হবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৪৪]

– রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন :

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, "আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।" সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৪৫]

– ইখলাসের মর্মার্থ হলো, নিজ অন্তরকে একমাত্র আল্লাহর সমীপে নিষ্ঠার সাথে নিবেদিত করা, যেখানে কোনো রকমের শিরকি কদর্যতার মিশ্রণ থাকবে না। বস্তুত, তখনই মহান আল্লাহ তার হৃদয়ের একমাত্র প্রেমাস্পদ ও স্পন্দনে পরিণত হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই হবে তার অন্তরের একমাত্র উদ্দেশ্য।

২. আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে সন্তুষ্ট থাকা

আবু সাইদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

'যে ব্যক্তি رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا দুআটি (খাঁটি মনে) পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত।[২৪৬]

---

২৪৪. সুনানু আবি দাউদ : ৩১১৬
২৪৫. মুসনাদু আহমাদ : ১৯৫৯৭
২৪৬. সুনানু আবি দাউদ : ১৫২৯

এই পবিত্র বাক্য পাঠের অপর একটি লাভ হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ

'যে ব্যক্তি মুআজ্জিনের আজানের শুনার পর أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا এ দুআটি পাঠ করবে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'[২৪৭]

৩. লজ্জাস্থান ও জবানের নিয়ন্ত্রণ

সাহল বিন সাদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি আমার জন্য স্বীয় লজ্জাস্থান ও জবানের দায়িত্ব নেয়, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিলাম।'[২৪৮]

৪. আজানের উত্তর দেওয়া

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ

---

২৪৭. সহিহু মুসলিম : ৩৮৬
২৪৮. সহিহুল বুখারি : ৬৪৭৪

أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যখন মুআজ্জিন اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ বলে, তারপর তোমাদের কেউ অন্তর থেকে اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ বলে; এরপর মুআজ্জিন أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলে, সেও أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলে; এরপর মুআজ্জিন أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ বলে, সেও أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ বলে; এরপর মুআজ্জিন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বলে, সে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ বলে; এরপর মুআজ্জিন حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলে সে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ বলে; এরপর মুআজ্জিন اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ বলে, সেও اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ বলে; এরপর মুআজ্জিন لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলে, সেও لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলে; তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৪৯]

- সুবহানাল্লাহ! মহান রবের কত বড় দয়া ও করুণা যে, উদাসীনতা ছাড়া সামান্য কতিপয় বাক্য উচ্চারণের প্রতিদানস্বরূপ তাকে জান্নাতের মতো কত বিশাল নিয়ামতে ভূষিত করবেন! অথচ, এর জন্য তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয় না।

এমন দয়ার উদাহরণ আর কোথাও কি হতে পারে?

৫. অজু করার পর দুআ পড়া

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

২৪৯. সহিহু মুসলিম : ৩৮৫

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ উত্তমরূপে অজু করার পর أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ এই পবিত্র বাক্যটি বলবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজার সবকটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়; যেন সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে, প্রবেশ করতে পারে।'[২৫০]

৬. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

'"অপর একটি মাধ্যম, যার দ্বারা বান্দা এমন একশটি উঁচু স্তর লাভে ধন্য হবে, যে স্তরগুলোর মাঝে পরস্পর দূরত্ব আসমান ও জমিনের সমপরিমাণ হবে।" কেউ জিজ্ঞেস করল, "ওই মাধ্যমটি কী?" উত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"'[২৫১]

জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত :

قَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ قُتِلْتُ؟ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَفِي حَدِيثِ سُوَيْدٍ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ

'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল যে, "আমি যদি যুদ্ধে নিহত হই, আমার স্থান কোথায় হবে?" উত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "জান্নাতে"। তখনই সে স্বীয় হাতের খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেল। সুওয়াইদ رحمه الله-এর বর্ণনায় আছে, উহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-কে বলল।'[২৫২]

---

২৫০. সহিহ মুসলিম : ২৩৪
২৫১. সহিহ মুসলিম : ১৮৮৪
২৫২. সহিহ মুসলিম : ১৮৯৯

– রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

'যে ব্যক্তি উটনীর দুধ দুবার দোহনের মধ্যবর্তী সময়টুকু (অর্থাৎ সামান্য সময়ও) আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত।'[২৫৩]

এই হাদিসে একটি আরবি বাগরীতি ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ দুবার দুধ দোহনের মাঝে বিরতি। কেননা, সাধারণত একবার দুধ দোহনের পর উটনীকে কিছুক্ষণ অবসর দেওয়া হয়, যেন উটনী নিজ বাচ্চাকে দুধ পান করাতে পারে।

৭. ফজর ও আসরের নামাজের ধারাবাহিকতা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডার মুহূর্তে (ফজর ও আসরের) নামাজ আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৫৪]

৮. নামাজে একাগ্রতা

উকবা বিন আমির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

'যে মুমিন ব্যক্তি খুব ভালো করে অজু সেরে একাগ্রতার সাথে দুই রাকআত নামাজ আদায় করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত।'[২৫৫]

---

২৫৩. সুনানু আবি দাউদ : ২৫৪১
২৫৪. সহিহুল বুখারি : ৫৭৪
২৫৫. সহিহু মুসলিম : ২৩৪

৯. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে যত্নশীলতা

হানজালা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ: رُكُوعِهِنَّ، وَسُجُودِهِنَّ، وَوُضُوئِهِنَّ، وَمَوَاقِيتِهِنَّ، وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ: وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ে রুকু, সিজদা, অজু ও নামাজের নির্ধরিত সময়ের ব্যাপারে পূর্ণ যত্নবান হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অথবা বলেছেন তার জন্য জান্নাত অবধারিত।"[২৫৬]

১০. মৃত ব্যক্তির প্রশংসা

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ

'(একদা) কয়েকজন সাহাবি একটি জানাজার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তাঁরা তার প্রশংসা করলে নবিজি ﷺ বললেন, "তার জন্য অবধারিত।" অতঃপর তারা অপর একটি জানাজার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তার নিন্দা করলে তিনি বললেন, "তার জন্য অবধারিত।" তখন উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বললেন, "(হে আল্লাহর রাসুল,) কী অবধারিত?" নবিজি ﷺ বললেন, "এ (প্রথম) ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা উত্তম মন্তব্য করেছ, তাই তার জন্য জান্নাত অবধারিত; আর এ (দ্বিতীয়) ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা

---

২৫৬. মুসনাদু আহমাদ : ১৮৩৪৫

নিন্দাসূচক মন্তব্য করেছ, তাই তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। তোমরা তো পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।"'[২৫৭]

১১. প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করা

আবু উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ

'যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরজ) নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, তার ও জান্নাতের মাঝে শুধু মৃত্যু ব্যতীত কোনো ধরনের বাধা থাকবে না।'[২৫৮]

১২. সাইয়িদুল ইসতিগফার পড়া

যা নিম্নরূপ :

اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

'হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা এবং আমি যথাসাধ্য আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির ওপর আছি। আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমার প্রতি আপনার নিয়ামত স্বীকার করছি এবং আপনার দরবারে আমার গুনাহের স্বীকারোক্তিও দিচ্ছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা, আপনি ছাড়া পাপ মোচন করার কেউ নেই।'[২৫৯]

---

২৫৭. সহিহুল বুখারি : ১৩৬৭

২৫৮. আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি : ৯৮৪৮

২৫৯. সহিহুল বুখারি: ৬৩০৬

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি দিনে (সকালে) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ ইসতিগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে মারা গেলে, সে জান্নাতি হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (প্রথম ভাগে) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ ইসতিগফার পড়বে আর সকাল হওয়ার আগেই সে মারা গেলে, সে জান্নাতি হবে।'[২৬০]

১৩. নামাজের পর ও ঘুমানোর পূর্বে মাসনুন দুআ ও আজকারের ওপর যত্নবান হওয়া

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

خَصْلَتَانِ، أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ؟ قَالَ: يَأْتِي أَحَدَكُمْ - يَعْنِي الشَّيْطَانَ - فِي مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ، وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا

'দুটি বিষয় বা দুটি অভ্যাসের প্রতি যে মুসলিম খেয়াল রাখবে, সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অভ্যাসদুটি সহজ কিন্তু তা

২৬০. সহিহুল বুখারি : ৬৩২৩

আমলকারীর সংখ্যা কম। তা হলো, প্রত্যেক নামাজের পর ১০ বার সুবহানাল্লাহ, ১০ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ১০ বার আল্লাহু আকবার বলবে। মুখে (পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হিসেবে) এর সংখ্যা একশ পঞ্চাশ কিন্তু মিজানে তা এক হাজার পাঁচশ। যখন শয্যায় যাবে, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ বলবে। তা মুখে একশ কিন্তু মিজানে এক হাজার।" আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তা হাতের আঙুলে গণনা করতে দেখেছি।" সাহাবিগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, অভ্যাসদুটি সহজ হওয়া সত্ত্বেও এর আমলকারীর সংখ্যা কম কেন?" তিনি বললেন, "তোমরা বিছানায় ঘুমাতে গেলে শয়তান তোমাদের কোনো লোককে তা বলার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আর নামাজের মধ্যে শয়তান এসে তার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সে ওইগুলো বলার আগেই প্রয়োজনের দিকে চলে যায়।"'[২৬১]

- হাদিসে বিভিন্ন শব্দে নামাজ-পরবর্তী সময়ে পাঠ করার নানান দুআ ও জিকির বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসে বর্ণিত দুআটি এগুলোর একটি। তবে অধিকাংশ হাদিসে পাওয়া যায়, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার ও শেষে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ বলে একশ পূর্ণ করা হবে।

- এ বাক্যগুলো আরও পাঁচ-ছয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর সবই সুন্নাত।

১৪. মহান রবের নিকট কমপক্ষে তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করা

আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ: اللهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ

---

২৬১. সুনানু আবি দাউদ : ৫০৬৫

'যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট একে একে তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করে, তার জন্য জান্নাত আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে বলে যে, "হে আল্লাহ, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।" আর যে ব্যক্তি একইভাবে তিনবার জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে, জাহান্নামও তার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে বলে, "হে আল্লাহ, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন।"'[২৬২]

১৫. আল্লাহর রাসুলের অকুণ্ঠ আনুগত্য

আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

'"অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" জিজ্ঞেস করা হলো, "অস্বীকারকারী কে?" উত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যে আমার আনুগত্য করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্য হয়, সে মূলত আমাকেই অস্বীকার করে।"'[২৬৩]

১৬. নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি যার মাঝে একত্রিত হবে

আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا،

---

২৬২. সুনানুত তিরমিজি : ২৫৭২
২৬৩. সহিহুল বুখারি : ৭২৮০

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "আজ তোমাদের মধ্যে কে রোজাবস্থায় সকাল করেছ?" তখন শুধু আবু বকর ﷺ বললেন, "আমি।" অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, "আজ তোমাদের মধ্য হতে কে জানাজায় অংশগ্রহণ করেছ?" আবু বকর ﷺ আবারও বললেন, "আমি।" আবারও জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কে অভাবীকে খাবার দিয়েছ?" আবু বকর ﷺ বললেন, "আমি।" পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আজ অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করেছ?" এবারও আবু বকর ﷺ বললেন, "আমি।" অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তির মাঝে এতগুলো বিষয় একত্রিত হবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২৬৪]

১৭. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ . يُرِيدُ: عَيْنَيْهِ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি যদি আমার কোনো বান্দাকে তার অতি প্রিয় দুটি বস্তু সম্পর্কে পরীক্ষায় ফেলি, আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে, তাহলে আমি তাকে সে দুটির বিনিময়ে জান্নাত দান করব।" প্রিয় দুটি বস্তু দ্বারা বুঝিয়েছেন, বান্দার দুচোখ।'[২৬৫]

---

২৬৪. সহিহু মুসলিম : ১০২৮
২৬৫. সহিহুল বুখারি : ৫৬৫৩

১৮. প্রিয় জিনিস হারিয়ে গেলে প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা করা

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَوِ اثْنَيْنِ

'একদা রাসুলুল্লাহ ﷺ কতক আনসারি মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কারও তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করার পরও সে প্রতিদানের আশা করলে, অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তখন এক মহিলা জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসুল, যদি কারও দুটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে?" তিনি বললেন, দুজনেও তাই।[২৬৬]

– রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلَّا الْجَنَّةُ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি যখন আমার মুমিন বান্দার কোনো প্রিয়জনকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিই, আর সে এতে প্রতিদানের আশা রাখে, তবে আমার নিকট তার প্রতিদান হচ্ছে একমাত্র জান্নাত।"'[২৬৭]

১৯. আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ আত্মস্থ করা

আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

২৬৬. সহিহু মুসলিম : ২৬৩২
২৬৭. সহিহুল বুখারি : ৬৪২৪

'আল্লাহর নিরান্নব্বই অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে, যে সেগুলো যথাযথভাবে আত্মস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৬৮]

– সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

'আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি এ নামসমূহ মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৬৯]

– أَحْصَاهَا এর অর্থ হলো মুখস্থ করা। আর এটাই অধিক বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা। কেননা, অপর বর্ণনায় সরাসরি এ অর্থেই বর্ণিত হয়েছে। আর কারও মতে أَحْصَاهَا এর অর্থ হলো, আল্লাহকে এ নামসমূহের মাধ্যমে ডাকা। আর কারও মতে এর অর্থ হলো, এ নামসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, এর অর্থের দাবিগুলো পূরণ ও এর অর্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তবে প্রথমটিই বিশুদ্ধ মত।

– সুতরাং হে প্রিয় ভাই, আপনি দৈনিক ১০ মিনিট করে সময় বের করুন, উক্ত সময়ে আপনি যেকোনো কাজেই ব্যস্ত থাকুন না কেন, যদি ব্যাখ্যাসহ আল্লাহর নাম অন্তত তিনটি করে মুখস্ত করেন, তাহলে বেশি হলে একমাস সময় লাগবে।

জান্নাতে প্রবেশের অগ্রিম টিকেট অর্জনে আপনি ধন্য হয়ে যাবেন।

২০. তিনটি বিষয়কে নিজ থেকে দূরে রাখা

সাওবান ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: الْكَنْزُ، فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ الْكِبْرُ وَالْغُلُولُ وَالدَّيْنُ

---

২৬৮. সহিহুল বুখারি : ২৭৩৬
২৬৯. সহিহ মুসলিম : ২৬৭৭

'যে ব্যক্তি বিচার দিবসে তিনটি মন্দ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্তাবস্থায় রবের সমীপে উপস্থিত হবে, অর্থাৎ আত্মগর্ব, আত্মসাৎ ও ঋণ থেকে নিরাপদ থাকবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৭০]

২১. সর্বক্ষেত্রে সততা অবলম্বন করা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا

'নিশ্চয় সত্য পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (অবিরত) সত্য বলতে থাকে, এমনকি তাকে (আল্লাহর কাছে) মহা সত্যবাদী হিসেবে লেখা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের পথ দেখায়। আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (অবিরত) মিথ্যা বলতে থাকে, এমনকি তাকে (আল্লাহর কাছে) মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লেখা হয়।'[২৭১]

البر (আল-বিররু) শব্দটি সব ধরনের কল্যাণের সমষ্টিকে বোঝায়।

الفجور (আল-ফুজুরু) শব্দটি সব ধরনের অবাধ্যতাকে বোঝায়।

২২. শরয়ি জ্ঞান অন্বেষণ

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

২৭০. আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি : ৮৭১১
২৭১. সহিহ মুসলিম : ২৬০৭

'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের পথে চলে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।'[২৭২]

২৩. জান্নাতিদের গুণাবলি অর্জন

ইয়াজ বিন হিমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ

'তিন শ্রেণির মানুষ জান্নাতের অধিকারী হবে। যথা : ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২. নম্র অন্তরের অধিকারী। ৩. অভাবী হয়েও যে মানুয়ের কাছে হাত পাতা থেকে নিজেকে বিরত রাখে।'[২৭৩]

আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

'হে লোকসকল, তোমরা সালামের প্রচার-প্রসার করো, খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো, নিশি রাতে যখন মানুষ ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে—তখন নামাজ আদায় করো, (ফলে) নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করো।'[২৭৪]

- হে প্রিয় ভাই, উল্লিখিত কুরআন-হাদিসের আলোকে নিজ জীবনকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে মূল্যবান করে তুলুন। সাথে সাথে উল্লিখিত উপদেশাবলির ওপর বেশি বেশি অনুশীলনে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলুন।

---

২৭২. সহিহু মুসলিম : ২৬৯৯
২৭৩. সহিহু মুসলিম : ২৮৬৫
২৭৪. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩২৫১, সুনানুত তিরমিজি : ২৪৮৫

জাহান্নামের জলন্ত অগ্নি থেকে মুক্তির উপায়

- কি আশ্চর্য! মানুষ বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় শীতের আগমনের পূর্বেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্য কোনো পদেক্ষপ গ্রহণ করতে সামান্য প্রয়োজনও বোধ করে না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾

'তবে সে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।'[২৭৫]

- আর তাদের অবস্থা দেখে আরও আশ্চর্যান্বিত হই, যারা তুচ্ছ মশা-মাছির কষ্ট থেকে রেহাই পেতে কত উপায়ই না অবলম্বন করে! অথচ জলন্ত অঙ্গার থেকে নিজেকে বাঁচাতে তেমন কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করে না!

- আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজেদের আত্মা, পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তা-ই করে।[২৭৬]

২৭৫. সুরা আল-বাকারা : ২৪
২৭৬. সুরা আত-তাহরিম : ৬

– জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে, স্বীয় রবের আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি অনিবার্যকারী অবাধ্যতা থেকে খাঁটি মনে তাওবা করা।

– আর নিজ সন্তানসন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর উপায় হচ্ছে, তাদেরকে প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া, সাথে সাথে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে তাদের বাধ্য করা। আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে বিশেষায়িত করার কারণ হলো, নিজ বান্দাদের শিথিলতা প্রদর্শন থেকে সাবধান করা। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

'যাতে নিয়োজিত আছে কঠোরস্বভাব, পাষাণ হৃদয় ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তা-ই করে।'[২৭৭]

অর্থাৎ জাহান্নামের দায়িত্বে আল্লাহ তাদের নিয়োজিত করেছেন। তারা মূলত ১৯ জন। যারা কঠোর হৃদয়, রূঢ় স্বভাব ও প্রচণ্ড শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী এবং তাদের রবের আদর্শ বাস্তবায়নে সর্বদা বদ্ধপরিকর।

– দুর্বল চিত্তের অধিকারী ক্ষীণকায় এই মানুষের আরও আশ্চর্যজনক দিক হলো, তারা ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর নিরাপত্তাকে চিরস্থায়ী আখিরাতের নিরাপত্তা ও শান্তির ওপর প্রাধান্য দেয়। পক্ষান্তরে মহান রবের দয়া ও করুণার অন্যতম দিক হলো, তিনি আমাদের এমন কতেক সৎকর্মের সন্ধান দিয়েছেন, যা আমরা একনিষ্ঠতার সাথে পালন করলে, তিনি জাহান্নামের আগুনকে আমাদের ওপর হারাম করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ :

২৭৭. সুরা আত-তাহরিম : ৬

– আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي: اللهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ اللهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ نِصْفَهُ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ

'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় اللهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ এই দুআটি একবার করে পাঠ করবে, আল্লাহ তার এক-চতুর্থাংশ শরীর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন; আর যে দুবার পাঠ করবে, আল্লাহ তার অর্ধেক শরীর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন; আর যে তিনবার পাঠ করবে, আল্লাহ তার তিন-চতুর্থাংশ শরীর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন; আর যে ব্যক্তি চারবার পাঠ করবে, আল্লাহ তার পুরো শরীর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।'[২৭৮]

– জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় যত নগণ্যই হোক না কেন, (যেমন : এক টুকরো খেজুর কিংবা একটিমাত্র উত্তম বাক্য উচ্চারণ ইত্যাদি) তা আমাদের সকলেরই অবলম্বন করা উচিত।

– আদি বিন হাতিম ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

'তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো, এক টুকরো খেজুর দিয়ে হলেও। আর যদি তা না পাও, তবে উত্তম বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে।'[২৭৯]

---

২৭৮. সুনানু আবি দাউদ : ৫০৬৯
২৭৯. সহিহুল বুখারি : ৬০২৩

– ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'এই হাদিসে সদাকা করার ওপর লোকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, সাথে সাথে এর স্বল্পতার দরুন সদাকা করা থেকে বিরত না থাকতেও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, স্বল্প সদাকাও কখনো কখনো জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির উপায় হয়ে দাঁড়ায়। এই হাদিসে আরও বলা হয়েছে, একটি উত্তম বাক্য উচ্চারণও পরকালে মুক্তির উপায় হতে পারে, যে উত্তম বাক্যগুলো দ্বারা মানুষের হৃদয় সন্তুষ্ট ও প্রশান্ত হয়।

অপর মুসলিম ভাইয়ের সম্মান বাঁচানো

আবু দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের মান-সম্মানের ওপর আঘাত প্রতিরোধ করে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে তার মুখমণ্ডল থেকে জাহান্নামের আগুনকে হটিয়ে দেবেন।'[২৮০]

– অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপর মুমিন ভাইয়ের দোষ-ক্রটি গোপন করে, জাহান্নামের আগুনকে তার ওপর হারাম করে দেওয়া হয়।

বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস

উবাদা বিন সামিত ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ

'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল—আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা

২৮০. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৩১

ও রাসুল আর ইসা ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল এবং তাঁর সেই কালিমাহ, যা তিনি মারইয়াম ﷺ-কে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর নিকট হতে একটি রুহ মাত্র আর জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য— আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; তার আমল যাই হোক না কেন।'[২৮১]

অনুপম চরিত্র

ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ، عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ

'আমি কি তোমাদের এমন ব্যক্তির ব্যাপারে অবহিত করব না, যে ব্যক্তি জাহান্নামের জন্য হারাম অথবা বলেছেন, যার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম? জাহান্নামের আগুন প্রত্যেক সহজ সরল নম্র ও বিনয়ী ব্যক্তির ওপর হারাম।'[২৮২]

আল্লাহ ও পরকালের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

'যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমনই আচরণ করে, যেমন সে নিজের জন্য পছন্দ করে।'[২৮৩]

---

২৮১. সহিহুল বুখারি : ৩৪৩৫
২৮২. সুনানুত তিরমিজি : ২৪২৮
২৮৩. সহিহ মুসলিম : ১৮৪৪

সন্তানসন্ততি হারানোর মুহূর্তে ধৈর্যধারণ

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

'যে মুসলিমের তিনটি সন্তান মারা গেছে, (সে যদি ধৈর্য ধরে) তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। তবে কসম পূর্ণ করার জন্য (তাকে পুলসিরাতের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে)।'[২৮৪]

সময়মতো নামাজ আদায়ে যত্নবান হওয়া

উমারা বিন রুআইবা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

'যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামাজ আদায় করে, সে কখনো জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে না।'[২৮৫]

আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা

আব্দুর রহমান বিন জাবর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

'যে বান্দার পদদ্বয় আল্লাহর রাস্তায় ধুলোমলিন হবে, তাকে জাহান্নামের আগুন কখনো স্পর্শ করবে না।'[২৮৬]

---

২৮৪. সহিহুল বুখারি : ৬৬৫৬
২৮৫. সহিহু মুসলিম : ৬৩৪
২৮৬. সহিহুল বুখারি : ২৮১১

রবের ভয়ে ক্রন্দন ও তাঁর রাস্তায় প্রহরা দেওয়া

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ

'দুটি চোখকে জাহান্নামের আগুন কখনো স্পর্শ করবে না। ১. যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, ২. যে চোখ রাত জেগে আল্লাহর রাস্তায় প্রহরা দেয়।'[২৮৭]

চার রাকআত নামাজের ওপর যত্নবান হওয়া

উম্মে হাবিবা ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرُمَ عَلَى النَّارِ

'যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে ও পরে চার রাকআত নামাজে যত্নশীল হবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।'[২৮৮]

আল্লাহর রাস্তায় রোজা পালন

আবু সাইদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা রাখে, আল্লাহ তাআলা তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছর পরিমাণ দূরে রাখেন।'[২৮৯]

---

২৮৭. সুনানুত তিরমিজি : ১৬৩৯
২৮৮. সুনানু আবি দাউদ : ১২৬৯
২৮৯. সহিহুল বুখারি : ২৮৪০

আল্লাহর ওপর কোনো অধিকার না খাটানো

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'পূর্ণ বিনয় হলো, বান্দা নিজের জন্য আমলের বিনিময়ে আল্লাহর ওপর কোনো অধিকার আছে বলে মনে না করা। কেননা, সে তো দাসত্ব, লাঞ্ছনা-বঞ্চনাতেই অবস্থান করছে। তাই যে আল্লাহর ওপর স্বীয় অধিকার আছে বলে মনে করবে, তাহলে বুঝতে হবে, তার উপাসনা ও দাসত্বে অবশ্যই ঘুণ ধরেছে।'

নিজ ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত

আখিরাতে উঁচু মর্যাদা-প্রত্যাশী ব্যক্তি ইবাদত, জ্ঞান, জিকির ও আনুগত্যের যত শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করুক না কেন, তথাপি সে নিজেকে সীমালঙ্ঘনকারী, পাপী ও নিতান্ত তুচ্ছ মনে করে এবং নিজ আমলের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারে না।

- আল্লাহর পরিচয় লাভকারী জনৈক পূণ্যবান ব্যক্তি, 'যখন তুমি নিজ ব্যক্তিত্ব ও আমলের ব্যাপারে সন্তুষ্টি ও আত্মতৃপ্তিতে ভোগো, তখন বুঝে নাও যে, স্বীয় রব এখনও তোমার ওপর সন্তুষ্ট নন। পক্ষান্তরে যদি তুমি নিজেকে সব ধরনের ত্রুটি, কদর্যতা, কলুষতা ও বিপদাপদের উৎস মনে করো, তুমি যত স্বল্প আমলই করো না কেন, এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো যে, মহান রব তোমার ওপর সন্তুষ্ট।'

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'আনুগত্যে আত্মতৃপ্তিতে ভোগা নফসের কদর্যতা ও নির্বুদ্ধিতার স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে, সাথে সাথে আল্লাহর হক ও তাঁর মান অনুযায়ী ইবাদত পালনে মূর্খতার প্রমাণ বহন করে।

- উতবা বিন গজওয়ান ﷺ সর্বদা এই দুআ পাঠ করতেন :

إِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا

'আমি নিজের কাছে বড় ও আল্লাহর কাছে ছোট হওয়া থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[২৯০]

---

২৯০. সহিহ মুসলিম : ২৯৬৭

• আবু বকর ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ক্রোধান্বিত হয়, আল্লাহও তাকে স্বীয় ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি থেকে নিরাপদ করে দেন।'

সত্যবাদীদের কতিপয় গুণাবলি

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'আল্লাহর জন্য প্রচণ্ড ক্রোধ ও শত্রুতা সত্যবাদীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বান্দা এই একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মুহূর্তেই রবের নৈকট্যের এমন উঁচু স্তরে পৌঁছে যায়, যা সাধারণত অন্য কোনো সৎকর্ম সম্পাদনে কল্পনা করাও যায় না।

• সুতরাং হে প্রিয় ভাই, নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো দিয়ে নিজ আত্মাকে জিজ্ঞেস করুন; যেন আপনি রবের জন্য (কাফিরদের প্রতি) প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত ও বিদ্বেষপরায়ণ হতে পারেন।

* আপনার কাছে প্রকৃত ইমান ও একনিষ্ঠতার মতো মহাসম্পদ কি রয়েছে?

* আপনি কি প্রকৃত সত্যবাদিতাকে তার সব শাখাসহ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন?

* আপনি কি স্বীয় রবের ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহসানের স্তরে উন্নীত হতে পেরেছেন?

* আপনি কি স্বীয় রবের যথাযথ ইবাদত পালনে সর্বদা তৎপর?

* আপনি কি সত্যিকারার্থে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেন?

* আপনি কি স্বীয় নামাজে পূর্ণ নিষ্ঠাসহ একাগ্রতার সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন?

* আপনি কি কুরআনে শাস্তির আয়াতসমূহ শ্রবণকালে স্বীয় রবের ভয়ে ক্রন্দন করেন?

* আপনি কি স্বীয় রবের সাথে একান্ত আলাপে ও আনুগত্যের স্বাদ আস্বাদনে সফল হয়েছেন?

* আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রচণ্ড আগ্রহ আপনার হয়েছে কি?

* আপনি স্বীয় অন্তরকে আত্মার যাবতীয় রোগব্যাধি তথা লৌকিকতা, হিংসা, মন্দ ধারণা, আত্মগর্ব ও অহংকার প্রভৃতি থেকে পবিত্র করছেন কি?

* স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সব ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে সংরক্ষণ করছেন কি?

* কুরআনের মহত্ত্ব ও মর্যাদা আপনার অন্তরে গভীরভাবে দাগ কেটেছে কি?

* আপনার বাহ্যিক অবস্থা অভ্যন্তরের পরিপূর্ণ মুখপাত্র হয়েছে কি? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবস্থার মাঝে কোনো রকমের বৈপরীত্য কি আপনি লক্ষ করছেন?

* বাস্তবিক অর্থে কি আপনি তাকওয়া অর্জনে সক্ষম হয়েছেন?

* কুরআনে বর্ণিত মুমিনের যাবতীয় গুণে গুণান্বিত হয়েছেন কি?

* আপনি মুনাফিকদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য থেকে নিজেকে পূত-পবিত্র রেখেছেন কি? যা শতাধিক বা তার চেয়েও বেশি।

* কথা ও কাজের মাধ্যমে আপনি কি আল্লাহর পথের একনিষ্ঠ দায়ি (আহ্বানকারী) হতে পেরেছেন?

* আসতাগফিরুল্লাহ বলার সময় আপনার অন্তর ও জবান কি একাত্ম হয়েছে?

* মাখলুকের বড়ত্ব ও মহত্ত্বের ওপর স্বীয় রবের বড়ত্ব ও মহত্ত্ব আপনার নিকট প্রাধান্য পেয়েছে কি?

কতিপয় বড় বড় বিপদ

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﵀ বলেন, 'মানুষের ওপর আপতিত সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, নিজের অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটির কথা জানা সত্ত্বেও কোনো কিছুর পরোয়া না করা এবং গুনাহের দরুন অনুতপ্তও না হওয়া।'

মুমিন ও অবাধ্য ব্যক্তিদের নিকট গুনাহের ভিন্ন ভিন্ন রূপ

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি নিজ পাপকে এমন ভয়ংকর বস্তু হিসেবে দেখে, যেন সে কোনো পতনোন্মুখ পর্বতের নিচে বসে আছে! যে পর্বতটি যেকোনো মুহূর্তে তার মাথায় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। পক্ষান্তরে পাপী ও অবাধ্য ব্যক্তি নিজ পাপকে নাকের ডগায় উপবিষ্ট সামান্য মশা-মাছির মতো মনে করে এবং তুচ্ছ করে বলে যে, এটা তো সামান্য ব্যাপারমাত্র!'

আত্মতৃপ্ত ও অহংকারী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য

১. সময়ের সঠিক মূল্যায়ন ও যথাযথ ব্যবহারে শিথিলতা প্রদর্শন করা।

২. সদা নিজ নফসের দাসত্ব করা, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কখনো কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।

৩. আত্মতৃপ্তি ও নিজের ব্যাপারে সন্তুষ্টিতে ভোগা।

ইবনে রজব ﷺ বলেন, 'মুমিন ব্যক্তির উচিত সর্বদা নিজেকে নীচু ও খাটো করে দেখা। কেননা, এই উপলব্ধির মাধ্যমে সে গুরুত্বপূর্ণ দুটি মহামূল্যবান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়।

– যাবতীয় উপকারী বিষয় অর্জনে সর্বদা অক্লান্ত পরিশ্রমী ও তৎপর হয়।

– নিজেকে সর্বদা অপরিপূর্ণ ও অপরিপক্ক মনে হয়।

• নিজেকে হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করার গুরুত্ব

– একদা আয়িশা ﷺ-কে আল্লাহর বাণী : {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} ['এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।'][২৯১] এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, তারা ওই সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তি, যারা সৎকর্ম সম্পাদনে

২৯১. সুরা আল-মুমিনুন : ৬০

সর্বদা বদ্ধপরিকর। সাথে সাথে স্বীয় রবের নিকট তাদের ওই তুচ্ছ আমলের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারেও শঙ্কা অনুভব করে।'

- ইবনে বাত্তাল ﷺ বলেন, 'সালাফের সবাই এই বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তারা স্বীয় রবের উপাসনায় সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেও নিজেদের নিতান্তই তুচ্ছ ও যাবতীয় ভুল-ত্রুটির কেন্দ্রভূমি মনে করতেন।'

- ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ সব সময় বলতেন, 'আমার কোনো যোগ্যতা নেই, কোথাও আমার কোনো ধরনের অবদান ও ভূমিকা নেই। আমি নিতান্ত দুর্বল ক্ষীণকায়, রক্তমাংসে গড়া একজন তুচ্ছ ব্যক্তিমাত্র।'

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাক্যটির ওপর গভীরভাবে লক্ষ করুন।

'যার আনুগত্য যত বেশি হবে, তার তাওবা-ইসতিগফারও তত বেশি হবে।'

তিনি আসলে সত্যিই বলেছেন। কেননা, স্বীয় রবের আনুগত্য ও ইমান যার যত বৃদ্ধি পায়, বস্তুত সে তত নিজেকে তুচ্ছ, হীন ও সব অপকর্মের উৎসস্থল মনে করে।

- হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'অহেতুক-অপ্রয়োজনীয় কাজে মজে থাকা—বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির অন্যতম নিদর্শন।'

আসমানি লাঞ্ছনা থেকে সাবধান!

পরের সমালোচনা—অমুক এমন করেছে, তমুক এমন করেছে, এ জাতীয় অগ্রহণযোগ্য, নিষ্প্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে সাবধান! বরং সময় ফুরানোর পূর্বেই নিজে সংশোধন হওয়ার চেষ্টা করুন।

নিজে নিজের দোষ-ত্রুটি ধরার উপায়

১. আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে প্রাজ্ঞবান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাইখের সাহচর্য গ্রহণ করা।

২. সত্যবাদী দ্বীনদার সহপাঠী অন্বেষণ করা। যে আপনার ভুল ধরে দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করবে।

৩. শত্রুদের মুখ থেকে নিজ দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে অবগত হলে সংশোধনের চেষ্টা করা (যদি তা সত্য হয়)।

৪. সাধারণ লোকজনের সাথে মেশা—এ উদ্দেশ্য যে, তাদের কাছে যে অভ্যাস নিন্দিত বলে জানবে, তা সে পরিহার করে চলবে।

- উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে দয়া করুন, যে আমাদের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়।'
- আমাদের সালাফ ওই ব্যক্তিকে বেশি ভালোবাসতেন, যে তাদের ভুল ধরিয়ে দিত। অথচ, আজকাল আমাদের নিকট সেই ব্যক্তিই হয় সর্বাধিক ঘৃণার পাত্র, যে আমাদের ভুল ধরিয়ে দিয়ে শুধরানোর চেষ্টা করে।
- নিজের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে প্রাজ্ঞবান হওয়া মহান রবের পক্ষ থেকে কল্যাণ বর্ষিত হওয়ার অন্যতম নিদর্শন।
- রাসুলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করতেন :

اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

'হে আল্লাহ, আমাদের আত্মায় তাকওয়ার (আল্লাহভীতির) বীজ বপন করে দিন এবং তা পূত-পবিত্র করে দিন। (কেননা,) আপনিই তো সর্বোত্তম পবিত্রকারী ও অভিভাবক।'[২৯২]

আপনি কি নিজ ব্যক্তিত্বের প্রতি সন্তুষ্ট ও আত্মতৃপ্ত?

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'যখন তুমি তোমার কোনো সঙ্গীর দোষ ধরার ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমেই নিজের ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে।'

একদা জনৈক ব্যক্তি রাবি বিন খুসাইমকে বললেন, 'আমি নিজের ব্যাপারে সন্তুষ্ট নই, তাই অন্যের দোষ ধরে নিন্দা করার অবকাশ পাই না। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ আজকাল আল্লাহর বান্দাদের পাপাচারে কত যে উদ্বিগ্ন! অথচ, নিজ পাপের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।'

দৃঢ় বিশ্বাসের বাস্তব স্বরূপ

আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস মুমিনের অন্তরে স্থান পাওয়ার পূর্বে কখনো সে আখিরাতের সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করতে সফল হবে না। তাই আল্লাহ তাআলা (তাঁর মুত্তাকি বান্দাদের সম্পর্কে) বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾

'এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের ওপর, যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের ওপর, যা আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখিরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।"[২৯৩]

২৯২. সহিহু মুসলিম : ২৭২২
২৯৩. সুরা আল-বাকারা : ৪

• মুআজ বিন জাবাল ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، مُوقِنًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৯৪]

ইয়াকিনের সংজ্ঞা

• শাইখ সাদি ﷺ বলেন, 'ইয়াকিন হচ্ছে ওই পূর্ণ বিশ্বাসের নাম, যেখানে সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকবে না। অধিকন্তু তা সৎকর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।'

• ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'ইয়াকিন হলো মানুষ আল্লাহর ক্রোধে সন্তুষ্ট না হওয়া এবং আল্লাহর রিজিকের ওপর কারও মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা না করা, আল্লাহ যা দান করেননি—সে ব্যাপারে কাউকে তিরস্কার না করা। কেননা, মহান রবের রিজিককে কোনো লোভীর লোভ জোর খাটিয়ে কুক্ষিগত করতে পারে না, কারও অপছন্দও তা রুখতে পারে না। কারণ, মহান রব প্রফুল্লতাকে দৃঢ় বিশ্বাস ও সন্তুষ্টির মাঝেই নিহিত রেখেছেন। আবার দুশ্চিন্তাকে নিহিত রেখেছেন সন্দেহ ও তার ক্রোধের মধ্যে।'

• লুকমান হাকিম স্বীয় পুত্রকে বলেন, 'হে প্রিয় বৎস, পূর্ণ বিশ্বাস ছাড়া কোনো কর্মই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কারণ, মানুষ নিজ বিশ্বাস অনুপাতে সৎকর্ম সম্পাদন করে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষের সৎকর্মের পরিমাণ নিজ ইয়াকিন অনুপাতেই সংকুচিত হয়ে থাকে।'

• ইবনে মাসউদ ﷺ সদা এই দুআটি পাঠ করতেন :

اللهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا، وَيَقِينًا، وَفِقْهًا

---

২৯৪. আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি : ১০৯০৭

‘হে আল্লাহ, আমাকে ইমান, ইয়াকিন ও প্রজ্ঞা দান করুন।’[২৯৫]

- সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন, ‘যদি সত্যিকারার্থে কারও দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে স্থান করে নেয়, তখন তাকে জান্নাতের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী ও জাহান্নাম থেকে পলায়নপর দেখা যায়।’

হাসান বসরি ﷺ বলেন, ‘বিশ্বাসের দুর্বলতা ক্রমান্বয়ে মহান রবের ওপর থেকে আস্থা ও ভরসা হ্রাস করে নিজ ব্যক্তিত্বের ওপর অধিক আস্থাভাজন করে তোলে। অথচ, আল্লাহ তাআলাই সব বান্দার রিজিকের দায়িত্ব নিজ জিম্মায় রেখেছেন। তাই তিনি বলেন :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾

‘ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রাখেননি।’[২৯৬]

প্রকৃত দৃঢ় বিশ্বাসের কতিপয় উপকারী ফলাফল

ইবনে রজব ﷺ বলেন :

- যে ব্যক্তি বিশ্বাসকে পূর্ণভাবে সত্যায়ন করবে, সে সকল ক্ষেত্রে মহান রবের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে পারবে।
- তাঁর পরিচালনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে।
- ভয় ও আশার ক্ষেত্রে মাখলুকের সাথে কোনোরূপ সম্পর্ক রাখবে না।
- অসদুপায়ে দুনিয়া কামানো থেকে বিরত থাকবে।

২৯৫. আস-সুন্নাহ, আবু বকর আল-খাল্লাল : ১১২০
২৯৬. সুরা হুদ : ৬

দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন হওয়ার কতিপয় আলামত

জুননুন মিসরি ﷺ বলেন :

- সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা, তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করা এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা।
- মহান রবের আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁর পূর্ণ দাসত্ব করা।
- তাঁর দেওয়া সব অদৃশ্য সংবাদ তথা জান্নাত-জাহান্নাম, পুলসিরাত ইত্যাদির ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করা যে, তিনি বান্দাদের সার্বিক অবস্থার ওপর পূর্ণ অবগত।
- ইয়াকিন ও বিশ্বাসের সাক্ষাৎ ফলাফল

বান্দা নির্জনে সর্বদা সম্পূর্ণ বিনয়-নম্র হয়ে থাকে, যেভাবে কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে সাধারণ লোক পূর্ণ আদবের সহিত বসে থাকে। স্বীয় রবের প্রতি লজ্জাবোধ, ভয়, বিনয়, নম্রতা, অন্যের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের মতো বড় বড় বিষয়াবলির ওপর দৃঢ়বিশ্বাসী হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- দৃঢ় বিশ্বাসই সব সৎকর্মের মূলভিত্তি। এটি একটি বৃক্ষের মতো, অনুপম চরিত্র হচ্ছে তার শাখা ও ডালপালা। উত্তম চরিত্র থেকে উৎসারিত আনুগত্য হচ্ছে সেই পুণ্যময় বৃক্ষের ফল।

ইখলাস (নিষ্ঠা) অর্জনের সহজ উপায়

আখিরাতের মনজিলে উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তি তার সঠিক কর্মকাণ্ডে ইখলাস ব্যতীত কখনো লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। বরং নিষ্ঠা ছাড়া তার চেষ্টা-পরিশ্রম ও সময়—সবকিছুই বৃথা যাবে। সেগুলো প্রভুর দরবারে পৌঁছবে না।

- আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾

'জেনে রেখো, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্তে।'[২৯৭]

অন্যত্র বলেন :

﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾

'অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকুন।'[২৯৮]

- রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি নিজের অংশীদার থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। সুতরাং যে ব্যক্তি সৎকর্ম সম্পাদনে আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, আমি তার অংশীদার ও সৎকর্মকে ছুঁড়ে ফেলে দিই।"'[২৯৯]

- রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ

---

২৯৭. সুরা আজ-জুমার : ৩
২৯৮. সুরা আজ-জুমার : ২
২৯৯. সহিহু মুসলিম : ২৯৮৫

'আল্লাহ তাআলা একমাত্র সেই আমলই কবুল করে থাকেন, যা তার জন্য একনিষ্ঠভাবে করা হয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু উদ্দেশ্য না হয়।'[৩০০]

ইখলাসের গুরুত্ব সম্পর্কে সালাফের কতিপয় বাণী

১. ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'সাবধান! রবের আনুগত্যের ওপর মানুষের প্রশংসার আশা কোরো না। কারণ, তা আমলসমূহকে ধ্বংস করে দেয়।'

২. জনৈক প্রাজ্ঞবান ব্যক্তি বলেন, 'মুখলিস তথা নিষ্ঠাবান মুমিন হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে আপন দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার পাশাপাশি নিজের ভালো গুণসমূহও আড়ালে রাখে।'

৩. সাহল আত-তুসতারি ﷺ-কে একদা জিজ্ঞেস করা হলো, 'মানুষের জন্য সবচেয়ে কষ্টসাধ্য বিষয় কী?' তিনি বললেন, 'ইখলাস। কেননা, তাতে তার বাহ্যিক কোনো লাভ পরিলক্ষিত হয় না।'

৪. ইখলাস অর্থ হলো, বান্দার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আমলের মাঝে কোনো বৈপরীত্য না থাকা।

৫. আবুল আলিয়া ﷺ বলেন, 'আমাকে অনেক সাহাবি ﷺ উপদেশ দিয়েছেন, "হে আবুল আলিয়া, তুমি আপন রব ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টির জন্য আমল কোরো না। কেননা, তা করলে তখন তোমার দায়িত্বভার আল্লাহ মানুষের কাঁধে তুলে দেবেন।"'

৬. হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে সৎকর্ম সম্পাদনের সময় অন্তরের খোঁজখবর নেয়। আল্লাহর জন্য হলে আমল চালু রাখে আর কোনো স্বার্থ উহ্য থাকলে পরিত্যাগ করে।'

একটি আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত

জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি বলেন, 'ধার্মিক ব্যক্তিকে ছাগলের রাখাল থেকে শিষ্টাচারিতা শেখা উচিত। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'কেননা রাখাল যখন ছাগলের নিকট নামাজ আদায় করে, তখন সে ছাগল থেকে কোনো প্রশংসার আশা করে না, মানুষের প্রশংসা কামনার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

---

৩০০. সুনানুন নাসায়ি : ৩১৪০

ইখলাস অর্জনের সহজ মাধ্যম

১. পরকালের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং এ বিশ্বাস সর্বদা অন্তরে জাগরূক রাখা যে, ইখলাসবিহীন আমল পাহাড় পরিমাণ হলেও পরকালে কোনো উপকারে আসবে না।

২. সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবানদের সাহচর্য গ্রহণ করা। কেননা, তাদের সাহচর্যে আশ্চর্যজনক প্রভাব রয়েছে।

৩. মানুষের প্রশংসা ও তিরস্কারের পরোয়া না করা। কেননা, যদি তোমার উত্তম আমলসমূহ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাদের প্রশংসা তো কোনো কাজ দেবে না। তেমনিভাবে তাদের তিরস্কারও কোনো ক্ষতি করতে পরবে না, যদি তোমার প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট থাকেন।

৪. নিষ্ঠা অর্জনের জন্য অধিক হারে দুআ করা।

যেমন 'হে আল্লাহ, আমার কথা ও কাজে ইখলাস দান করুন।' এ জাতীয় দুআ পাঠ করা।

৫. নিজের সৎকর্মগুলো যথাসম্ভব লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা। কথা, কাজ, অবস্থা—এমনকি ইশারা-ইঙ্গিতেও নিজের আমলসমূহ মানুষের সামনে প্রকাশ না করা।

৬. প্রত্যেক উত্তম আমল করার পূর্বে নিয়তকে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে বিশুদ্ধ করে নেওয়া। উক্ত আমল দ্বারা একমাত্র রবের নৈকট্য ও সন্তুষ্টিই কাম্য হওয়া। নিজ আমলের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টি রাখা।

সৎকর্মে একনিষ্ঠতা আনয়নের উত্তম উপায়

শাকিক বিন ইবরাহিম ﷺ বলেন, 'সৎকর্মে একনিষ্ঠতা ধরে রাখার তিনটি মাধ্যম রয়েছে।

- আমলটিকে একমাত্র রবের তাওফিকের ফসল মনে করা। এ বোধ আত্মতৃপ্তি ও গর্বকে দূরীভূত করে।

– আমলটি সম্পাদনে রবের সন্তুষ্টিই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া। এ বোধ কুপ্রবৃত্তি দমনে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

– লৌকিকতা ও পার্থিব লোভ-লালসা বাদ দিয়ে আমলটির যথাযথ প্রতিদান একমাত্র রবের নিকটই কামনা করা।'

সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠার বাস্তব স্বরূপ

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'প্রকৃত নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সবটুকু ঢেলে দেওয়া সত্ত্বেও নিজ পরিশ্রমকে খুব স্বল্প ও তুচ্ছ মনে করা।'

সুতরাং হে প্রিয় ভাই, আপনি কি রবের সন্তুষ্টির নিমিত্তে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছেন? আপনার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনে কুরবান করতে প্রস্তুত হয়েছেন? আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

'আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ একমাত্র আল্লাহর জন্য।'[৩০১]

আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ওপর পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকা

ইবনে কুদামা ﵀ বলেন, 'প্রত্যেক বান্দার জন্য নিজ অন্তরকে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট রাখা উচিত। এ বোধ মূলত আল্লাহর ভয় ও তাঁর প্রতি প্রবল প্রেমাসক্তি ও আগ্রহের দরুনই সৃষ্টি হয়।'

সুতরাং হে ভাই, আপনি কি আল্লাহর ফয়সালার ওপরই সন্তুষ্ট, না মানুষের ফয়সালাই আপনার কাছে শিরোধার্য? তা একটু খতিয়ে দেখুন।

একটি প্রজ্ঞাময় বাণী : আপনার অন্তরকে কেবল আল্লাহর নিকটই সঁপে দিন, অন্যথায় আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে সরে যাবেন।

---

৩০১. সুরা আল-আনআম : ১৬২

নিষ্ঠাবানদের নিদর্শন

ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'একনিষ্ঠতার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার মাঝে বিন্দুমাত্র বৈপরীত্য না থাকা।'

– তাই ভেবে দেখুন, লোকচক্ষুর আড়ালে আপনার তৎপরতা ও সার্বিক কর্মকাণ্ড এবং তাদের সামনে আপনার প্রত্যক্ষ বিচরণের মাঝে কোনো ধরনের বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় কি না?

একটি জটিল ও সূক্ষ্ম আত্মসমালোচনা

– রাবি বিন সাবিহ বলেন, 'একদা আমরা হাসান বসরি ﷺ-এর একটি মজিলসে তার উপদেশ শুনছিলাম। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি অঝোর ধারায় ক্রন্দন শুরু করে দিলে তিনি বললেন, "ওহে, এই ক্রন্দনের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে বিচার দিবসে অবশ্যই আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে।"'

সুবহানাল্লাহ! আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টি কতই না সজাগ ও সূক্ষ্ম ছিল! তারা শুধু পূণ্যকর্ম সম্পাদন করেই ক্ষান্ত থাকতেন না, বরং উক্ত আমল সম্পাদনে কেবল রবের সন্তুষ্টিই কি মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল, না তাতে অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থ নিহিত ছিল, তাও যাচাই করে দেখতেন।

সালাফ স্বীয় নয়নযুগলের অশ্রুকে গোপন রাখতেন

হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দারা দ্বীনি মজিলসে বসার পর চোখে অশ্রু আসতে চাইলে সাথে সাথে তা প্রতিরোধের চেষ্টা করতেন। এতে অশ্রুর ঝর্ণাধারা না থামলে তারা মজলিস থেকে উঠেই যেতেন।'

- নিষ্ঠা ও প্রশংসার লোভ কখনো একত্রিত হতে পারে না। তাই ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'অন্তরের একনিষ্ঠতা ও মানুষের প্রশংসা-স্তুতির লোভ একত্রিত হওয়া এমন অসম্ভব, যেমনিভাবে আগুন ও পানি এবং গুইসাপ ও মাছের সহাবস্থান অসম্ভব।

আনুগত্য ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে মানুষের প্রকারভেদ

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'সত্যিকারের আবিদ হওয়ার জন্য দুটি বৈশিষ্ট্যের বিকল্প নেই।

১. আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা। ২. রাসুল ﷺ-এর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য-অনুসরণ।

এই দুই মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানুষ চার ভাগে বিভক্ত।

ক. যারা ইখলাস ও আনুগত্য উভয় গুণে গুণান্বিত। তারাই স্বীয় রবের প্রকৃত উপাসক। তাদের সব সৎকর্ম আল্লাহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। তেমনিভাবে তাদের কথা, কাজ, ভালোবাসা, শত্রুতা সবই স্বীয় রবের সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে। মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা ও প্রতিদানের বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষাও তাদের থাকে না।

খ. যাদের ইখলাস ও আনুগত্য কোনোটিই নেই। তাদের কোনো কর্মই শরিয়তের মানদণ্ডে উন্নীত হয় না। একনিষ্ঠতার তো প্রশ্নই আসে না। যেমন লৌকিকতার আশ্রয়গ্রহণকারী ওই সব ব্যক্তি, যারা মানুষের সামনে নিজেদের কর্মকে অত্যন্ত সুসজ্জিত করে তোলে। মূলত তারা রবের নিকট সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত। কারণ, তারা শিরক ও নিজ নিজ ভ্রষ্টতা নিয়ে মহাখুশি।

গ. যাদের কর্মে নিষ্ঠা থাকে, কিন্তু শরিয়তের মানদণ্ডে তাদের আমল পরিত্যাজ্য। যেমন মূর্খ-আবিদ ব্যক্তি, যারা একদিকে তো নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো আল্লাহর ইবাদত করে। আবার অপরদিকে এসব ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য, সন্তুষ্টিও কামনা করে!

ঘ. যাদের আমল শরিয়তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলেও নিষ্ঠা বিবর্জিত। যেমন লৌকিকতার ধ্বজাধারিদের সব আনুগত্য। কেননা, তারা হজ করে তাদের হাজি বলার জন্য, কুরআন পাঠ করে তাদের কারি বলার জন্য, জিহাদ করে তাদের লড়াকু মুজাহিদ বলার জন্য ইত্যাদি। এসব আমলসমূহ শরিয়তের মাপকাঠিতে কোনো রকমে উন্নীত হলেও ইখলাস না থাকার কারণে রবের নিকট সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত হয়।'

হে পরকালমুখী অভিযাত্রী থামো! একটু ভাবো!

নিম্নে সালাফের মুখনিঃসৃত মনি-মুক্তোসদৃশ কিছু অমিয় বাণী নিয়ে আলোকপাত করা হলো, যা আখিরাতের পথিকদের জন্য উত্তম, কার্যকর পাথেয় হিসেবে কাজ দেবে।

প্রথম স্পট : সারি আস-সাকাতি ﷺ বলেন, 'নিজের মাঝে অনুপস্থিত গুণকে কৃত্রিমভাবে সজ্জিত করার দরুন আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হয়।'

সুতরাং হে প্রিয় ভাই, নিজের মাঝে অনুপস্থিত বিষয়ে অহেতুক কৃত্রিমতা ও তা সজ্জিত করা থেকে সাবধান! চাই তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি বা অন্য যেকোনো ইবাদতের ক্ষেত্রেই হোক না কেন। সুতরাং নিজ অন্তরে লালনকৃত বিষয়ের বিপরীত অবস্থা প্রকাশ করা আল্লাহর রহমতের সুদৃষ্টি থেকে পড়ে যাওয়ার অন্যতম নিয়ামক।

দ্বিতীয় স্পট : জনৈক প্রাজ্ঞবান ব্যক্তি বলেন, 'বুদ্ধিমান মুমিনের জন্য পাঁচটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করা অপরিহার্য। ক. অতীত পাপের ব্যাপারে সর্বদা অনুতপ্ত থাকা। খ. ক্ষমা পাওয়া না পাওয়া নিয়ে শঙ্কিত থাকা। গ. সৎকর্মের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে শঙ্কায় থাকা। ঘ. জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে আশঙ্কায় থাকা যে, কোথায় হবে আমার ঠিকানা? অনন্তকালের শান্তির নীড় জান্নাত না চিরস্থায়ী শাস্তির ঠিকানা জাহান্নাম? ঙ. স্বীয় রবের সন্তুষ্টির ব্যাপারে সর্বদা শঙ্কায় থাকা।

তৃতীয় স্পট : মালিক বিন দিনার ﷺ বলেন, 'যখন তুমি অন্তরে কাঠিন্য ও শরীরে ক্লান্তি অনুভব করবে, তখন নিশ্চিত থাকো যে, তুমি অবশ্যই অহেতুক কথাবার্তায় জড়িয়েছ।'

চতুর্থ স্পট : আবুল আলিয়া ﷺ বলেন, 'আমি আশা রাখি যে, বান্দা দুটি বিষয়কে আঁকড়ে ধরলে কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। ক. আল্লাহর নিয়ামতের যথাযথ শুকরিয়া আদায়। খ. নিজ গুনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করা।'

পঞ্চম স্পট : ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'বান্দার ওপর আল্লাহর দুটি অত্যাবশকীয় অধিকার রয়েছে, যে অধিকারদ্বয়ের ক্ষেত্রে সে কখনো শিথিলতা প্রদর্শন করতে পারে না। ক. মহান প্রভুর আদেশ-নিষেধ পালনে যথাযথ যত্নবান হওয়া। খ. আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতের ওপর কৃতজ্ঞ হওয়া।'

ষষ্ঠ স্পট : ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﷺ বলেন, 'দাউদ ﷺ-এর হিকমার কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য চারটি সময়ে শিথিলতা প্রদর্শন কখনো বাঞ্ছনীয় নয়।

ক. রবের সাথে একান্ত আলাপের সময়।

খ. আত্মসমালোচনার সময়।

গ. বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ঘুরে বেড়ানোর সময়, যদি তাদের কোনো একটি বিচ্যুতি শুধরিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হয়।

ঘ. বৈধ ও প্রশংসনীয় বিষয়ের স্বাদ আস্বাদন করার সময়।"

– বুদ্ধিমানের ওপর আরও আবশ্যক হলো, নিজ সময়ের ব্যাপারে সদা সজাগ থাকা।'

- হায়, উক্ত আলোচিত উপদেশাবলি বাস্তবায়নে আমরা যদি সত্যি সত্যি যত্নবান হতাম, তবে আমরা সফলতার কতই না উচ্চ শিখরে উন্নীত হতাম!

সপ্তম স্পট : ইমাম ইবনে কাইয়িম ﷺ বলেন, 'বান্দার চিরস্থায়ী সফলতার পূর্বশর্ত হলো, দৃঢ় প্রত্যয়, বিপদে ধৈর্যধারণ, মানসিকভাবে সাহসী, আন্তরিক দৃঢ়তা, যা মূলত সবই আল্লাহর অনুগ্রহের অংশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন।'

আল্লাহর রাস্তার শহিদের তাৎপর্য

- আখিরাতের সফরে উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তির একমাত্র চাওয়া-পাওয়া হচ্ছে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও পরকালের উঁচু মর্যাদা লাভে ধন্য হওয়া। এদের মধ্য থেকে আল্লাহর নিকট শহিদগণের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা উম্মতের যে কারও মর্যাদা ও নৈকট্যতাকে হার মানায়—তা স্বভাবতই অনুমেয়, কেননা তারা চিরস্থায়ী উন্নতির ক্ষেত্রে সর্বদা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন। ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার উন্নতি লাভের জন্য কখনো তারা প্রয়োজনও বোধ করেননি।

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'শাহাদাতের মর্যাদা রবের পক্ষ থেকে স্বীয় বান্দাদেরকে দেওয়া উঁচু মর্যাদাসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। বস্তুত, সিদ্দিকিনের পরেই শহিদের স্থান।'

– আমাদের মহান প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে এমন কতককে শহিদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান, যারা তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসায় মাতোয়ারা হয়ে নিজ দেহের রক্ত ঝরাবেন এবং তাদের আত্মিক চাহিদার ওপর প্রেমাস্পদ রবের ভালোবাসা ও সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেবেন।

- শাহাদাত এমনই উঁচু মর্তবা, যা তিনি যথাযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কাউকে দান করেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ﴾

'আর তিনি তোমাদের মধ্য হতে কিছু লোককে শহিদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান।'[৩০২]

শহিদের সংজ্ঞা

যে নিজ প্রাণ উৎসর্গের মাধ্যমে এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তার নিকট স্বীয় রবের মনোনীত ধর্মই সবচেয়ে মূল্যবান। এই দ্বীনের বিজয়ের জন্যই সে নিজ জীবন ও আত্মাকে বিলীন করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

---

৩০২. সুরা আলি ইমরান : ১৪০

দুনিয়াবি উপাধির স্বরূপ

অনেকেই সাধারণ লোকের মাঝে নিজের জন্য একটি সম্মানজনক উপাধি খুঁজে বেড়ায়, যা দিয়ে তাকে আহ্বান ও সম্মান করাকে সে পছন্দ করে। তাকে তার সম্মানজনক উপাধির মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদা ও অধিকার না দিলে সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে, যেমন : ডক্টর, শাইখ, কারি, আল্লামা, প্রভাষক, উস্তাজ, সুমিষ্ট বক্তা ইত্যাদির মতো আরও লম্বা লম্বা উপাধি ও মিথ্যা দাবিসমূহ। অথচ রবের নিকট তার জন্য কোনো উপাধি বরাদ্দ করতে ন্যূনতম কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে আদৌ সে প্রয়োজন বোধ করে না। যেমন : মুত্তাকি, দয়াবান, সত্যবাদী, শহিদ, নিষ্ঠাবান, নৈকট্যশীল, অনুগত, দানশীল, শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী, একাগ্রতার মূর্তপ্রতীক, ধৈর্যশীল প্রভৃতি উপাধি ও বিশেষণের ব্যাপারে তারা উদাসীন ও বেখবর।

- আমরা কি কুরআনে বর্ণিত এসব গুণ অর্জন করতে পেরেছি? আল্লাহ বলেন :

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾

'নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ইমানদার পুরুষ, ইমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ

ও জিকিরকারী নারী—তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।[৩০৩]

- হে প্রিয় ভাই, এই উপাধিগুলোই একমাত্র পরকালে উপকারে আসবে। সুতরাং এগুলো অর্জন করে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে এখন থেকেই সচেষ্ট হোন।

একটু ভাবুন, এসব বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা কত দূরে!

- প্রিয় পাঠক, উল্লিখিত সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মহান অল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গকারী ভাগ্যবান শহিদগণ ছাড়া আর কে হতে পারে? (যেহেতু তারাই আপন রবের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণে সর্বাধিক সত্যবাদী)

প্রকৃত শহিদ হবার কতিপয় শর্ত

১. কেবল কালিমার পতাকাকে উড্ডীন করার জন্য লড়াই করা।

২. ধৈর্যধারণ করা।

৩. আল্লাহর নিকট পূর্ণ প্রতিদানের আশা রাখা।

৪. লড়াইয়ে অগ্রগামী হওয়া।

৫. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন না করা।

- হে প্রিয় ভাই, আপনি কি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছেন, যেন এসব শর্ত পূরণ করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করতে পারেন? উক্ত গুণাবলি অর্জনের চেষ্টাই-বা করেছেন কি? (একটু ভেবে দেখুন!)

সোনায় সোহাগা সৌভাগ্যবান শহিদ

যদি শহিদ ব্যক্তি কুরআনের হাফিজ ও শরিয়তের আলিম কিংবা শরয়ি জ্ঞান অন্বেষণকারী ও আল্লাহর পথে আহ্বানকারী, রোজাদার, সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী ও অনুপম চরিত্রে চরিত্রবান ইত্যাদি সব গুণেরও আধার হন, তাহলে তার মাহাত্ম্য ও মর্যাদার উচ্চতা আর কে দেখে?

---

৩০৩. সুরা আল-আহজাব : ৩৫

শহিদের ফজিলত ও সুমহান মর্যাদা

আখিরাতে উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হতে ব্যাকুল থাকে, এমনকি শহিদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে কোথাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে না। তাই এতে এমন কীই-বা রয়েছে, যার জন্য সত্যিকারের মুমিনরা এত পাগলপারা! নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. শহিদগণের পবিত্র আত্মা রবের নিকট জীবিত

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾

'আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদের তুমি কখনো মৃত মনে কোরো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও রিজিকপ্রাপ্ত।'[৩০৪]

- ইবনে কাসির ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তাআলা শহিদদের ব্যাপারে বলেছেন যে, তারা এই পৃথিবীতে নিহত হলেও তাদের আত্মা চিরস্থায়ী জান্নাতে জীবিত ও রিজিকপ্রাপ্ত।'
- আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন :

أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ

৩০৪. সুরা আলি ইমরান : ১৬৯

أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا

'শহিদগণের আত্মা জান্নাতি সবুজ পাখির উদরে অবস্থান করবে। যার জন্য রয়েছে আরশের নিচে ঝুলন্ত প্রদীপ, সে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছে ভ্রমণ করে, অতঃপর উক্ত প্রদীপে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। একদা তাদের দিকে তাদের রব দৃষ্টি দেন, অতঃপর বলেন, "তোমরা কি চাও?" তারা বললেন, "আমরা কি আর চাইব! আমরা তো জান্নাতের যেখানে ইচ্ছে সেখানেই ঘুরছি।" এভাবে তাদের তিনবার জিজ্ঞেস করা হবে। যখন তারা দেখবে যে, তাদেরকে এভাবে কোনো কিছু চাওয়া ব্যতীত এমনি নিস্তার দেওয়া হবে না, তখন তারা বলবেন, "হে রব, আমরা চাই, আমাদের রুহগুলো আমাদের শরীরে পুনরায় ফিরিয়ে দিন, যেন আবার আপনার পথে পুনরায় শহিদ হতে পারি।" অতঃপর যখন তিনি দেখবেন যে, তাদের কোনো চাহিদা নেই, তখন তাদের অব্যাহতি দেওয়া হবে।'[৩০৫]

সুতরাং হে প্রিয় ভাই, এই হাদিসটি নিয়ে একটু ভাবুন, বারবার আবৃত্তি করুন, যেন রবের নিকট শহিদদের সুমহান মর্যাদার ব্যাপারে আপনার অন্তরে বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্ম নেয়।

২. আরও ১০ বার স্বীয় রবের পথে নিহত হওয়ার জন্য পৃথিবীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ

- আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ

---

৩০৫. সহিহ মুসলিম : ১৮৮৭

'যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাকে দুনিয়ার সমুদয় সম্পত্তি দেওয়া হলেও সে পুনরায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনকে পছন্দ করবে না, একমাত্র শহিদ ব্যতীত। কেননা, সে শাহাদাতের সুমহান মর্যাদা প্রত্যক্ষ করেছে, বিধায় পুনরায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করে আরও ১০ বার শাহাদতবরণ করতে মুখিয়ে থাকে।'[৩০৬]

- খুব ভালো করে লক্ষ করুন, সে একবার বা দুবার নয়, দশ দশবার নিহত হতে মুখিয়ে আছে, এর একমাত্র কারণ হলো, সে শাহাদাতের এমন সুমহান মর্যাদা প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছে, যা কারও বিবেক দিয়ে অনুধাবন করা ও কলম-কালি দিয়ে বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

- ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'শহিদদের মৃত্যু থেকে অধিকতর সহজ ও সর্বোত্তম মৃত্যু আর দ্বিতীয়টি নেই।'

- আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! আলিম, খতিব, ফকিহ, বিজ্ঞ ব্যক্তি, দায়ী ও অন্যান্য বান্দার মধ্যে থেকে কেউই দুনিয়ায় পুনর্বার প্রত্যাবর্তনে আশাবাদী হবে না, কেবল শহিদ ব্যতীত—শাহাদাতের সুমহান মর্যাদা সে প্রত্যক্ষ করার কারণে।

৩. শহিদগণের জন্য রয়েছে স্বীয় রবের নিকট কয়েকটি বিশেষ পুরস্কার

- মিকদাম বিন মাহদিকারাব ﵁ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

ক. রক্তের প্রথম ফোঁটা ঝরার সাথে সাথে তাকে (আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত লাভকারীকে) ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

খ. তাকে জান্নাতে স্বীয় বাসস্থান প্রত্যক্ষ করানো হয়।

গ. তাকে ইমানের সাজে সজ্জিত করানো হয় ।

ঘ. ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট আনত নয়না হুরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হবে।

ঙ. কবরের আজাব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

---

৩০৬. সহিহুল বুখারি : ২৮১৭

চ. মহা আতঙ্ক থেকে নিরাপদ রাখা হয়।

ছ. তার মাথায় মর্যাদার বিশেষ মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়, যার একেকটি মুক্তোদানা পৃথিবী ও তার সমুদয় বস্তু থেকে উত্তম।

জ. তাকে বাহাত্তর জন হুরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হবে।

ঝ. নিকটাত্মীয়দের মধ্যে সত্তর জন পাপী ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।[৩০৭]

৪. শহিদদের বাসস্থান জান্নাতের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ

• সামুরা বিন জুনদুব ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قَالَا: أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ

'একরাতে আমার নিকট দুজন আগন্তুক এসে আমাকে একটি গাছের ওপর উঠিয়ে নিলেন। অতঃপর আমাকে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করালেন, যার চেয়ে দৃষ্টিনন্দন সুন্দর ঘর ইতিপূর্বে আমি দেখিনি। তারা বললেন, "এই ঘরটি শহিদদের বাসস্থান।"'[৩০৮]

• খুব ভালোভাবে চিন্তা করুন, রাসুল ﷺ জান্নাত ও তার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যকে অবলোকন করতে করতে যখন শহিদদের বাসস্থান প্রত্যক্ষ করলেন, তখন অবলীলায় বলে উঠলেন, 'আমি এর থেকে দৃষ্টিনন্দন ও উত্তম ঘর আর দেখিনি।' সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!

হায়, সাহাবায়ে কিরামের শাহাদাতের তামান্না ছিল কত দৃঢ়! আর আমরা দুনিয়াপ্রেমেই মত্ত হয়ে আছি! আল্লাহ আমাদের মাঝেও তাদের মতো মনোবল দান করুন। (আমিন)

---

৩০৭. সুনানু সাইদ ইবনে মানসুর : ২৫৬২, সুনানুত তিরমিজি : ১৬৬৩, সুনানু ইবনি মাজাহ ; ২৭৯৯
৩০৮. সহিহুল বুখারি : ২৭৯১

৫. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শহিদগণ কিয়ামতের বিভীষিকাময় মুহূর্তে রবের আরশের ছায়ায় অবস্থান করবেন, যাদের ওপরে নবিগণ ছাড়া আর কেউ থাকবেন না।

- রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'নিহতরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। (তাদের মধ্যে এক শ্রেণি হলো :) ক. ওই মুমিন ব্যক্তি, যে জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, যখন সে শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে, তখন লড়াই করতে করতে শহিদ হয়েছে। এমন শহিদগণ পরীক্ষায় পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা আরশের নিচের শিবিরে থাকবে, তাদের থেকে মাত্র এক স্তর ওপরে থাকবেন নবিগণ।'

- আহ, কেমন সুমহান মর্যাদা, যার থেকে শুধু এক স্তর ওপরে থাকবেন নবিগণ, সুবহানাল্লাহ!

- সুতরাং হে সম্মানিত ভাই, আপনি কি স্বীয় রবের নিকট ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শহিদ হবার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন?—যে শহিদ জানমাল নিয়ে স্বীয় রবের পথে বেরিয়ে লড়াই করতে করতে নিহত হয়েছেন—যেন আপনিও এই সুমহান মর্যাদায় ভূষিত হতে পারেন। কেননা, আল্লাহর হাতেই তো রয়েছে পার্থিব-অপার্থিব কল্যাণের চাবি।

৬. জান্নাতে মুজাহিদদের সুউচ্চ মর্যাদা

- আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

'জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা তার পথের মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব আসমান ও জমিনের দূরত্বের সমান।'[৩০৯]

---

৩০৯. সহিহুল বুখারি : ২৭৯০

- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'এ হচ্ছে মুজাহিদদের জন্য জান্নাতে বরাদ্দকৃত এমন কতক মর্যাদাপূর্ণ স্থান, যা পুরো বিচরণ করতে একজন ব্যক্তির কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার বছর সময় লাগবে। তাই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

"আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত মুজাহিদের দৃষ্টান্ত হলো, এমন ব্যক্তির মতো—যে সর্বদা রোজা পালনকারী, নামাজে দণ্ডায়মান, আল্লাহর আয়াতের প্রতি পূর্ণ অনুগত, রোজা রাখতে বা নামাজ পড়তে যে ক্লান্তিবোধ করে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যুদ্ধকারী মুজাহিদ ফিরে আসে।"'[৩১০]

- ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'জিহাদবিমুখতা মুনাফিকদের অন্যতম নিদর্শন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

"যে জিহাদ করেনি এবং জিহাদ করার কোনো ইচ্ছাও অন্তরে লালন করেনি, সে নিফাকের একটি শাখার ওপর মৃত্যুবরণ করল।"'[৩১১]

---

৩১০. সহিহু মুসলিম : ১৮৭৮
৩১১. সহিহু মুসলিম : ১৯১০

কুরআন ও জিহাদের মর্যাদা

জান্নাতে কুরআনের বাহক ও মুজাহিদদের জন্য উঁচু স্তর রয়েছে। যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনের সফলতা ও উন্নতি কামনা করে, সে যেন উক্ত স্তরসমূহ অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। নিম্নে এ প্রচেষ্টার পদ্ধতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

• আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

'জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর পথের মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব আসমান ও জমিনের দূরত্বের সমান।'[৩১২]

• ইমাম কুরতুবি ﵀ বলেন, 'তাদের জন্য সুউচ্চ মর্যাদা বলতে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদ ও দৃষ্টিনন্দন অট্টালিকাকে বোঝানো হয়েছে, যার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে ফিরদাউস।' অতঃপর তিনি একটি সন্দেহের অপনোদন করতে গিয়ে বলেন, 'এ থেকে কেউ যেন মনে না করে যে, জান্নাতের স্তরসংখ্যা একশতেই সীমাবদ্ধ। কেননা, জান্নাতের স্তর তো অসংখ্য, অগণিত। আল্লাহ ছাড়া কেউ এর সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে অবগত নয়। যেমন কুরআনের ধারক-বাহকদের ফজিলতের ব্যাপারে অন্য জায়গায় এসেছে, "তুমি পড়ো এবং ওপরে আরোহণ করতে থাকো। কেননা, তোমার পঠিত সর্বশেষ আয়াত যেখানেই সমাপ্ত হবে, সেটাই তোমার গন্তব্য। এর দ্বারা বোঝা যায়, জান্নাতে অসংখ্য স্তর রয়েছে। কেননা, উক্ত হাদিস দ্বারা সাধারণ একজন হাফিজে কুরআনের জন্যই কুরআনের আয়াতের সমপরিমাণ ছয় হাজারেরও অধিক স্তর বরাদ্দ রয়েছে। তাই একজন মানুষের মধ্যে যখন জিহাদ ও কুরআন উভয় নিয়ামত একত্রিত হবে, তার জন্য উল্লিখিত সব স্তরই জান্নাতে বরাদ্দ রয়েছে। এভাবে সৎকর্মের পরিধি যত বাড়বে, আপনার স্তরও তত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।' তাই মহান রবের কাছে আকুল আবেদন, তিনি আমাদের মাঝে যেন কুরআন ও জিহাদের সব স্তরকে একীভূত করে দেন, আমিন!

---

৩১২. সহিহুল বুখারি : ২৭৯০

সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও মহৎ উদ্দেশ্য

হে আখিরাতে উন্নতি-প্রত্যাশী, অন্তর ও জবানে মহান প্রভুর স্মরণ এবং মুখের কথা ও হাতের শক্তি দ্বারা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ—উভয়কে একীভূত করার মাধ্যমে পরকালের সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত হোন!

• আবু দারদা ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ

'"আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক পূত-পবিত্র সর্বোচ্চ মর্যাদাবিশিষ্ট এমন আমলের সন্ধান দেবো না? যা আল্লাহর রাস্তায় সোনা-রুপা অকাতরে দান করা ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া অপেক্ষা অধিক উত্তম।" সাহাবিগণ বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল!" তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার জিকির।"' মুআজ বিন জাবাল ﷺ বলেন, 'আল্লাহর আজাব থেকে অধিক মুক্তিদানকারী আল্লাহর জিকির ব্যতীত অন্য কিছু নেই।'[৩১৩]

• উল্লিখিত দুটি বিষয়কে একীভূত করার মাধ্যম

হাফিজ ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'জিকির দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর সার্বক্ষণিক স্মরণ, যেখানে জবানের স্মরণ ও অন্তরে আল্লাহর বড়ত্বের গভীর অনুধাবন উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তির উক্ত বৈশিষ্ট্যটি অর্জিত হয়, সে এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহর পথের মুজাহিদ থেকে উত্তম। আর জিকিরের ওপর জিহাদের ফজিলত হচ্ছে, যখন জিকির

৩১৩. সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৭৭

আল্লাহর বড়ত্বের গভীর অনুধাবনবিহীন অন্তঃসারশূন্য হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্তর ও জবানের মাধ্যমে কোনো জিকিরকে একীভূত করেছে, সেই মূলত প্রকৃত সফলতা ও মূল লক্ষ্যে পৌঁছেছে।'

– ইবনে আরাবি আরেকটি সমাধান এভাবে দিয়েছেন যে, জিকির হচ্ছে, সব আমলের বিশুদ্ধতার জন্য পূর্বশর্ত, এই হিসেবে জিকিরও সর্বোত্তম।'

মহান রবের সর্বোৎকৃষ্ট বান্দা হওয়ার অন্যতম উপায়

আখিরাতে সফলতা-প্রত্যাশী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সর্বোৎকৃষ্ট বান্দা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বস্তিতে থাকে না, তখনই মূলত দায়িত্বের সর্বোচ্চ স্তর তার সামনে উঁকি দিতে থাকে।

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, '১. আল্লাহর জন্য স্বীয় বান্দাকে যেকোনো বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার এবং বান্দার ক্ষেত্রে যেকোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার রয়েছে। তেমনিভাবে তাকে যেকোনো নিয়ামতে ভূষিত করারও পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং বান্দা নিম্নে উল্লেখিত তিনটি স্তরের মধ্যে যেকোনো একটি স্তরে অবস্থান করে। কিন্তু রবের নিকট সবচেয়ে নৈকট্যশীল বান্দা হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে তিনটি স্তরের সব কটিতেই পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করেছে।

প্রথম স্তর : আদেশের ক্ষেত্রে তাঁর দাসত্ব। উহা মূলত নিষ্ঠা ও রাসুল ﷺ-এর পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে রবের হুকুম পালনে যত্নবান হওয়া, সাথে দয়াময় প্রভুর ভালোবাসা ও ভয় অন্তরে জাগরূক রেখে সকল নিষেধ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা।

দ্বিতীয় স্তর : রবের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দাসত্ব। তাঁর ফয়সালা মূলত দুপ্রকার : বিপদাপদ, পাপ ও ভুল-ত্রুটি। সুতরাং বিপদাপদে তাঁর সিদ্ধান্তের দাসত্বের মর্মার্থ হচ্ছে, বিপদের ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা। তা না পারলে অন্তত ধৈর্যধারণ করা। অতঃপর এর ওপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, যার স্তর আরেকটু ওপরে। আর তা অর্জন তখনই সম্ভব, যখন রবের ভালোবাসা প্রবিষ্ট থাকবে অন্তরের

গহীনে। কেননা, এর মাধ্যমেই তিনি প্রিয় বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন, যদিও তিনি তা বাস্তবে অপছন্দ করেন।

গুনাহের ফয়সালার ক্ষেত্রে দাসত্বের মর্ম হলো, তাওবার দিকে অগ্রবর্তী হওয়া, সাথে সাথে এ ধারণা অন্তরে বদ্ধমূল রেখে বিগলিত ও অনুতপ্ত হওয়া যে, তিনি ব্যতীত তা আর কেউ মোচন করতে পারে না। তিনি ছাড়া কেউ অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারে না।

তৃতীয় স্তর : আল্লাহর নিয়ামতরাজির ক্ষেত্রে দাসত্ব : এর মর্মার্থ হচ্ছে, নিজের ওপর নিয়ামতের সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি। অতঃপর উক্ত নিয়ামতকে তাঁর দাসত্বে ব্যবহার করা এবং এই নিয়ামতকে আপন প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কারও প্রতি সম্বন্ধযুক্ত না করা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দাসত্ব

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'বান্দার ওপর তার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ রয়েছে। তাই যে ব্যক্তি নিজ অঙ্গের মাধ্যমে আদেশ পালনে যত্নবান হবে এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকবে, মূলত তখনই সে নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে বলে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে যে আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে, ওই অঙ্গ দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করার পথ রুদ্ধ করে দেন।

কেউ যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হতে চায়, তার জন্য সর্বদা রবের দাসত্বে নিমজ্জিত থাকা একান্ত অপরিহার্য।

বান্দা যদি সময়ের স্বল্পতার দরুন কখনো আল্লাহর দাসত্বের জন্য ফুরসত না পায়, তো অবসর হওয়ামাত্রই সে আপন রবের ইবাদতে ধাবিত হয়। তেমনিভাবে যখন কোনো কুপ্রবৃত্তি, বিলাসিতা ইত্যাদিতে সে অসতর্কতাবশত জড়িয়ে যায়, ভুল বুঝতে পেরে তাৎক্ষণিক সে উক্ত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হয়ে যায়।

সুতরাং বান্দা এভাবেই অগ্রসরতা, পশ্চাদপসরণ ও ঠিক মাঝপথে ক্ষণে ক্ষণে ঠায় দাঁড়িয়ে যাওয়ার বৈচিত্রময় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজ জীবনকে পরিচালিত করে, তাই মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾

'তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে।'[৩১৪]

- একদা সাইদ বিন জুবাইর-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কোন ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট আবিদ?' তদুত্তরে তিনি বলেন, 'যে নিজ পাপের দরুন গভীরভাবে অনুতপ্ত হয় এবং যখনই পাপের কথা স্মরণ হয়, নিজেকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে।'

উন্নতির কতিপয় মাপকাঠি

আখিরাতে সফলতা-প্রত্যাশীর জন্য নিজ ইমানের যথাযথ পরিচর্যা ও স্বীয় রবের সাথে সম্পর্কোন্নয়নে সর্বদা তৎপর থাকা অপরিহার্য। তেমনিভাবে নিজ আত্মসমালোচনায় সর্বদা নিমগ্ন থাকাও একান্ত জরুরি—নিজে কি বাস্তবে উন্নতির পথে আগুয়ান না অবনতির দিকে ধাবমান?

নিম্নে এমন কতিপয় আলামত নিয়ে আলোকপাত করা হলো, যা দিয়ে আমরা নিজেদের ইমানের ওজন পরিমাপ করতে পারব।

১. পাপের তিক্ততা ও আনুগত্যের সুমিষ্ট স্বাদ আস্বাদন করা, যা মুমিন হওয়ার অন্যতম পরিচায়ক। আর এই অনুভূতি বান্দার ইমানের বলিষ্ঠতা ও দুর্বলতার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ

'যদি সৎকর্ম তোমার সুখানুভূতি সৃষ্টি করে আর মন্দকর্ম অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে তুলে, তবেই তুমি প্রকৃত মুমিন।'[৩১৫]

---

৩১৪. সুরা আল-মুদ্দাসসির : ৩৭
৩১৫. মুসনাদু আহমাদ : ২২১৬৬

২. মহান আল্লাহকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বাবস্থায় রব হিসেবে মেনে নেওয়া। অর্থাৎ প্রকাশ্যে যেমন আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখবে, ঠিক তেমনই লোকচক্ষুর অন্তরালেও তাঁর সীমালঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকবে।

৩. নামাজকে গোপনেও সুন্দর ও সুসজ্জিত করা, যেভাবে প্রকাশ্যে খুব ধীরস্থিরে পড়া হয়।

৪. নিজে সর্বদা নিফাকের আশঙ্কায় থাকা। আর তা ইমানের অন্যতম লক্ষণ। তাই হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'নিফাকের আশঙ্কা করা মুমিনের অন্যতম নিদর্শন, পক্ষান্তরে তা থেকে বেপরোয়া হওয়া মুনাফিকের আলামত।'

৫. যদি আল্লাহ কাউকে দ্বীনের সঠিক বুঝ ও অনুপম চরিত্র দিয়ে ধন্য করেন, সে যেন সার্বিক কল্যাণের সুসংবাদ গ্রহণ করে।

আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ، حُسْنُ سَمْتٍ، وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ

'দুটি বৈশিষ্ট্য মুনাফিকের মাঝে কখনো একত্রিত হতে পারে না।
১. অনুপম চরিত্র ২. দ্বীনের সঠিক বুঝ।'[৩১৬]

৬. ইমানের শাখা-প্রশাখায় গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করা।

যেমন : ফরজ নামাজ, ছয় রুকনসহ ইমান, রাসুল ﷺ-এর সম্মান ও ভালোবাসা, সর্বপ্রকারের ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, বিনয়, দয়া, আল্লাহর ওপর ভরসা, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, মেহমানের সম্মান করা, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার, অন্যের পাওনা আদায়, সাথে সাথে সর্বপ্রকার অহেতুক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যাবলি আপনার মাঝে আংশিক রয়েছে নাকি পুরোপুরি রয়েছে? এভাবে ইমানের বিস্তৃত শাখায় ভাবাবেগ সৃষ্টির মাধ্যমে অবগাহন করা।

---

৩১৬. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৮৪

৭. মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যাবলি—যেমন : মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, প্রতারণা, জিকিরের স্বল্পতা, লৌকিকতা ইত্যাদি—সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করা। কেননা, এসব বিষয় আপনার মাঝে বিদ্যমান থাকা না থাকা হিসেবে আপনি মুমিন কিংবা মুনাফিক হওয়া নির্ভর করে।

- ইমাম আওজায়ি ﷺ বলেন, 'মুনাফিক ব্যক্তি কথা বেশি বলে, অথচ কাজ করে কম। পক্ষান্তরে মুমিন কথা স্বল্প বললেও তার কাজের পরিধি থাকে সুবিস্তৃত।'

সুতরাং আপনি নিজ ইমানকে সতেজ ও সদা জাগরূক রাখার বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখুন।

- ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'তিনটি স্থানে আপনার হৃদয়ের খোঁজ নিন ১. কুরআনের তিলাওয়াত শ্রবণ, ২. জিকিরের মজলিস, ৩. নির্জনতার সময়।

সুতরাং যদি উক্ত তিন স্পটে আপনি স্বীয় অন্তরের খোঁজ না পান, তখন আল্লাহর নিকট সজাগ অন্তরের জন্য প্রার্থনা করুন। কেননা, এরূপ হলে আপনার জন্য কোনো কল্যাণ নেই।

সত্যিকারার্থে স্বীয় রবকে ভয় করুন! যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾

'সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ইমানদার হয়ে থাকো, তবে আমাকেই ভয় করো।'[৩১৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ

'আল্লাহর শপথ, আমি যা জানি—তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে, বেশি কাঁদতে এবং বিছানায়

৩১৭. সুরা আলি ইমরান : ১৭৫

স্ত্রীদের উপভোগ করতে না, বাড়ি-ঘর ছেড়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে, আল্লাহ তাআলার সামনে কাকুতি-মিনতি করতে!'[৩১৮]

- ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'মুখ দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা বের হওয়া মানেই হচ্ছে, আল্লাহ কর্তৃক অবৈধ বিষয় থেকে বিরত থাকার অন্যতম নিদর্শন, যা স্বীয় রবের আনুগত্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, অন্তরকে বিনম্র করে তোলে, পাপ থেকে বিরত রাখে, একাগ্রতা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে যদি উপদেশের সময় তাদের নম্রতা মেয়েদের বিগলনের অনুরূপ হয়, যে কারণে তার জীবনে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে না পারে, তাহলে তা একটি অস্থায়ী ভয়, যার তেমন কোনো ফায়দা নেই।

সত্যিকার আল্লাহভীতির কতিপয় লক্ষণ

১. আন্তরিকভাবে ভয় করা; যার দরুন শিরক, পরনিন্দা, হিংসা, বিদ্বেষ, মুসলিমদের সাথে শত্রুতা, সব ধরনের আত্মিক রোগব্যাধি অন্তর থেকে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

২. জবানকে নিয়ন্ত্রণ করা; যার দরুন জবান মিথ্যাচার, পরনিন্দা, অহেতুক কথাবার্তা ও অপবাদ প্রভৃতি থেকে নিরাপদ থাকে।

৩, নিজ উদরের ওপর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা; যেন কোনো অবৈধ বস্তু তাতে প্রবেশ না করে।

৪. চোখ হিফাজত করা; যেন কোনো অবৈধ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না যায়।

৫. হাতের ক্ষেত্রে সজাগ থাকা; যেন কোনো অবৈধ বস্তুর দিকে না বাড়ে।

৬. তেমনই পাদ্বয়কেও পাহারা দেওয়া; যেন কোনো অবাধ্যতার দিকে কদম না বাড়ায়।

- ইয়াহইয়া বিন মুআজ বলেন, মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতে কীভাবে প্রফুল্ল মনে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে! অথচ, সে মন্দকর্ম করলে সব সময় পরকালীন ধরপাকড়ের ভয়ে সন্ত্রস্ত; আবার যদি সৎকর্মও করে, তথাপি তা গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে শঙ্কাযুক্ত।

---

৩১৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৩১২

• সৎকর্ম সম্পাদনে ভয় : জনৈক আলিম বলেন, 'যখন কেউ কোনো সৎকর্ম সম্পাদন করে, তারও শঙ্কায় থাকা উচিত।'

এবার ভাবুন, মন্দকর্ম করলে কতখানি ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকা অপরিহার্য।

নিম্নে আমল কবুল হবার উপায় নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

১. কবুল হওয়ার ব্যাপারে ভয় করা; কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾

'আল্লাহ কেবল মুত্তাকিদের থেকেই গ্রহণ করেন।'[৩১৯]

২. লৌকিকতার ভয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾

'তাদের কেবল এ আদেশই করা হয়েছে যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।'[৩২০]

৩. আনুগত্যে লাঞ্ছনার ভয়। কেননা, সে আদৌ তাওফিকপ্রাপ্ত হবে কি না তা জানে না। আল্লাহ বলেন :

﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾

'আল্লাহর মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই।'[৩২১]

---

৩১৯. সুরা আল-মায়িদা : ২৭
৩২০. সুরা আল-বাইয়্যিনা : ৫
৩২১. সুরা হুদ : ৮৮

যেসব বিষয়ে মুমিনদের অন্তরে ভয় রাখা একান্ত আবশ্যক।

- স্বীয় অন্তর রবের ধ্যান থেকে অন্য দিকে ফিরে যাবার ভয়।
- ইসতিকামাত (স্বীয় কর্মে দৃঢ়তা, অবিচলতা) হারানোর ভয়।
- মৃত্যুর সময় মন্দ পরিণতির ভয়।
- আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবার ভয়।
- পৃথিবীতে শাস্তি ত্বরান্বিত হওয়ার ভয়।
- আল্লাহর অধিকার আদায়ে শিথিলতার ভয়।
- সম্পাদিত সৎকর্মগুলো আল্লাহর শাহি দরবারে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ভয়।
- আল্লাহর নিয়ামতের আধিক্যহেতু আত্মগর্বে লিপ্ত হওয়ার ভয়।
- স্বীয় সৎকর্মে অজান্তেই লৌকিকতার ভয়।
- সব ধরনের নিফাকের ভয়।
- রবের আনুগত্যে তাওফিকপ্রাপ্ত না হওয়ার ভয়।
- আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত হয়ে যাবার ভয়।
- কবরের আজাব ও বিচার দিবসের ভয়াবহতার ভয়।
- ছোট-বড় প্রত্যেক গুনাহের জন্য আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়।

আত্মিক শক্তি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

আখিরাতে উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য হৃদয়কে সার্বক্ষণিক জাগ্রত রাখা একান্ত অপরিহার্য। কেননা, মৃত অন্তরের অধিকারী মানুষের মধ্যে আদৌ কোনো কল্যাণের লেশমাত্র নেই। কারণ, সে প্রকৃত জীবনের স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত এবং সার্বিক ক্ষতি ও জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে যায়, যদি মহান দয়াময় প্রভু নিজ দয়ায় তাকে ক্ষমা করে না দেন!!

• অন্তর্জ্যোতি বৃদ্ধির উপায়সমূহ

১. নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা এবং কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে তদনুযায়ী আমল করা। কারণ, কুরআন তিলাওয়াত অন্তরকে জীবিত করে, যেমন বৃষ্টি শুষ্ক জমিনকে সজীব করে তোলে। বৃষ্টিপাতের ফলে মৃত পৃথিবী যেমনিভাবে সবুজ-শ্যামল ফলে-ফুলে জীবন্ত হয়ে ওঠে, তেমনিভাবে কুরআন তিলাওয়াতের ফলে অন্তর্জগৎও জীবন্ত হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾

'যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য।'[৩২২]

• শাইখ সাদি ﵀ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

'এই আয়াতে কুরআন তিলাওয়াতকালে অন্তরের অবস্থার চিত্রায়ণ করা হয়েছে। কুরআন তিলাওয়াত আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস। যেমন বৃষ্টি মৃত ও রুক্ষ মাটি জীবন্ত করার উৎস। কুরআন তিলাওয়াতকালে পবিত্র আত্মার উন্নতি সাধন হয়, অন্তরের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। হৃদয়ের পবিত্রতা, সুশিক্ষা ও স্বচ্ছতার পরিধি বিস্তৃত হয়। পক্ষান্তরে যার অন্তর অপবিত্র ও কলুষতায় ভরা, তার কোনো কল্যাণ নেই। তাই অহির বাণী কর্ণগোচর হলে তা গ্রহণের কোনো স্থান ওই অন্তরে বিদ্যমান থাকে না। বরং অহির বাণী থেকে সে থাকে সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে তা কর্দমা, ধুধু বালি ও মরুপ্রান্তরে বর্ষিত বৃষ্টির মতো হয়ে যায়, যেখানে কোনো কিছুই প্রভাব ফেলতে পারে না।'

২. অধিক হারে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা, কেননা আল্লাহর স্মরণ অন্তর্জগতকে সবচেয়ে বেশি জীবন্ত করে তোলে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

---

৩২২. সুরা আল-আরাফ : ৫৮

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে না, তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়।'[৩২৩]

- উমর ﷺ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর জিকিরের অভ্যাস গড়ে তোলো। কেননা, তা সকল আত্মিক রোগের মহৌষধ। পক্ষান্তরে মানুষের জিকির ও তাদের অত্যধিক আলোচনা থেকে সাবধান! কেননা, তা সর্বরোগের আধার।'

- আসওয়াদ বিন ইয়াজিদ ﷺ বলেন, 'মানুষের অন্তর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকে, সে যেন নামাজের মধ্যেই থাকে; যদিও বাহ্যিকভাবে তাকে বাজারে, পথে-ঘাটে হাঁটতে দেখা যায়।'

৩. কথাবার্তা, কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহার, সর্বোপরি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ-এর অনুসরণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾

'হে ইমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য করো, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত, তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।'[৩২৪]

উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসুল ﷺ-এর সুন্নাতেই রয়েছে আত্মিক জীবনীশক্তি। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে রয়েছে অন্তর্জগতের মৃত্যু ও ধ্বংস।

---

৩২৩. সহিহুল বুখারি : ৬৪০৭
৩২৪. সুরা আল-আনফাল : ২৪

৪. ইলমি মজলিসে বসার অভ্যস্ত হওয়া। কেননা, তা অন্তরকে বিনম্র ও জীবন্ত করে তোলে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে দল আল্লাহর ঘরে সমবেত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর শিক্ষাদান করে, তাদের জন্য রয়েছে চারটি পুরস্কার।

ক. তাদের ওপর 'সাকিনা' নামক বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়।

খ. আল্লাহর রহমত তাদের আবৃত করে নেয়।

গ. রহমতের ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখে।

ঘ. মহান আল্লাহ নিজ শাহি মজলিসে তাদের ব্যাপারে আলোচনা করেন।'[৩২৫]

৫. বিশুদ্ধ ইমান ও সৎকর্ম অন্তরকে জীবিত করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾

'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ইমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।'[৩২৬]

যখন অন্তরের জীবন মানেই পবিত্রময় জীবন। তাই অনিবার্যরূপে অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জীবনও আত্মিক পবিত্রময় জীবনের অনুগামী হয়। এই পবিত্রময় জীবন তিন স্থানে অর্জিত হয়। ক. পৃথিবী, খ. কবরজগৎ গ. পরকালীন জগৎ।

৬. শরয়ি জ্ঞানান্বেষণ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

---

৩২৫. সুনানু আবি দাউদ : ১৪৫৫
৩২৬. সুরা আন-নাহল : ৯৭

'আর যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ওই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে—সেখান থেকে বের হতে পারছে না?'[৩২৭]

- শাইখ সাদি ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا} অর্থাৎ যে হিদায়াতের পূর্বে কুফরি, অবাধ্যতা ও মূর্খতার গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। {فَأَحْيَيْنَاهُ} অর্থাৎ অতঃপর তাকে আনুগত্য, জ্ঞান ও ইমানের নুর দিয়ে আলোকিত করেছি। ফলে সে এখন মানুষের সামনে নুরে আচ্ছাদিত অবস্থায় বিচরণ করে, যার সার্বিক কর্মকাণ্ডে দ্বীনি জ্যোতি দ্যুতি ছড়ায়। সুতরাং সে যেমন কল্যাণমূলক সব কর্মকাণ্ডকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে, তেমনিভাবে মন্দের সব উৎস সম্পর্কেও পূর্ণ অবগত হয়ে তা থেকে বিরত থাকার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে। এই পবিত্রময় সত্তার সাথে কি অবাধ্যতা, মূর্খতা ও কুফরের মৃত্যুপুরীতে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির কোনো তুলনা হতে পারে?

- মুআজ বিন জাবাল ﷺ বলেন, 'জ্ঞান হচ্ছে মূর্খতার মৃত্যু থেকে অন্তর জীবন্ত হওয়া।'

৭. পাপ থেকে দূরে থাকা। কেননা, পাপ খুব দ্রুতই হৃদয়ের জীবনীশক্তি ধ্বংস করে দেয়।

- উলামায়ে কিরাম বলেন, 'অবাধ্যতা ও পাপ আত্মিক রোগের কেন্দ্রভূমি।'
- ফুজাইল বিন ইয়াজকে একদা জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনার নিকট কোন বিষয়টি অতিশয় বিস্ময়কর?' তদুত্তরে তিনি বলেন, 'এমন অন্তর, যা আপন প্রতিপালকের যথাযথ পরিচয় লাভের পরও তাঁর অবাধ্য হয়!'
- ইবনুল মুবারক ﷺ বলেন :

رأيت الذنوب تميت القلوب * وقد يورث الذل ادمانها
وترك الذنوب حياة القلوب * وخير لنفسك عصيانها

---

৩২৭. সুরা আল-আনআম : ১২২

‘পাপ সর্বদা অন্তরকে মৃত্যুমুখেই ঠেলে দেয়। পাপে মজে থাকা লাঞ্ছনাকেই অবধারিত করে। তাই পাপ বর্জন মানে অন্তরের জীবন। বস্তুত, তোমার জন্য নফসের বিরোধিতা করাই কল্যাণকর।’

পাপের প্রকারভেদ

ক. অন্তরের পাপসমূহ, যেমন : অহংকার, হিংসা, কুধারণা, লৌকিকতা, আত্মম্ভরিতা ও ধোঁকা-প্রবঞ্চনা ইত্যাদি।

খ. মৌখিক পাপসমূহ, যেমন : পরনিন্দা, মিথ্যাচার, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ইত্যাদি।

গ. কর্মগত পাপসমূহ, যেমন : নামাজের প্রতি উদাসীনতা, ব্যভিচার, সুদ, জাদুটোনা ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা ইত্যাদি।

- ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, ‘তোমরা কি আন্তরিকভাবে মৃত ব্যক্তির মতো? যার ব্যাপারে বলা হয়েছে :

ليس من مات فاستراح مميت ** انما الميت ميت الأحياء

‘যে মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পর ঘুমে নিমজ্জিত, সে প্রকৃত মৃত নয়; বরং প্রকৃত মৃত হচ্ছে, জীবিত থেকেও যে মৃত।’ উপস্থিত লোকেরা কৌতূহলী হয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, ‘সে হলো এমন ব্যক্তি, যে ভালো-মন্দের পার্থক্য না করে উভয়কে গুলিয়ে ফেলে। ফলে উত্তম বিষয়কে মন্দ বলতে দ্বিধাবোধ করে না।’

- ইবনে আব্বাস ﵁ আল্লাহর বাণী,{أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘মহান রব মুমিন বান্দা ও তার পাপের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান, যে পাপ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।’

পাপের কতিপয় মন্দ পরিণাম

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, ‘আল্লাহর অবাধ্যতা ও গুনাহ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে এবং পৌঁছে দেয় লাঞ্ছনা ও শাস্তির দ্বারপ্রান্তে।’

আলি ﷺ বলেন, 'বান্দা গুনাহর কারণেই বিপদে নিপতিত হয়; আর তাওবা ব্যতীত উক্ত বিপদ দূর হয় না।'

সতর্ক হোন, আপনার যাবতীয় কাজ-কর্মে খুব বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হোন। যখনই কোনো বিপদে আপতিত হবেন, চাই তা ছোট হোক কিংবা বড়, সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক, প্রথমে নিজে একটু আত্মসমালোচনা করুন—কোনো না কোনো পাপে আপনি অবশ্যই লিপ্ত হয়েছেন। তাই রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও খাঁটি মনে তাওবা করুন, যাতে আপনি উক্ত বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারেন।

- সালাফ তো যেকোনো বিপদে নিজেকেই দোষারোপ করতেন।
- হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'কারও যদি কোনো একটি কাঁটাও বিদ্ধ হয়, সে যেন বলে, হে নফস, আমি জানি তুমি গুনাহে লিপ্ত হয়েছ। এটা তোমার গুনাহরই ফল। আমার রব নিজ মাখলুককে অকারণে কষ্ট দেন না।'
- একদা উমর ﷺ-এর জুতার ফিতা হারিয়ে যায়। তিনি অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে তিরস্কার করে বললেন, 'হে উমর, তা তোমার কৃত পাপের ফল।'
- আসওয়াদ বিন সারি ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা আবু মুসা ﷺ মসজিদে লোকদের শোরগোল শুনতে পেয়ে তাদের নিকট আসার জন্য দাঁড়ালেন। ইত্যবসরে তার জুতার ফিতা হারিয়ে গেলে তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়ে বললেন, 'আমার ফিতা কৃত পাপের দরুনই হারিয়ে গেছে।'

* **ইসতিরজায়ের পদ্ধতি :** এই দুআটি পাঠ করবে :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

উক্ত দুআটি ছোট বড় সব বিপদে পাঠযোগ্য। তা কারও মৃত্যুর সংবাদের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। যেমনটি আজকাল আমরা সচরাচর করে থাকি। উম্মে সালমা ﷺ বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا، قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ، رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"যে বান্দা কোনো বিপদে আক্রান্ত হওয়ার পর إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، এই দুআ পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই উক্ত বিপদের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। তার বিপদকে দ্রুতই উত্তম অবস্থায় পরিবর্তন করে দেবেন।" উম্মে সালমা ﷺ বলেন, "যখন আমার স্বামী আবু সালমা মৃত্যুবরণ করেন, তখন আমি তা পাঠ করলাম। ফলে আল্লাহ তাআলা আমাকে আবু সালামাহ'র চেয়ে উত্তম ব্যক্তি—রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দান করেন।""[৩২৮]

অন্তরের বদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার চাবিসমূহ

ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্তরকে উন্মুক্ত ও আলোকিত করতে চায়, সে যেন অহেতুক কথাবার্তা ছেড়ে দেয়, পাপ থেকে বিরত থাকে, স্বল্প আহারে সন্তুষ্ট হয়, অজ্ঞদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকে এবং পক্ষপাতদুষ্ট ও শিষ্টাচার বঞ্চিত আলিমদের সাথে শত্রুতা রাখে।'

একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী : ইবনে কুদামা ﷺ বলেন, 'স্বল্প আনুগত্যকে কখনো খাটো করে দেখতে নেই। কেননা, স্বল্প আমলের ধারাবাহিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে, তেমনিভাবে স্বল্প পাপকেও খাটো মনে করতে নেই।'

---

৩২৮. সহিহ মুসলিম : ৯১৮

সার্বিক ক্ষেত্রে পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার প্রয়োজনীয়তা

– ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা নিজ সৃষ্টিকুল থেকে প্রত্যেক ওই বস্তুই গ্রহণ করে থাকেন, যা সর্বাধিক স্বচ্ছ ও পবিত্র এবং তিনি উহাকে নিজ সত্তার জন্যই সীমাবদ্ধ করেছেন। কেননা, তিনি পবিত্রতার আধার; অপবিত্র কোনো বিষয়কে পছন্দ করেন না; কথাবার্তা, কাজকর্ম, সদাকা প্রভৃতির মধ্যে পবিত্রটিই গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে বান্দার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জানা যায়, কেননা পবিত্র ব্যক্তি পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে পরিতুষ্ট ও আন্তরিকভাবে স্থির হয় না।

পবিত্র সত্তার পরিচয়

১. সে মিথ্যাচার, পরনিন্দা, অপবাদ, মিথ্যা সাক্ষ্য ও সব অপবিত্র কথার ফুলঝুরি থেকে বিরত থাকে; কেবল পবিত্র বাক্যগুলোই মুখ দিয়ে উচ্চরণ করে। কেননা, রবের নিকট একমাত্র পবিত্র বাক্যই গৃহীত হয়।

২. তেমনিভাবে পবিত্র কর্ম ব্যতীত অন্য কোনো আমলে সে পরিতৃপ্ত হয় না, যেমন :

ক. একমাত্র স্বীয় রবের উপাসনা করা, তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা, নিজ প্রবৃত্তির ওপর তাঁর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকুণ্ঠ আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় বান্দাদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

খ. সাধ্যানুযায়ী সৃষ্টিকুলের সাথে সদাচরণ করা, তাদের জন্য নিজ পছন্দনীয় বিষয়ই পছন্দ করা এবং নিজের জন্য পছন্দসই লেনদেন করা।

৩. আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘন না করা।

পবিত্র ব্যক্তির আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অনুপম চরিত্র, পূত-পবিত্র শিষ্টাচার যেমন : ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থিরতা, দয়া, সত্যবাদিতা, সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ, ধোঁকা-প্রতারণা থেকে আত্মিক পবিত্রতা, বিনয়, ইমানদারদের

জন্য নম্রতা, আল্লাহর শত্রুদের জন্য কঠোরতা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিলীন না করা, সতীত্ব, সৎসাহস, দানশীলতা ও মানবিকতা এবং প্রত্যেক ওই সব চরিত্র, যার স্বচ্ছতায় শরিয়ত, সহজাত স্বভাব ও সঠিক জ্ঞানবুদ্ধি সবাই একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

৪. তেমিনভাবে পবিত্র খাদ্য ব্যতীত সে আহারও করে না। বস্তুত, তা ওই সব খাদ্য, যা বৈধ ও স্বাস্থ্যসম্মত এবং যা ভক্ষণে শরীর ও আত্মা কোনো পার্শপ্রতিক্রিয়া ছাড়া সর্বোত্তমভাবে পরিতৃপ্ত হতে পারে।

৫. তেমনিভাবে স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পবিত্রতাকে প্রাধান্য দেয়।

৬. এভাবে সুঘ্রাণ ও পবিত্র সুবাসিত গন্ধকেই সে নির্বাচন করে থাকে।

৭. পবিত্র ও নিষ্কলুষ আত্মাদেরকেই সে সঙ্গী ও সাথি হিসেবে নির্বাচন করে থাকে।'

- উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিমাত্রই সার্বিকভাবে পবিত্র।

সুতরাং তার আত্মা থেকে শুরু করে তার শরীর, চরিত্র, কর্ম, কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, বিবাহ, প্রবেশ-বাহিরে গমন থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষ ঠিকানা পর্যন্ত সবকিছুতেই পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

'ফেরেশতারা যাদের জান কবজ করেন, তাদের পবিত্র থাকাবস্থায়। ফেরেশতারা বলেন, "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ করো।"'[৩২৯]

---

৩২৯. সুরা আন-নাহল : ৩২

এবং তারা এমন পবিত্রময় সত্তা, যাদের সম্বোধন করে জান্নাতের প্রহরীরা বলবে :

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾

'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, অতঃপর সদা-সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।'[৩৩০]

এখানে ف শব্দটি 'কারণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্রতাবশত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।

অপবিত্র সত্তার পরিচয়

﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾

'দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য।'[৩৩১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, 'পবিত্র ও ভালো কথা একমাত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ ব্যক্তিরই একক বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে অপবিত্র-অশালীন বাক্যবাণ দুষ্ট ও অপবিত্র দুরাচারদেরই সাজে।'

আবার কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন, 'পবিত্র নারীগণ যেমন পবিত্র পুরুষদের জন্য, তেমনিভাবে নষ্টা নারীরা অপবিত্র ও নষ্ট পুরুষদের জন্য। বস্তুত এই আয়াতের মর্মার্থ উভয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।'

- আল্লাহ তাআলা সমস্ত পবিত্রতাকে জান্নাতে এবং সব ধরনের অপবিত্রতা ও কলুষতাকে জাহান্নাম ও এতে বসবাসকারীদের জন্যই বরাদ্দ রেখেছেন।

---

৩৩০. সুরা আজ-জুমার : ৭৩
৩৩১. সুরা আন-নুর : ২৬

এ কারণেই তিনি পরকালীন বাসস্থানকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন।

১. ওই বাসস্থান, যা কেবল পবিত্র সত্তাদের জন্য বরাদ্দ, যাতে অপবিত্র বান্দাদের জন্য প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং তাতে পবিত্র সব প্রকারের বস্তুকে একীভূত করেছেন, ওই স্থানটি হচ্ছে জান্নাত।

২. ওই আবাসস্থল, যা কেবল অপবিত্রদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে দুষ্ট দুরাচার শয়তানের দোসর অপবিত্র সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করবে না, তা-ই হচ্ছে নিকৃষ্ট জাহান্নাম।

৩. এমন আবাসস্থল যেখানে পবিত্র-অপবিত্র মিশ্রিত অবস্থায় সমভাবে বিচরণ করে, ইহাই এই পৃথিবী। বস্তুত, এ জন্যই পরীক্ষা ও বিপদের সম্মুখীন করা হয়। যা মহান প্রজ্ঞাপূর্ণ পদক্ষেপেরই ইঙ্গিত বহন করে।

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য

আল্লাহ তাআলা সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য পরিচয়ের মাপকাঠি ঠিক করেছেন। সৌভাগ্যবান পবিত্র সত্তার জন্য পবিত্র বস্তুই যথোপযুক্ত হবে। সে পবিত্র বস্তু ব্যতীত কোনো কিছুই নির্বাচন করে না। পবিত্র বাক্য ব্যতীত কোনো কথা বলে না। পবিত্র কাপড়ই পরিধান করে।

পক্ষান্তরে দুরাচার অপবিত্র ব্যক্তির জন্য অপবিত্র বস্তুই যথোপযুক্ত। তার থেকে অপবিত্রতা ও নষ্টামি ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই প্রকাশ পায় না।

অপবিত্র ব্যক্তির অন্তর থেকে কলুষতা তার জবান ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছেয়ে যায়।

তেমিনভাবে পবিত্রতাও স্বীয় হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে জবানসহ পুরো অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সিঞ্চিত করে।

কখনো কখনো কোনো ব্যক্তির মাঝে দুটো উপাদান তথা পবিত্রতা, অপবিত্রতা উভয়ই বিদ্যমান থাকে। তখন যেই উপাদানটির আধিক্য হবে, সেও উক্ত উপাদানের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে।

কল্যাণমূলক শিষ্টাচার অর্জনের সহজ উপায়

আখিরাতে উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য ইসলামি শিষ্টাচারকে নিজ দৈনন্দিন জীবন ও অন্য কারও সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য। সে কখনো নিম্নস্তরের কারও সাথে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে তুলনা করে কোনো একটি শিষ্টাচারও ছেড়ে দিতে পারে না; বরং সে তো সর্বদা অধিক থেকে অধিকতর উত্তম শিষ্টাচারের অধিকারী হতে তৎপর থাকে।

শিষ্টাচারের বাস্তব স্বরূপ

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'প্রকৃত শিষ্টাচার হচ্ছে, নিজ জীবনে অনুপম চরিত্রের সফল রূপায়ণ।'

- আবু মুহাম্মাদ বিন আবু জাইদ আল মালিকি ﵀ বলেন চারটি হাদিস থেকে কল্যাণমূলক সব শিষ্টাচার ও এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানাবলি উৎসারিত হয়।

১ম হাদিস :

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর ইমান রাখে, সে যেন কথা বললে উত্তম কথাই বলে, অন্যথায় চুপ থাকে।'[৩৩২]

২য় হাদিস :

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

'ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্যের দিক হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কাজ ছেড়ে দেওয়া।'[৩৩৩]

---

৩৩২. সহিহুল বুখারি : ৬৪৭৫
৩৩৩. সুনানুত তিরমিজি : ২৩১৭

৩য় হাদিস :

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا تَغْضَبْ

'ক্রোধান্বিত হয়ো না।'[৩৩৪]

৪র্থ হাদিস :

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।'[৩৩৫]

- উল্লিখিত চারটি হাদিসকে কেন্দ্র করেই মূলত তাকওয়া ও দ্বীনের ক্ষেত্রে অবিচলতা অর্জিত হয়ে থাকে। তাই নিম্নে এসব হাদিসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।

১ম হাদিস :

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর ইমান রাখে, সে যেন কথা বললে উত্তম কথাই বলে, অন্যথায় চুপ থাকে।'[৩৩৬]

ব্যাখ্যা : ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'তোমরা অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকো এবং প্রয়োজন অনুপাতেই কথা বলো। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা অন্তরের কাঠিন্যতা বৃদ্ধি করে।'

৩৩৪. সহিহুল বুখারি : ৬১১৬
৩৩৫. সহিহুল বুখারি : ১৩
৩৩৬. সহিহুল বুখারি : ৬৪৭৫

কথার আধিক্যের খারাপ দিকসমূহ

১. উমর ﵁ বলেন, 'যার কথা বৃদ্ধি পায়, তার পতনের হারও বৃদ্ধি পায়। আর যার পতন বৃদ্ধি পায়, তার পাপের বোঝাও ভারী হতে শুরু করে। আর যার পাপের বোঝা ভারী হয়ে যায়, জাহান্নামের আগুনই তার ঠিকানা।'

২. প্রজ্ঞা ব্যক্তিদের সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, 'প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে চুপ থাকা।'

৩. হাদিসের মূল লক্ষ্য : কল্যাণমূলক কথা বলা এবং অকল্যাণকর, অপ্রয়োজনীয় কথার ফুলঝুরি থেকে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা।

৪. ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, 'দীর্ঘ সময় কারাগারে আবদ্ধ রাখার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত অঙ্গ হচ্ছে জবান।'

জবানের নিয়ন্ত্রণ খুবই কষ্টসাধ্য

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀ বলেন, 'মানুষের জন্য টাকা-পয়সা সংরক্ষণ করার চেয়ে জবানের নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ অধিক কষ্টসাধ্য।'

একটি অনুপম চরিত্রের দৃষ্টান্ত

আমর বিন মুররাহ ﵀ বলেন, 'আমাকে রাবি বিন খুসাইমের পরিবারের একব্যক্তি বর্ণনা করেন, "আমরা রাবির জবান থেকে বিগত বিশ বছর যাবৎ এমন কোনো বাক্য শুনিনি, যা দ্বারা স্বীয় রবের সামান্যতম সীমালঙ্ঘনও বোঝা যায়।"'

২য় হাদিস :

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

'ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কাজ ছেড়ে দেওয়া।'[৩৩৭]

---

৩৩৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৩১৭

ব্যাখ্যা : এই হাদিসটি বাস্তব শিষ্টাচারের মূল মানদণ্ড হিসেবে পরিগণিত। হাদিসের মর্মার্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি স্বীয় ইসলামের সৌন্দর্য চায়, সে যেন অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও অনর্থক কাজকর্ম ছেড়ে দেয়; বরং প্রয়োজনীয় কথা ও কাজের ওপর ক্ষান্ত হয়।

সুতরাং যে স্বীয় ইসলামকে সুন্দর করেছে, সে অবশ্যই অপ্রয়োজনীয় বিষয়াবলি, যেমন : অবৈধ, অপছন্দনীয়, সন্দেহযুক্ত, অপ্রয়োজনীয়, অহেতুক বৈধ বিষয় প্রভৃতি থেকে বিরত থাকে এবং প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় বিষয়াদি পালনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

একটি আত্মিক সূক্ষ্ম সমালোচনা

একদা হাসসান ﵁ একটি প্রাসাদ অতিক্রমকালে বলে উঠলেন, 'এই প্রাসাদ কে নির্মাণ করেছে?' অতঃপর তাৎক্ষণিকভাবে নিজ আত্মাকে ভর্ৎসনা করতে করতে তিনি বললেন, 'হে নফস, তুমি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছ, তাই তোমাকে এক বছর লাগাতার রোজার শাস্তি দেওয়া হলো।'

সুতরাং হে প্রিয় ভাই, খুব বেশি সতর্ক হোন এবং নিজ আত্মাকে প্রশ্নবিদ্ধ করুন। আমরা কত অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে নিজেদের জড়িয়ে রাখি।

৩য় হাদিস :

আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বলল :

أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ

> "'আমাকে উপদেশ দিন।' রাসুলুল্লাহ ﷺ-(তাকে) বললেন, "রাগ করো না।" লোকটি কয়েক বার তা বলল। তিনি প্রত্যেক বারেই বললেন, "রাগ করো না।"'[৩৩৮]

ব্যাখ্যা : এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, ক্রোধ হচ্ছে সব অনিষ্টতার মূল এবং এর থেকে বিরত থাকা সব কল্যাণের মূল।

---

৩৩৮. সহিহুল বুখারি : ৬১১৬

ইবনুল মুবারক ﷺ-কে জনৈক ব্যক্তি অনুরোধ করল যে, 'শাইখ, আমাদের জন্য অনুপম চরিত্রকে একটিমাত্র শব্দেই একীভূত করে দিন?' তদুত্তরে তিনি বললেন, 'ক্রোধ বর্জন করো।' তেমনিভাবে অন্যান্য ইমামও ক্রোধের ব্যাপারে একই মতামত ব্যক্ত করেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কোনো অধিকার নষ্ট হওয়া ব্যতীত কখনোই ক্রোধান্বিত হতেন না এবং নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে কখনো প্রতিশোধপরায়ণ ছিলেন না। তিনি নিজের কোনো স্ত্রী কিংবা সেবককে কখনো হাত দ্বারা প্রহার করেননি।

ক্রোধের স্বরূপ : ক্রোধ মূলত নিজে কোনো অনিষ্টতায় নিপতিত হওয়ার শঙ্কায় তা থেকে পরিত্রাণের জন্য কিংবা শত্রু থেকে প্রতিশোধের নেশায় হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হওয়াকে বোঝায়।

ক্রোধ আনয়নকারী কতিপয় কর্মকাণ্ড : অধিকাংশ অবৈধ কর্মকাণ্ড, যেমন : হত্যা, লুণ্ঠন, সহিংসতা ও নানা রকমের নিপীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদি।

অবৈধ কথাবার্তা, যেমন : মিথ্যা অপবাদ, গালমন্দ, অশ্লীল বাক্যবাণ, কুফরি শব্দ উচ্চারণ, নিজের জন্য অনিষ্টতার বদদুআ ইত্যাদি।

৪র্থ হাদিস :

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।'[৩৩৯]

ব্যাখ্যা : ইমানের বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, অপর ভাইয়ের জন্য নিজ পছন্দসই বিষয় পছন্দ করা। তেমনিভাবে নিজ অপছন্দনীয় বিষয়কে অপর ভাইয়ের জন্য অপছন্দ করা। সুতরাং উক্ত বৈশিষ্ট্যের কোনো একটিতে

৩৩৯. সহিহুল বুখারি : ১৩

যদি ক্রটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার ইমানে অবশ্যই ঘুণ ধরেছে। উক্ত বৈশিষ্ট্য মূলত আন্তরিক স্বচ্ছতা ও নিষ্কলুষতার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যার ফলে এক ভাই অপর ভাইয়ের খুশিতে খুশি ও দুঃখে দুঃখিত হয়।

আল্লাহর শপথ, মুমিনরা যদি নিজ জীবনে উক্ত চারটি হাদিসকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করে, তাহলে সব ধরনের সমস্যা—যা মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে, এমনি নিমিষেই দূরীভূত হয়ে যেত এবং দুজনের মাঝে সৃষ্ট সব ধরনের সংঘাত হৃদ্যতা-সহমর্মিতা ও সহযোগিতায় বদলে যেত।

সুতরাং হে প্রিয় দ্বীনি ভাই, আপনি নিজের মাঝে যদি সত্যিকারার্থে উল্লিখিত ইসলামি শিষ্টাচারের সম্যক ঝলক দেখতে চান, তাহলে এর জন্য যথাযথ অনুশীলন ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্যাবলি

আখিরাতে সফলতা-প্রত্যাশী ব্যক্তিদের জন্য তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য। কেননা, উহাই মূলত রবের নিকট যাচাইয়ের প্রকৃত মাপকাঠি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾

> 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়াবান।'[৩৪০]

সুতরাং রবের নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছে, যে সর্বোচ্চ তাকওয়াবান। কেননা, মুত্তাকি ব্যক্তিই অধিক আনুগত্যশীল এবং অবাধ্যতা থেকে নিজেকে পৃথককারী। যদিও সে বংশগত ও জাতিগত দিক দিয়ে ততটা ঐতিহ্যবাহী না হয়, তথাপি সে সর্বাধিক সম্মানিত। বাহ্যিক অভ্যন্তরীণ সার্বিক দিক দিয়ে সে স্বীয় রবকে ভয় করে। আর কেউ আছে, বাহ্যিকভাবে ভয় করলেও পরোক্ষভাবে স্বীয় রবের প্রতি উদাসীন। এদের

৩৪০. সুরা আল-হুজুরাত : ১৩

ব্যাপারে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী। তাই তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের উপযুক্ততা অনুযায়ী প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

- একদা বকর বিন আবদুল্লাহ তালক বিন হাবিবের সাথে সাক্ষাৎ করলে তাকে আবেদন করলেন, আমাকে তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ ধারণা দিন, তদুত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ নুরের আলোকে তাঁর অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করো এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানের আশা রাখো। আর তাকওয়া হচ্ছে, অন্তরে আল্লাহর শাস্তির ভয় রাখা এবং তাঁর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা।'

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে আমাদের জন্য মুত্তাকিদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে বাতলে দিয়েছেন। যেন উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলির আলোকে আমরা নিজেদের জীবন গঠন করতে পারি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ - الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ - أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾

'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরি করা হয়েছে পরহেজগারদের জন্য। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে; বস্তুত, আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরই ভালোবাসেন। তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে

স্মরণ করে এবং নিজের পাপের দরুন ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনেশুনে তাই করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ, যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা আমল করে, তাদের জন্য কতই না চমৎকার প্রতিদান।[৩৪১]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বীয় ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতার সাথে দৌড়াতে উৎসাহিত করেছেন। যেই জান্নাতের প্রস্থ আসমান-জমিনের প্রস্থতাকে হার মানায়। এবার ভাবুন, তার দৈর্ঘ্য কত দীর্ঘ হবে! যেই জান্নাতকে একমাত্র তাকওয়াবানদের জন্য মহান আল্লাহ তাআলা প্রস্তুত করে রেখেছেন। মূলত আল্লাহভীরুরাই এই চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রকৃত অধিকারী। বস্তুত, তাকওয়া হচ্ছে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম। তাকওয়াবানদের বিভিন্ন সৎকর্মের আলোকে বিশেষায়িত করা হয়েছে।

১ম বৈশিষ্ট্য : সুখ-দুঃখে সর্বাবস্থায় দান করা।

{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ} অর্থাৎ, সুখ-দুঃখে সব সময় তারা দান করে থাকে। যখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, তখন দানের হাত বড় আকারে প্রসারিত করে আর যখন দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়, তখন স্বল্প দানকেও খাটো করে দেখে না।

- ইমাম ইবনে কাসির ﷺ বলেন, 'তারা স্বাচ্ছন্দ্যে, অস্বাচ্ছন্দ্যে, সুস্থতায়, অসুস্থতায়—সার্বিক অবস্থায় দান করে। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

---

৩৪১. সুরা আলি ইমরান : ১৩৩-১৩৬

"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্য তাদের সাওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোনো আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"[৩৪২]

অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টির খাতে ব্যয় এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া ইত্যাদি থেকে কোনো ব্যস্ততাই তাদের রুখতে পারে না।'

২য় বৈশিষ্ট্য : ক্রোধ হজম করা।

{وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ} অর্থাৎ যখন কারও কাছ থেকে কোনো কষ্ট পায়, তখন ক্রোধ উতলে ওঠে আর তা হচ্ছে, হৃদয় বিদ্বেষে ভরে যাওয়া, যা কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রতিশোধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে। সুতরাং মুত্তাকি ব্যক্তিরা কখনো নিজের অন্তরের দাসত্ব করে না; বরং তারা অন্তরের বিদ্বেষ ও ক্রোধকে উত্তমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের নিপীড়নের ওপর ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকেই প্রাধান্য দেন।

– রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ

'সেই ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয়, যে কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে; বরং প্রকৃত বীর হচ্ছে সে, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে।'[৩৪৩]

– রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ

৩৪২. সুরা আল-বাকারা : ২৭৪
৩৪৩. সহিহুল বুখারি : ৬১১৪

'যে ব্যক্তি ক্রোধ বাস্তবায়নের ওপর ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও নিজ ক্রোধকে হজম করে, আল্লাহ তাকে বিচার দিবসে সৃষ্টিকুলের সামনে ডাকবেন এবং ডাগর নয়না চক্ষুবিশিষ্ট যেকোনো জান্নাতি নারীকে নির্বাচন করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেবেন।'[৩৪৪]

৩য় বৈশিষ্ট্য : মানুষকে ক্ষমা করা।

{وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} অর্থাৎ তারা মানুষকে নিজ ক্ষমার চাদরে জড়িয়ে নেন, চাই মানুষের অপরাধ কর্মগত হোক কিংবা কথাজাতীয়।

ক্ষমা প্রদান ক্রোধ হজম থেকে অধিক কষ্টসাধ্য, কারণ ক্ষমা হচ্ছে অপরাধীর অপরাধকে ক্ষমা করার মাধ্যমে পাকড়াও না করা। আর তা ওই ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব, যে অনুপম চরিত্র দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করেছে। এবং নিন্দনীয় চরিত্র থেকে আলাদা থেকেছে। তেমনিভাবে এই মহান গুণে গুণান্বিত হওয়া একমাত্র ওই ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব, যে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এবং তাদের অনিষ্টতার ভয়বশত তাদেরকে ক্ষমা প্রদানের মাধ্যমে আপন প্রতিপালকের সাথে সফল ব্যবসায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তাই আল্লাহও তাকে মার্জনা করে দেন। আর এর প্রতিদান তো মহান রবের নিকট রয়েছে, তাই কোনো বান্দা থেকে এর প্রতিদান কামনা করা একদমই অবান্তর। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ﴾

'যে ক্ষমা করে ও আপস করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে।'[৩৪৫]

- হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'মুসলিমদের সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্র হচ্ছে ক্ষমা করা।'

---

৩৪৪. সুনানু আবি দাউদ : ৪৭৭৭
৩৪৫. সুরা আশ-শুরা : ৪০

৪র্থ বৈশিষ্ট্য : সৃষ্টিকুলের প্রতি ইহসান (অনুগ্রহ) করা।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন :

﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন।'[৩৪৬]

• ইহসান মূলত দুপ্রকার

সৃষ্টিকর্তার উপাসনার ক্ষেত্রে ইহসান, যাকে নবিজি ﷺ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ এর মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ 'এমনভাবে উপাসনা করো, যেন তুমি স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখছ; নতুবা অন্তত এ উপলব্ধি নিয়ে ইবাদত করো যে, তোমাকে অবশ্যই মহান রব দেখছেন।'[৩৪৭]

সৃষ্টিকুলের প্রতি ইহসান : অর্থাৎ তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব উপকার সাধন করা। সব ধরনের দ্বীনি ও দুনিয়াবি অনিষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করা। সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখাও এর অন্তর্ভুক্ত। মূর্খদের শিক্ষা-দীক্ষা ও উদাসীনদের জাগ্রত করা, সর্বসাধারণের সার্বিক কল্যাণ কামনা, তাদের ডাকে সাড়া প্রদান, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে আবশ্যকীয়-অনাবশ্যকীয় সদাকা প্রদান, তাদের বোঝা বহন, কষ্ট লাঘবকরণ প্রভৃতি সবই ইহসানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে উক্ত গুণে গুণান্বিত হবে, সে সত্যিকারার্থে আপন প্রতিপালকের হক আদায়ে সচেষ্ট বলে গণ্য হবে।

৫ম বৈশিষ্ট্য : পাপ করে ফেললে সাথে সাথে তাওবা ও ইসতিগফারের প্রতি মনোনিবেশ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهُ ﴾

---

৩৪৬. সুরা আল-বাকারা : ১৯৫
৩৪৭. সহিহুল বুখারি : ৫০, সহিহু মুসলিম : ৯

'তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন?

অর্থাৎ যারা কৃত পাপের করণে (ছোট হোক কিংবা বড়) তাৎক্ষণিক তাওবা-ইসতিগফার ও রবের স্মরণে ব্রতী হয়। তেমনিভাবে অবাধ্যদেরকে দেওয়া হুমকি, মুত্তাকিদের দানকৃত প্রতিশ্রুতি স্মরণে আত্মনিমগ্ন থাকে। ফলে তারা কায়মনোবাক্যে মহান রবের নিকট কৃত পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করে। এবং খুব বেশি ব্যথিত ও অনুতপ্ত হয়। সর্বোপরি আল্লাহর নিকট তারা নিজের দোষ গোপন রাখার ও অশুভ পরিণাম থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার আশা ব্যক্ত করে।

– আমিরুল মুমিনিন উসমান ﷺ একদা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরূপ অজু সেরে বললেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি আমার দেখানো এই পদ্ধতিতে অজু করে একাগ্রতার সহিত কেবল দুই রাকআত নামাজ আদায় করে, তার পূর্বের সমস্ত (সগিরা) গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"'[৩৪৮]

৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : পাপের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো।

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

'তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনেশুনে তাই করতে থাকে না।'[৩৪৯]

৩৪৮. সহিহুল বুখারি : ১৫৯
৩৪৯. সুরা আলি ইমরান : ১৩৫

অর্থাৎ তারা কৃত পাপ থেকে তাওবা করে খুব দ্রুত পুনরায় আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করে। এরপর থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে আর পাপের পুনরাবৃত্তি ঘটায় না, বরং নিষ্কলুষ চিত্তে তাওবা করে, যদিও ভুলবশত বারবার পাপ করে বসে।

- সাইদ জারিরি ﵀ একদা হাসান বসরি ﵀-কে বললেন, 'হে আবু সাইদ, যে ব্যক্তি বারবার গুনাহ করে সাথে সাথে আবার তাওবাও করে নেয়, তার ব্যাপারে আপনার মতামত কী?' তদুত্তরে হাসান বসরি ﵀ বলেন, 'উহাই তো মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।'

- রাবি বিন খুসাইম ﵀ একদা তার সাথিদের জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রকৃতপক্ষে কোনটি রোগ, কোনটি প্রতিষেধক, আর কোনটি শিফা?' তারা বললেন, 'না, আমরা তা জানি না!' অতঃপর তিনি বললেন, 'পাপ হচ্ছে রোগ, এর প্রতিষেধক হচ্ছে ইসতিগফার এবং শিফা তথা প্রকৃত প্রতিকার ও মূল চিকিৎসা হচ্ছে পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে খাঁটি মনে তাওবা করা।'

- বকর বিন আব্দুল্লাহ ﵀ বলেন, 'তোমরা যেহেতু অধিক হারে পাপ করে থাকো, তাই ইসতিগফারের মাত্রাও তদনুযায়ী বৃদ্ধি করো। কেননা, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো পাপে জড়িয়ে যায়, অতঃপর এর স্থানে ইসতিগফার দেখে, তখন সে প্রফুল্লতা বোধ করে থাকে।'

- {أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ}

অর্থাৎ উল্লিখিত সব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে স্বীয় রবের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমা, যা তাদের সব অপরাধকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়।

- {وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}

এবং তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত; যেখানে রয়েছে অনাবিল শান্তি, চির প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি, বড় বড় প্রাসাদ, অট্টালিকা, ফলে-ফুলে ভরপুর গাছপালা আর প্রাসাদের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত স্বচ্ছ নদী।

– {خَالِدِينَ فِيهَا}

অর্থাৎ তারা সেখানে চিরকাল বাস করতে থাকবে। এ থেকে তাদের কখনো বঞ্চিত করা হবে না। এবং বিনিময়েও কিছু চাওয়া হবে না, আবার প্রদানকৃত নিয়ামতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধনও সাধিত হবে না।

– {وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ}

অর্থাৎ তারা তো খুব স্বল্প আমলের পুঁজি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তথাপি তাদেরকে বিরাট বিরাট প্রতিদানে ভূষিত করা হয়েছে। (তাফসিরে সাদি)

বান্দার প্রকৃত মুত্তাকি হওয়ার সহজ উপায়

একদা জনৈক ব্যক্তি ইসা ﷺ এর নিকট এসে বলল, 'হে কল্যাণের দিশারি, আমাকে এমন কিছু বিষয় শিক্ষা দিন, যা আপনি জানেন; অথচ আমি তা থেকে অজ্ঞ, যা আমার উপকারে আসবে এবং আপনার কোনো ক্ষতিও হবে না।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তা আবার কী?' তদুত্তরে আগন্তুক বললেন, 'মুত্তাকি হওয়ার সহজ উপায় কী?' এর উত্তরে ইসা ﷺ বললেন, 'কাজটি খুবই সহজ, তবে নিম্নোক্ত বিষয়ে একটু যত্নবান হতে হবে।

– আল্লাহকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসুন।

– নিজের সাধ্যানুযায়ী অক্লান্ত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য আমল করতে থাকুন।

– সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়াদ্র হোন, যেমনটি নিজ ক্ষেত্রে চান। সুতরাং আপনি যদি আপনার অপছন্দনীয় বস্তুর অনিষ্টতা থেকে নিজের মতো অন্য ভাইকে রক্ষা করেন, তবেই আপনি সত্যিকারের মুত্তাকি।'

– ইবনে মাসউদ ﷺ আল্লাহর বাণী {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} 'আল্লাহকে সেভাবে ভয় করো, যেভাবে ভয় করা উচিত'—এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এমন আনুগত্য করা, যাতে কখনো অবাধ্যতা মিশ্রিত হয় না; এমন স্মরণ, যাকে ভুলে যাওয়া যায় না; এমন কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, যার সাথে কোনো অকৃতজ্ঞতার মিশ্রণ হয় না।'

- আনাস ﷺ বলেন, 'ওই ব্যক্তি পূর্ণ মুত্তাকি হতে পারে না, যে নিজ জবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়নি।'

- সুতরাং হে সম্মানিত ভাই, উল্লিখিত বিষয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন, আপনি বাস্তবেই মুত্তাকি কি না?

সত্যিকারের মুমিন হওয়ার উপায়

আখিরাতে মুমিনদের ইমান ও সৎকর্মের ওপর ভিত্তি করে তাদের স্তর ও মর্যাদা লাভ হয়। আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাবে প্রকৃত মুমিনদের কতিপয় গুণের আলোচনা করেন।

- হাসান বসরি ﷺ বলেন :

'বাহ্যিক সাজগোজ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে ইমান অর্জিত হয় না। বরং ইমান হচ্ছে, যা অন্তরে বদ্ধমূল হয়, সাথে সাথে ব্যক্তি বাহ্যিক সৎকর্মও সম্পাদন করে।'

- হাসান বসরি ﷺ বলেন :

'প্রকৃত মুমিন হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে অদৃশ্যে আল্লাহকে ভয় করে; আল্লাহর পছন্দসই সৎকর্মে উৎসাহবোধ করে। আল্লাহর ক্রোধ আবশ্যককারী বিষয়াবলি থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

"আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই ভয় করে।"'[৩৫০]

---

৩৫০. সুরা ফাতির : ২৮

তেমনিভাবে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾

'মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর নাম নেওয়া হলে, তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ইমান বেড়ে যায় এবং তারা আপন প্রতিপালকের প্রতি ভরসা রাখে। যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রুজি দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হলো প্রকৃত মুমিন! তাদের জন্য রয়েছে আপন প্রতিপালকের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি।'[৩৫১]

উক্ত আয়াতে মুমিনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ}

অর্থাৎ আয়াত শ্রবণমাত্রই অন্তর বিগলিত হওয়া।

– ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'ফরজ ইবাদতসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে মুনাফিকের অন্তর স্বীয় রবের স্মরণে জাগ্রত হয় না। এমনকি তারা আল্লাহর একটি আয়াতেও বিশ্বাস স্থাপন করে না। আর না তারা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে, না লোকচক্ষুর অন্তরালে নামাজ আদায় করে। স্বীয় সম্পদের জাকাত আদায়েও তারা অত্যন্ত কিপটে। তাই উক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়ে বলেন যে, তারা প্রকৃত মুমিন নয়।

৩৫১. সুরা আল-আনফাল : ২-৪

- পক্ষান্তরে যার হৃদয় আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হয়, অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে যে তাঁর আদেশসমূহ পালন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকে। অন্যত্র স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾

"পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"'[৩৫২]

- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সুদ্দি ﷺ বলেন, 'প্রকৃত মুমিন ওই ব্যক্তি, যে কোনো অবিচার ও পাপের ইচ্ছা পোষণ করলে, কেউ তাকে তাকওয়ার উপদেশ দেওয়ামাত্রই তার অন্তর স্বীয় রবের ভয়ে বিগলিত হয়ে যায়।'

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا}

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আয়াত শ্রবণে ইমান বৃদ্ধি পাওয়া।

এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, তারা আয়াতের তিলাওয়াত আরম্ভ হওয়ামাত্রই গভীর শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সহিত উহা শ্রবণে মনোযোগী হয়। ফলে, তাদের ইমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করে। কেননা, গভীর উপলব্ধি উহা অন্তরের কাজ, যা দ্বারা অজানা ও ভুলে যাওয়া মর্মোদ্ধার হয়; কিংবা এর মাধ্যমে অন্তরে কল্যাণ লাভের জন্য প্রচণ্ড স্পৃহা জাগে, রবের পুরস্কারের প্রতি আগ্রহ জন্মায়, আর শাস্তির ভয় জাগরূক হয়, ঘৃণা সৃষ্টি হয় রবের অবাধ্যতার প্রতি। সর্বোপরি উল্লিখিত সবকটিই ইমান বৃদ্ধিতে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : {وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}

অর্থাৎ মহান রবের ওপর ভরসা ও পূর্ণ আস্থা অর্জন করা।

---

৩৫২. সুরা আন-নাজিআত : ৪০-৪১

তারা স্বীয় রব ব্যতীত কারও দয়ার ওপর আস্থাশীল ও আশাবাদী নন, তাঁকে পাওয়াই তাদের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাঁর দরবারেই তারা নতজানু হয়, তাঁর কাছ থেকেই সব প্রয়োজন অন্বেষণ করে, তাঁর প্রতিই আগ্রহী হয়। এ ব্যাপারে বদ্ধমূল বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা যা চান, তা-ই হয়; তিনি যা চান না, তা ঘুণাক্ষরেও অস্তিত্বশীল হয় না এবং তিনিই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর কোনো শরিক নেই, যাঁর বিধানকে কেউ রহিত করতে পারে না। এ কারণেই সাইদ বিন জুবাইর বলেন, 'তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা হচ্ছে ইমানের উৎসস্বরূপ। কেননা, তাতে নিহিত রয়েছে ইমানের আনুষঙ্গিক বিষয়।

• শাইখ সাদি ﷺ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন :

'অর্থাৎ তারা উপকারী ও পার্থিব-অপার্থিব ক্ষতিকর বস্তু অপসারণের ক্ষেত্রে মহান রবের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখে। দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাঁর সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে। বস্তুত, তাওয়াক্কুল সব আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী ও উৎসাহ দানকারী। তাই উক্ত বিষয়টি ছাড়া কোনো কাজ পূর্ণতা পায় না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} অর্থাৎ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।

– ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা আকিদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে আলোচনা করার পর সৎকর্ম নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছেন, যে সৎকর্মটি সবার ওপর অত্যাবশ্যকীয়, তা হচ্ছে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।

– কাতাদা ﷺ বলেন, 'নামাজ কায়িম করার অর্থ হচ্ছে, নামাজের সময় রুকু, সিজদা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়ে যথাযথ যত্নবান হওয়া।'

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় দান করা।

আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেকে দান করার মধ্যে জাকাত এবং আবশ্যকীয় নফল সদাকা, পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় প্রভৃতি সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। তবে আল্লাহর নিকট তার সৃষ্টিকুলের জন্য উপকারী ব্যয়ই সর্বাধিক পছন্দনীয়।

আল্লাহর বাণী : {أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} 'তারাই হলো প্রকৃত মুমিন।'

শাইখ সাদি ﷺ উক্ত বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লোকদের প্রকৃত মুমিন হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ১. কেননা, তারা ইসলাম ও ইমানকে একীভূত করেছে। তেমনিভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আমলের মাঝে কোনো বৈপরীত্য আনয়ন করেনি। ২. তারা ইলম অর্জন ও তদনুযায়ী আমল করে। ৩. তেমনই বান্দার হক ও আল্লাহর হক আদায়ে সমন্বয় সাধন করে। প্রথমে অন্তরের আমলের বর্ণনার কারণ—কেননা, উহা হচ্ছে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলগুলোর উৎসস্বরূপ। তাই অন্তরের আমল সর্বাধিক উত্তম এবং উহাতেই রয়েছে ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধির অন্যতম প্রমাণ। তাই আনুগত্যের ফলে ইমান বৃদ্ধি পায় আবার অবাধ্যতার দরুন হ্রাস পায়।

ইমানের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ :

প্রত্যেক উন্নতি-প্রত্যাশী বান্দার ওপর স্বীয় ইমান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য। এর ফলে সর্বোত্তম যে ফলাফলটি বের হয়ে আসবে, তা হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব কুরআনের গভীর বুঝ ও অনুধাবনশক্তি এবং এর অন্তর্নিহিত মর্মের রহস্য উন্মোচন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা প্রকৃত মুমিনদের মহাপ্রতিদানের বিষয়ে বর্ণনা দিয়ে বলেন :

{لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় সৎকর্ম অনুযায়ী উঁচু উঁচু সম্মান ও দৃষ্টিনন্দন স্তর।

{وَمَغْفِرَةٌ} অর্থাৎ তাদের পাপসমূহের ক্ষমা প্রদান।

{وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} অর্থাৎ তাদের মেহমানদারির জন্য আল্লাহ জান্নাতে এমন এমন নিয়ামতরাজি প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং মানুষের অন্তরে যার স্বরূপ কখনো উদয় হয়নি।

– রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأُفُقِ، مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ

'"নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ তাদের উঁচুস্তরের অধিবাসীদের দেখতে পাবে, যেমনিভাবে মানুষেরা দিগন্তের পূর্বে বা পশ্চিমে উদিত নক্ষত্র দেখতে পায়। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকার কারণে।" সাহাবিগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, উহা তো নবিদের স্থান, সেখানে তো অন্যরা পৌঁছতে পারবে না।" তদুত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু ওই সব ব্যক্তিও এর অধিকারী, যারা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছে ও তাঁর রাসুলগণকে সত্যায়ন করেছে।"'[৩৫৩]

– আবু বকর ﷺ বলেন, 'তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকো। কেননা, মিথ্যা ইমানের বিপরীত বিষয়।'

- **মুমিনের হৃদয়ের স্বচ্ছতা**

আলি ﷺ বলেন, 'অন্তরে প্রাথমিকভাবে ইমান একটি ছোট্ট শুভ্র ফোঁটা হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে ইমান বৃদ্ধির সাথে সাথে ওই শুভ্রতার আয়তনও বাড়তে থাকে। যখন ইমান পূর্ণতা লাভ করে, তখন পুরো অন্তর শুভ্রতায় ভরে যায়। পক্ষান্তরে নিফাক প্রাথমিক অবস্থায় একটি কালো বর্ণের ফোঁটার মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। ক্রমান্বয়ে নিফাকের পরিধি প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে কালো বর্ণের আকার-আয়তনও বাড়তে থাকে। এভাবে একসময় যখন নিফাক পূর্ণতা লাভ করে, তখন পুরো অন্তর কৃষ্ণ বর্ণের হয়ে যায়। আল্লাহর শপথ! যদি কখনো কোনো মুমিনের হৃদয় বিদারণ করতে সক্ষম হও, অবশ্যই

৩৫৩. সহিহুল বুখারি : ৩২৫৬

ইমানের শুভ্রতা সেখানে দেখতে পাবে, পক্ষান্তরে যদি কোনো মুনাফিকের হৃদয় চিরতে সক্ষম হও, তাকে অবশ্যই কালো বর্ণ পাবে।'

- **বান্দার প্রতি মহান রবের অনুগ্রহ এবং বান্দা থেকে রবের রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার আলামতসমূহ**

জুননুন মিসরিকে একদা জিজ্ঞেস করা হলো, 'বান্দার প্রতি রবের অনুগ্রহের নিদর্শন কী?' তিনি বললেন, 'যখন তুমি কোনো বান্দাকে সর্বদা ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ও জিকিরকারীরূপে পাবে, তা হচ্ছে তার প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের আলামত।' অতঃপর তাকে রবের অসন্তুষ্টির আলামতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে, তদুত্তরে তিনি বললেন, 'যখন আপনি কোনো বান্দাকে স্বীয় রবের স্মরণ থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অবজ্ঞাকারী রূপে দেখবেন, তা হবে তার প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টির নিদর্শন।'

সফলকামদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

মুমিন ব্যক্তি কেবল পরকালীন সফলতা ও মুক্তির জন্যই দুনিয়ার জীবনে যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে। ওপারের কামিয়াবির আশায় সে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। আল্লাহ তাআলা পরকালের সফলতা-লাভকারীদের কতিপয় গুণ সম্পর্কে কুরআনে আমাদের অবহিত করেছেন। তিনি বলেন :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ - أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ - الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

'নিশ্চয় সফলতা লাভ করেছে মুমিনগণ। যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা জাকাত আদায় করে। এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে; তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে তা সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে। এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে। এবং যারা তাদের নামাজসমূহের খবর রাখে। তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।'[৩৫৪]

ইবনে উম্মে মাখতুম ﷺ-এর সাথিরা তাকে বলেন, 'হে আবু ইয়াজিদ, আপনাকে তো নিজ ঘরে বসে নামাজ আদায় করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।' তখন তিনি বলেন, 'এটা এমনি মানুষ বলে আর কি! কিন্তু আমি তো حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ অর্থাৎ "কল্যাণের পথে এসো" এর আহ্বান শুনি। আর যে ব্যক্তি حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর আহ্বান শুনবে, সে যেন উক্ত আহ্বানে সাড়া দেয়, যদিও হামাগুড়ি দিয়ে হোক না কেন।'

প্রথম বৈশিষ্ট্য : নামাজে একাগ্রতা।

{الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} অর্থাৎ যারা নামাজে একাগ্রচিত্তে দণ্ডায়মান হয়। নামাজে একাগ্রতার মর্ম হচ্ছে, আল্লাহর সমীপে অন্তরকে উপস্থিত করে তাঁর নৈকট্য গভীরভাবে উপলব্ধি করা, যার ফলে হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্থিরতা চলে আসে, নড়াচড়া থেমে যায়। স্বীয় রবের সম্মানার্থে এদিক সেদিক তাকানো হ্রাস পাওয়া। নামাজের আনুষঙ্গিক কর্মগুলো আদায়ের সময় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগের সাথে অনুধাবন করে করে আদায় করা, এর ফলে শয়তানি কুমন্ত্রণা ও অশালীন চিন্তা-ফিকির থেকে নিস্তার পাওয়া যায়।

৩৫৪. সুরা আল-মুমিনুন : ১-১১

একাগ্রতাই মূলত নামাজের মূল উদ্দেশ্য, যার প্রতিদান অবশ্যই বান্দার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই যে নামাজ নম্রতা ও একাগ্রতা-বিবর্জিত, যদিও তার প্রতিদান আশা করা যায়, তথাপি তা হবে নিতান্তই লঘু। কেননা, প্রতিদান তো অন্তরের অবস্থা হিসেবে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : অহেতুক বিষয় বর্জন।

{وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} অর্থাৎ যারা অনর্থক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখে। উহা শিরক, অবাধ্যতা ও অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম, কথাবার্তা সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾

'এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।'[৩৫৫]

বান্দা যখন নিজ জবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, তখন সে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়েও পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। রাসুলুল্লাহ ﷺ মুআজ বিন জাবাল -কে উপদেশ দানকালে বলেন :

أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ

'আমি কি তোমাকে সবকিছুর মূল বস্তুর ব্যাপারে অবহিত করব না?' তদুত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।' অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজ জিহ্বা টেনে বের করে বললেন, 'এটাকে নিয়ন্ত্রণ করো।'[৩৫৬]

সুতরাং মুমিনদের অন্যতম প্রশংসনীয় গুণ হচ্ছে, নিজ জবানকে অহেতুক ও অবৈধ বিষয়াবলি থেকে পূর্ণরূপে বিরত রাখা।

---

৩৫৫. সুরা আল-ফুরকান : ৭২
৩৫৬. সুনানুত তিরমিজি : ২৬১৬

- ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'বিচার দিবসে অত্যধিক পাপের বোঝা বহনকারীর ঝুলিতে উঁকি দিলে দেখা যাবে, সে নিজের অধিকাংশ সময় অহেতুক কাজেই কাটিয়ে দিত।'

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : জাকাত আদায়ে যত্নশীল হওয়া।

{وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} অর্থাৎ যারা নিজ সম্পদের জাকাত আদায় করে। কেননা, এর মাধ্যমে চরিত্রের কলুষতা ও অপবিত্রতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং নামাজে একাগ্রতার মাধ্যমে যেমনিভাবে সে রবের ইবাদতে ইহসানের স্তরে উপনীত হয়, তেমনিভাবে জাকাত আদায়ের মাধ্যমে সৃষ্টিকুলের প্রতি ইহসান করা হয়।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : লজ্জা স্থানের হিফাজত।

{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} অর্থাৎ যারা অবৈধ বিষয়াবলি থেকে স্বীয় লজ্জাস্থানকে হিফাজত করে, তারা ব্যভিচার ও সমকামিতা থেকে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়ে রাখে এবং তাদের বৈধ স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের ব্যবহার করে না। বস্তুত, বৈধভাবে ব্যবহারে স্বীয় রবের পক্ষ থেকে কোনো বাধা ও ভর্ৎসনা নেই। এ কারণেই তিনি বলেন : {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্য কারও সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, মূলত তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

ইমাম শাফিয়ি ﷺ উক্ত আয়াত থেকে হস্তমৈথুন অবৈধতার ওপর প্রমাণ পেশ করেছেন।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : আমানতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।

{وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} অর্থাৎ যখন তাদের কাছে আমানত রাখা হয়, তারা তখন খিয়ানত ও প্রতারণা করে না; বরং উক্ত আমানতকে তার প্রাপ্য হকদারের নিকট যথাযথভাবে ফেরত দেয়। কোনো চুক্তি কিংবা প্রতিশ্রুতি দিলে তারা তা পালনে সর্বদা বদ্ধপরিকর থাকে। ওই মুনাফিকদের মতো নয়, যাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

'মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য তিনটি : কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে তা ভঙ্গ করে আর আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে।'[৩৫৭]

এই আয়াতটি আমানতের ব্যাপারে ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে। তা রবের হক আদায়ের ব্যাপারে হোক কিংবা বান্দার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে হোক। সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক বান্দার ওপর অত্যাবশকীয় সব বিষয়ই আমানত হিসেবে গণ্য। তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা বান্দার ওপর একান্ত অপরিহার্য। তেমনিভাবে উক্ত আয়াতে মানুষের আমানতের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত, চাই তা সম্পদ কিংবা অন্য কোনো গোপনীয় সংবাদ হোক না কেন। সুতরাং বান্দার ওপর দুধরনের আমানতের যথাযথ হিফাজত করা অত্যাবশ্যকীয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।'[৩৫৮]

তেমনিভাবে চুক্তির ক্ষেত্রেও উভয়টি প্রযোজ্য তথা স্বীয় রবের সঙ্গে চুক্তি ও সাধারণ মানুষের সাথে কৃত চুক্তি যথাযথ পালন করা ওয়াজিব। উভয়ের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি কিংবা উদাসীনতা করা যাবে না।

কে সত্যিকারের মনুষ্যত্বের অধিকারী?

উমর ﷺ বলেন, 'কোনো মানুষের প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি দেখে তোমরা আশ্চর্যবোধ কোরো না। কেননা, সত্যিকারের মানুষ তো সেই, যে যথাযথ ভাবে নিজের ওপর আরোপিত আমানতকে সংরক্ষণ করে এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ থেকে বিরত থাকে।'

---

৩৫৭. সহিহুল বুখারি : ৩৩, সহিহু মুসলিম : ৫৯
৩৫৮. সুরা আন-নিসা : ৫৮

আমানতের বাস্তব স্বরূপ

শাইখ সাদি ﷺ আমানতের সংজ্ঞায় বলেন, 'আমানত হচ্ছে বাহ্যিক দিক দিয়ে যেভাবে আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকা হয়, তেমনিভাবে অভ্যন্তরীণ ও পরোক্ষভাবেও তা যথাযথ আদায় করা।'

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া।

{وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} অর্থাৎ যারা নামাজের সময় ভেতর ও বাইরের ফরজসমূহ-সহ অন্যান্য নামাজের আনুষঙ্গিক বিষয়ে সর্বদা যত্নশীল। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের দুধরনের গুণের প্রশংসা করেছেন। যার কোনো একটি ব্যতীত নামাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যেমন কেউ যদি একাগ্রতা ব্যতীত নামাজের ব্যাপারে সর্বদা যত্নবান হয়, অথবা একাগ্রতা তো আছে, তবে যত্নশীলতা শূন্যের কোঠায়, তাহলে উক্ত নামাজ নিতান্তই দুর্বল, ক্ষীণকায় ও পক্ষপাতদুষ্ট হবে। আদায়কারী ব্যক্তি তিরস্কৃত ও ভর্ৎসনার যোগ্য।

– ইবনে কাসির ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা উক্ত প্রশংসনীয় গুণাবলির আলোচনা নামাজের মাধ্যমে আরম্ভ করেছেন। আবার নামাজ দিয়েই উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলির আলোচনার ইতি টেনেছেন। এর থেকে নামাজের সর্বোৎকৃষ্টতার ব্যাপারে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

{أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ - الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

যখন আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত প্রশংসনীয় গুণাবলির গুরুত্ব নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলেন। এবার এসবের প্রতিদানের আলোচনা উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আরম্ভ করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ

‘অতএব, যখন তোমরা আল্লাহর নিকট (জান্নাত) চাও, তখন তোমরা জান্নাতুল ফিরদাওসই প্রার্থনা করো। কেননা, এটিই সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত—বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, রাসুলুল্লাহ ﷺ এ কথাও বলেন—এর ওপর রয়েছে দয়াময়ের আরশ এবং জান্নাতে প্রবাহমান নদী ওই স্থান থেকে উৎসরিত।’[৩৫৯]

– রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ: مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ} [المؤمنون: ١٠]

‘তোমাদের প্রত্যেকের জন্য পরকালে দুটি করে গৃহ বরাদ্ধ রয়েছে। একটি জান্নাতে, অন্যটি জাহান্নামে। সুতরাং যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে জাহান্নামে প্রবেশ করে, জান্নাতবাসীরা সেই জাহান্নামী ব্যক্তির জন্য জান্নাতে বরাদ্দকৃত গৃহের উত্তরাধিকারী হয়ে যায়, এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন : “তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে।” (আল-মুমিনুন : ১০)।[৩৬০]

সুতরাং মুমিনরা জান্নাতে কাফিরদের জন্য বরাদ্দকৃত সেই প্রাসাদগুলোর উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। কেননা, সবাইকে তো আল্লাহর উপাসনার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মুমিনরা যখন স্বীয় রবের ইবাদতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে, কাফিররা তখন তাদের ওপর আবশ্যকীয় বিষয়াদি পালনে ব্যর্থতা ও উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে। তাই মুমিনরা জান্নাতে পুরো বিস্তৃত অঞ্চলের মালিক হয়ে গেছে।

---

৩৫৯. সহিহুল বুখারি : ২৭৯০
৩৬০. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪৩৪১

– বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

'কিয়ামত দিবসে মুসলিমদের মধ্যে কতক পাহাড়সম পাপের বোঝা নিয়ে স্বীয় রবের দরবারে উপস্থিত হলে তাদেরকে আল্লাহ নিজ কৃপায় ক্ষমা করে দিয়ে পাপের বোঝাগুলো ইহুদি-নাসারাদের কাঁধে চাপিয়ে দেবেন।'[৩৬১]

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কতিপয় নিদর্শন

- ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন :

সৌভাগ্যের নিদর্শনসমূহ :

১. বান্দার ইলম বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনয়, নম্রতা ও দয়া বৃদ্ধি পাওয়া।

২. বান্দার সৎকর্ম বৃদ্ধির সাথে সাথে স্বীয় রবের ভয় বৃদ্ধি পাওয়া।

৩. বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে লোভ-লালসা হ্রাস পাওয়া।

৪. সম্পদের প্রাচুর্যের সাথে সাথে দানশীলতার হারও বৃদ্ধি পাওয়া।

৫. সম্মান, মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও তাদের জন্য বিনম্রতা ও উদারতাও বৃদ্ধি পাওয়া।

দুর্ভাগ্যের কতিপয় চিহ্ন

১. জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে অহংকার ও আমিত্বভাব বৃদ্ধি পাওয়া।

২. সৎকর্ম বাড়ার সাথে সাথে আত্মতৃপ্তি, মানুষকে তুচ্ছ, খাটো মনে করার প্রবণতাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া।

৩. বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে লোভ-লালসা বৃদ্ধি পাওয়া।

---

৩৬১. সহিহু মুসলিম : ২৭৬৭

৪. সম্পদের প্রাচুর্যের সাথে সাথে কৃপণতাও সমানতালে বেড়ে যাওয়া।

৫. সম্মান ও পদোন্নতির সাথে সাথে অহংকার ও আমিত্বও ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকা।

- উল্লিখিত বিষয়াবলি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পরীক্ষাস্বরূপ। যা দিয়ে তিনি স্বীয় বান্দাদের যাচাই বাছাই করেন। ফলে কেউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সৌভাগ্যবান হয়, আবার কেউ অকৃতকার্য হয়ে চিরতরে দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বরে নিপতিত হয়। তেমনিভাবে সম্মান, সম্পদের প্রাচুর্য ও পদোন্নতি সবই মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিশেষ পরীক্ষাস্বরূপ। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী কিংবা অঢেল সম্পদের অধিকারী হওয়া—এগুলো একেকটি পরীক্ষা। তাই তো সুলাইমান ﷺ-এর নিকট সম্রাজ্ঞী বিলকিসের সিংহাসন উপস্থিত করা হলে তিনি অবলীলায় বলে উঠলেন :

﴿ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ﴾

'এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।'[৩৬২]

- সুতরাং নিয়ামতের প্রাচুর্যতাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের বিপদ ও পরীক্ষা। যার মাধ্যমে কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়ে যায়। তাই নানান ধরনের বালা-মুসিবত যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পরীক্ষা, তেমনিভাবে নিয়ামতের মাধ্যমেও তিনি বান্দাদের পরীক্ষা করেন।

- আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ - وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ - كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴾

---

৩৬২. সুরা আন-নামল : ৪০

'মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে, "আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন।" এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিজিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে, "আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন।" কক্ষনো নয় (এটা অমূলক ধারণা), বরং তোমরা এতিমকে সম্মান করো না।'[৩৬৩]

ব্যাখ্যা : এই আয়াতের সারাংশ হলো, মানুষ প্রাচুর্যতাকে স্বীয় রবের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিশেষ সম্মান মনে করে। অথচ, প্রাচুর্য মানেই কিন্তু সম্মান ও মর্যাদার ইঙ্গিত নয়, তেমনই কেউ বিপদ কিংবা অভাবে আক্রান্ত হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তা অসন্তুষ্টি ও লাঞ্ছনা মনে করে। অথচ, প্রত্যেক বিপদ ও অভাবমাত্রই অসম্মান ও লাঞ্ছনার নিদর্শন নয়; বরং উভয়ই স্বীয় রবের পক্ষ থেকে বিশেষ পরীক্ষা হয়ে থাকে।

মর্যাদা ও লাঞ্ছনার প্রকৃত স্বরূপ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ - وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾

'মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে, "আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন।" এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিজিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে, "আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন।"'[৩৬৪]

---

৩৬৩. সুরা আল-ফাজর : ১৫-১৭
৩৬৪. সুরা আল-ফাজর : ১৫-১৬

• শাইখ সাদি উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

আল্লাহ এই আয়াতে মানুষের স্বভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে, তারা অজ্ঞ ও জালিম। পরিণামের ব্যাপারে তারা মোটেও ভাবে না। তারা মনে করে যে, যেই অবস্থায় আছে, এর কোনো পরিবর্তন সাধিত হবে না; বরং চিরকাল এভাবেই চলতে থাকবে। তেমনি তারা আরও মনে করে, দুনিয়াতে কারও সম্মান ও নিয়ামতের প্রাচুর্যতা আল্লাহর নিকট তার নৈকট্যতা ও মর্যাদার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তেমিনভাবে যখন তাদের ওপর রিজিককে সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে দেওয়া হয়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞার নিদর্শন মনে করে।

আল্লাহ তাআলা উক্ত উদ্ভট ও অবান্তর ধারণাগুলোর মূলোৎপাটন করতে গিয়ে বলেন, كَلَّا (কক্ষনো নয়)। বরং এর মর্মার্থ হচ্ছে, প্রত্যেক প্রাচুর্যতাই সম্মান এবং প্রত্যেক সংকোচনই অসন্তুষ্টি ও লাঞ্ছনার পরিচায়ক নয়। কারণ, সম্পদের প্রাচুর্যতা ও অভাব মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পরীক্ষা। এর মাধ্যমে তিনি বান্দাদের মধ্যে কে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল, তা যাচাই করেন। সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাকে তিনি মহাপ্রতিদানে ভূষিত করেন। পক্ষান্তরে অকৃতকার্য হলে নিষ্পেষিত করেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মাধ্যমে। তাই আল্লাহর নিকট ওই ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত, যে তাঁর ওপর ইমান এনেছে এবং তাঁর আনুগত্য করে। পক্ষান্তরে লাঞ্ছিত বান্দা হচ্ছে সে, যে উল্লিখিত দুটি বিষয়ের তাওফিক থেকে বঞ্চিত।

• হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'পাপিষ্ঠরা আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট, এ জন্য তারা অবাধে তাঁর নাফরমানি করে। যদি তারা আল্লাহর নিকট সম্মানিত হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই তাদের সীমালঙ্ঘন থেকে রক্ষা করতেন।'

উন্নতির প্রধান প্রধান অন্তরায়

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾

'শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।'[৩৬৫]

- ইবনে কাসির এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অর্থাৎ শয়তান মানুষকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে ভ্রান্ত বিষয়ে জড়িয়ে লাঞ্ছিত করে এবং বিভ্রান্তির পথে আহ্বান করতে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এ দুআ বেশি বেশি পড়তেন :

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন।'[৩৬৬]

তিনি এ দুআও পড়তেন :

اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমাদের অন্তরকে আপনার আনুগত্যের প্রতি ধাবিত করে দিন।'[৩৬৭]

- রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে পরকালীন অবক্ষয়ের সব ধরনের কারণ বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন তিনি সর্বদা এই দুআ পাঠ করতেন :

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

---

৩৬৫. সুরা আল-ফুরকান : ২৯
৩৬৬. সুনানুত তিরমিজি : ২১৪০
৩৬৭. সহিহু মুসলিম : ২৬৫৪

'হে আল্লাহ, আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকজনের প্রভাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।'[৩৬৮]

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'এই হাদিসে রাসুল ﷺ সকল অনিষ্টতার মূল উৎস ও শাখা-প্রশাখার বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এই দুআটি সহজাত আটটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে—যার প্রত্যেক দুটি বৈশিষ্ট্য পরস্পর কাছাকাছি।

الهَمّ وَالحَزَن (দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি)-এর মধ্যকার পার্থক্য

الهَمّ (দুশ্চিন্তা) ভবিষ্যতের জন্য, অর্থাৎ ভবিষ্যতের কোনো বিষয় অর্জিত হবে কি হবে না—এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া অথবা কোনো বিষয়ের শঙ্কায় থাকা।

الحَزَن (পেরেশানি) অতীতকালের জন্য, অর্থাৎ অতীতে কোনো প্রিয়জনকে হারানো কিংবা ব্যবসায় লোকসানের দরুন চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে যাওয়া।

العَجْز وَالكَسَل (অক্ষমতা ও অলসতা)-এর মধ্যকার পার্থক্য

العَجْز (অক্ষমতা) : শক্তির দৈন্যতার দরুন বান্দা কল্যাণের যাবতীয় উপায়-উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। উদাহরণস্বরূপ সম্পদের স্বল্পতা কিংবা অন্য কোনো কারণে ফরজ হজ আদায়ে সক্ষম না হওয়া।

الكَسَل (অলসতা) : সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে ইচ্ছা পোষণ না করা। যেমন তাহাজ্জুদের নামাজ সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উদাসীনতা হেতু না পড়া।

উন্নতি ও অগ্রগতি থেকে বান্দার পিছিয়ে পড়ার অন্তর্নিহিত কারণ

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'বান্দার অগ্রগতি থেমে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান দুটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

---

৩৬৮. সহিহুল বুখারি : ২৮৯৩

১. শক্তিমত্তার দৈন্যতা, যাকে অক্ষমতা বলা হয়।

২. সক্ষমতা সত্ত্বেও কাজের ইচ্ছা পোষণ না করা, যাকে অলসতা বলা হয়।

উক্ত দুটি বৈশিষ্ট্যর দরুনই কল্যাণের সব দ্বার রুদ্ধ ও অনিষ্টতার সব পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

الْبُخْل وَالْجُبْن (কৃপণতা ও কাপুরুষতা)-এর মধ্যকার পার্থক্য

الْبُخْل (কৃপণতা) বলতে বোঝায় স্বীয় সম্পদের দ্বারা কোনো উপকার সাধন না করা। যেমন কল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বীয় সম্পদ খরচ করা থেকে বিরত থাকা।

الْجُبْن (কাপুরুষতা) বলতে বোঝায় নিজ শরীর দ্বারা কোনো উপকার সাধন না করা। যেমন ইসলাম ও মুসলিমদের সেবায় নিজেকে সঁপে না দেওয়া।

ضَلَع الدَّيْن، وَغَلَبَةِ الرِّجَال (ঋণের বোঝা ও মানুষের প্রভাব)-এর মধ্যে পার্থক্য

ضَلَع الدَّيْن (ঋণের বোঝা) : নিজ অধিকার আদায়ের জন্য অন্য কেউ ঘাড়ের ওপর চেপে বসা। যেমন জনৈক ব্যক্তি আপনার কাছে তার প্রাপ্য ঋণ ফেরত চাচ্ছে। অথচ, তা আপনি আদায় করতে পারছেন না।

غَلَبَةِ الرِّجَال (মানুষের অবিচার) : অন্যায়ভাবে কেউ কারও ওপর প্রভাব বিস্তার করা। যেমন অন্যায়ভাবে কেউ কারও প্রতি অবিচার করা, চাই তা শাস্তি বা জেল কিংবা হুমকি-ধমকির মাধ্যমে হোক।

অক্ষমতা সকল অনিষ্টতার মূল

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'অবাধ্যতার মূল উৎস হচ্ছে অক্ষমতা। কারণ, এর মাধ্যমেই বান্দা আনুগত্যবিষয়ক উপাদান ও পাপ দূরীভূতকারী উপায় থেকে অক্ষম হয়ে যায়। যার ফলে সে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।'

উদ্বিগ্নতা ও দুশ্চিন্তার ক্ষতিকারক দিকসমূহ

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা মানুষের কোনো উপকার সাধন করতে পারে না; বরং এতদুভয়ের ক্ষতি উপকারের চেয়ে অনেক বেশি। কেননা, উভয় উপাদানই দৃঢ় প্রত্যয়কে দুর্বল করে দেয়, হৃদয়কে করে ফেলে অন্তঃসারশূন্য এবং উপকারী বস্তু অবলম্বনের চেষ্টার প্রাক্কালে তা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

- সম্মুখ চলার পথ রুদ্ধ করে দেয় চিরতরে এবং পেছনে ফিরে আসতে উৎসাহিত করে—পেছন ধরে টানতে থাকে।'

দৈব দুর্বিপাক তথা অশুভ লক্ষণের স্বরূপ

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'যা কিছুই বান্দাকে রবের স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয়, তা নিঃসন্দেহে অশুভ। পক্ষান্তরে যা কিছুই রবের স্মরণ জাগ্রত করে, তা নিশ্চয় শুভ ও উক্ত ব্যক্তির জন্য রহমতস্বরূপ।'

সুতরাং হে প্রিয় ভাই, আপনার দৈনন্দিন জীবনে স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, ব্যবসা, দামি গাড়ি প্রভৃতি যদি আপনার প্রতিপালকের আনুগত্যে শিথিলতার জন্য দায়ী হয়, তবে এসব বিষয় আপনার জন্য অশুভ হিসেবে বিবেচিত। আর কখনো যদি আপনি কোনো বিপদে (যেমন : রোগব্যাধি, সড়ক দুর্ঘটনা কিংবা কোনো লোকসান ইত্যাদিতে) পতিত হওয়ার দরুন আপনার প্রতিপালকের আনুগত্যের কথা স্মরণ হয়, তবে তা তো আল্লাহর দিকে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের কারণ। যা আপনার অজান্তেই আপনার জন্য রহমত হিসেবে আবির্ভূত হয়।

ভয়ংকর মুহূর্ত

নীরবতা চারদিকে আছড়ে পড়ছে, ভয়ংকর নিস্তব্ধতা ও আশ্চর্যজনক মৌনতা গ্রাস করে ফেলেছে সবকিছুকেই। যে দিকেই চোখ যায় কবর ও লাশের স্তুপ ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। থেমে গেছে কালের আবর্তন। অচল হয়ে গেছে সময়ের চাকা। প্রচণ্ড ভীতি সঞ্চারকারী বিকট বিস্ফোরণ বিদীর্ণ করে দিচ্ছে নিস্তব্ধতাকে। যার ক্ষীণ আওয়াজ মুক্ত আকাশে কর্ণগোচর হবে। যে বিকট শব্দ মৃতদের জীবিত করে তুলবে। পৃথিবীর মাটি বিদীর্ণ করে দেবে। কবরকে ওলটপালট করে ছাড়বে। মানুষেরা সেখান থেকে ধুলোমিশ্রিত হয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় পঙ্গপালের ন্যায় বের হতে থাকবে। প্রত্যেকেই দ্রুত বেগে শাশ্বত আহ্বানে সাড়া দিতে দৌড়াতে থাকবে। সেদিনটি হবে কিয়ামতের দিন।

কোনো বাক্যালাপ ছাড়া মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্যাবস্থায় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকবে। সেদিন পাহাড় সম্পূর্ণ সমতল হয়ে যাবে। নদীনালা শুকিয়ে যাবে, সমুদ্র উত্তাল হয়ে গর্জন ছাড়বে। সেদিন ভূমণ্ডল আর ভূমণ্ডল থাকবে না। চিরাচারিত নভোমণ্ডল পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে না। বরং উভয়ের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়ে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সেদিন মহাপরাক্রমশালী রবের আহ্বান থেকে পলায়নের কোনো উপায় থাকবে না। সেদিন সংঘটিত হবে সৃষ্টির সবচেয়ে ভয়ংকর ট্র্যাজেডি। তখন সবাই চুপচাপ থাকবে। কারও মুখ দিয়ে কোনো একটি বাক্যও বের হবে না। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়বে নিজেকে নিয়ে। নিজের ওপর আপতিত মহাবিপদের ভয়াবহতা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। মানব, দানব, দুরাচার শয়তান, জীবজন্তুসহ সব সৃষ্টিকুল এক স্থানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

সকলের চক্ষুযুগল আসমান পানে অপলক শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকবে, কীভাবে উক্ত বিশাল আসমান ভয়ংকর বিকট শব্দে নিমিষেই বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! তখন আতঙ্কের ওপর আতঙ্ক আর ভয়ে সকলেই মুহ্যমান হয়ে যাবে। ফেরেশতারা আসমান থেকে অবতরণ করে দাঁড়িয়ে থাকবে সারিবদ্ধভাবে একাগ্রতা ও বিনয়ের সাথে। তাঁদের চক্ষুযুগল নুয়ে পড়বে। এমন ভয়াবহ

মুহূর্তে সূর্য মানুষের মাথার অতি সন্নিকটে চলে আসবে—এমনকি সূর্য ও তাঁদের মাঝে ব্যবধান এক মাইলের চেয়েও কম হবে। সেদিন সূর্যের খরতাপ ভয় ও শঙ্কার দরুন আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

সকলেই অপেক্ষায় থাকবে। তাদের অপেক্ষার প্রহর ৫০ হাজার বছর পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। এ ৫০ হাজার বছর পর্যন্ত গন্তব্যের অনিশ্চয়তায় মানুষ নিজ স্থানে ঠায় দাড়িয়ে থাকবে। কোথায় যাবে—জান্নাতে না জাহান্নামে? সেদিন সুপেয় পানির কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। যে পানি থাকবে—তা পান করলে মুখ ঝলসে যাবে। নাড়িভুঁড়ি সব বের হয়ে যাবে। অপেক্ষার দীর্ঘতা ও অবস্থার ভয়াবহতার দরুন সবাই চূড়ান্ত ফয়সালা ও বিচার কাজের অধীর অপেক্ষায় থাকবে। কী হবে আমার শেষ পরিণতি! বিভীষিকাময় ওই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য ওই দিন কোনো আশ্রয়স্থল কি থাকবে?

হ্যাঁ, ওই ভয়াবহ অবস্থায়ও কিন্তু সাত শ্রেণির লোককে মহান দয়ালু রব স্বীয় আরশের নিচে ছায়া দেবেন।

তাদের মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ :

১. ওই যুবক, যে আল্লাহর আনুগত্যে বেড়ে উঠেছে।

২. ওই ব্যক্তি, যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে ঝুলে থাকত।

৩. যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করত, অশ্রুসিক্ত হতো তার চক্ষুযুগল।

আপনি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? আর বাকি লোকদেরই বা কি অবস্থা হবে? সেদিন মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় অপরাধীর মতো হাঁটু গেড়ে নিথর হয়ে বসে থাকবে। তখনই হঠাৎ রাসুল ﷺ তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হবেন। সবাই দ্রুত বেগে তাঁর দিকে দৌড়ে যাবে। তিনি আপন প্রতিপালকের দরবারে সিজদাবনত হয়ে সুপারিশের অনুমতি প্রার্থনা করবেন। তখন তাকে এই বলে অনুমতি দেওয়া হবে—'হে মুহাম্মাদ, তুমি চাও, তোমাকে প্রদান করা হবে। তুমি সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।' এদিকে সব মানুষ অপেক্ষায় থাকবে, তখন সহসা সুস্পষ্ট এক আলো প্রস্ফুটিত হবে, যা মূলত দয়ালু রবের আরশের আলো হবে। রবের উক্ত নুরের আলোকচ্ছটায়

পুরো অঞ্চল আলোকোজ্জ্বল হয়ে যাবে। অতঃপর বিচারকার্য আরম্ভ হবে। তখন অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ ধ্বনিত হবে—হে অমুকের বেটা অমুক! এ তোমার নাম, তোমার অবস্থান নিয়ে তুমি দুনিয়াতে সন্তুষ্ট ছিলে। কিন্তু আজ তুমি শঙ্কিত। জাহান্নামের গর্জনে তোমার কর্ণকুহর এক্ষুনিই ফেটে পড়বে। তুমি স্বীয় রবের সম্মুখে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দণ্ডায়মান হবে।

তখন এক নতুন দৃশ্যের অবতারণা হবে, অভিনব ওই দৃশ্যের বিস্তারিত বর্ণনা আপাতত আপনাদের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি। তবে হে প্রিয় ভাই ও বোন, দয়া করে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন!

* আপনি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করেছেন?

* আপনি কি কুরআন পড়ে তার যাবতীয় বিধিনিষেধ অনুযায়ী আমল করেছেন?

* আপনি কি আমাদের প্রিয় রাসুল ﷺ-এর শাশ্বত সুন্নাতের প্রকৃত অনুসারী?

* আপনি কি যথাসময়ে নামাজ আদায় করেছেন?

* আপনি কি কপটতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রেখেছেন?

* আপনি কি আপনার ওপর আবশ্যকীয় ফরজ হজ আদায় করেছেন?

* আপনি কি স্বীয় সম্পদের জাকাত আদায়ে যত্নশীল হয়েছেন?

* আপনি কি পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করেছেন?

* আপনি কি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সর্বাবস্থায় সত্যবাদী, না কপটতার মুখোশ পরে বাহ্যিকভাবে সত্যবাদী সেজেছেন?

* আপনি কি অনুপম নববি চরিত্রে চরিত্রবান?

* স্বীয় কর্মফলের ব্যাপারে বিচারকার্য ও চুলচেরা বিশ্লেষণ তো ওই দিনই হবে, তবে এখন থেকেই ওই দিনের সফলতার জন্য সৎকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ওই দিনের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে

কালক্ষেপণ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন। এখন থেকেই এমন সৎকর্ম সম্পাদন করুন, যা আপনাকে সোজা জান্নাতে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। যে সৎকর্ম জিজ্ঞাসাবাদের সময় আপনার প্রতিপালকের সম্মুখে আপনার চেহারাকে করবে শুভ্র ও আলোক উদ্ভাসিত। অন্যথায় জাহান্নামই হবে আপনার শেষ আশ্রয়স্থল।

* খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখুন—আল্লাহ যেমন অতিশয় দয়ালু ও ক্ষমাশীল, তেমনই তিনি মহাপরাক্রমশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।

হে মহান দয়ালু পালনকর্তা, আমাদের ওই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত করে নিন, যারা সদুপদেশসমূহ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে এর সর্বোত্তমটিরই অনুসরণ করে। আমাদের এই মিনতিটুকু কবুল করুন, হে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা!

হে মহান রাজাধিরাজ, সর্ববিষয়ে আমাদের উত্তম পরিণতি দান করুন। দুনিয়াবি লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও পারলৌকিক কঠোর শাস্তি থেকে মুক্তি দান করুন, আমিন!

পরিশিষ্ট

হে দয়াময় প্রভু, আমি একজন নিতান্ত ক্ষীণকায়, দুর্বল বান্দা! আপনার নিকট সৎকর্মের তাওফিক ও সঠিক পথের দিশা প্রার্থনা করছি। সার্বিক কল্যাণের সহজীকরণ, সব ধরনের সম্মানজনক বিষয়ে স্থিরতা, আখিরাতে আমার প্রিয় ব্যক্তি ও আমার মাঝে সংযোগ স্থাপন, সর্বোপরি সব ধরনের আনন্দ উদ্দীপক বিষয়ের ব্যবস্থাপনা কামনা করছি।

হে প্রভু, সকল প্রশংসা ও গুণকীর্তন একমাত্র আপনার জন্য। সব ধরনের অভিযোগ-অনুযোগ একমাত্র আপনার কাছেই। আপনিই সাহায্য প্রার্থনার একমাত্র পাত্র এবং বিপদাপদে সহযোগিতা করার একক সত্তা।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ আমরা স্বীয় ব্যক্তিত্বের জন্য কোনো উপকার ও ক্ষতি সাধন করতে পারি না। আপনার সাহায্য ব্যতীত সরষে দানা পরিমাণও কল্যাণ অর্জনের ওপর আমরা সক্ষম নই।

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি যদি আমাদের দায়িত্ব ক্ষণিকের জন্যও আমাদের ওপর ছেড়ে দেন, তাহলে আমরা স্বভাবজাত দুর্বলতা, অক্ষমতা ও পাপাচারের অথই সমুদ্রে ভেসে যাব।

অতএব, আমরা একমাত্র আপনার করুণা ও দয়ার ওপরই আস্থা রাখি, যা দিয়ে আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, রিজিক দান করেছেন, আমাদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সব ধরনের অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজির পসরা সাজিয়েছেন। আপনিই সব ধরনের লাঞ্ছনা, অপদস্থতা ও অশুভ পরিণাম থেকে আমাদেরকে দয়ার আঁচল দিয়ে আগলে রেখেছেন। হে আল্লাহ, আমাদের ওপর এমন দয়া ও করুণার বারিধারা বর্ষণ করুন, যাতে আমাদের আপনি ব্যতীত অন্য কারও দয়ার ভিক্ষুক সেজে বাঁচতে না হয়। কেননা, যে-ই আপনার কাছে প্রার্থনা ও আশা রাখে, তাকে কখনো নিরাশ হতে হয় না।

পাঠকদের প্রতি আকুল আবেদন, দয়া করে আপনারা ওই সব জানবাজ মুজাহিদদেরকে আপনাদের নেক দুআয় ভুলে যাবেন না, যারা জীবন বাজি

রেখে আপনাদের ইজ্জত রক্ষার্থে ও আমাদের হারানো ইসলামি গৌরব-ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে কাফির ও তাগুতদের বিরুদ্ধে সার্বিকভাবে প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদেরকে আপনাদের শত্রু মনে করবেন না, যারা শুধু আপনাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য নিজেদের জীবনকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

মানুষ সফল হতে চায়। নিজেকে সমাসীন দেখতে চায় মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে। তাই তো সফলতা আর মর্যাদা লাভের জন্য নিরন্তর কত পথেই না তারা ছুটে বেড়ায়। কত পরিশ্রম আর প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু সবাই কি চূড়ান্ত সফলতা আর প্রকৃত মর্যাদা লাভের পথে কদম বাড়ায়? নাহ! অনেকেই ভুল করে। ভুল পথ ধরে সামনে এগুতে গিয়ে তারা বরং পশ্চাতেই নিক্ষিপ্ত হয়। হে সফলতা-প্রত্যাশী অভিযাত্রী, সে কি কভু সফল হতে পারে, যে আপন পালনকর্তার নির্দেশনার বিপরীতে চলে? সফলতার মূল চাবিকাঠি যাঁর হাতে, সেই মহান সত্তা থেকে বিমুখ হয়ে কীভাবে একজন মানুষ কামিয়াবির স্বপ্ন দেখে! সফলতা চাও? মরীচিকার পিছু চলে সফলতা ছোঁয়া যায় না। দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন থেকে বাকি জীবনটুকু আর ক্ষয় করো না। এ বইটি পড়ো, অনুধাবন করো, ইনশাআল্লাহ তুমি চিনতে পারবে প্রকৃত সফলতার পথ।

RUHAMA
PUBLICATION